আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

আধুনিক
বাংলা কাব্যে
হিন্দু-মুসলমান
সম্পর্ক

www.pathagar.com

[illegible]

[illegible]

[illegible]

www.pathagar.com

আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

১৮৫৭-১৯২০

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

www.pathagar.com

Thesis Approved for Ph. D. Degree of the University of Dhaka. (Jan 1969)

বা এ ১৪৩১

মুদ্রণ সংখ্যা ২২৫০

পাণ্ডুলিপি: গবেষণা বিভাগ/পাঠ্য-পুস্তক বিভাগ

প্রথম প্রকাশ
১ আষাঢ় ১৩৭৭
১৬ জুন ১৯৭০

দ্বিতীয় সংস্করণ
১ বৈশাখ ১৩৯১
১৫ এপ্রিল ১৯৮৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

দাম: ৭২·০০ টাকা

ADHUNIK BANGLA KAVEY HINDU-MUSALMAN SAMPARKA : 1857-1920 (Hindu-Muslim Relations as Reflected in Modern Bengali Poetry : 1857-1920) by Mohammad Moniruzzaman, Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh, 1st edn 1970. 2nd edn. April 1984.

Price : Taka 72·00 only. U. S. Dollar 7·50

www.pathagar.com

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের অন্যান্য বই :

কবি আলাউল (দ্বিতীয় সংস্করণ)
আধুনিক বাংলা সাহিত্য (তৃতীয় সংস্করণ)
সম্পাদনা :
ঢাকার লোক কাহিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ)
যশোরের লোক কাহিনী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী (৩ খণ্ড)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ দীর্ঘদিন আগে নিঃশেষিত হয়। প্রায় দশ বৎসরাধিক কাল অমুদ্রিত থাকার পর বাংলা একাডেমী দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহী হওয়ায় আমি একাডেমী কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণে প্রথম সংস্করণের মুদ্রণ প্রমাদসমূহ সংশোধন করা হল। নতুন মুদ্রণ প্রমাদ কিছু রয়ে গেল। সেজন্য দুঃখিত।

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর অনেকেই এ-গ্রন্থ সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে মরহুম অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী একটি দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধে এ-গ্রন্থের গবেষণা ও রচনাপদ্ধতির উচ্চপ্রশংসা করেন। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলাম পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হককে; আজ তিনিও আমাদের মাঝে নেই। তাঁকেও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

এ-গ্রন্থ সম্পর্কে দেশে-বিদেশে বহু পণ্ডিতজন নানাভাবে কৌতূহল ও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কয়েকজন গবেষক এই গ্রন্থের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি অভিসন্দর্ভ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন; তাঁরা কেউ এ-গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করেছেন, কেউ করেননি। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

আশা করি গ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃত হবে।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ আগস্ট ১৯৮৩

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গৃহীত গবেষণা-গ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক: ১৮৫৭—১৯২০' প্রকাশিত হল। অভিসন্দর্ভটি আমার চার বৎসরাধিক কাল গবেষণার ফল। এর মধ্যে দেড় বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকরূপে এবং ছয়মাস বাংলা একাডেমীর বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকরূপে কাজ করবার সুযোগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমাকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনার শেষ পর্যায়ে আমি হঠাৎ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে বৎসরাধিক কাল এই গবেষণা-কর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হই। সুস্থ হয়ে গবেষণা সম্পূর্ণ করতে যেয়ে আমাকে সমগ্র অভিসন্দর্ভটি প্রায় নতুন ভাবে লিখতে হয়। গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় ১৯৬৬ সালে; ১৯৬৭ সালের প্রথমদিকে পরীক্ষার জন্য অভিসন্দর্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করি। ১৯৬৮ সালের শেষভাগে তিনজন পরীক্ষক সর্বসম্মতিক্রমে অভিসন্দর্ভ অনুমোদন করেন এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে মৌখিক পরীক্ষার পর, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফল প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে।

বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আগ্রহে ও যত্নে গ্রন্থটি অল্পকালের মধ্যেই প্রকাশিত হল, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই মরহুমের নির্দেশাধীনে আমার গবেষণাকর্ম নির্বাহিত হয়। আজ তিনি সকল প্রশংসা, সকল শ্রদ্ধানিবেদনের উর্ধে। আমার ডিগ্রীপ্রাপ্তি উপলক্ষে বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে 'কালক্রম সাহিত্যগোষ্ঠী' আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত তাঁর স্নেহসিক্ত ভাষণ আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 'প্রোফেসর এমেরিটাস' মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিভিন্ন সময়ে আমার আলোচনা সম্পর্কে মতামত প্রকাশের দ্বারা আমাকে সহায়তা ও উৎসাহ দান করেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে সে-কথা স্মরণ করি।

প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং অভিসন্দর্ভের প্রধান পরীক্ষক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব অনেক অমূল্য উপদেশ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং অন্যতম পরীক্ষক, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার বন্ধুবর ডক্টর আনিসুজ্জামান নানা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যতম পরীক্ষক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মযহারুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ ও ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার, রাষ্ট্রনীতি বিভাগের অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ও অধ্যক্ষ ডক্টর মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক নূরুল মোমেন সাহেব বহু প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রহমত আলীর অপ্রকাশিত গবেষণা সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ও তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেন তৎকালে প্যারিস প্রবাসী, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বন্ধুবর ডক্টর মাহমুদ শাহ কোরেশী। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রধানত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে আমি গবেষণা করেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার ও ঢাকা মিউজিয়ম গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ-সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমার স্ত্রী, রাশিদা জামান এম.এ., বি.এড., অসীম ধৈর্যে আমার উৎসাহকে বাধামুক্ত রেখে নিরন্তর আমাকে সহায়তা করেছেন। গ্রন্থরচনার কোন কোন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামতের দ্বারাও আমি বিশেষভাবে লাভবান হয়েছি।

যথাসাধ্য সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেল। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৬ নভেম্বর, ১৯৬৯

www.pathagar.com

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা ।। নয়
প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ ।। এগারো

অবতরণিকা ১

ভূমিকা ৭

(সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি) ৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দু কবিদের কাহিনী-কাব্যে মুসলিম-প্রসঙ্গ ৪৯

এক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১
দুই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১
তিন দীনবন্ধু মিত্র ৯০
চার নবীনচন্দ্র সেন ৯৫
পাঁচ দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল ১১৬
ছয় ধীরেন্দ্রনাথ পাল ১২২
সাত প্রসন্ন কুমার নাগ ১২৩
আট যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩১
নয় যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু কবিদের খণ্ড-কবিতায় মুসলিম-প্রসঙ্গ ১৬৯

এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৭১
দুই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭
তিন দীনেশচরণ বসু ১৯১
চার নবীনচন্দ্র সেন ১৯৫
পাঁচ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৯
ছয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২০৪
সাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৪

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমান কবিদের কাহিনী-কাব্যে হিন্দু-প্রসঙ্গ ২৪৫

এক ওসমান আলী ২৪৭
দুই কায়কোবাদ ২৫১
তিন সৈয়দ আবুল হোসেন ২৮২
চার গোলাম হোসেন ২৮৪
পাঁচ আবু যোকারিয়া ইব্রাহিম আলী ২৮৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলমান কবিদের খণ্ড-কবিতায় হিন্দু-প্রসঙ্গ ২৮৯

এক মীর মশাররফ হোসেন ২৯১
দুই কায়কোবাদ ২৯৫
তিন নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী ও দাদ আলী ২৯৭
চার মোজাম্মেল হক ২৯৮
পাঁচ আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী ৩০০
ছয় ইসমাইল হোসেন শিরাজী ৩০৪
সাত সৈয়দ এমদাদ আলী ৩০৭
আট কাজী নজরুল ইসলাম ৩০৯

উপসংহার ৩১৯

পরিশিষ্ট ৩২৭

১ ॥ কালক্রম ৩২৯
২ ॥ গ্রন্থপঞ্জী ৩৩২
৩ ॥ নির্ঘণ্ট ৩৪৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অবতরণিকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রতিফলন অত্যন্ত প্রাণস্পন্দনময়। সমাজ-জীবনে এ-সম্পর্ক যেমন দ্বিধায় ও দ্বন্দ্বে, সৌহার্দ্যে ও সন্দেহে চিহ্নিত, সাহিত্যেও তেমনি তা ঘৃণায়, বিদ্বেষে, প্রীতিতে ও প্রত্যাখ্যানে সমন্বিত। চতুর্দশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রভাব বিচিত্র ও ব্যাপক। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তা অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ লাভ করে। কিন্তু কখনো কখনো বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ও উল্লেখ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের এই অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন প্রকার বিস্তৃত সুষ্ঠু আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নি। বাংলা সাহিত্যের হিন্দু ঐতিহাসিক-গণ, দু'একজন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত, প্রধানতঃ মুসলমান সাহিত্যিকদের উপেক্ষা করতেই অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে মুসলমান গবেষকগণ মুসলমান সাহিত্যিকদের পরিচয় সঙ্কলনেই ব্যাপৃত থাকার প্রয়োজন বোধ করেছেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিচারের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের এই অতি বাস্তব ও প্রাণবন্ত রূপটি সমগ্র স্বরূপে ধরা পড়ে নি। সীমিত অর্থে এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আলোকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এই কাল-পরিধি প্রধানতঃ আলোচনার সুবিধার্থে গৃহীত হলেও তা গ্রহণের উল্লেখযোগ্য কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ, আলোচ্য কালে ইংরেজের প্রভাবে, প্রতাপে ও প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে জটিলতার অনুপ্রবেশ, দ্বিতীয়তঃ, ঐ সময়েই ইংরেজী সাহিত্য ও শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা ও পরিবৃদ্ধি। উল্লেখযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে, শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে, বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত, যে নতুন বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে, বর্তমান আলোচনায়, সে-সাহিত্যকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ১৮৫৭ সালের বিশেষ তাৎপর্য : একদিকে, সিপাহী বিদ্রোহ এবং তার ফলরূপে ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ইংলণ্ডেশ্বরী কর্তৃক সরাসরি ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ, অন্যদিকে, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় সমকালীন সমাজসচেতন উল্লেখযোগ্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

www.pathagar.com

সূচনা ও সে-সব রচনায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সুস্পষ্ট চিত্রণ। ১৯২০ সাল বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি ; কেননা, একদিকে ১৯২০-'২১ সালে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মঞ্চে সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলমানের ক্ষণস্থায়ী মিলন সাধিত হয়, এবং অতঃপর হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট ভিন্নমুখী রূপ লাভ করে। অন্যদিকে, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যে গতি পরিবর্তনের ফলে, ১৯২০-এর পর, কাব্যের বিষয় রূপে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আকর্ষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ পরবর্তীকালের বাংলা কাব্য, রবীন্দ্রনাথের হাতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-কেন্দ্রিক অভিনব পূর্ণতাভিসারী। এবং অতঃপর কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় বাংলা কবিতার নবতর দিগন্ত উন্মোচিত হয়। আলোচ্য কালের (১৮৫৭—১৯২০) আধুনিক বাংলা কাব্যে 'আধুনিকতা'র প্রধান প্রধান লক্ষণ—দেশাত্মবোধ, ইতিহাস-চেতনা, সমাজ সচেতনতা, মানবতাবোধ, প্রভৃতি —সমাজ-জীবনে জটিলতা প্রাপ্ত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বন্দ্বে অভিনব শক্তিতে ও দুর্বলতায় চিহ্নিত। আধুনিক বাংলা কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচ্ছন্ন উন্মোচন ও বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য।

১৯২০-এর পর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাৎপর্য হারালেও নাটকে-উপন্যাসে-গল্পে তার জের চলেছে প্রায় বর্তমান কাল পর্যন্ত। এর কারণ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সমস্যা ভারতীয় উপমহাদেশে গত কয়েক যুগ ধরে নানা উৎকণ্ঠা ও সংঘর্ষের জনক এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও সমস্যা অপসৃত না হয়ে, অবশ্যম্ভাবী কারণে, ভিন্নরূপ ধারণ করে। বলা প্রয়োজন, উক্ত সমস্যার কোন সমাধান সন্ধান করা বর্তমান গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার, সমকালীন সমস্যার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যিকের সচেতন রচনাতেই, এবং সমাজতাত্ত্বিক তথ্য-অভিযান অপেক্ষা সাহিত্য-বিচারের মধ্য দিয়েই কাল বিশেষের সত্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা অধিক।[১]

প্রস্তুত গবেষণা নিবন্ধ সে-দিক থেকে বাংলা কাব্যের সমালোচনা ক্ষেত্রে নতুন পথসন্ধানী—এ কথা বললে, আশা করি অত্যুক্তি হবে না।

আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যে ভাবে প্রতিফলিত—নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে[২] তার উপস্থাপনা, বিশ্লেষণ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য সন্ধানই এই গবেষণার সচেতন লক্ষ্য।

---

১. যে কারণে আমেরিকায় নিগ্রো-বিক্ষোভের মর্মবাণী উইলিয়ম ফকনারের উপন্যাস পুনর্বিচারের সাহায্যে অনুভবযোগ্য—*See Time*, Asia edition, July 17,1964, pp. 28-32

২. প্রসঙ্গতঃ সবিনয়ে উল্লেখযোগ্য যে, গবেষকের 'আধুনিক কাহিনী-কাব্যে মুসলিম জীবন ও

www.pathagar.com

এই গবেষণার সর্বপ্রধান বিঘ্ন ছিল একই ধরনের কোন পূর্ববর্তী কাজ বা আদর্শের অভাব। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমূহের অধিকাংশই এ-সমস্যার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনা, যেমন, শেখ আবদুস সোবহানের 'হিন্দু-মুসলমান' (১৮৮৮), নওশের আলী খাঁ ইউসুফ-জয়ীর 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯০) গোলাম হোসেনের 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান' (১৯১০), ক্ষিতিমোহন সেনের 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা' কাজী আবদুল ওদুদের 'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' (১৯৩৬) ও রহমত আলীর *Contribution a l' etude du conflit hindou-musulman* (১৯৩০)।[৩] এ-সমস্ত গ্রন্থে স্বাভাবিক ভাবেই, সাহিত্য বিচারের মধ্য দিয়ে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিশ্লেষণের কোন প্রচেষ্টা নেই। যে দু'একটি আলোচনায়, সে-প্রচেষ্টা আছে সেগুলিও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ; যেমন প্রমথ চৌধুরীর 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক সুলিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ কেবল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর অনেকে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন। বলা বাহুল্য, এসব আলোচনার অধিকাংশই সমকালীন রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস রচনার কোন আগ্রহ এ-সব প্রবন্ধে পরিলক্ষিত হয় না।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমতঃ হিন্দু ও মুসলমান কবিদের রচনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য কালের বাংলা কবিতাকে আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য অনুসারে কাহিনী-কাব্য ও খণ্ড কবিতা—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে লক্ষ্য: স্বীয় সমাজ-পরিবেশ ও সামগ্রিক ভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক প্রসঙ্গে কবির অনুভব ও চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু কবিদের রচনায় মুসলিম-প্রসঙ্গ এবং মুসলিম কবিদের রচনায় হিন্দু-প্রসঙ্গ সন্ধান; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা: বিশেষতঃ কাহিনী-কাব্য পর্যায়ের ইতিহাস-নির্ভর কাব্যগুলোতে, কবির ইতিহাস-নিষ্ঠা, সত্যচ্যুতি অথবা কাল্পনিক কথকতার যথাসম্ভব প্রাথমিক উৎস নির্দেশ করে কবির মনোভঙ্গি, যুগানুগতা ও প্রতিভার শক্তিমত্তা প্রদর্শন। সঙ্গে সঙ্গে কোন

চিত্র' (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৬২) সমালোচনা প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের (ভারত) প্রখ্যাত কবি-সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেন, "লেখকের নিরপেক্ষ থাকার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়," 'চতুরঙ্গ', কলিকাতা, শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৭০

৩. অপ্রকাশিত গবেষণা, প্যারীস ১৯৩০, *Librarie Orientaliste, Paul Gauthener*. খেলাফৎ আন্দোলনের শেষের দিকে, অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে, রাজনৈতিক কারণে, পাঞ্জাবী রহমত আলী দেশত্যাগ করেন। বর্তমানে প্যারীসে প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষার জাতীয়

www.pathagar.com

কবি সম্পর্কে সচেতন অবিচারের সম্ভাবনা অতিক্রমের উদ্দেশ্যে কবির সামগ্রিক কবি-মানসের পরিচয় এবং তাঁর সমকালীন খ্যাতি, প্রতিপত্তি বা সমালোচনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রতি যথাসাধ্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।[৪] এর ফলে, আলোচ্য কালের বাংলা কাব্যের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক কাব্য পরিবেশও যাতে যথাযথ উজ্জ্বলতায় পরিস্ফুট হবার সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বহুলাংশে সম্ভবপর হয়েছে, মনে হয়।

আলোচনা প্রধানতঃ চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হিন্দু কবিদের রচনা বিশ্লেষণ। প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দু কবিদের কাহিনী-কাব্যে মুসলিম-প্রসঙ্গ। এ-পরিচ্ছেদে রঙ্গলাল থেকে যোগীন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত হিন্দু কবিদের কাহিনী-কাব্য আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দু কবিদের খণ্ড কবিতায় মুসলিম-প্রসঙ্গ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হিন্দু কবিদের খণ্ড কবিতার আলোচনা এ-পরিচ্ছেদের বিষয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ মুসলমান কবিদের রচনা বিশ্লেষণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলমান কবিদের কাহিনী-কাব্যে হিন্দু-প্রসঙ্গ—ওসমান আলী, কায়কোবাদ প্রভৃতির কাহিনী-কাব্যের আলোচনা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মুসলমান কবিদের খণ্ড কবিতায় হিন্দু-প্রসঙ্গ—মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত মুসলমান কবিদের খণ্ড কবিতার বিশ্লেষণ।

এই চারটি প্রধান পরিচ্ছেদেই কাব্য আলোচনা কালে প্রয়োজন মত সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের উল্লেখ, স্মরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবু মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ভূমিকায় সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য কালে, সামাজিক রাজনৈতিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের রূপরেখা স্পষ্টতর করাই উক্ত পটভূমির উদ্দেশ্য। উপসংহার সমগ্র আলোচনার সার-সংকলন।

স্কুলের গ্রন্থাগারে তিনি চাকুরিরত। উক্ত গবেষণা গ্রন্থে, রহমত আলী বলেন যে, ভারতের জাতীয়তাবাদীদের ধারণা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। তাঁর মতে ধর্মীয় বিরোধ অপেক্ষা শ্রেণীগত অর্থনৈতিক বৈষম্যই হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের মূল কারণ। "*Resume*" দ্রষ্টব্য।

৪. উদাহরণ : রঙ্গলাল প্রসঙ্গে আলোচনা; প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ভূমিকা

(সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে প্রধানতঃ দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: এক, খণ্ড কবিতা; দুই, কাহিনী-কাব্য। চর্যাপদ, পদাবলী প্রভৃতি খণ্ড কবিতা আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্যসমূহ, অনূদিত দেব কাহিনী (রামায়ণ-মহাভারত -ভাগবত) ও প্রণয়োপাখ্যান, পুঁথি সাহিত্য ইত্যাদি সবই কাহিনী-কাব্য। লক্ষ্যযোগ্য যে, সেকালে সাহিত্যে এই দুটি ধারা পাশাপাশি বিস্তার লাভ করেছে এবং সামগ্রিক-ভাবে সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক ও দৈবশাসিত হলেও খণ্ড কবিতায় মানুষের মর্মবাণী ও কাহিনী-কাব্যে তার সমকালীন জীবনবার্তা ছন্দ ও সুরের বন্ধনে ধরা পড়েছে। বলা বাহুল্য, তখন গীতিকবিতা মানুষের আনন্দ-রস-বোধ ও কাহিনী-কাব্য গল্প -রস-পিপাসা পরিতৃপ্তির মাধ্যম ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাবের পর নবনির্মিত রাজসভায় ও নবশিক্ষিত জনসভায় কাব্যে কাহিনী শোনার আগ্রহ স্তিমিত হল, গল্পরসের বাহন হল গদ্য। কিন্তু গদ্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত কাহিনী-কাব্য ও খণ্ড কবিতা,—বাংলা কাব্যের এই দুই ধারাই পাশাপাশি প্রবহমান। অবশ্য অনিবার্য যুগগত কারণে আধুনিক কালের বাংলা কাব্য সর্বাঙ্গে মধ্যযুগ থেকে স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত। বিষয় নির্বাচনে, বক্তব্য উপস্থাপনায় ও আঙ্গিকে আধুনিক কালের কবিরা সচেতন এবং এদিক দিয়ে এ-কালের কবিতা সচেতন কবি-কর্ম। এ সচেতনতা, প্রকৃতপক্ষে, সমকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরি-বর্তনের ধারানুসারী। বস্তুতঃ, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা যেমন ইংরেজ শাসনাধীন বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের ইতিহাসন তেমনি এ-কালের ইংরেজী ভাবধারা-পুষ্ট আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধা লক্ষণীয় সাধারণ বিষয়-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের জনসমষ্টি প্রধানতঃ দুই ধর্মাবলম্বী: হিন্দুধ ও ইসলাম। সম্ভবতঃ তখন বাংলার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ছিল

www.pathagar.com

মুসলমান।[১] ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই মুসলমানেরা বাংলাদেশের অধিবাসী। ইসলামের উদার ধর্মনীতি বর্ণাশ্রম-পীড়িত হিন্দু সমাজের চোখে অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপে প্রতিভাত হয় এবং বর্ণাশ্রম-পীড়িত হিন্দু জনসাধারণ, বিশেষত: নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা সব সময়ই মুসলমানদের নিম্নবর্ণের হিন্দুর সমান জ্ঞান করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সম্মানিত মুসলমানেরা পর্যন্ত হিন্দুদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না।[২] এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার যুগেও মুসলমান যুবককে সহকর্মী হিন্দু যুবকের দাওয়া থেকে নেমে যেতে হত, বন্ধুর জলপানের সুযোগ করে দেবার জন্য—এমন ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।[৩]

ডক্টর তারাচাঁদ প্রমুখ পণ্ডিতের মতে, ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের কোন বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি নেই, যা আছে তা ভারতীয় সংস্কৃতি; দীর্ঘকাল একত্রে বসতি হেতু হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাচারে ও জীবনাচরণের বহু ক্ষেত্রে প্রায় একাত্ম হয়ে গেছে।[৪] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ছ' সাত শ' বছর পাশাপাশি বাস করলেও বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য কখনো লুপ্ত হয় নি। সত্য বটে, বৈষ্ণব চিন্তায় সূফীবাদের প্রভাব রয়েছে ও মুসলমান কবিরাও বৈষ্ণব পদ লিখেছেন, বাউল চিন্তা হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই আকর্ষণ করেছিল, পীরবাদ ও গুরুবাদে সাদৃশ্য আছে, তবু, জনসাধারণের চোখে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম পালন ও সামাজিক জীবনযাপনের ভিন্নতা সর্বদাই খুবই স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষায়: মধ্যযুগে "হিন্দুর বাংলা সাহিত্যে যেমন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম প্রভাব দেখতে পাই, মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তেমনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিন্দু প্রভাব

---

১. R. C. Majumder, *History of Freedom Movement in India*, Vol. I. Firma K. L. Mukhopadhya, Cal, 1963, p. 32
See (a) *Second Report on the State af Education in Bengal District of Rajshahi*, 1836. Published by order of Government.
(b) *Third Report on the state of Education in Bengal and Bihar. &c*, 1836. By William Adam, Published by order of Government.
(c) *The Calcutta Review* vol II. 1844, No IV, pp 322—323.

২. See Majumder, p 36-7

৩. রবীন্দ্রনাথ, 'লোকহিত', 'কালান্তর', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৫, পৃ ২৬২

৪. See Tarachand, *Influence of Islam on Indian Culture*,, Allahabad, 1946 p. 137

www.pathagar.com

লক্ষ্য করি। এর মানে এ নয় যে, হিন্দুরা মুসলমান ও মুসলমানরা হিন্দু হয়ে গিয়েছিলো। মুসলমানের সংস্কৃত-চর্চা ও হিন্দুর ফারসী-চর্চাও এর অন্য কারণ হতে পারে"।[৫]

দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের জন্য পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার অবশ্যম্ভাবী; স্থানীয় সংস্কারাদি ও সামাজিক কোন কোন রীতিনীতির সংমিশ্রণ তাই স্বাভাবিক। "But these were minor points and did not touch the essentials of life. In all vital matters affecting the culture, the Hindus and Muslims lived in two watertight compartments as it were"।[৬] মোট কথা, বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের কাল থেকেই হিন্দু-মুসলমান আপন আপন স্বাতন্ত্র্যকে সযত্নে রক্ষা করেছে, পরস্পরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছু কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামা সত্ত্বেও, হিন্দু-মুসলমান মোটামুটি অন্ধ-বিদ্বেষহীন শান্তিকামী প্রতিবেশী।

তিন

সামন্তশক্তি সিরাজদ্দৌলাহ ও মীরকাশিমের পরাজয়ের পরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন নিষ্কণ্টক হয় নি। পরবর্তী বিঘ্নসমূহ আসে জনসাধারণের দিক থেকে, কোম্পানীর কুশাসনের প্রতিক্রিয়ায়। শাসনভার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী সর্বপ্রকার শোষণে প্রমত্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭-থেকে ১৮৫৭— কোম্পানী শাসনের এই একশ বছর—লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের কাহিনী। এই আমলে জমিদারী ব্যবস্থায় যে-সব পরিবর্তন হয় তা কোম্পানীরই লাভের প্রয়োজনানুসারে। প্রাচীন জমিদাররা অত্যাচারী হলেও, অনেকটা নিজেদের গরজে, জনসাধারণের প্রতি কিছুটা নজর রাখতেন, কেননা জমিদারী ছিল পুরুষানুক্রমিক। কিন্তু কোম্পানী আমলের রাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদারের খাজনা আদায়ের ব্যর্থতার শাস্তি স্বরূপ বহু জমিদারী নিলামে উঠল। জমিদার ছাড়াও নতুন খাজনা আদায়কারী ইজারাদার নিযুক্ত হল। কোম্পানী ও তার দেশী কর্মচারীদের নির্দয় শোষণে জনসাধারণ হল সর্বস্বান্ত। এমন কি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' (১৭৬৯-৭১) নিদারুণ সময়েও জুলুম হ্রাস পায় নি, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রংপুর ও দিনাজপুরে

৫. "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য", 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ: ১৩৭০', বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪, পৃ. ৪৫
6. Majumder, p. 38

www.pathagar.com

কৃষকরা ইজারাদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।[৭] বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দমন করতে কোম্পানীকে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করতে হয়। গণবিক্ষোভ এড়িয়ে, রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে, আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ শোষণের প্রয়োজনে তাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' প্রবর্তন করা হয়। স্বভাবতঃই মোগল যুগের জমিদারদের সঙ্গে নবসৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর পার্থক্য চরিত্রগত। মোগল যুগের জমিদার ছিলেন খাজনা আদায়কারী মাত্র, জমির সর্বলী স্বত্ব ছিল কৃষকের, কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় জমিদারকে দেওয়া হল জমির মালিকানা। ফলে 'কৃষকেরা শক্তিশালী জমিদারের অর্ধদাসে পরিণত হল'[৮] এবং জমিদারেরা হলেন ইংরেজের কৃপাশ্রিত সম্পূর্ণ দাস মনোভাবাপন্ন।

জমিদারী ব্যবস্থার এই আমূল পরিবর্তনে পুরোনো জমিদারের মধ্যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, প্রায় সকল জমিদারই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং এতকাল যাঁরা ইংরেজ বণিকের ইজারাদার, সেরেস্তাদার, দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি রূপে প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন তারাই এই নতুন জমিদাররূপে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেলেন। ইংরেজ প্রভুত্বের সূচনা থেকেই প্রধান প্রধান হিন্দু পরিবারের লোকেরা ইংরেজের 'চাকুরী পাবার জন্য বেশ উৎসুক থাকতেন'।[৯] ফলে দেশের নতুন যে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল তারা প্রায় সকলেই এলেন এই নতুন বিত্ত-প্রাপ্ত হিন্দু-সমাজ থেকে। অর্থনৈতিক অযোগ্যতার ফলে মুসলমান অভিজাত সমাজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। জনসাধারণের পংক্তি অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের একই নিপীড়িত মূর্তি। তাই দেখা যায় কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘঠিত বিদ্রোহ ও গণ-বিক্ষোভে হিন্দু-মুসলমান সমান অংশীদার। জন-সাধারণের সমর্থন পুষ্ট সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ দীর্ঘকাল (১৭৬০-১৮০০) কোম্পানীর শিরোপীড়ার কারণ হয়।[১০]

সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য ও বিরোধ সত্ত্বেও ইংরেজ বিরোধিতার ক্ষেত্রে উভয়ের সমচিন্তা মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের কাছাকাছি টেনে আনে।[১১] 'ফকির নেতা মজনুর সঙ্গে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর ছিল ঘনিষ্ঠ

---

৭. নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা,' ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৯৫৭ পৃ. ৩২

৮. কবিরাজ, পৃ. ৩২

৯. Calcutta in Olden Time', *Calcutta Review*, 1860; কবিরাজ পৃ. ৩৬ উদ্ধৃত।

১০. দ্রষ্টব্য: J.M. Ghose, *Sannyaasi & Fakir Raiders in Bengal*, Calcutta 1930

১১. Ghose, p. 62

www.pathagar.com

যোগাযোগ'।[১২] সাঁওতাল বিদ্রোহেও (১৮৫৫-৬৭) স্থানীয় মুসলমান তাঁতিরা 'সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা' করে।[১৩]

জনসাধারণের দুর্দশা কেবল জমিদারের 'অর্ধদাসে' পরিণত হওয়াতেই শেষ হয় নি। এ-দেশের প্রাচীন শিল্প-বাণিজ্যও ইংরেজ বিনষ্ট করে। বাংলাদেশ, তথা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে লুণ্ঠিত অর্থের সহায়তায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে ইংলন্ডে সংঘটিত হয় শিল্প-বিপ্লব। এবং ইংরেজের শিল্প-সমৃদ্ধির প্রয়োজনে অচিরে বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশ পরিণত হয় বৃটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার ও কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে। অসম শুল্কনীতি ও অত্যাচারমূলক ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশের কামার-কুমোর-তাঁতি ও অন্যান্য কারিগরেরা কর্মহীন হয়ে পড়ে।[১৪] শিল্প প্রধান শহর ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ ধ্বংস হয়ে যায়।[১৫]

চার

দেশের এই অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয় সিপাহী বিপ্লব। সিপাহী বিপ্লবের প্রকৃতি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য এই মতভেদের উৎস। ইংরেজ আমলে একে কাণ্ডজ্ঞানহীন সিপাহীদের বিদ্রোহ কিংবা দেশীয় সামন্ত-শক্তির পুনরুত্থান প্রয়াস বলে চিত্রিত করা হত। পক্ষান্তরে ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান ও ভারতে একে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় উত্থান রূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় এবং এই অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকীও উভয়দেশে গর্বের সাথে পালন করা হয়।

বিদ্রোহের উৎস ছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অসন্তোষ। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী অযোধ্যা গ্রাস ক'রে কোম্পানী অযোধ্যার নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কোম্পানীর বেঙ্গল আর্মির সৈন্য প্রধানতঃ আসত এই অযোধ্যা থেকে। নবাবের ক্ষমতাচ্যুতিতে অযোধ্যাবাসী সেনারা ক্ষুব্ধ হয়। নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের ক্ষমতাও কোম্পানী খর্ব করে। বিদ্রোহ শুরু হলে এই সব হিন্দু-মুসলমান সামন্ত প্রভু সিপাহীদের আহ্বানে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

---

১২. কবিরাজ, পৃ ৫৩

১৩. ঐ, পৃ ৮২

১৪. See, Romesh Dutt, *the Economic History of India*, Vol. II, Second Edn. Delhi, 1960 Chapter VII, pp 73-9.

১৫. ibid, p 77, 82 84.

www.pathagar.com

সিপাহীদের ধর্মীয় অসন্তোষ বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিদ্রোহের পর বেঙ্গল শিখ পুলিশ ব্যাটিলিয়নের সুবাদার ও সরদার বাহাদুর শেখ হেদায়েত আলী বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে যে স্মারকলিপি ৭ই আগস্ট ১৮৫৮ তারিখে ইংরেজ সরকারকে প্রেরণ করেন[১৬] তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ-প্রসঙ্গে তার উল্লেখ প্রয়োজন। শেখ হেদায়েত আলীর মতে সিপাহীদের ধর্মীয় অসন্তোষের কারণ :

১। পাঞ্জাব অধিকারের পর ইংরেজ সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় যে শিখ ও মুসলমান সেনাদের দাড়ী কেটে ফেলতে কখনো বলা হবে না। কিন্তু পরে দাড়ী কাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এবং এতে অসম্মত সেনাদের বরখাস্ত করা হয়।

২। জেলের খাবার ব্যবস্থা, শাহরানপুরে নির্মিত নতুন হাসপাতালে পর্দানশীন মহিলাদের যেতে বাধ্য করা এবং পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ ও সুন্নতের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার সন্দেহ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। সিপাহীরা মনে করেন যে মিশনারীদের অবাধ প্রচারের পেছনে সরকারের সমর্থন আছে।

৩। ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক নতুন নির্দেশ জারী হয়। এই নির্দেশানু-সারে দেশের যেখানে প্রয়োজন সেখানে যেতে বাধ্য থাকবে—এই মর্মে সিপাহীদের শপথ গ্রহণ করতে হয়।

৪। সর্বোপরি (শুকর ও গরুর) চর্বী মিশ্রিত কার্তুজের প্রবর্তনে সিপাহীরা নিঃসন্দেহ হয় যে, সকলকে খ্রীষ্টান করে ফেলাই সরকারের উদ্দেশ্য।

সরকারের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য না হলেও খ্রীষ্টান মিশনারীদের যে অনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ এডমন্ডের পত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ-দেশের সকলকে খ্রীষ্টান করে ফেলা উচিত এই মর্মে চিঠি লিখে এডমন্ড সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করেন। এতে করে জনসাধারণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ভাষায়, 'জন-সাধারণের মনে হয় যে তাদের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে ; প্রথমে সরকারী কর্মচারী ও পরে জনসাধারণ সকলকেই খ্রীষ্টান করে ফেলা হবে'।[১৭] মিশনারীদের

---

১৬. See Majumdar, pp 259-260.

১৭. Sayyid Ahmed Khan, An Eassy on the Causes of the Indian Revolt(original in urdu 1858) trans. Captain W.N. Less, Calcutta 1860, p.20.

www.pathagar.com

স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম-বিষয়ক শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক ছিল।[১৮] আর নতুন কার্তুজে যে সত্যই শুকর ও গরুর চর্বী মিশ্রিত ছিল একথাও পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছে।[১৯]

সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকা প্রধান থাকলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীরা সক্রিয়ভাবে এতে যোগ দেয়, জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য সমর্থনও এ-বিদ্রোহের পেছনে ছিল। তাই বিদ্রোহ সফল না হলেও তা বিস্ময়কর ব্যাপকতা লাভ করে।

কিন্তু সমকালীন বাঙালী হিন্দু বিদ্বৎসমাজ সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থনযোগ্য ভাবে নি। ইংরেজের কৃপাশ্রিত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের চোখে এ-বিদ্রোহ ছিল তার স্বার্থের পরিপন্থী।[২০] এর কারণ রামমোহনের কাল থেকেই শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর স্বার্থ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনুকূল ছিল না। বস্তুতঃ শাসক ইংরেজের জুলুম ও অত্যাচারের স্বরূপ জানা থাকা সত্ত্বেও রামমোহন ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থার কিছু কিছু সদগুণ সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন। এই কারণে রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। তিনি চেয়েছিলেন এক দিকে এই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, অন্য-দিকে "দেশবাসীদের মনে অসন্তোষ বা অপ্রীতি না জাগিয়ে, নির্দোষ ধর্মনীতি শিক্ষা দিয়ে আর উন্নত ধরনের শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা তাঁর দেশবাসীরা এ-পর্যন্ত যে-সব নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করছিল তাদের তার চাইতে আরো বিস্তৃততর অধিকার ভোগের যোগ্য করতে।"[২১]

বস্তুতঃ রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক চেষ্টায় হিন্দু-সমাজে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসারলাভ ঘটে। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে হিন্দু-সমাজে ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং বাংলাদেশে ক্রমশঃ এক শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে। হিন্দু চিন্তাধারায় অতঃপর তিনটি তরঙ্গ লক্ষ্য করা যায়: প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল, নব্যশিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজ। রক্ষণশীলদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্মের বিশুদ্ধি সংরক্ষণ। ইয়ং বেঙ্গল দল, জ্ঞানের

---

১৮. Majumder, p 261.

১৯. Anon, Mutiny of the Bengal Army (Red Pamphlet), London, 1857, p 8; Field Marshal Lord Raberts, *Forty One Year in India*, London, 1897, 431,

২০. See Benoy Ghose, "The Bengali Intelligentsia and the Revolt", *Rebellion 1857*, New Delhi 1957.

বিনয় ঘোষ, "বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সিপাহী বিদ্রোহ", 'নতুন সাহিত্য', অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৪।

২১. উইলিয়ম এডম, রামমোহন সম্পর্কে বোস্টনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১৮৩৮, কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', বিশ্বভারতী ১৩৬১, পৃ. ৩৭ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে মুক্ত ও উদার দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও, ছিলেন বহুলাংশে খ্রীষ্টধর্ম-মুগ্ধ। আর ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা ছিল অনেকটা এ-দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। রামমোহনের মতই ব্রাহ্মসমাজের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, ইয়ং বেঙ্গল দলের রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির স্বদেশানুরাগ সুপরিচিত। কিন্তু এঁরা বা এ-কালের অন্য কেউই ইংরেজী শাসনের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন না। অন্য দিকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এর ফলে বাঙালী হিন্দুর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ইংরেজী শিক্ষা-লাভের মাধ্যমে যে প্রভূত সুযোগ সুবিধার অংশীদার হয় তা বর্জন করে, সে মুহূর্তে, সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থন করা তারপক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া "মধ্যবিত্তের শ্রেণী-ধর্ম হল, গণবিদ্রোহের বিরোধিতা করা। সুতরাং বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা 'মিউটিনির' বিরোধিতা করে স্বশ্রেণী-ধর্মই পালন করেছিলেন"।[২২]

তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ও 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সিপাহী বিদ্রোহ-কেন্দ্রিক রচনার মধ্য দিয়েই সমকালীন সমাজ-সচেতন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত। এ-সব রচনায় সিপাহী বিদ্রোহকে প্রধানতঃ মুসলমানের অপকীর্তি বলে চিত্রিত করা হয়।[২৩] হিন্দু মধ্যবিত্তের চোখে বিদ্রোহে যোগদানকারী হিন্দুও ছিল নিন্দনীয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হবার পর কলকাতার ইংরেজী কাগজের ইংরেজ সম্পাদকেরা ইংরেজ সরকারকে হিন্দু মুসলমান উভয়ের বিরুদ্ধেই নির্বিচারে নানা প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। আতঙ্কিত ঈশ্বর গুপ্ত সরকারের কাছে আবেদন করেন যে, কয়েকজন হিন্দুর দোষে সকল হিন্দুকেই দোষী সাব্যস্ত করা অনুচিত।[২৪]

কয়েক বছর পরই, ১৮৬০ সালে, সৈয়দ আহমদ খানও, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, প্রায় অনুরূপ কথা বলেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়েও বেশী রাজভক্ত; সিপাহী বিদ্রোহে যে-সব দায়িত্বজ্ঞানহীন মুসলমান যোগ দিয়েছিল তাদের সমুচিত শাস্তিতে সকল সৎচিত্ত ব্যক্তিই প্রফুল্ল; তবে মুষ্টিমেয় কয়েক-জন মুসলমানের অপকর্মের ফলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে দায়ী করা অযৌক্তিক।[২৫]

---

২২. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

২৩. দ্রষ্টব্য সম্পাদকীয়, 'সংবাদ প্রভাকর', ২০.৬.১৮৫৭ ও ২৯.৬. ১৮৫৭ বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬২, পৃ. ২২৬-২৩২, ২৩৬-২৩৭

২৪. 'ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তারিখ বিহীন, পৃ. ৩২০, এবং সম্পাদকীয়, 'সংবাদ প্রভাকর', ১.১.১২৬৫, ঘোষ পৃ. ২৩৮ দ্রষ্টব্য।

২৫. Syed Ahmed Khan, *Loyal Mohomedans of India*, 1860 (original in

www.pathagar.com

পাঁচ

সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হলে ১৮৫৮ সালে ইংলণ্ডেশ্বরী কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত শাসন স্বহস্তে গ্রহণ করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে ভারত-বাসীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[২৬] কিন্তু সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই থেকে যায়, কাজে তার কোন রূপায়ণ ঘটে না।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ-হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক জটিলতর রূপ লাভ করে। বিদ্রোহের সময় ইংরেজের প্রধান ভরসা ছিল : হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের মনে ভেদবুদ্ধি জেগে উঠবে এবং তারা একতা ভুলে যাবে। ইংরেজের সে-আশা তখন পূর্ণ হয় নি। তাই বিদ্রোহের পর এই বিষয়টিই প্রধান হয়ে উঠল। ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব মুসলমানদের উপরে চাপাতে প্রথমাবধি সচেষ্ট ছিলেন এবং স্যার সৈয়দ আহমদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শাস্তির প্রধান অংশ মুসলমানদেরই ভোগ করতে হল।

অন্যদিকে ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তার বীজ রোপিত হল। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরিবর্তনের যে সূচনা ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতায় লক্ষ্য করা যায় রঙ্গলালের কাহিনী-কাব্য তারই অবনতিমুখী রূপ। রঙ্গলালের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষিত নব্য হিন্দু যুবকদের হিন্দু-ঐতিহ্যে সচেতন করে তোলা।[২৭] এই প্রয়োজনে তিনি হিন্দু-বীরের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলমান চরিত্র মসীবর্ণে-চিত্রিত করেন।[২৮] তাঁর কাব্যে 'স্বাধীনতাহীনতার' গ্লানির কথা আছে, তা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই ; তবে কোন কোন সমালোচক যে এ-কথা ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থানের আহ্বান বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা সম্ভবতঃ কষ্ট-কল্পনা। কেননা রঙ্গলালের যবননিধনের গান বিশুদ্ধ মুসলিম-বিদ্বেষে পূর্ণ।

Urdu) p. 2-6; C. H. Philips ed, *Select Documents on the History of India and Pakistan*, Vol IV: *The Evolution of India and Pakistan* (1858-1947), London 1962, (hereafter cited as *Select Documents*) pp 173-5

২৬. Queen Victoria's Proclamation I, November 1858, Royal and other Proclamations...to the princes and people of India, 1858-1919, No. I; *Select Documents* p 10-11

২৭. 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৮. বর্তমান গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কাব্যের মাধ্যমে ইংরেজের বিরুদ্ধতা করবার কোন সচেতন অথবা অচেতন প্রয়াস রঙ্গলালের ছিল—এ-রকম প্রমাণ মেলে না। পরন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের শেষে তিনি ইংরেজের কৃপা ভিখারী।

ছয়

নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহ রঙ্গলালের এই আচ্ছন্ন মানসিকতা ও বিভ্রান্ত দৃষ্টির অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। অথচ নব্যমধ্যবিত্ত জাগরণের এই সমগ্র যুগ, এই আধুনিকতা, যাঁর জীবনে ও সৃষ্টিতে পূর্ণতা লাভ করেছিল সেই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪—৭৩) এই মোহাবরণ স্পর্শ করতে পারে নি। এবং এই কারণে আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য মধুসূদনের প্রতিভার মূল্যায়ন বিশেষ জরুরী। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনন্যসাধারণ; কি জীবন-শক্তির প্রাচুর্যে, কি প্রতিভার বিদ্যুৎদীপ্তিতে, কি সৃষ্টির অসামান্যতায় তিনি অতুলনীয়। সমকালীন জীবন যেমন তাঁরই মধ্যে সামগ্রিক তীব্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তেমনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাঁরই হাতে সকল গুণমণ্ডিত সজীব মূর্তি লাভ করেছে। সৃষ্টির মধ্যে কোথাও ক্ষুদ্রবুদ্ধি নেই; নাটকে, প্রহসনে, কাব্যে—সর্বত্রই বিশুদ্ধ শিল্পরীতি, বিরাট ব্যাপ্ত জীবনচেতনা এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের মহিমা অপূর্ব শক্তিমত্তার সমাহারে প্রকাশিত হয়েছে। বিকাশমান মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে একাধারে ধনৈশ্বর্য ও জ্ঞানৈশ্বর্য এই দুই বিপরীত কোটির বস্তুর জন্য তাঁর চিত্ত পিপাসিত ছিল; তাই 'দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন' যেমন সত্য, 'মাইকেল এম. এস. ডাট বার-এট-ল'ও তেমনি সত্য।[২৯] আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনই একমাত্র প্রতিভা যিনি কাহিনী-কাব্যকার নন, মহাকবি। বস্তুতঃ মধুসূদনের ব্যক্তি জীবনেই মহাকাব্যিক মহিমা ছিল এবং তা সমকালীন জীবনেরই ঘনীভূত রূপ বলে, সে-জীবনেরই ভাষ্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) আধুনিক বাংলা কাব্যের একমাত্র মহাকাব্য। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই অপূর্ব যোগাযোগ বিরল দর্শন নিঃসন্দেহে।

'অখণ্ড সৌন্দর্য'-চেতন, 'মানবরস'-সিক্ত, সকল 'পূর্বসংস্কারমুক্ত' মধুসূদন জীবনকে যেমন গ্রীকসুলভ 'ঋজু দৃষ্টিতে' দেখেছেন[৩০] তেমনি গ্রীক কবির রচনার মতই

---

২৯. জগদীশ ভট্টাচার্য, 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ,' বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা ১৩৬৪ পৃ. ৬৭

৩০. প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, 'মাইকেল রচনা-সম্ভার,' মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১৩৬৬, ভূমিকা পৃ ॥৶.—১॥ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

তাঁর সৃষ্টিতে আত্মোপলব্ধি-শুদ্ধ সমকালীন জীবন রাবণ চরিত্ররূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাম মঙ্গলকাব্যের দেবাশ্রিত নায়কদের শেষ বংশধর; বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসানের প্রতীক। অন্যদিকে রাবণের অমিত তেজ, বিপুল ঐশ্বর্য, স্বদেশ প্রেম এবং সর্বোপরি আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় আস্থা হিন্দু মধ্যবিত্তের জাগরণ মুহূর্তের আশাদীপ্ত মানস-প্রতিরূপ। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে হিন্দু মধ্যবিত্তের এই দীপ্ত আশা যেমন সেকালে পূর্ণ সফলতায় মনোহর হয়নি তেমনি রাবণ ভাগ্যও পৌরুষ ও আত্মদম্ভের অসামান্যতা সত্ত্বেও বিশ্লেষণ-অসম্ভব 'বিধির বিধি'-বশে নিয়তি-নিহত শোচনীয় পরাজয়[৩১] বরণ করেছে। জীবনের এই নবমূল্যায়ন, এই অভ্রান্ত আত্মোপলব্ধিই মধুসূদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব। ভাষা ও ছন্দের নবনির্মিতি এই উপলব্ধিরই অনিবার্য অঙ্গফল।

মধুসূদন তাই গতানুগতিক, এমনকি রঙ্গলালের অনুরূপ কাহিনী-কাব্য রচনা করেন নি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' ঘটনা গৌণ হলেও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বীরবাহুর মৃত্যুতে মেঘনাদের সৈনাপত্যে অভিষেক, দৈব চক্রান্তে লক্ষ্মণের হাতে তাঁর মৃত্যুবরণ ও সৎকার রামায়ণ কাহিনীর অতিক্ষুদ্র একটি অংশ। কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ সর্গবন্ধে, অভূতপূর্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দে, আশ্চর্য ওজস্বিনী ভাষায়, চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব নাটকীয় কৌশলে এবং মূল্যবোধের অভিনব বিবর্তনে এই সামান্য ঘটনাই মহাকাব্যের রূপ লাভ করল। তাই কাব্যাকারে দেবমহিমা বা পুরাণ-ইতিহাস কাহিনী কিছুই তিনি বর্ণনা করেন নি। এবং সংস্কারমুক্ত মধুসূদন—যিনি জ্ঞানযোগকে প্রধান জেনে ধর্মান্তর গ্রহণে ইতস্তত: করেন না, তিনি—কেবল মাত্র হিন্দু-গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য যে আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। মধ্যবিত্তের অন্তরস্থ সুপ্ত প্রাণশক্তির জাগরণই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে প্রতিপক্ষকে মুসলমানরূপে ও হীনবর্ণে চিত্রিত করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। বরং ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্র 'রিজিয়া' নামে নাটক লেখার পূর্ণ পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছিলেন[৩২]

৩১. দ্রষ্টব্য : মোহিতলাল মজুমদার, 'কবি শ্রীমধুসূদন,' বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, তৃ-স ১৩৬৫. পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় ; সৈয়দ আলী আহসান, 'কবি মধুসূদন,' করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪

৩২. মধুসূদন তাঁর পরিকল্পিত 'রিজিয়া' নাটকের সংক্ষিপ্তসার কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে প্রেরণ করেন। কিন্তু মধুসূদনের এই হিন্দু বন্ধুরা তাঁকে রিজিয়া নাটক রচনা থেকে নিরস্ত করেন। "Mahomedan names will not perhaps hear well in a Bengalee Drama···" মধুসূদনকে লিখিত কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলীর পত্র। —যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৪১—৪২

www.pathagar.com

এবং মুহর্‌রমের ঘটনার মহাকাব্যিক সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করে এক পত্রে তিনি লেখেন :

"If a great poet were to rise among the Mussalmans of India, he could write a magnificient Epic on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject."[৩৩]

রঙ্গলাল ও মধুসূদনের পরবর্তী বাঙালী হিন্দু কবিদের সামনে দুটো আদর্শই ছিল: একদিকে রঙ্গলাল প্রদর্শিত হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বমূলক, হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত কাব্যে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের পথ ; অন্যদিকে মধুসূদন প্রদর্শিত উদার মানবিকতার পথ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাহিনী-কাব্য রচনার ক্ষেত্রে রঙ্গলাল প্রদর্শিত পথই বাঙালী হিন্দু কবিরা দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছেন। খণ্ড কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১) কি 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) কিংবা 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র (১৮৬৬) উচ্চাদর্শ বাঙালী হিন্দু কবিদের বড় বেশী আকর্ষণ করেনি।

সাত

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু-সমাজে ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাও প্রবেশ লাভ করে। এর প্রথম ফল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত জমিদারী এ্যাসোসিয়েশন। এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভায় ঘোষণা করা হয় যে : জমিদারী এ্যাসোসিয়েশনে গোত্র, দেশ ও বর্ণের ভেদাভেদ তুচ্ছ ; এর নীতি উদার ও বিশ্বজনীন ; এ-দেশের মাটিতে যাঁরই স্বার্থ আছে তিনিই এ সমিতির সদস্য হবার যোগ্য।[৩৪] ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই এর সদস্য ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, এ-দেশের মানুষের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবী-দাওয়া পেশ করবার ও মতামত প্রকাশের এই প্রথম হাতে খড়ি।[৩৫]

পরবর্তী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৩ সালে (২০শে এপ্রিল)। শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগভাবে সরকারের কাছে অভাব-অভিযোগ জানানোই ছিল এ-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। উচ্চবিত্ত ভারতীয় ও বেসরকারী ইংরেজরা

৩৩. রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের পত্র। যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ. ৪৮৯

৩৪. See C. F. Andrews and Girija Mukherjee, *The Rise and Growth of the Congress in India*, George Allen & Unwin, London, 1939, p 22.

৩৫. See Ram Gopal, *British Rule in India*, Asia Publisihing House, London, 1963, p. 272

www.pathagar.com

এ-প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। কিন্তু অচিরে ইংরেজ সদস্যরা এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ১৮৫০ সালে ভারত সরকার কাউন্সিলে নীলকর অত্যাচার দমন বিল পেশ করেন। তাছাড়া, ভারতবাসী ইংরেজরা কেবল কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন ছিলেন, এতে সরকারী কাজের নানা অসুবিধা হত; সরকার তাই বিচারের ক্ষেত্রে সাদাকালো ভেদ লোপ করার উদ্দেশ্যে অপর একটি বিলের খসড়া তৈরী করেন। এতে ভারতবাসী ইংরেজ-সমাজে তুমুল আন্দোলন শুরু হয় এবং সরকার শেষ পর্যন্ত দুটি বিলই প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে এবং ইংরেজ সদস্যরা সোসাইটি ত্যাগ করেন।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সোসাইটির বদলে ১৮৫১ সালে (৩১শে অক্টোবর) শুধু মাত্র ভারতীয়দের নিয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের মতই, আইনানুগ পদ্ধতিতে অভাব-অভিযোগ জানানোই ছিল এ-প্রতিষ্ঠানেরও উদ্দেশ্য। তবে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠানের দাবী-সমূহের একটি সর্বভারতীয় রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন। ফলে, এ এ্যাসোসিয়েশনে পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়।[৩৬] কিন্তু ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর এ্যাসোসিয়েশন রাজনৈতিক কার্যাবলী বর্জন করে এবং অতঃপর এ্যাসোসিয়েশন কেবলমাত্র জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের কাজে ব্যাপৃত হয়।[৩৭]

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট[৩৮] এ-দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই এ্যাক্টের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তৎকালীন সেক্রেটারী অব স্টেট বলেন:

> "The Imperial Legislature has by this Act provided, for the first time, for the admission of Europeans independent of the Government and The Natives of India to take part in the important work of legislation for India".[৩৯]

---

৩৬. Ram Gopal, p. 274

৩৭. *Ibid*, p. 275

৩৮. The Indian Council, Act 1861, 1 August 1861, see *Select Documents*, pp. 35-38

৩৯. Secretary of State on the Indian Council Act, 19 August 1861 Judicial and Legislative despatches to India, 4 (1861), Legislative No. 14 India Office Library, *Select Documents*, p. 38

www.pathagar.com

সেকালে অভিলষিত বা অনুভূত না হলেও এর মধ্যেই পরবর্তী কালের স্বায়ত্ত-শাসনের সম্ভাবনার অঙ্কুর নিহিত ছিল।[৪০]

আট

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইংরেজী শিক্ষিত ও উচচবিত্ত হিন্দুরা স্বার্থ-সংরক্ষণের যে-রকম সুযোগ পেয়েছিলেন শিক্ষা ও সামর্থ্যে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের সামনে সে-রকম কোন সুযোগ ছিল না।

এদেশী হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের পশ্চাৎপদতা দূর করবার জন্য নবাব আবদুল লতিফের (১৮৩৮-১৮৯৩) ঐকান্তিক প্রচেষ্টা খুবই উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচারকল্পে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেন। এ-উদ্দেশ্যে একটি রচনা প্রতিযোগিতারও তিনি আহ্বান করেন।[৪১] তবে প্রবন্ধটি লিখতে বলা হয় পার্সী ভাষায়—বাংলায় নয়। তাঁর মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি কলকাতায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মুসলমান সমাজে সচেতনতার অনুপ্রবেশ ঘটান ছিল এর উদ্দেশ্য।

একই উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭--১৮৯৮) প্রতিষ্ঠা করেন ট্রানশ্লেসন সোসাইটি। এ উপ-মহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ছিল স্যার সৈয়দের আজীবন সাধনা। উপরন্তু সৈয়দ আহমদ খান আবদুল লতিফের মত স্বীয় মাতৃভাষা-বিমুখ ছিলেন না বলে তাঁর প্রচেষ্টা অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়।

মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচার যখন এ-ধরনের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় নিবদ্ধ, তখন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল 'হিন্দু মেলা'। 'হিন্দু মেলা'র সদস্যদের মতামত ও রচনা বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। তাই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাসে 'হিন্দু মেলা'র গুরুত্ব কম নয়। "প্রধানতঃ ঠাকুর-বাড়ীর দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের

---

৪০. Rustom P. Masani, *Britain in India*, Oxford University Press, London, 1960, p. 53

৪১. পুরস্কার ছিল ১০০ টাকা। প্রবন্ধের বিষয় ছিল : How far would the inculcation of European Sciences through the medium of the English language benifit the Muhammadan students in the present circumstances of India, and what are the most practicable and unobjectionable means of imparting such education.

—কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', পৃ. ১১৯-২০

www.pathagar.com

আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দু মেলা স্থাপিত হয়"।[৪২] 'হিন্দু মেলা' নামকরণের যথার্থ ব্যাখ্যা বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় দেওয়া চলে: "সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান-খ্রীষ্টান প্রভৃতির এ-দেশের উপর দাবী আছে—ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন... আর সেই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই নবগোপাল 'হিন্দু মেলা'র প্রতিষ্ঠা করেন।"[৪৩]

বস্তুতঃ 'হিন্দু মেলা'র মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদের আত্মনির্ভরতাও জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করা। কিন্তু এই ভারতবাসীর অর্থ হিন্দু এবং জাতীয়তার অর্থ হিন্দু-জাতীয়তা। আর হিন্দু-জাতীয়তা প্রচারকল্পে 'হিন্দু মেলা'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সাহিত্যিকেরা প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারে ব্রতী হলেন। রঙ্গলালের কাব্যে হিন্দু-জাতীয়তার যে অঙ্কুর ছিল, 'হিন্দু মেলার' আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মাধ্যমে তা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সুরসুন্দরী'-কাব্যে রঙ্গলাল রাজপুত নারীর সতীত্বতেজ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মোগল সম্রাট আকবরকে লম্পট এবং নারীর নিকট অপমানিত, পরাজিত ও ক্ষমাপ্রার্থীরূপে অঙ্কিত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে মুসলিম-বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রও ইতোমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন (দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫)।

নয়

স্যার সৈয়দ ও নবাব আব্দুল লতিফের মতো রাজভক্ত-মুসলমান যখন স্বজাতির মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে কার্যরত, তখনো কিন্তু জনসাধারণের পংক্তিতে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেনি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেও বাংলাদেশে ব্যাপক ওয়াহাবী-কার্যকলাপ ইংরেজরা নিষ্ঠুরভাবে দমন করে।[৪৪] পুণায় ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপক্ষীয় অনুরূপ আন্দোলনও দমিত হয়।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের স্বপক্ষে এই সময় সরকারী নীতিতে পরিবর্তন সূচিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলিম অসন্তোষের কারণ সন্ধানের

৪২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী,' প্রথম খণ্ড, দ্বি-স, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৫৩, পৃ. ৪৬

৪৩. ঐ, পৃ. ৪৭ উদ্ধৃত।

৪৪. See. W. W. Hunter. *The Indian Musalmans*, The Comrade Publishers. Calcutta 1945, Ch, II & III

www.pathagar.com

যে-সব প্রচেষ্টা হয় তার মধ্যে হান্টারের 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' খুবই উল্লেখ-যোগ্য। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই রিপোর্টে হান্টার এ-দেশীয় মুসলমানদের দুরবস্থা ও ক্ষোভের কারণ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই অঞ্চলের মুসলমানরাই ব্রিটিশ শাসনাধীনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৪৫] তিনি লক্ষ্য করেছেন:

> "A hundred Seventy years ago it was almost impossible for a well-born Mussalman in Bengal to become poor: at present it is almost impossible for him to continue rich".[৪৬]

হান্টারের মতে, দারিদ্র্য ও ইংরেজী শিক্ষার পশ্চাৎপদতা মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের কারণ। এই দুর্ভাগ্য অপনোদনের জন্য ইংরেজের শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। হান্টারের ভাষায়:

> "The truth is that our system of public instruction, which has awakened the Hindus from the sleep of centuries, and quickened their inert masses with some of the nobel impulses of a nation, is opposed to the traditions, unsuited to the requirements, and hateful to the religion of the Musalmans..."[৪৭]

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট ভারত সরকার মুসলমানদের শিক্ষা-বিষয়ক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। লর্ড মেয়োর এই রেজুল্যুশনে, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার পশ্চাৎপদতার জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে, সকল স্কুল-কলেজে আরবী ও ফার্সী শিক্ষাদানের ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। মুসলিম শিক্ষা-বিষয়ক পরবর্তী সিদ্ধান্ত ভারত সরকার গ্রহণ করেন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৮৭১-এর পূর্বের বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষার দুরবস্থা সম্বন্ধে এতে বলা হয়:

> "In Bengal the Bengali speaking Eastern Mahomedans frequent the lower schools in good number, but they found themselves more or less excluded from following out their education into the upper classes by the absence, upto 1871,

৪৫. Hunter, P. 149
৪৬. *Ibid. p. 150*
৪৭. Hunter, pp. 168-69

www.pathagar.com

of any adequet provision for that distinctive course of instruction which the custom of their society require".[৪৮]

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব প্রসঙ্গে এতে বলা হয়:

'The Mahomedans are not so much adverse to the subjects which the English Government has decided to teach, as to the modes or machinery through which teaching is offered".[৪৯]

পরিবর্তিত শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়:

"In Bengal the Lieutenant Governor now desires to restore Mahomedan education by a well-connected substantial reforming of existing material. Orders were issued in 1871 to establish a special class for teaching Arabic and Persian to Mahomedans in ordinary schools, wherever the demand should justify the supply, and wherever the Mahomedans should agree to conform, in addition, to the regular course of study in the upper school classes so that both kind of instruction must be taken. The collegiate instruction in the Calcutta Madrassa will be remodelled and reinforced, while the Mohsin endowments, which now support the Hooghly College, will be employed, wherever in Bengal their employment seems most advantageous, for encouraging and extending education among Mahomedans. Moreover, the University of Calcutta has decided to examine in Persian as well as in Arabic for the degrees".[৫০]

একই উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রচেষ্টায় আলিগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লর্ড লিটন। এ-উপলক্ষে প্রদত্ত মানপত্রে বলা হয় যে, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'to

৪৮. Resolution of the Government of India on Muslim Education 13 June 1873. Selections from the Records of the Govt. of India Home Dept. No. 205 (1866), *p 152*, *Select Documents*, *p. 181*

৪৯. *ibid. p. 183*

৫০. *ibid*

www.pathagar.com

make the Musalmans of India worthy and useful subjects of the British crown."[৫১]

সরকারী শিক্ষানীতিতে এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও, চাকুরী ক্ষেত্রে, ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা অনেক পেছনেই পড়ে রইল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন, তৎকালীন ভাইসরয়-এর নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে, মুসলমানদের এই দুরবস্থা মোচনের আবেদন জানান। সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের বিঘ্নবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'এ্যাসোসিয়েশন' দুটি কারণ নির্দেশ করেন: (১) সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সরকারী নীতির অবহেলা এবং (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই প্রচারিত এক রেজুল্যুশনে মুলমানদের এই অভিযোগের উত্তরে সরকার জানান:

> "...In every province admission to the superior departments of the Government service is now, speaking generally, regulated either by public competition or by the possession of qualifications altogether independent of the race or caste of the candidate".[৫২]

সুতরাং সরকার বলেন, মুসলমানদের জন্য এ-ক্ষেত্রে সরকারী নীতিতে কোন ব্যতিক্রম ঘটান সম্ভবপর নয়; কেননা, তাতে শাসন-ব্যবস্থার উচচমান বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। তখন বাংলাদেশে জনসংখ্যার শতকরা ৩১ ভাগ মুসলমান, কিন্তু চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। ১৮৮২-র স্মারক-লিপিতে এ-কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সরকারী রেজুল্যুশনে এ-প্রসঙ্গে বলা হয় যে, চাকুরী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ তাদের ইংরেজী জ্ঞানের অভাব; তাদের দারিদ্র্য এই ইংরেজী জ্ঞান আহরণের অসামর্থ্যের একটা কারণ বটে, তবে তারা দীর্ঘকাল ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অনিচ্ছুকও ছিল। উপরন্তু শিক্ষা-কমিশনে প্রেরিত নবাব আব্দুল লতিফের স্মারক-লিপির একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাগত মান তুলনা প্রসঙ্গে নবাব

---

৫১. G. F. Graham, *Syed Ahmad Khan*, 1909, p. 179

৫২. The Government of India's Resolution of 15 july 1885, para 20, Selections from Records of the Govt. of India, Home Dept. No. 205 (1886), *Select Documents*, p. 186

www.pathagar.com

আব্দুল লতিফ বলেন:

> "The mass of the Muhammadan population consists of cultivators among some millions of Brahmins and Kayasthas, who from time immemorial have enjoyed a superior system of education and in consequence a passports to public offlices".[৫৩]
>
> "It is only by rising their own educational qualifications to the level already attained by other races that the Muhammadans can hope to win appointments that are awarded as the result of examination."[৫৪]

সুতরাং ইংরেজী শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ-সমূহ অনুধাবন ও তার প্রতিকারের আগ্রহ থাকলেও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করতে সরকার ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৮৮৬—৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে সরকারী চাকুরিতে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা নিম্নের তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে:

৫৩. Quoted in *ibid*
৫৪. *ibid.*

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ১৮৮৬-৮৭
সরকারী কর্মচারীদের শ্রেণীকৃত তালিকা[৫৫]

	মোট নিয়োগ	নিয়োগ কালে ভারতবাসী নয় এমন ইউরোপীয়	ভারতবাসী ইউরোপীয়	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
(১) প্রশাসনিক সার্ভিস:						
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	২৩৭	২৩	১৫	১৭১	২৬	২
সাবডেপুটি কালেক্টর ও তহশিলদার	১০২	—	৫	৭৮	১৮	১
মোট প্রশাসনিক সার্ভিস	৩৩৯	২৩	২০	২৪৯	৪৪	৩
(২) বিচার বিভাগীয় সার্ভিস						
সাব জজ	৪৮	—	১	৪৬	১	—
মুন্সেফ	২৩৬	—	---	২২৭	৮	১
মোট বিচার বিভাগীয়	২৮৪	—	১	২৭৩	৯	১
মোট প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয়	৬২৩	২৩	২১	৫২২	৫৩	৪

55. *Report of the Public Service Commission 1888, C, 5327, sec 53* অবলম্বনে, *Select Documents, p. 558* দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান লোকসংখ্যার অনুপাত ও তুলনায় হিন্দু-মুসলমান চাকুরীর অনুপাত ১৮৮৬-৮৭[৫৬]

হিন্দু				মুসলমান			
মোট জনসংখ্যার শতাংশ	প্রশাসনিক সার্ভিস ও বিচার বিভাগীয় সার্ভিসে নিযুক্ত মোট সংখ্যার শতাংশ			মোট জনসংখ্যার শতাংশ	প্রশাসনিক সার্ভিস ও বিচার বিভাগীয় সার্ভিসে নিযুক্ত মোট সংখ্যার শতাংশ		
৬৫˙৩	প্রশাসনিক	৭৩.৪	৮৩˙৭	৩১˙২	প্রশাসনিক	১২.৯	৮˙৫
	বিচার	৯৬˙১			বিচার	৩˙১	

৫৬. See *ibid*, 562

www.pathagar.com

দশ

আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজী শিক্ষিত নব্য মধ্যবিত্তের উদ্ভবের ফলে শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকার-সচেতনতার প্রবেশ ঘটে। প্রথম পর্যায়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই চেতনার স্বরূপ ছিল নিয়মতান্ত্রিক ও রাজভক্তসুলভ। ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট ও প্রস্তাবিত ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কালে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় শক্তির প্রকাশ ঘটে।[৫৭]

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রথম 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'to promote friendly feelings between Hindus and Muslims.'[৫৮] দ্বিতীয় ন্যাশন্যাল কনফারেন্স যৌথভাবে আহ্বান করেন কলকাতার তিনটি প্রধান প্রতিষ্ঠান: জমিদারদের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ও সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (সম্পাদক: আমীর আলী)। ১৮৮৫ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর যখন এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় প্রায় ঠিক সে-সময়ই বোম্বেতে ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের প্রথম সভা বসে। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়:

> "The two conferences met about the same time, discussed similar views and voiced the same grievances and aspirations."[৫৯]

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জির মতে—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এ্যালান হিউম প্রথম কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। হিউম ভেবেছিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বছরে একবার একত্র হয়ে সামাজিক সমস্যাবলী আলোচনা করলে তা সকলের জন্যই বেশ লাভজনক হবে। তবে 'He did not desire that politics should form part of their discussion'[৬০] কিন্তু ভারতের ভাইস্‌-রয় হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে, হিউম যখন এই পরিকল্পনার কথা বড় লাট লর্ড ডাফরিনকে জানান তখন ডাফরিন কংগ্রেসকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই সংগঠনের পরামর্শ দেন। ডাফরিন বলেন:

---

৫৭. S. N. Banerjee, *A Nation in the Making*, 2nd Edn., 1925 pp.85-6
৫৮. Ram Gopal, p. 277
৫৯. Banerjee, pp. 98-9.
৬০. W. C. Bannerjee, *Indian Politics*, 1898, p. vii.

www.pathagar.com

"...it would be disirable in the interest as well of the rulers as of the ruled that Indian politicians should meet yearly and point out to the Government in what respect the administration was defective and how it could be improved."[৬১]

ডাফরিন অবশ্য এই পরিকল্পনা থেকে তাঁর নিজের নাম গোপন রাখার পরামর্শ দেন। বস্তুতঃ তিনি যতকাল ভারতে ছিলেন ততকাল এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় প্রসঙ্গে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সভাপতি দাদাভাই নওরোজী তাঁর ভাষণে বলেন (২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৬):

Then I put the question plainly: Is this congress a nursery for sedition and rebellion against the British Government (cries of no, no) or is it another stone in the foundation of the stability of that Government (cries of yes, yes)? There could be one answer and that you have already given, because we are thoroughly sensible of the numberless blessings conferred upon us of which the very existance of this congress is a proof in a nutshell."[৬২]

দাদাভাই নওরোজী আরও বলেন যে, কংগ্রেসে কেবল জাতীয়-স্বার্থের বিষয়াবলী আলোচিত হবে, আঞ্চলিক, ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত বিষয় বা যা-কিছু নিয়ে মতান্তরের সম্ভাবনা তার কোন কিছুই এখানে উত্থাপন করা হবে না।[৬৩] ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত এলাহাবাদ অধিবেশনে এ্যালান হিউম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য আরো খোলাখুলিভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন:

'It was realised from the outset that there might be question in regard to which Bombay would differ from Bengal, Europeans from Natives, Hindus from Mohamedans, Sunnis from Shehas; but all such are excluded from the congress by its fundamental rule that it shall only pass and press resolutions on those questions in regard to which there is

৬১. *ibid* p. viii

৬২. *Report of the Second Indian National Congress,* 1886, p. 52

৬৩. *ibid* pp. 53-6

www.pathagar.com

practical unanimity amongst the representative of all classes and creeds of all provinces."[৬৪]

এবং এই অধিবেশনের রেজুল্যুশনে এ-বিষয়টি হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে নির্দিষ্ট করে, স্পষ্টভাবে, বলা হয়:

> "That no subject shall be passed for discussion by the subject committee or allowed to be discussed at any congress by the President thereof, to the introduction of which the Hindu or Mohamedan Delegates as a body object, unanimously or nearly unanimously; and that if, after the discussion of any subject which has been admitted for discussion, it shall appear that all the Hindu or all the Mohamedan Delegates as body are unanimously or nearly unanimously opposed to the Resolution which it is proposed to pass thereon, such Resoultion shall be dropped; provided that this rule shall refer only to subjects in regard to which the congress has not already definitely pronounced an opinion".[৬৫]

এই রেজুল্যুশনের ফলে একদিকে যেমন কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে দেখাবার সুবিধা হল অন্যদিকে তেমনি মুসলমানদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সাম্প্রদায়িক বলে বর্জন করা সহজ হল এবং প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস 'দেশের-স্বার্থে' যে-সব সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হল তা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বার্থানুকূল হল।

এগারো

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের প্রত্যক্ষ ফল আধুনিক বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে মুসলমান কবির আবির্ভাব। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মীর মোশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ' বা 'গৌরী সেতু' এবং কায়কোবাদের

---

৬৪. Allan Octavian Hume, speech delivered at Allahabad 30 April 1888; *Select Documents*, p. 141-42

৬৫. Resolution Xiii, ***Report of the Indian National Congress*, 1888, *Select Documents*.** p. 153

www.pathagar.com

'কুসুম কানন'। 'গৌরী সেতু' 'বঙ্গদর্শনে'র প্রশংসা লাভ করে; তবে তা গ্রন্থের কোন সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য নয়, মুসলমান হয়েও গ্রন্থকার মীর মোশাররফ হোসেনের সুন্দর শুদ্ধ বাংলায় কাব্য-রচনার সামর্থ্যের জন্য। অবশ্য 'গোরাই ব্রিজ' মীর মোশাররফ হোসেনের প্রথম কাব্য হলেও প্রথম গ্রন্থ নয়। ইতিপূর্বেই ১৮৬৯ সালে 'রত্নবতী' উপন্যাস এবং ১৮৭৩ সালেই 'বসন্তকুমারী' নাটক প্রকাশিত হয়েছে। 'গোরাই ব্রিজ' প্রকাশিত হবার পর ১৮৭৩ সালেই তাঁর 'জমিদার দর্পণ'-ও প্রকাশিত হয়। মীর মোশাররফ হোসেনের এ পর্যায়ের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। প্রথম কাব্য 'কুসুম কাননে' কায়কোবাদও অসাম্প্রদায়িক; কবির মতে, হিন্দু-মুসলমান দুই পরাধীন জাতির আত্মাভিমান সাজে না।

১৮৭০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত কালে হিন্দু-কবিদের রচনায় কাহিনী-কাব্যেরই সংখ্যাধিক্য। এ-সমস্ত কাব্যে প্রধানতঃ রঙ্গলালের কাব্যচিন্তারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়; 'হিন্দুমেলার' প্রভাবও অস্পষ্ট নয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্যে' (১৮৭১) নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র নিন্দা আছে; অবশ্য এর পাশাপাশি দীনবন্ধুর সমকালীন মুসলিম সমাজনেতা নবাব আবদুল লতিফের প্রশংসাও আছে এ-কাব্যে। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে'ও (১৮৭৫) সিরাজউদ্দৌলাহ্ মসীবর্ণে চিত্রিত। তবে স্মর্তব্য যে, নবীন সেনই প্রথম বাঙালী হিন্দু কবি যিনি রাজপুতানার ঘটনার বদলে বাংলাদেশের ঘটনাকে আধুনিক কাহিনী-কাব্যের বিষয় করেন। 'পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে কবির-চিত্ত দ্বন্দ্বক্ষত। একদিকে তিনি সিরাজকে পাপীরূপে চিত্রিত করেছেন, অন্যদিকে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। ক্লাইভকে তিনি বীররূপে আঁকেন নি কিন্তু স্পষ্টতঃই তিনি ইংরেজের কৃপা-প্রার্থী। এ-কাব্যে মুসলমান ও ইংরেজের তুলনামূলক আলোচনা অংশে সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের একটা রূপের পরিচয় মেলে। কবির মতে, বাঙালী-হিন্দুর চোখে, মুসলমান ও ইংরেজ উভয়ই বিদেশী তবে মুসলমানেরা অনেকদিন এ-দেশে বসবাস করার ফলে "অশ্বথ পাদপ জাত উপবৃক্ষের" মত 'প্রায়' এ-দেশীয় হয়ে গেছে। দুর্গাচন্দ্রের 'মহামোগল কাব্যে'র তিনটি খণ্ড যথাক্রমে ১৮৭৫, ১৮৭৬ ও ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। কাব্যের নাম 'মহামোগল' হলেও মোগলের শৌর্যবীর্য অপেক্ষা পতন প্রদর্শনেই কবির সমধিক আগ্রহ। কাব্যের প্রথম খণ্ডের নাম 'আওরঙ্গজেব', দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'শিবাজী' ও তৃতীয় খণ্ডের নাম 'জয়সিংহ'। কবি আওরঙ্গজেবকে মসীবর্ণে এবং শিবাজী ও জয়সিংহকে বীর নায়করূপে চিত্রিত করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথ পালের 'যামিনীপ্রভাত' (১৮৭৯) কাব্যের নায়কও শিবাজী এবং শিবাজীই নবীন সেনের দ্বিতীয় কাহিনী-কাব্য 'রঙ্গমতী'র (১৮৮০) নায়কের

www.pathagar.com

দীক্ষাগুরু। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এ-সব কাব্যে শিবাজীকে 'দস্যু' বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও তাকে হিন্দু-ভারতের জাগরণের বীর নায়করূপে চিত্রিত করবার আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট। 'রাজপুতাঙ্গনা কাব্যে' (আনুমানিক ১৮৮৩) প্রসন্ন কুমার নাগ রঙ্গলালের কৌশল অনুসরণ করে মোগল-সম্রাট আকবরের চরিত্রে কলঙ্কলেপন করেন। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'বঙ্গের বীরপুত্র' (১৮৮৪) কাব্যের বিষয় প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব প্রদর্শন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সেন তাঁর "হিন্দু ভারতের মহাভারত" 'ত্রয়ী কাব্য' পরিকল্পনা করেন এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এ-কাব্যের প্রথম খণ্ড 'রৈবতক' প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য যে, 'হিন্দুর মহাভারতে' মুসলমান অপাংক্তেয়।

খণ্ড কবিতার ক্ষেত্রে নবীন সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' প্রথম খণ্ড (১৮৭১) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৭৮), হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' (১৮৭৫), দীনেশচরণ বসুর 'কবি কাহিনী' (১৭৭৬) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক' (১৮৭৮) উল্লেখযোগ্য। 'অবকাশ রঞ্জিনী'তে নবীন সেন কখনো কখনো পরাধীনতার বেদনা প্রকাশ করলেও, গভীরভাবে ইংরেজ-ভক্ত। মহারাণীর প্রথম পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে 'ভারত উচ্ছ্বাস' লিখে নবীন সেন পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার লাভ করেন। 'অবকাশ রঞ্জিনী'তে মুসলমান বিদেশী। কবির মতে সিপাহী-বিদ্রোহ 'ভারত কলঙ্ক' স্বরূপ এবং "মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরার প্রতি" কবিতায় কবির বক্তব্য হল: মুসলমান শাসনে 'অশেষ যন্ত্রণা' ভোগের পর বাঙালী হিন্দুরা ইংরেজদের "সমাদরের সঙ্গে আহ্বান করে আনে। লক্ষণীয় যে, 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনাকালে কবির এ-মনোভাব কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়। 'কবিতাবলী'র হেমচন্দ্র কাহিনী-কাব্যের হেমচন্দ্রের মত সম্পূর্ণ মুসলিম-বিদ্বেষী নন। "রিপন উৎসব ভারতের নিদ্রাভঙ্গ" কবিতায় হেমচন্দ্র মুসলমানদের একতার কথা বলেছেন। দীনেশচরণ বসুর কাছে বাঙ্গালী ও হিন্দু সমার্থক এবং 'পাপিষ্ঠ যবনের' বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজপুত বীরের বীরত্ব কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতায় তাঁর হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদী চিন্তার পূর্বসূত্র লক্ষ্যগোচর হয়। এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদী চিন্তা পূর্ণতা লাভ করে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' 'আনন্দমঠ' প্রকাশ শুরু হয় এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'আনন্দমঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

হিন্দু-কবিদের কাব্যে ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যখন এইরূপে হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদী চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন অপর একটি ঘটনা সমাজ-জীবনে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে আরো অবনতির সূচনা করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দ সরস্বতী স্থাপন করেন 'গো-হত্যা নিবারণী সভা'। গরু হিন্দুর দেবতা, কিন্তু মুসলমানের

www.pathagar.com

খাদ্য। তাই গো-হত্যা নিবারণের প্রয়াস সম্পূর্ণতঃই এদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এতে সমাজ-জীবনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বৃদ্ধি পায়। এ-কালের মুসলমান সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন কিন্তু তাঁর 'সঙ্গীত লহরী'তে (১৮৮৭) 'ভারত সভা', 'জাতি সভার' উল্লেখ করে বলেন, 'নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু-মুসলমান'। মীর সাহেব এরপর আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে স্বীয় উদার চেতনাবশে লেখেন 'গোজীবন' (১৮৮৮)। এ-প্রবন্ধে তিনি মুসলমানদের গরুর গোশ্‌ত খাওয়া থেকে বিরত হবার পরামর্শ দেন। ফলে মুসলিম সমাজে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পণ্ডিত রিয়াজ-আল-দীন মাশহাদী 'গো-জীবনের' প্রতিবাদে ছদ্মনামে লেখেন 'অগ্নিকুক্কুট' (১২৯৬), টাঙ্গাইলের ধর্ম-সভায় মীর মোশাররফ হোসেনকে "কাফের স্থির করা হয় এবং তাঁর স্ত্রী তালাক হবার ফতোয়া দেওয়া হয়"।[৬৬] মীর সাহেব আদালতে মামলা রুজু করেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এই ক্রমাবনতির কালে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকেই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চলে। মুসলমান সম্পাদিত তিনটি সাময়িক পত্রিকা এ-কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে সচেষ্ট ছিল :

১। আবদুল হামিদ খান ইউসুফজী সম্পাদিত 'আহমদী' (টাঙ্গাইল, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১২৯৩, ১৮৮৬),

২। মুন্সী গোলাম কাদের সম্পাদিত 'হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী' মাসিক পত্র (মাগুরা, যশোর, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১২৯৪, ১৮৮৭),

৩। মোঃ রওশন আলী চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র 'কোহিনূর' (প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩০৫, ১৮৯৮)।

বারো

১৮৮৯ সালের ডিসেম্বরে, বোম্বেতে অনুষ্ঠিত, কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। মুন্শী হেদায়েত রসুল কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সংখ্যার সমতার দাবী তোলেন। কিন্তু মুসলমান ডেলিগেটরাই এই সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে বাতিল করে দেন। মুসলমান ডেলিগেটদের মধ্যে ১৬ জন এই সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে

৬৬. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৬৪, পৃ ২৩০

www.pathagar.com

এবং ২৩ জন বিপক্ষে ভোট দেন। অধিকাংশ ডেলিগেটই ভোট দানে বিরত থাকেন।[৬৭]

কংগ্রেসের কার্যকলাপ নানাপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক দাবী উত্থাপনেই এ-যাবৎ সীমাবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তরুণ উগ্রপন্থী সমাজে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা আরম্ভ হয়। ১৮৯৩ সালে, বোম্বের 'ইন্দু প্রকাশে', অরবিন্দ ঘোষ লেখেন:

> "In an era when democracy and similar big words slide so glibly from our tongues, a body like the congress, which represents not the mass of the population, but a single and very limited class could not honestly be called national..."[৬৮]

১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ পুনরায় লেখেন যে, বাংলাদেশে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ "have...lost all hold on the imagination of the young men."[৬৯]

বাংলাদেশে 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় কংগ্রেসের নরমপন্থী ভাব ও জনসংযোগ-হীনতার নিন্দা করা হয়। ১৮৯৭ সালের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসকে তিন দিনের তামাসা বলে ব্যঙ্গ করেন।[৭০] কেননা, এঁদের মতে, কংগ্রেসের কার্যকলাপ তখন বাৎসরিক তিনদিনের অধিবেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো।

কংগ্রেসের এই উগ্রপন্থী দলের নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তিনি মহারাষ্ট্রে ১৮৯৩ সালে গণপতি-উৎসব ও ১৮৯৫ সালে শিবাজী-উৎসব প্রচলন করেন। এ-সব উৎসবের নেপথ্যে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে শুরু হয়।[৭১] তবে শিবাজীর চরিত্র-গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য তিলক যে-সমস্ত প্রবন্ধাদি

---

৬৭. See Majumder, P. 532

৬৮. Haridash Mukherjee and Uma Mukherjee, *Sri Aurobindo's Political Thought*, pp. 75-6 ; see Majumder p. 420

৬৯. *Essay on Bankim Chandra Chatterji*, published on 27 August, 1894, Reprint Pandichari 1954, p. 47

৭০. Majumder, p. 421

৭১. A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, OUP, London 1948, p. 305 ;
J. N. Farquhar, *Modern Religious Movement in India*, London 1924. p. 359

www.pathagar.com

লেখেন তাতে সরাসরি মুসলিম-বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তিলকের আন্দোলন অনুসরণে অল্পকালের মধ্যে বাংলাদেশে শিবাজী চরিত্রের নবনির্মাণের প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ব্যাপক প্রচারের ফলে হিন্দু-মানসে শিবাজী ও স্বরাজ সমার্থক শব্দে পরিণত হয় —

Shivaji an Swaraj were synonymous words'[১২]

এবং মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্পর্কে নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রচার লাভ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন মুসলিম-মানসে বিস্ময় ও প্রশ্নের সঞ্চার হয়। মুসলমান কবিদের মধ্যে অবশ্য এ-সময়ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি-কামনা বিচলিত হয়নি। তিলক যে-বছর 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেন সে-বছরই (১৮৯৫) কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের হিন্দুঐতিহ্য কথা-পূর্ণ 'কথা ও কাহিনী' (১৮৯৯) এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯), 'হাসির গান' (১৯০০) ও 'মন্দ্রের' (১৯০২) সমকালে প্রকাশিত হয় ওসমান আলীর 'দেবলা' (১৯০১) কাব্য। এবং রবীন্দ্রনাথের "শিবাজী উৎসব" কবিতা প্রকাশের বছরেই (১৯০৪) প্রকাশিত হয় ওসমান আলীর "আলোক সভা' ও কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান'।

তেরো

১৮৯০ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে কংগ্রেসে নরমপন্থী নেতৃত্বের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও বোম্বেতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশের রাজনৈতিক-পরিবেশ হতাশা ও উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জাপানের জয় এশীয়-শক্তি সম্পর্কে এ-দেশীয়দের মনে সচেতনতা জাগ্রত করে; সি. এফ. এণ্ড্রুজের মতে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা এ-বিষয়ের গভীরতর তাৎপর্য খুঁজে পায়। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের লুপ্ত গৌরবের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা তাদের আশান্বিত করে।

> "The old-time glory and greatness of Asia seemed destined to return."[১৩]

এ-সময় লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ভাষণে এ-উপমহাদেশের অধিবাসীদের মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেন। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়

---

১২. Athalye, *Lokmanya Tilak*, p. 106 ; quoted in Mazumder, op. cit. p. 434

১৩. Rev. C. F. Andrews, *The Renaissance in India*, pp. 4-5 ; quoted in Farquhar, p. 360.

www.pathagar.com

ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কার্জন-প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট দেশীয় সংবাদপত্রে তীব্র ভাবে সমালোচিত হয় এবং ১৯০৫ সালে কার্জন কর্তৃক বঙ্গ-বিভাগ এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা করে। কংগ্রেসের নেতৃত্ব এ-সময় বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য উগ্রপন্থী নেতার হাতে ক্রমশ: চলে যেতে থাকে। এবং

> "The Hindu ideology into which Pal, Ghose and other leaders clothed the nationalism in the new phase could not appeal to the politically conscious Muslim middle class."[৭৪]

ফলে, বঙ্গভঙ্গের পর, কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিল না। উপরন্তু ব্রিটিশ পণ্য-বর্জনেও মুসলমান-সমাজ তেমন উৎসাহী হল না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার ছিল ব্রিটিশ পণ্য-বর্জন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত অনেক শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলমানরা মিল-মালিক ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন, চাকুরীজীবী, কেরানী বা কৃষক। তাই তাঁদের চোখে ব্রিটিশ পণ্য-বর্জনের অর্থ ছিল হিন্দু মিল-মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি।[৭৫] বঙ্গভঙ্গকে লর্ড কার্জন শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন বলে উপস্থাপন করেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধীরা একে ব্যাখ্যা করেন:

> "As a device to gather support of the backward Muslim community against politically advanced Hindus."

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন যেমন, আবদুল রসুল, আবুল কালাম আজাদ, মুজীবর রহমান, মোহাম্মদ আকরম খাঁ-বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় যেমন ছিলেন স্বল্প, তেমনি তাঁদের প্রভাবও ছিল খুবই সীমিত।

শিক্ষা প্রসার ও বেকারত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা দ্রুত সঞ্চারিত হতে থাকে। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মহামান্য আগাখানের নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে চাকুরী, নির্বাচন, শাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণের আবেদন করেন।[৭৭] লর্ড মিন্টো মুসলমানদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার

৭৪. Desai, p. 357
৭৫. *ibid*
৭৬. *ibid*, p. 358
৭৭. *Select Documents*, pp. 190-193

www.pathagar.com

করেন।[৭৮] ৩০শে ডিসেম্বরে (১৯০৬) ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের জন্ম হল ঢাকায়। এ-সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা হচ্ছে:

"(1) That this meeting, composed of Mussalmans of all parts of India, assembled at Dacca, decides that a Political Association, styled The All-India Moslem League, be formed for the furtherence of the following object; (a) to promote among the Mussalmans of India feelings of loyalty to the British Government with regard to any of its measures; (b) to protect and advance the political rights and interests of Mussalmans of India and respectfully to represent their needs and aspirations to Government; (c) to prevent the rise among Mussalmans of India any feelings of hostility toward other communities without prejudice to the other objects of the League."[৭৯]

অপর সিদ্ধান্তে বঙ্গভঙ্গের সমর্থন ক'রে বয়কট-আন্দোলনের নিন্দা করা হয়:

"(ii) .... That this meeting considers that partition is sure to prove beneficial to the community which constitutes the majority of the population, and that all such methods of agitation boycotting shall be firmly condemmed and discouraged."[৮০]

অপরদিকে ১৯০৫ ও ১৯০৬-এর কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলন ও বয়কট সমর্থনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৮১] কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থী-উগ্রপন্থী বিরোধ ক্রমেই বাড়তে থাকে ও ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস এই দু'দলের মারামারির মধ্যে পণ্ড হয়।[৮২] সরকার বিস্ফোরক-আইন, ইণ্ডিয়ান প্রেস-এ্যাক্ট, নিউজ পেপারএ্যাক্ট, সরকার বিরোধী সভা-সমিতি এ্যাক্ট প্রভৃতি জারি করে, কংগ্রেস-কর্মীদের অনেককে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে, স্বদেশী বয়কট ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হন। নরমপন্থী

---

৭৮. See Desai, p. 358

৭৯. *Select Documents*, p. 194

৮০. *ibid*

৮১. See *ibid*, p. 155 & 159-60

৮২. H. Nevinson, *The New Spirit in India*, pp 247-58, *Select Documents* pp. 165-67

www.pathagar.com

নেতা গোখেল এক পত্রে লেখেন: এতে করে উগ্রপন্থীদেরই ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে, বাঙালী হিন্দুর প্রধান প্রবণতা ও সহানুভূতি উগ্রপন্থীদের দিকে এবং—

"Situation is further complicated by the fierce antagonism between Hindu and Mahomedan".[৮৩]

১৯০৮ সালে মুসলিম-লীগের অমৃতসর অধিবেশনে লোকাল বোর্ড ও প্রিভি কাউন্সিলে এবং চাকুরীক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ও বিশেষ সুবিধার দাবী উঠে এবং লীগের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো রিফর্মে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনার কালে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য, হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগে। এ-আগ্রহ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।[৮৪] মুসলমান গাড়োয়ানের হাতে রাখী বাঁধতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এগিয়ে আসেন। কিন্তু সমস্ত প্রয়াসের কৃত্রিমতা অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান কেবল 'স্বতন্ত্র' নয়, 'বিরুদ্ধও' এবং হিন্দু-মুসলমানের 'ঐক্য' অপেক্ষা 'সমকক্ষতা' অধিক জরুরী।[৮৫] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভিন্নতর চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী-নেতাদের নিন্দা করেন ('আলেখ্য', ১৯০৭)। বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাবার পর প্রকাশিত, যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বিরাজ' (১৯১৫) ও 'শিবাজী' (১৯১৮) কাহিনী-কাব্য দু'টিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনার ছাপ লক্ষ্যগোচর হয়।

চৌদ্দ

স্বদেশী আন্দোলনের সমকালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাংলাদেশে ব্যাপক আকার ধারণ করে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিশেষভাবে হিন্দু যুব-সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে এ-আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু এ-আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল: আন্দোলনকারীদের হিন্দুত্বের অন্ধ গোড়ামী ও মুসলিম-বিদ্বেষ। 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তনকালে তিলক যেমন হিন্দু-ধর্ম ও দেশাত্মবোধকে এক করে ভেবেছিলেন তেমনি সন্ত্রাসবাদের উদ্যোক্তারাও ভেবেছিলেন যে, আন্দোলনের

---

৮৩. লর্ড মর্লে কর্তৃক লর্ড মিন্টোকে ১৪ই অক্টোবর ১৯০৯ তারিখে লেখা এক পত্রে উদ্ধৃত। *Select Documents*, pp. 168-69

৮৪. দ্রষ্টব্য সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', বসুধারা প্রকাশন, কলিকাতা ১৩৬৭

৮৫. এ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

অন্য ধর্মীয় আহ্বানই সবচেয়ে কার্যকর। ২২শে মে, ১৯০৮ সালে বরোদার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জবানবন্দী দিতে গিয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বলেন:

> "I then returned to Bengal, convinced that a purely political propaganda would not do for the country, and that people must be trained up spiritually to face dangers. I had an idea of starting a religions institution".[৮৬]

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দীতেও দেখা যায়:

> "As I thought that some people of India would not be made to do any work except through religion, I wanted the help of some *Sadhus* (religious ascetics). Failing *Sadhus* I fell back upon school boys and collected them to give them religious, moral and political education".[৮৭]

'ভগবদ্‌গীতা' ও বিবেকানন্দের রচনাবলী বিপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। ঐশী ইচ্ছার কাছে প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ ছিল তাদের অবশ্য পালনীয় ধর্ম।[৮৮] সন্ত্রাসবাদীদের মুসলিম-বিদ্বেষের কথা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মকথা থেকেই জানা যায়। মৌলানা আজাদের ভাষায়:

> "In fact all the revolutionary groups where then actively anti-Muslim···The revolutionaries felt that the Muslims were an obstacle to the attainment of Indian freedom and must, like other obstacles, be removed".[৮৯]

এমনকি স্বদেশী-সমর্থক মৌলানা আজাদ যখন বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতে চান তখন তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখা হয় এবং দূরে দূরে রাখার চেষ্টা চলে।[৯০] বস্তুত: সন্ত্রাসবাদীদের মুসলিম-বিদ্বেষ ও হিন্দু-গোড়ামি বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক অধিকতর অবনত করে।

---

৮৬. *Sediton committee Report,* Calcutta 1918, *Select Documents* p. 207

৮৭. *ibid,* p. 207-8

৮৮. *ibid,* p. 208

৮৯. Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom,* Orient Longmans, Calcutta, Reprint, April 1959, p. 4

৯০. *ibid,* p 5

www.pathagar.com

পনেরো

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠবার কালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১১ সালে অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীর দরবার এবং ঐ-বছর রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কলকাতা থেকে দিল্লীতে। ১৯১২ সালে একদিকে বঙ্গভঙ্গ-রদ ও অন্যদিকে বল্কানযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হয়। ভারতীয় সুন্নী মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে খলীফা মনে করতেন। সুতরাং সঙ্গত কারণেই মুসলমানদের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনই লীগের লক্ষ্য বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়। বস্তুতঃ ১৯১৯ থেকে লীগের নবপর্যায় শুরু। কংগ্রেস-কর্মী তরুণ ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এ-অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং এর পর থেকেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে অভিজাত ও উচ্চবিত্তের তুলনায় বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৯১]

১৯১৪ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং এ-বছরই প্রথম-মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করে। ভারতবর্ষে তুরস্ক সমর্থক মুসলমান নেতাদের বন্দী করা হয়। এবং সম্ভবতঃ এই মহাযুদ্ধে ইংরেজের তুরস্ক আক্রমণ লীগ ও কংগ্রেসকে কাছাকাছি টেনে আনে। পার্লামেন্টারী সরকার এবং স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে লীগ-কংগ্রেস ঐক্যমত্যে পৌঁছায়। ফলে, ১৯১৮ সালে শাসন-সংস্কারের 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট'[৯২] কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯১৯-এর, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্টে'[৯৩] 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট'ই গৃহীত হয়। এতে সর্বত্র অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। সরকারী দমন-নীতির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে।[৯৪] এই বর্বরতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ে খিলাফতের প্রশ্ন ও তুরস্কের ভবিষ্যৎ ভারতীয় মুসলিম নেতাদের প্রধান চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়। তাঁরা ভাইস-রয়কে

---

৯১. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৪

৯২. See *Select Documents*, pp. 208-10, pp. 266-270

৯৩. See *ibid*. pp. 273-82

৯৪. See *Report of the Committee appointed to investigate Disturbances in Panjab* (The Jallianwala Bagh Firing, 13 April, 1919), *Select Documents*, pp. 210-215

www.pathagar.com

মুসলমানদের মনোভাব জানানো আবশ্যক বিবেচনা করেন। ২০শে জানুয়ারী ১৯২০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম-নেতাদের এক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে গান্ধী, তিলক ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতা খেলাফৎ প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১৫] মুসলমান-প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেন; কিন্তু ভাইসরয় বিলেতে ব্রিটিশ-সরকারের কাছে তাঁদের মতামত পেশ করতে পরামর্শ দেন।[১৬] বিলেতে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সকাশে যে প্রতিনিধিদল পাঠানো হয় তাতে ছিলেন মোহাম্মদ আলী, সউদ হোসেন, মৌলানা সৈয়দ সুলায়মান নাদভী ও এইচ.এম. ইয়াহইয়া। প্রতিনিধি দল ১৯শে মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাঁদের দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু লয়েড জর্জ স্পষ্ট ভাষায় বলেন:

> "I do not want any Mohamedan in India to imagine that we entered into this war against Turkey as a Crusade against Islam...I do not want any Musalman in India, therefore, to imagine that we are applying one principle to Christian and another principle to Mohamedans. But neither do I want any Musalman in India to imagine that we are going to abandon, when we come to Turkey, the principles which we have ruthlessly applied to Christian countries like Germany and Austria."[১৭]

লীগ ও কংগ্রেসের নেতাদের কাছে গান্ধী এ-সময় তাঁর সত্যাগ্রহের আহ্বান উপস্থিত করেন। দীর্ঘদিন থেকেই গান্ধী সত্যাগ্রহ-নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন। তাঁর মতে, দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই তিনি শব্দটি স্বয়ং উদ্ভাবন করেন।[১৮] অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনই সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র বলে তিনি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, সত্যাগ্রহ অনুসরণের দ্বারাই ভারতবর্ষ জনসাধারণের প্রার্থিত ঋষিদেশে ('Land of Rishis') পরিণত হতে পারে।[১৯] হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যেই সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ গ্রহণ সম্পর্কে প্রথমে ইতস্ততঃভাব

---

১৫. Azad, p 8

১৬. *ibid,* p 9

১৭. *The Times,* 22 March, 1920, *Select Documents,* p. 220

১৮. See *Young India.* November 1919 pp. 11-13 *Select Documents* p. 216

১৯. Resolution V, *Report of the 34th Indian National Congress* 1919, p. 65, *Select Documents* p. 210

www.pathagar.com

পরিলক্ষিত হয়।[১০০] কিন্তু ১৯২০-এর ডিসেম্বরে, নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীর মত গৃহীত হয়। বস্তুতঃ গান্ধীর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক মত গ্রহণ এবং স্বরাজ-নীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯২০ সালে কংগ্রেসের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়, **'Its nationalist middle class agitation was transfromed into a mass revolutionary movement'**[১০১] নাগপুরের এই অধিবেশন চলাকালেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[১০২]

ষোলো

অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি ক্ষেত্রে এ-সময় (১৯২০-২২) সাময়িক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের (জন্ম ১৮৯৯) আবির্ভাব ঘটে এই সময়ে। সমকালীন রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এই পরিবেশ নজরুল ইসলামের জীবনে ও রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুত: নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানের অন্যতম বিশেষ বক্তব্যই হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। তাঁর কবিতার মূল সুর অবশ্য সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা, এই সাম্যবাদ ও মানবতাবাদের আদর্শানুসরণেরই স্বাভাবিক প্রকাশ। নজরুলের অল্পপূর্ববর্তীকালীন কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'স্বপন পসারী'তে (১৯২১) মুসলিম-প্রসঙ্গ কবির রোমান্টিক অনুভবের সহচর। লক্ষণীয়, কবি মোহিতলাল সে-সব কবিতায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক চিত্রণে আগ্রহী নন। ইতোপূর্বেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যে (১৯১৬) বাংলা কবিতার পালা বদল সূচিত হয় এবং এর পর থেকেই কাব্যের বিষয়রূপে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ক্রমশঃ তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। সম্ভবতঃ এর কারণ নজরুলের কালে আধুনিক কবিতায় নানা আন্তর্জাতিক চিন্তা-ভাবনার প্রভাব বিস্তার এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী সংকট ও জটিলতা বৃদ্ধি। তবু তিরিশোত্তর ও চল্লিশোত্তর বাংলা কবিতায় সমকালীন রাজনীতির উত্তাপ যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সুস্পষ্ট প্রভাব নজরুল-পরবর্তী চল্লিশের মুসলমান কবিদের রচনায় প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্যগোচর হয়।

---

১০০. Azad pp 9-10

১০১. Philips, Introductory notes, *Select Documents*, p 201

১০২. Azad, p 10

www.pathagar.com

সতেরো

রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে যে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্ভবপর ছিল তা অতি অল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এর একটা প্রধান কারণ: আন্দোলনের হিন্দু-চরিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীর অবিরাম প্রয়াস। তিলক বা সন্ত্রাসবাদীদের মতো, গান্ধীও তাঁর স্বরাজ ও সত্যাগ্রহের কল্পনার মধ্যেই হিন্দু আতিশয্য অনুপ্রবিষ্ট করান। দেশাই-এর ভাষায়:

> "leaders like Gandhi have often attempted to inject Hindu religious ideas into the nationalist movement. Gandhi, for instance, interpreted Swaraj as Ram Raj, a historical memory which could not enthuse the Muslims."[১০৩]

সঙ্গত কারণেই কংগ্রেসের আন্দোলন অধিকাংশ মুসলমানের চোখে হিন্দু-আন্দোলন রূপেই প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ ১৯২৮ সালে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নীতি-নির্ধারক কমিটি (মতিলাল নেহেরু কমিটি) যে সুপারিশ করেন তাতে মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই রাখা হয় নি।[১০৪] ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে মুসলিম লীগের কলকাতা সেশন এই রিপোর্ট মেনে নিতে চান। কিন্তু প্রভাবশালী দল আগা খানের সভাপতিত্বে, দিল্লীতে ১লা জানুয়ারী, ১৯২৯ সালে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কন্‌ফারেন্সের' আয়োজন করেন। এই কন্‌ফারেন্সের রেজুল্যুশনে মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণের দাবী উত্থাপন করা হয়।[১০৫] দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগের পরবর্তী কনফারেন্সে (মার্চ ১৯২৯) জিন্নাহ্ একটি মধ্যমপন্থী সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করেন।[১০৬] অন্যদিকে, মুসলমানদের দাবীর প্রতি কর্ণপাত না করে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯-এর কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে পূর্ণ-স্বরাজের জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১০৭] এবং ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০ সালে পূর্ণ-স্বরাজের জন্য কংগ্রেস যে প্রতিজ্ঞা (Pledge) গ্রহণ করে[১০৮] তাতেও মুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণের কোন

১০৩. Desai, p 366

১০৪. See *Select Documents*, pp. 528-33

১০৫. *Indian Statutory Commisstion Report*, Vol. 2, 1930, App VIII, pp 84-85

১০৬. See *Select Documents* pp 235-37

১০৭. *Indian Quarterly Registrar*, Vol.2, 1942, p 300

১০৮. Quoted in J. Nehru, *An Autobiography*, 1942, App. A. pp 612-3.

www.pathagar.com

উল্লেখ থাকে না। ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ অধিবেশনে মুসলিম লীগের সভাপতি আল্লামা ইকবাল দিল্লী মুসলিম কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে বলেন:

> "The Muslims of India cannot agree to any constitutional changes which affect their majority rights, to be secured by separate electorates, in the Panjab and Bengal, or fail to guarantee them 33 per cent representation in any central legislature."[১০৯]

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে এ-বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হয়।[১১০] কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর থেকেই লীগ সম্পর্কে কংগ্রেসের মধ্যে একটা উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার[১১১] অনুসারে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লীগের নেতাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে ও সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। কিন্তু এ-সময় হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের লীগ-প্রস্তাব কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে। তৎকালীন লীগ-কংগ্রেস সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ্ বলেন:

> "The present leadership of the congress, especially during the last ten years, has been responsible for alienating the Musalmans of India more and more by pursuing a policy which is exclusivly Hindu, and since they have formed Governments six provinces where they are in a majority they have by their words deeds and programme shown more and more that the Musalmans cannot expect any justice or fair-play at their hands. Wherever they are in a majority and wherever it suited them, they refused to co-operate with the Muslim League parties

---

১০৯. *Indian Quarterly Registrar,* Vol 2, p 337-44

১১০. *Indian Round Table Conference.* 3rd Session, 27, December, 1932 *Select Documents,* pp 3017

১১১. *The Governments of India Act,* 2 August 1935, *Select Documents,* pp. 320-334

www.pathagar.com

and demand unconditional surrender and signing of their pledges."[১১২]

১৯৩৮ সালের মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ্ বলেন:

"The congress has now, you must be aware, killed every hope of Hindu-Muslim settlement in the right royal fashion of Fascism. The Congress does not want any settlement with the Muslims of India. As the Chairman of Receiption Committee has said in his address, the Congress wants the Muslims to accept settlement as a gift from the majority···The Congress is nothing but a Hindu body. That is the truth and the Congress leaders konw it.[১১৩]

এবং ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ্ হিন্দু ও মুসলমান যে দু'টো ভিন্ন জাতি তা আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন[১১৪] এবং ঘোষণা করেন যে,

Muslim India cannot accept any Constitution which must necessarily result a Hindu majority government. Hindus and Muslims brought together under a democratic system forced upon the minorities can only mean Hindu Raj.[১১৫]

বস্তুতঃ মুসলমানদের সামনে তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে, লীগের লাহোর অধিবেশনে এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত স্বতন্ত্র মুসলিম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। অতঃপর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে লীগ-কংগ্রেস বিরোধ তীব্রতর হয়। ভারত-ছাড় আন্দোলনের ব্যর্থতা, বহু নেতার কারাবাস প্রভৃতি কারণে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি পূর্বাপেক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই উন্মাদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয় ও ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত লাভ করে।

---

১১২. *Speaches and Writings of Jinnah*, ed. Jamaluddin Ahmed, 1974 Vol. I, p. 30

১১৩. *Select Documents*, pp. 350-51

১১৪. *Speaches and Writing of Jinnah*, I, pp. 176-77

১১৫. *ibid* p. 180.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দু কবিদের কাহিনী-কাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭—১৮৮৭) পদ্মিনী উপাখ্যান[১] বাংলা কাহিনী-কাব্যের আধুনিক ধারার সূচনা-গ্রন্থ। দেবদেবী মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক বা রোমান্টিক প্রণয় সংবলিত কাহিনীর পরিবর্তে 'ইতিহাস' থেকে রচনার উপাদান সংগ্রহ এবং 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' ইত্যাদি চরণে স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ বেদনাবোধ এই বিশেষ মর্যাদার কারণ। প্রসঙ্গতঃ যে সমস্ত কারণ এ-গ্রন্থ রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণাস্বরূপ সেগুলোও উল্লেখযোগ্য। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল বীটন সোসাইটিতে ইংরেজী শিক্ষানুরাগী 'ইয়ং বেঙ্গল দলের হরচন্দ্র দত্ত "Bengali Poetry" প্রবন্ধটি পড়েন। প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য ছিল বাংলা-কবিতার অপকৃষ্টতা'। হরচন্দ্রের বক্তব্য সমর্থন করেন 'ইয়ং বেঙ্গল' দলভুক্ত কৈলাস চন্দ্র বসু। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় বাঙ্গালীদের মধ্যে যথার্থ কবির আবির্ভাব হচ্ছে না—সমালোচকের এই উক্তিতে রঙ্গলাল বিচলিত হন এবং প্রতিবাদে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তিনি সোসাইটিতে বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়েন। রঙ্গলালের এই প্রবন্ধ রচনার মূলে ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রেরণাও সম্ভবত: ছিল।[২] যাহোক, প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রচারিত (১৮৫২) হলে কুণ্ডির (রংপুর) জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী রঙ্গলালকে লেখেন :

আধুনিক যুবজনে স্বদেশীয় কবিগণে
ঘৃণাকরে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম কবিতা সুধার সদ্ম
এইমাত্র রাখ যে প্রমাণে ॥[৩]

---

১. প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র : "PADMINI/A TALE/OF RAJASTHAN/পদ্মিনী উপাখ্যান/রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ/শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত/কলিকাতা সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল/বঙ্গাব্দ ১২৬৫" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রথম সংস্করণ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ (কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৫৮) বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

২. দ্রষ্টব্য : ভবতোষ দত্ত, 'ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত রচিত কবি জীবনী' ক্যালকাটা বুকহাউস, ১৯৫৮, পৃঃ (৩) ;
এবং বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঈশ্বরগুপ্ত প্রসঙ্গে আলোচনা।

৩. 'পদ্মিনী উপাখ্যান', ভূমিকায় উদ্ধৃত

www.pathagar.com

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল অন্যদিকে সমকালীন বাংলা-কবিতার 'অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা'র উল্লেখ করে রঙ্গলালকে 'বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনার' অনুরোধ করেন। ফলে রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা করেন। বস্তুত: 'পরাধীন জাতির মধ্যে'ও যে আধুনিক যুবজনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এমন 'যথার্থ কবি'র আবির্ভাব সম্ভব—একথা প্রমাণ করতেই রঙ্গলালের কাব্য রচনা এবং লোক-প্রচলিত 'পুরাণেতিহাস' অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদের শ্রদ্ধার্হ নয় বলে 'এদেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের 'ভগ্নাবশেষ' 'রাজপুত্রেতিহাস' থেকে প্রেরণালাভের আশায়[৪] কর্ণেল টড বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক[৫] থেকে এই কাহিনী নির্বাচন। বলা বাহুল্য, রাজপুতানার ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। ফলে বাংলা কাহিনী-কাব্যের আধুনিক ধারার সূচনায় একদিকে যেমন বাঙালী হিন্দুর চিত্ত রাজপুত বীরত্বকে মহিমান্বিত মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল, অন্যদিকে তেমনি মুসলমানকে দেখল আক্রমণকারী শত্রুর ভূমিকায়। প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলাল মুসলিম-গৌরব বা বীরত্ব কাহিনীকে 'এদেশীয়' ভাবেন নি, তাই তার কোন উল্লেখ তাঁর কাব্যের দীর্ঘ ভূমিকায় নেই।

॥ ২ ॥

'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে জনৈক ব্রাহ্মণের জবানীতে, যদিও কিছুক্ষণ পর পরই কবি 'অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধ করিয়া নিজেও দু'কথা বলিয়া লইয়াছেন'[৬]। অবশ্য কাহিনী-অঙ্গে কবি নির্লিপ্ত নন বলেই এই সব স্বগতোক্তিতে তাঁর স্বাধীনতার কামনা পরাধীনতার বেদনা, দেশ-প্রীতি এবং 'বিদেশাগত' মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে; কবির সদিচ্ছা ও সীমাবদ্ধতা ধরা পড়েছে।

কাব্যের সূচনায় বর্ণিত চিতোর দুর্গ-দুয়ারের বৈশিষ্ট: 'লবনের কার্যতাহে নহে দৃশ্যমান'। এই মৌলিক হিন্দুকীর্তি দেখে কবির চিন্তা 'কোথায় সে দিন যেদিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন।' মধ্যযুগের কবিরা যেমন পৃষ্ঠপোষক রাজার

---

৪. ঐ, প্রথম সংস্করণ পৃ: ৶৷০ পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ১৩ দ্রষ্টব্য।

৫. Lieut-Col. James Tod, *Annals and Antiquities of Rajasthan* or the Central and Western Rajput States of India, Ed. by William Crooke, 3 Vols., Oxford University Press, Edinburgh 1920, Vol. I, p. 307-12.

৬. রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, চ-স, চুচুড়া, ১৩৪২।

www.pathagar.com

কীর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে জগৎ-বিজয়ী বলে উল্লেখ করতেন রঙ্গলালও তেমনি ভঙ্গিতে 'সমুদ্র সমান' 'রাজপুত্র ইতিহাস'-এর 'আদ্যস্থান' চিতোরপুরীর বীরগাঁথা রচনা করেছেন। কাব্যে এই মধ্যযুগীয় লক্ষণের কারণ 'পৃথুরাজের সময় রাজপুত্রদিগের প্রধান কুলকবি কবি চন্দ্রানুযায়ী'[৭] এই বর্ণনা টড কর্তৃক লিখিত হয় : রঙ্গলালের বর্ণনা তার স্বচ্ছন্দ সারানুবাদ।[৮] কৌতূহলের বিষয় এই যে, 'একচ্ছত্রা অবনী' স্থাপনের জন্য 'অশেষ কীর্তি'মান বাপ্পারাও-এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে 'হরিল বিমক্রবলে যবনের দেশ' (৭, ২৪)। এবং,

দুরন্ত দুর্দান্ত ম্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির ॥
ইরাণ তুরাণ আদি কতশত স্থান।
কাবুল কাশ্মীর কান্দাহার কাফ্রিস্তান ॥
ইত্যাদি অনেক দেশ হইল বিজয়।
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয় ॥
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু-মুসলমান।
হিন্দু সূর্য-বংশীখ্যাত, যবন পাঠান। (৭-৮, ২৫)

মূল কাহিনী শুরু হয়েছে, ভীমসিংহের প্রিয়তমা রাণীর 'পদ্মিনীরূপের যশ···শ্রুতমাত্র, দুরন্ত যবনে'র চিতোর আক্রমণে'। আক্রমণেরবর্ণনায় ভারতচন্দ্রের ছন্দও ভাবভঙ্গী সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে : যবনের হিন্দুবধব্রতের উল্লাসের চিত্র ও ভীমংহের প্রতিক্রিয়া :

উঠে ডাক হাঁক, বাজে জয়ঢাক
কত শত বাঁক ফুঁকিল
সুখী কত মতে যবন যাবতে
হিন্দুবধব্রতে ঝুঁকিল। (১৫—১৬,৩২)
... ...
যবনে উল্লাস খল খল হাস
দুর্গ চারিপাশ ঘেরিল।
ভীমসিংহ রায় নিম্ন ভাগে চায়
পাঠান সেনায় হেরিল ॥ (১৭—১৮, ৩৪)

সম্রাট আলাউদ্দীনের লালসা-কলুষিত চিত্তের কথা বলতে গিয়ে কবি কিন্তু তাকে মধ্যযুগীয় প্রেমিকদের অনুরূপ-বর্ণে রঞ্জিত করেছেন:

৭. 'পদ্মিনী উপাখ্যান, প্রাস-পৃঃ ৮, পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ২৫ পা, টী।
৮. Tod, *op. cit.* Vol. I Book IV chs. 1-4.

www.pathagar.com

দিল্লীর সম্রাট সহ সেনাঠাট
ত্যজি রাজ্যপাট মাতিল :
স্থির নহে মন তাহাতে মদন
নিজ সিংহাসন পাতিল ॥
পদ্মিনীর স্মরণ পদ্মিনীমনন
পদ্মিনীজীবন দহিল।
পদ্মিনী দর্শন পদ্মিনী শ্রবণ
সে পদ্মিনী মন মোহিল।
পদ্মিনী শয়নে পদ্মিনী স্বপনে
পদ্মিনী বচনে রাখিল।
সেইরূপ ধ্যান করি বহে প্রাণ
সেইরূপে জ্ঞান ঢাকিল ॥
পদ্মিনী উদ্দেশ্যে সমরের বেশে
রাজপুত দেশে আইল।
হয়ে কুতূহল যত কবিদল
ভূপতিমঙ্গল গাইল ॥

সম্মুখ সমরে পাঠান সেনা রণভঙ্গ দিলে কবির উল্লসিত বর্ণনা :

পালায় পাঠান সেনা শ্বাসগত প্রাণ।
দলভঙ্গ চতুরঙ্গ হারাইল জ্ঞান ॥
থাকে থাকে ঘিরেছিল দুর্গের প্রাচীর।
ব্যূহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর ॥
শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজপুত্রগণ।
সিংহনাদে গগন পুরিল সেই ক্ষণ ॥ (১৮—১৯, ৩৫)

কিন্তু 'রজনী সময়' 'বিপক্ষে শ্রান্ত' দেখে 'পাঠানের সেনাপতিচয়' 'দলে দলে' এসে 'নগর বেষ্টন' করে 'পাতিল তোপের শ্রেণী তুড়িত তোরণ'। মুসলমান সেনাদের যুদ্ধনাদ :

কালানল সম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ ধূ।
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লাহূ আল্লাহূ ॥ (১৯, ৩৬)

কবি এর যে-ব্যাখ্যা পাদটীকাকারে যুক্ত করেছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক :

"লর্ড বায়রন কহেন, মুসলমানেরা এই যুদ্ধনাদকালে হূ শব্দটা এরূপ ভাবে উচ্চারণ করে যে, তাহাতে একপ্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয়।"

www.pathagar.com

পাঠানের বীরত্ব কম নয়, একথা কবি স্বীকার করলেও, তার উৎস নির্দেশ করেছেন মুসলমানের হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ ও তৎজাত পুণ্যলোভে :

পরাক্রমে ন্যূন নহে দুরন্ত পাঠান।
হিন্দুর বিনাশ পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান ॥ (২০, ৩৭)

প্রভাতে প্রদীপ্ত সূর্যালোকে ঝলসিত দিগন্ত; দেখে কবির মনে হচ্ছে :

ভানু-বংশ অবতংস রাজপুত্রগণ।
সেই কুলে কালি দিতে উদ্যত যবন ॥
এই হেতু উষ্ণ ছবি রবি মহাশয়। (২২, ৩৭)

পদ্মিনী বললেন, খনিপূর্ণ মণির সন্ধান কেউ করে না, 'ধনী-কণ্ঠ হারে' সেই মণি দেখেই চোরের লালসা হয়; তাই রাণী না হয়ে তিনি যদি সামান্য ঘরণী হতেন তবে এ-সংকট হত না। এই সংকট কালে পদ্মিনীর অভিমত : 'দুরাত্মা যবনকে রণে পরাস্ত করতে না পারলে 'সন্ধি সলিলে' 'সমর অনল' নির্বাপিত করা উচিত।

ভীমসিংহের সঙ্গে সন্ধির শর্ত হিসাবে আলাউদ্দীন, পদ্মিনী-লাভ যদি না-ও হয়, অন্ততপক্ষে 'পদ্মিনী প্রদর্শনের' দাবী করলেন।[৯] অনন্যোপায় ভীমসিংহ রাজী হলেন এবং আলাউদ্দীন রত্নরাজিতে ভূষিত হয়ে সাজসজ্জায় মগ্ন হলে কবির মন্তব্য :

জ্ঞানহীন যবন কুমার
এমন অবোধ কোথা আর।
দেখাইয়ে রত্নাবলী পদ্মিনীর মনটলি
হরিবারে বাসনা সঞ্চার ॥ (৩৪, ৪৯)

যথাসময়ে আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিম্বমাত্র দেখে :

করি হেন রূপ দরশন।
যবন হইল অচেতন ॥ (৩৮, ৫২)

প্রেমোন্মত্ত সম্রাট ছলনার আশ্রয় নিলেন, 'ভীমসিংহের বন্ধনদশা' ঘটল।[১০] এই অংশে কবি সর্বাপেক্ষা উত্তেজিত বোধ করেছেন। আলাউদ্দীনকে উপলক্ষ্য করে সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতির প্রতি তাঁর বিদ্বিষ্ট মনোভাবের অনাবৃত প্রকাশ

৯. cf. Tod, Vol. I, p 307.
১০. cf. *ibid*, 308.

www.pathagar.com

ঘটেছে। ভীমসিংহ ও আলাউদ্দীন পরস্পরের ধর্ম-নিন্দায় ব্যাপৃত হয়েছেন; নিন্দাংশ ভারতচন্দ্রানুসারী,[১১] ব্যঙ্গ রসিকতা গ্রাম্যতাযুক্ত :

দারুণ দুর্নীতি দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ।
অধার্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতের প্রতি ঘোর অহঙ্কার ।।
কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক।
ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক।
সরল সুধীর হিন্দু নৃপ-চূড়ামণি।
শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমণী।।
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে।
দুরন্ত পাঠানপতি পেয়ে তারে করে।
সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বন্ধ করে।
ব্যাঙ্গচ্ছলে চলচলে কহিছে বচন।
"এখনো পদ্মিনী আনি দাও হে রাজন ।।
যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।
সকলের আগে তব বাধিব জীবন ।।
পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ ধরি।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি ।।
ভৃগুরাম-কৃত যথা ক্ষত্রিয়-নিধন।
রাজপুত্র-কুলে না রাখিব একজন।।
পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।
দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ?
ছাড়াইব হিন্দুয়ানি ব্রত পূজা যাগ।
ইমানে আনিয়ে তার বাড়াব সোহাগ ।। (৪০-১,৫৫-৬)

...পদ্মিনীরে এনে দাও রাখ মম বোল ।।
সব দিক রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিভে যাবে সমর-অনল ।।

---

১১. তুলনীয়: ভারতচন্দ্র রায়, 'অন্নদামঙ্গল', 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃ-স, ১৩৬৯, পৃ ৩০৫—৩০৮.

www.pathagar.com

তোমার সহায় আমি রব চিরকাল।
ক্ষত্রিমাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল ॥...(৪২,৫৬)

যবনের বাক্যগুলি ভীমসিংহ রায়।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে থর থর কায় ॥...(৪২,৫৭)

ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর।
বলে 'ধিক্ ওরে দুষ্ট যবন পামর।
এই কি যোদ্ধার ধর্ম রে রে দুরাচার।
এই কি রে রাজনীতি ভদ্র ব্যবহার,
এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া ?
বাদশাহী অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া।
এই কি কোরানে তোর লিখেছে ঈশ্বর!
নিপট লম্পট রীতি কুনীতি আকর ॥...(৪২-৩, ৫৭-৮)

আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি।
তোর চেয়ে ক্ষত্রিনারী হয় বীর্যবতী ॥...

কুকুর হইয়া কর যজ্ঞঘৃতে আশা।
অসুর কুলেতে জন্মি সুধার পিপাসা।
দেবী অংশে অবতীর্ণা পদ্মিনী আমার।
যবন দানবকুল করিতে সংহার।
এইরূপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর।
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশ্বর ॥...(৪৪-৫, ৫৯)

ক্ষণপরে কহে ঘোর গর্ব্বিত বচনে।
ওরে রাজপুত ভূত বাসনা মরণে ॥
তোর কটুত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি।
কিন্তু তোর কোনমতে নাহি অব্যাহতি ॥
ভাল কহিলাম দুষ্ট বুঝিলি বিরূপ।
তার ফল হাতে হাতে ফলিবে স্বরূপ।
আমারে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ।

www.pathagar.com

কোরানের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ ।।
শয়তানি বেদমন্ত্র বিনাশিব তুর্ণ ।
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব যে চূর্ণ ।।
গুড়া করি ছড়াইব মসজিদের দ্বারে ।
দেখিব শয়তান বাচ্ছা কি করিতে পারে ।...(৪৫-৪৬,৫৯-৬০)

স্বামী বন্দী হওয়ায় রাণী 'ছলক্রমে' কার্যসিদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং শিবিকারোহণে সহস্র দাসীসহ দিল্লীশ্বর শিবিরে যাবার বাসনা প্রকাশ করে বাদশাকে পত্র লিখলেন।[১২] পত্রপাঠ মাত্রই বাদশা ভীমসিংহের 'শিবিরে গমন' করে স্বীয় পুলকিত চিত্তের অধীরতার পরিচয় দিলেন:

সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমায় ।
ভজিবে আমায় রায় ত্যাজিবে তোমায় ।
অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর !
যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর ।

... ...

এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর ।
এই দেখ পত্রপৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর ।। (৫৩,৬৭)

মনোবেদনায় পীড়িত রাজা শঙ্কিত হলেও, পদ্মিনীর কোন অন্তর্গূঢ় কৌশল নিশ্চয়ই আছে ভেবে, মনে মনে আশান্বিত হলেন। যথাসময়ে পদ্মিনী 'সামরিক বেশ মনোহর' ধারণ করে সহস্র দাসীর ছদ্মবেশে সহস্র সৈন্যসহ বাদশা শিবিরে এসে চকিতের মধ্যে স্বামী-উদ্ধার করে প্রস্থান করলেন। এতে "আলৌকিকত্ব না থাকিলেও কিছু ভোজবাজীর প্রভাব আছে,...পাঠান শিবির সৈন্যশূন্য না থাকিলে ইহা যে কোন্ উপায়ে সম্ভব হইল তাহার বর্ণনা দিতে কবি কার্পণ্য করিয়াছেন।"[১৩] পদ্মিনীর এই ছলনায় পরাস্ত ক্রুদ্ধ বাদশা পদ্মিনীর দাসীদের 'জাতিনাশের' নির্দেশ দিলেন। কিন্তু,

যেমন যবন খুলে শিবিকার দ্বার ।
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার ।।

ফলে 'ঘোরতর যুদ্ধ' আরম্ভ হল। অগণ্য মুসলমান সেনার হাতে মাত্র সহস্র হিন্দু সৈন্যের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হবার নয়, তাই শেষপর্যন্ত 'বাদশার সমর বিজয়' হল। ক্ষুব্ধ কবি অন্তর্জ্বালাবশে হিন্দু ইতিহাসের একটি কলঙ্ককাল স্মরণ করলেন:

---

১২. cf Tod, Vol. I, p 30৪.
১৩. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক বাংলা কাব্য', মিত্র ও ঘোষ, দ্বি-স, ১৯৫৯, পৃ ৭৫ ।

www.pathagar.com

একতায় হিন্দুরাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সেভাবে থাকিত যদি পার হয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন! (৬৯,৮২)

এই ক্ষোভ, এই আক্ষেপ, মুসলিম বিজয়ের এই অন্যতম অন্তর্গূঢ় কারণ নির্দেশ দীর্ঘকাল পরে যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ কাব্যে'র ভূমিকায় স্পষ্টতর ও মোহমুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১৪] রঙ্গলালের কাব্যে এই ইঙ্গিত তাই তাৎপর্যপূর্ণ।

সমরে তাঁর একাদশ পুত্র সংহারের জন্য রাজা দেবী কর্তৃক আদিষ্ট হলেন।[১৫] পুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি। অরিসিংহ যুদ্ধে নিহত হলেন। শেষ সমরে ভীমসিংহ স্বয়ং প্রবেশ করলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য' রঙ্গলালের বহু উদ্ধৃত, বহুপ্রশংসিত বলিষ্ঠতম রচনা:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়!
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়!
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে
ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে
হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়।···
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।

১৪. বর্তমান পরিচ্ছেদে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।
১৫. Tod, Vol. 1,309-10.

www.pathagar.com

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ।।···
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই ।।
যদিও যবন মারি চিতোর না পাই হে
চিতোর না পাই ।
স্বর্গ সুখে সুখী হব এসো সব ভাই হে
এসো সব ভাই। (৮৯-৯১, ১০০-১০২)

বস্তুতঃ এই অংশেই, তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যসাধন– মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের উত্তেজিত করে তোলা—মুখ্য হলেও, রঙ্গলালের দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার কামনা কয়েকটি সুস্পষ্ট চরণে বাস্তব হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে এ-কব্যের ভূমিকায় কথিত অধীন জাতির আত্মগৌরব উদ্বোধনের সচেতন প্রয়াস সম্পর্কে মন্তব্য[১৬] স্মরণ রাখলে প্রসঙ্গটি স্পষ্টতর হবে।

যুদ্ধে ভীমসিংহের পরাজয় ও রাণীর 'অগ্নি প্রবেশে'র পর আলাউদ্দীনের 'চিতোরাধিকারের' বর্ণনা—

যবনের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে কতবার
এইবার হইল সকল ।।
আলাউদ্দীনের দণ্ড করে সব লণ্ড ভণ্ড
কি বলিব যে হল দুর্গতি ।।
ভাঙ্গিয়া পড়িল যত দেবালয় শত শত
শিল্পচাতুরীর এক শেষ।
লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন
ছত্র দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ ।।
পোড়াইয়ে ছারখার করিলেক ঘরদ্বার
বাদশার আদেশে কেবল।
পদ্মিনীর মনোহর অট্টালিকা পরিকর।
নষ্ট না করিল দুষ্টদল ।।[১৭] (১০৫-৬, ১১৫-৬)

---

১৬ পূর্বে দ্রষ্টব্য (পৃ ৫৪)
ভূমিকা পৃ ⁄৴-|৹, পৃ ১৩ দ্রষ্টব্য

১৭ cf. "Ala remained in chitor some days, admiring the grandeur of his conquest; and having committed every act of barbarity and

পদ্মিনীর আত্মহত্যার সংবাদ আলাউদ্দীন পান নি। তাই চিতোরাধিকারের পর তাঁর আনন্দিত কল্পনা :

রূপসী পঙ্কজ হৃদ, পদ্মিনী কোকনদ
প্রধানা মহিষীপদ লবে
সর্বোপরি যার স্থান কমলাদেবীর মান
এইবার লঘুকল্প হবে। (১০৯, ১১৮)

কমলাদেবীর পরিচয় হিসাবে কবির পাদটীকা :

"ইনি গুজরাট অধিপতির মহিষী ছিলেন। আলাউদ্দীন নেহার-ওয়ালা অধিকারপূর্বক উক্ত ভূপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনী হরণ করিয়া লইয়া আইসে। কমলাদেবী অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, তজ্জন্য আলাউদ্দীন তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করে এবং তদবধি হিন্দু-নৃপ-ললনাগণ হরণে লোলুপ হয়।"

লক্ষণীয় যে, কবি কমলাদেবীকে সম্মান দেখালেও আলাউদ্দীন বাদশার প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধাবোধই প্রকাশ করেন নি।

কাব্যশেষ হয়েছে সমকালীন হিন্দুদের দুর্বল-মতিত্ব সম্পর্কে বিলাপ ও শাসক ইংরেজ সরকারের প্রতি সশ্রদ্ধ মন্তব্যে :

কি আছে এখন আর! দাসত্ব শৃঙ্খল সার
প্রতি পদে বাধা পদে পদে
দুর্বল শরীর মন, ম্রিয়মান হিন্দুগণ
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষমদে॥ (১১৪, ১১৩)

এই শোচনীয় অবস্থায় বর্তমানে একমাত্র আশার কথা :

ইংরাজের কৃপাবলে মানস উদয়াচলে
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার। (১১৫, ১২৪)

---

wanton dilapidation which a bigoted zeal could suggest, overthro-wing the temples and other mounments of art, he delivered the city incharge to Maldeo,....The palace of Bhim and the fair Padmini alone appears to have escaped the wrath of Ala ; It would be plea-sing could we suppose any kinder sentiment suggested the excep-tion,....."—Tod, Vol. I, p. 312.

www.pathagar.com

॥ ৩ ॥

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাহিনীর এই পরিণতি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য আপত্তি করেন রামগতি ন্যায়রত্ন। তাঁর মন্তব্য, কাহিনীরসের দিক থেকে অন্ততঃ, উপেক্ষণীয় নয়:

> 'আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্তবৎ হইয়াছিল, কিন্তু চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন পদ্মিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন পদ্মিনী কোথায় গেল তাহার অন্বেষণ করিলেন না। পদ্মিনীর জন্য খেদ করিলেন না—পদ্মিনী প্রাপ্ত না হওয়ায় এত ধন, এত সৈন্য ও এত সময়ের ধ্বংস যে অনর্থক হইল তাহা ভাবিয়া নির্বিষণ্ণ মনে একবারও আক্ষেপ করিলেন না। —করিলে ভাল হইত......'[১৮]

রামগতি ন্যায়রত্নের এই সমালোচনার বিরুদ্ধে মন্মথনাথ ঘোষ বলেন:

> "আমাদের মনে হয় দিল্লীর অধিপতির পক্ষে উচ্চৈস্বরে আক্ষেপ প্রকাশ করা নিতান্ত অশোভন হইত তাহার দুষ্কার্যের গুরুত্ব নীরবে উপলব্ধি করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।"[১৯]

কিন্তু যুক্তি আত্যন্তিক মূল্যে সুন্দর হলেও রঙ্গলালের আলাউদ্দীন সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলেনা; কাব্যের শেষে 'দুষ্কার্যের গুরুত্ব নীরবে উপলব্ধির' ইঙ্গিতমাত্রও নেই, বরং কাহিনী-কাব্য রচনাকালে চরিত্রসৃষ্টির নাট্যকৌশল রঙ্গলালের অজ্ঞাত ছিল এবং উদ্দেশ্যমূলক আবেগবিহ্বলতা বশতঃ বাস্তবতার চেতনা ও পরিমিতিবোধ সর্বদাই অবহেলিত হয়েছে। কবিশক্তির দুর্বলতা এর প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে। অবশ্য কবি অবলম্বিত 'ইতিহাসে'র ত্রুটিপূর্ণ তথ্য ও ভ্রান্ত অভিমত এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

॥ ৪ ॥

রঙ্গলালের উৎসগ্রন্থ 'রাজস্থান' প্রণেতা কর্ণেল টডের রাজপুত-প্রীতি ও মুসলিম-বিদ্বেষের স্বরূপ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার। রাজস্থানের নতুন সংস্করণের সম্পাদক Crooke-এর স্পষ্টোক্তি—

১ "Tod tells us little of his relations with supreme Government during his four years service as Political Agent. He was notoriously a partisan of the Rajput princes, particularly those of

১৮. রামগতি ন্যায়রত্ন, পূর্বোক্ত পৃ ২৫৬।
১৯. মন্মথনাথ ঘোষ, 'রঙ্গলাল,' কলিকাতা পৃ ২০৫।

www.pathagar.com

Mewar and Marwar. he is never tired of abusing the policy of the Emperor Aurangzeb and, fortunately for the success of his work, Muhammadan form only a slight minority in the population of Rajputana. This attitude naturally exposed him to criticism. Writing in 1824 Bishop Heber (*fn. Narrative of a Journey through the Upper Provinces*. ed. 1861, ii, 54). while he recognises that he was held in affection and reapect by "all the upper and middling classes of society," goes on to say : "His misfortune was that in consequence of his favouring the native princes so much, the Government of Calcutta were led to suspect him of corruption, and consequently to narrow his powers and associate other officers with him till he was disgusted and resigned his place.. "[২০]

কর্ণেল টডের ভ্রান্ত মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের কারণ নির্দেশ করতে যেয়ে Crooke বলেছেন :

"His taste for the study of history and antiquities, ethnology, popular religion, and superstititions mas stimulated by the pioneer work of Sir W. Jones and other writers of the *Asiatic Researches.* He was not a trained philologist and he gained much of his information from his Guru, the Jain Yati Gyanchandra, and the Brahman Pandits whom he employed to make inquiries on his behalf. They, too, were not trained scholars in the modern sense of the term, and many of his mistakes are due to his rashness in following their guidance."[২১]

সর্বোপরি লোককাহিনী ও লোককাব্য থেকে নির্বিচারে উপাদান গ্রহণ টডের আর একটি দুর্বলতা এবং যেহেতু বাঙালী কবিরা টডের রচনা থেকে এ সব কাহিনীই আহরণ করেছেন সেহেতু এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কেও নির্মোহ হওয়া প্রয়োজন। সম্পাদক Crooke এ-প্রসঙ্গে নির্মম মন্তব্য করতে ইতস্তত করেন নি :

"In estimating the value of the local authorities on which the history is based, Tod reposed undue confidence in the epics and ballads composed by the poet Chand and other tribal bards. It is belived that more than one of these poems have disappeared since his time, and these materials have been only in part edited

২০. Tod, *op. cit.* Vol. 1, Introduction pp XXVII—VIII.
২১. *ibid.* p. XXVIII.

www.pathagar.com

and translated. The value to be placed on bardic literature is a question not free from difficulty.. The poet may occasionally record facts of value, but in his zeal for the honour of the tribe, which he represents, he is tempted to exaggerate victories, to minimize defeats. This is a danger to which Indian poets are particularly exposed. Their trade is one of fulsome adulation, and in a state of society like that of Rajputs, where tribal and personal rivalries flourish, the temptation to give a false colouring of histary is great.

In fact, bardic literature is often useful not as evidence of occurances in antiquity, but as an indication of the habits and beliefs current in the age of the writer. It exibits the facts, not as they really occured, but as the writer and his contemporaries supposed that they occured. The mind of the poet with all its prejudices, projects itself into the distinct past."[২২]

তদুপরি,

"the fragments of local ballads scattered through the text are unfortunately copied from very incorrect texts."[২৩]

ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগোর দৃষ্টিতে টডের 'রাজস্থান' কাহিনী "too legendary for historical purposes.' তাই শের শাহের ইতিহাস রচনায় তিনি টডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন।[২৪]

'রাজস্থান' কাহিনীর এই সার্বিক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখেই টড-নির্ভর বাংলা রচনাবলীর বিচার করতে হবে এবং এ-বিচারের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'।

॥ ৫ ॥

আলাউদ্দীন দু'বার চিতোর আক্রমণ করেছিলেন এবং ফিরিস্তার ভাষায়:

"Chitor···was stormed, sacked and treated with remorseless barbarity by the Pathan (Khalji) emperor, Alau-d-din."[২৫]

---

২২. *ibid*. p. XXX

২৩. *ibid*. p. XIII

২৪. Kalika Ranjan Qanungo, *Sher Shah*, Car, Majumder and Co., Calcutta. কৌতূহলের বিষয় এই যে, প্রচুর প্রশংসা করেও এই গ্রন্থের সমালোচক টডের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনকেই এ-গ্রন্থের প্রধান দুর্বলতা বলে উল্লেখ করেছেন। *The Calcatta Review*, 1921 vol. 1. 156.

২৫. Tod, *op. cit.* P. 307.

www.pathagar.com

আলাউদ্দীনের এই চিতোর আক্রমণের কারণ হিসেবে পদ্মিনী-কথা বর্ণিত হয়েছে। পদ্মিনী উপাখ্যানের প্রাচীনতম রচয়িতা সম্ভবত চাঁদ বরদাই। তাঁর গ্রন্থ 'পৃথ্বীরাজ রাসো'র (সংবত ১২২৫-১২৪৯) পদ্মিনী কাহিনী অংশের নাম 'পদমাবতী সময়'।[২৬] বলাবাহুল্য, চাঁদ কবির রচনা থেকে টড এ-উপাদান আহরণ করেছেন এবং রঙ্গলাল টডের বর্ণনার উপরেই নির্ভর করে চাঁদ কবির ও কুলকবিদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্যের পাদটীকাসমূহে। রঙ্গলালের আগে বাংলা কাব্যে আলাওল (সপ্তদশ শতাব্দী) 'পদ্মাবতী'র কাহিনী লিখেছেন।[২৭] আলা-ওলের উৎসগ্রন্থ হিন্দি 'পদুমাবত' রচয়িতা মালিক মুহম্মদ জায়সী (হিজরী ৮৭৫-৯৪৯) শের শাহ্‌র সমসাময়িক এবং চাঁদ বরদাই-এর প্রায় ৩৫০ বছর পরবর্তী। কিন্তু জায়সী চাঁদ কবির রচনা দেখেছিলেন কিনা তার প্রমাণ বা স্বীকৃতি নেই।[২৮] ফিরিস্তার বর্ণণায় পদ্মিনীর উল্লেখ নেই।[২৯] তবে 'আইন-ই-আকবরীতে'তার গল্প বর্ণিত হয়েছে।[৩০] রঙ্গলাল বর্ণিত 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র সকলঘটনাই টডের অনুরূপ।[৩১] কেবলমাত্র গোরা-বাদল প্রসঙ্গ রঙ্গলাল উপেক্ষা করেছেন। আলাউদ্দীন সম্পর্কে টডের উষ্মা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে। টডের কথায়, আলাউদ্দীন ছিলেন,

> "One of the most vigorous and warlike sovereigns who have occupied the throne of India. In success, and in one of

---

২৬. দ্রষ্টব্য : রামচন্দ্র শুক্ল 'হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস,' ইন্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ, সংবত ১৯৯০, পৃ ৪৮-৯

২৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌-এর সম্পাদনায় 'পদ্মাবতী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এই খণ্ডে আলাউদ্দীন সম্পর্কিত কাহিনী শুরু হয়নি। তবে সম্পাদকের ভূমি-কায় সমগ্র কাহিনীর সার আছে। সম্প্রতি সৈয়দ আলী আহসান জয়সীর সঙ্গে তুলনা-মূলক পাঠ বিচারের মাধ্যমে আলাওলের 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা করেছেন (ঢাকা স্টুডেন্ট-ওয়েজ, ১৯৬৮)।

২৮. দ্রষ্টব্য : রামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত জায়সীর 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ তা, বি, ২য় সং ১৯৩৫, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬১।

২৯. Firishta, *The History of Mahomedan Power in India till year AD 1912,* translated from the original persian of Mahomed Kasim Firishta by J. Briggs, Calcutta 1908, Vol. I, 353 f.

৩০. Abul Fazl, Allaami, The *Ain-i-Akbari,* translated and edited by H. Blockman and H. S. Jarrett, Calcutta 1873-94, Vol. II, 269 f. See, also Tod, *op cit,* 307-f.n. (by Crooke)

৩১. See, *ibid,* 307-12

৫—

www.pathagar.com

the means of attainment, a bigoted hypocrisy, he bore striking resemblance to Aurangzeb......[৩২]

স্বাভাবিকভাবে রঙ্গলাল এই সমর্থনে উত্তেজনা বোধ করেছেন। ফলে কাব্যের শেষে আলাউদ্দীন চরিত্রের রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রার্থিত পরিণতি অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দীন খিলজীকে one of the best sultan[৩৩] বললেও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী তাঁকে 'নির্মম' 'রক্তলোলুপ' বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্দুদের প্রতি, বিশেষতঃ অনমনীয় রাজপুতদের প্রতি, আলাউদ্দীন সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলেন, এমন কি বিদ্বিষ্ট ছিলেন বলে জিয়াউদ্দীন জানিয়েছেন।[৩৪] তবে টড বর্ণিত পদ্মিনী কাহিনী প্রসঙ্গে স্মিথ স্পষ্টতঃই বলেছেন :

They cannot be regarded as sober history.[৩৫]

॥ ৬ ॥

রঙ্গলালের কহিনী কাব্যের উৎস সম্বন্ধে এই নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে তাঁর কাব্যের মূল্যমান স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। তথাকথিত ইতিহাসের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষায় উত্তেজিত কবি, আলাউদ্দীনকে উপলক্ষ্য করে, এক কালের শাসক মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর অন্তর্জালা ব্যক্ত করেছেন। অন্তরে জাগ্রত অস্পষ্ট স্বাধীনতার কামনা রাজপুত বীর-মহিলাকে কেন্দ্র করে অঙ্কুরিত হতে চেয়েছে। দুর্বল কবি-প্রতিভা চতুর কলাকৌশলে পারদর্শী নয়, তাই স্থূল ইংরেজ-তোষণ ও মুসলিম

---

৩২. *ibid*, 311-12

৩৩. Quoted in V. A. Smith, *Oxford History of India*, Oxford, London, Second edn, Impression of 1928, p 231.

৩৪. *ibid*, pp 232 & 234

৩৫. *ibid* p. 233

তবে সাধারণভাবে পদ্মিনী কাহিনীর ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ

(১) "পদ্মিনী উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা", কালিকা রঞ্জন কানুনগো, 'প্রবাসী', ফাল্গুন ১৩৩৭ ;

(২) "পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" নিখিলনাথ রায়, 'প্রবাসী' চৈত্র ১৩৩৮ ;

(৩) "পদ্মাবতী কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা", কালিকারঞ্জন কানুনগো, 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৩৯ .

(৪) "পদুমাবত উপখ্যানের উৎস", পদ্মাবতী', সৈয়দ আলী আহসান, স্টুডেন্ট ওয়েজ ঢাকা ১৯৬৮, পৃ ৪৭-৬৩

www.pathagar.com

বিদ্বেষ এত সরল ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। তবু রঙ্গলালের মূল্য এজন্য যে তিনিই হচ্ছেন,

"The first poet to sing of the glory of 'The mountain nymph, sweet Liberty' in our tongue".[৩৬]

এবং এর প্রভাব যে কতখানি ছিল তার সাক্ষী:

"ঈশ্বরগুপ্তের মিউটিনী প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' আবৃত্তি করিয়া বাঁখারি ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি।"[৩৭]

এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ভাষায়:

"এখন স্বদেশানুরাগের স্রোত বঙ্গের প্রায় চারিদিকেই বহিতেছে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে রঙ্গলাল যখন দেশ-হিতৈষীদের অগ্রণী হইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অনুরাগের বিষয়টা কি, তাহাই অনেকের ধারণার অতীত ছিল।"[৩৮]

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

"দেশবৈরী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হিন্দু রাজপুতগণের সহিত আমাদিগের স্বাভাবিক সহানুভূতিবশতঃ এই কাব্য পাঠে আমাদের দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়া উঠিল। আমাদের নিজেদের কোন ইতিহাস ছিল না। তখন আমাদের ধারণা ছিল যে হিন্দু ভারতের ইতিহাস রচনার কোন বিশ্বাসযোগ্য উপাদান নাই। কিন্তু রাজপুতানার কথা স্বতন্ত্র। কর্ণেল শ্লীমান ও কর্ণেল টডের ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণ বহু গবেষণা দ্বারা রাজপুতানার ঐতিহাসিক উপাদান রাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় এবং বিশেষত ব্রিটিশ ইতিহাসে প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রামের যে কাহিনী পাঠ করিয়া

৩৬. Kumudnath Das, *A History of Bengali Literature*, Das Brothers, Naogaon, Raishahi, Bengal, 1926, p. 59

৩৭. '১৩৩০ সালে, নৈহাটিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখায় সভাপতি অমৃতলাল বসু'র ভাষণ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়', 'সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা ৩৭', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বি-স, কলিকাতা ১৩৫১, পৃ ২৬ উদ্ধৃত।

৩৮. মন্মথনাথ ঘোষ, 'রঙ্গলাল', পৃ. ২০৩ উদ্ধৃত

www.pathagar.com

আমাদের হৃদয়ে নতুন দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল তাহা শ্রীমানের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও টডের রাজস্থান পাঠে বর্দ্ধিত হইল ও এক নতুন প্রেরণা লাভ করিল। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্গালা রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নতুন মন্ত্র গ্রহণ করিল। আমাদের ব্রিটিশ প্রভুগণ এই সকল নতুন শিক্ষা হইতে তাঁহাদের রাজনীতিক অধিকারের খর্বতা সাধন হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা এ পর্যন্ত করেন নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক হইতে আমরা স্বচ্ছন্দে রঙ্গলালের কবিতা পাঠ করিতে পারিতাম—শিক্ষাবিভাগ তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না।"[৩৯]

২

কর্মদেবী কাব্যে (১৮৬১)[৪০] মুসলিম-প্রসঙ্গ মূল কাহিনীর অনুষঙ্গী নয়। ঔরিংট রাজকন্যা কর্মদেবী রাঠোর রাজপুত্র অরণ্যকমলের সঙ্গে পিতৃকুল সম্বন্ধ ভঙ্গ করে যশল্মীর ভট্টজাতি-অধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র সাধুর শৌর্য ও রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বরমাল্য দান করল, ফলে অরণ্যকমলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাধুর মৃত্যু হল। পতির মৃত্যুতে 'কর্মদেবী নিজের এক বাহু ছেদন করে পিতৃকুল'-কবির কাছে পাঠালেন এবং অন্য বাহু শ্বশুরকে দেখাবর জন্য কেটে ফেলতে মাতাকে অনুরোধ করলেন। ঘটনাস্থলে কর্মসরোবর নামে এক সরোবর কাটান হল। এই কাহিনীতে সাধুর বীরত্ব দেখাবার জন্য এক মুসলমান বণিকদলের কল্পনা করা হয়েছে এবং তাদের বিতাড়িত করে হিন্দু বীরের 'গৌরব' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৪১]

এ-কাব্যের নায়ক সাধু সমরে 'ভীম বেশ'-ধারী, বিশেষত যবন দেখলে 'সরোষে' 'জলিতাঙ্গ' হয়। এই সাধু একদিন 'শুনিতে পাইল যবন আইল বিপাশা নদীর তটে' (পৃ. ৪)। রজনী দুই প্রহরে সে দাবানল প্রায় কাফিলা ঘিরে

৩৯. Bipinchandra Paul, *Freedom Movement in Bengal.* মন্মথনাথ ঘোষ, পূর্বোক্ত পৃ ২১০—১২ উদ্ধৃত

৪০. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'কর্ম্মদেবী' 'রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী', বসুমতি সাহিত্য মন্দির, নতুন সংস্করণ, তা, বি।

৪১. এই কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তী কালে বরদাকান্ত মজুমদার 'কর্মদেবী' উপন্যাস রচনা করেন (আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩২৬)। 'প্রথম খণ্ড প্রভাত আলোক': সাধু কর্তৃক মুসলমান বণিকবেশী সৈন্যদল বিতাড়নের ঘটনা এই খণ্ডের সপ্তম থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে, 'যবনাগমনে,' নৈশ অভিযানে', 'মোগল শিবিরে,' 'আক্রমণে', নৈশ যুদ্ধে', 'বিচারে'—শিরোনামায় লিখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ফেলল এবং অন্যায় সমরে 'যবন হইল কাব'। বন্দী মুসলমান বণিকেরা তখন সাধুকে এই অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাধু বলল : ভারতের শোভা সৌন্দর্য, ভারতীয় নারীর মর্যাদা মুসলমানেরা হরণ করেছে—সুতরাং মুসলমানদের এ-দেশে স্থান নেই :

যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এ সব।
তোমরা তাহার জাতি, জাতিগোত্র ভব।।
হাজার মঙ্গল ব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি।
এ রূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানাদেশে।
এতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি।
দুর্গতির প্রতিফল স্বরূপ দুর্গতি।। (পৃ. ৬-৭)

এ-কাব্যে মুসলমান অভারতীয় এবং তাদের উদ্দেশ্যে শেষ নির্দেশ :

দ্রুতবেগে সিন্ধুপারে কর পলায়ন।।
ধন আশে পুনঃ আর এস না এদেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে।।
সুতরাং— সেলাম করিয়া পদে পাঠান পালায়।। (পৃ. ৭)

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল 'কর্মদেবীর ভুয়সী প্রশংসা' করেন এর সরল কাহিনী ও সচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গির জন্য।[৪২] রামগতি ন্যায়রত্ন এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদকও এর প্রশংসা করেন।[৪৩] কেবল 'রহস্য সন্দর্ভের' সমালোচনায় শব্দব্যবহার, ছন্দ ও 'রাজস্থানীয় স্ত্রীলোকগণ কোন কোন স্থলে স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় বর্ণিতা' হবার নিন্দা করা হয়। শেষোক্ত নিন্দার জবাবে মন্মথনাথ ঘোষ বলেন, "রাজপুত ও বাঙ্গালী যে একই জাতি, তাহাদের সভ্যতা ও নৈতিক আদর্শ যে এক, তাহা রঙ্গলালই প্রথমে আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন, এজন্য আমরা কবির নিকট চিরকৃতজ্ঞ।[৪৪] বলা বাহুল্য, এই 'এক জাতি' অর্থ হিন্দুজাতি এবং 'বাঙ্গালী' অর্থ বাঙালী হিন্দু।

৪২. ২২শে ডিসেম্বর ১৮৬২, মন্মথনাথ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৮-৩০০
৪৩. ঐ. পৃ ৩০৩
৪৪. ঐ, পৃ ৩০৫

www.pathagar.com

৩

'শূর সুন্দরীতে' (১৮৬৮)[৪৫] রাজপুত নারীর সতীত্বের তেজ প্রদর্শনের জন্য মোগল বাদশা আকবরের চরিত্রে কালিমা লেপন করা হয়েছে। এ-কাব্যের কাহিনীও টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত।"[৪৬] কবি স্থানে স্থানে টডের রচনার হুবহু অনুবাদ করেছেন এবং কোথাও কোথাও উপাদানকে স্ফীতকায় করেছেন। তবে কাব্যের সর্বত্রই টডের শিক্ষা অবিকৃত। কবির মতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের স্বরূপ—

তৈল যথা তোয় সহ সংমিলিত নহে।
হবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে॥
ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল।
হিন্দু-মুসলমানেতে হেন ভাব প্রতিমূল।

বাদশা আকবরের বিশেষ কৃতিত্ব :

এমন বিষম বৈরী করি সংহরণ।
হুমায়ুন বংশ যশে ভরিল ভুবন॥ (পৃ. ৪০)

আকবরের নবরত্নসভার মহাকবি দহলভী, খসরু ও অন্যান্যের প্রশংসা করে বীরবল প্রসঙ্গে কবি উচ্ছ্বসিত :

যার বুদ্ধি কৌশলের যাই বলিহারি।
যবন দানব দল গর্ব খর্ব কারী॥
হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে।
দুই দলে প্রতিপত্তি তুল্য পরিমাণে॥
দিয়ে দান হিন্দু রাজবালা দিল্লীশ্বরে।
রাজপুরে স্বদেশের বল বৃদ্ধি করে॥ (পৃ. ৪০)

কিন্তু মোগল সম্রাটের সঙ্গে হিন্দু-ললনার বিবাহ কবির সরল সমর্থনের যোগ্য বিবেচিত হয়নি। তাই অনুরূপ কর্মে অভিলাষী 'মরুর অধিপতি'কে তিনি 'অকলঙ্ককুলে পঙ্কপ্রদ দুরাচারী' (পৃ. ৫১) বলেছেন। এবং 'শূরসুন্দরীর' কাহিনী পল্লবিত হয়েছে আকবরের শ্যালক মানসিংহের জাতি—উদ্ধারের বিফল চেষ্টাকে কেন্দ্র করে।

ভগিনীর প্রসাদৎ মান হৈল মানী।....

৪৫. বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ 'গ্রন্থাবলী', নতুন সংস্করণ
৪৬. Tod, *op cit.* Vol.I, pp. 391-402

www.pathagar.com

কিন্তু কুলকলঙ্কেতে দুঃখী সদা মান।
জাতিনাশে হতমান সদা ম্রিয়মাণ ॥

তাই সম্রাট কর্তৃক কাবুলে বিদ্রোহ দমনে যেতে আদিষ্ট হলেও তার 'যাইতে যবন দেশে মন নাহি সরে'। যদিও 'মোগলপতির চার উপদেশ বাণী'—

সবই ভূম গোপালকা, ইসমে আটক কহাঁ।
জিসকা মন মে আটক হৈ বহি আটক রহা ॥[৪৭]

একথা শুনে আর আপত্তি থাকল না 'আটক পার' হয়ে 'ম্লেচ্ছদেশে যেতে। সমস্ত রাজপুতদের মধ্যে—

কেবল মিবার পতি প্রতাপ কেশরী।
বিশুদ্ধ রাখিল কুল প্রাণগণ করি ॥
মোগলের ছলে বলে না হইল বশ।
প্রকাশিল অনুপম বীরত্ব ওজস্।[৪৮]

কবি মানসিংহের মর্মবেদনায় বিচলিত হয়ে বলছেন :

বল বল, বুদ্ধি বল, ধন যশ বল।
কুল গেলে কেন হয় মানুষ বিকল ॥
ধরা কাও কুলের জাতি অভিমান।
ধরা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দ্ধান ॥
কবে সবে এক জাতি করিবে স্বীকার।
একভাবে জাতিস্মরে দিবে নমস্কার ॥
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল।
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল ॥

দাক্ষিণাত্য জয় করে মানসিংহ উদয়পুরে এসেছে, রাণা সঙ্গে 'একত্রে ভোজন করে, 'পুনর্বার ক্ষত্রিয়ত্ব' লাভের আশায়। কিন্তু রাণা অনিচ্ছুক :

---

৪৭. গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪৯ পা টি; Also quoted in Tod, *op. cit.*, Vol. I, p. 391 f.n. 2

৪৮. টড প্রতাপের প্রশংসায় আরও উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।
See Tod, pp. 386-87, and compare—"But for Pratap, all would be placed on the same level by Akbar; for our chiefs have lost their valour and our females their honour. Akbar is the broker in the market of our race; all has he purchased but the son of Uday, he is beyond his price......" etc. *ibid*, 399

www.pathagar.com

কিন্তু কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে।
তোমার ভগিনী গত যবন ভবনে ॥
বিষ বিসর্জনে হ'লে রুধির বিকার।
কেমনে ধরিবে পুনঃ কান্তি আপনার ॥

শুনে ক্রুদ্ধ মানসিংহ 'পঞ্চ গ্রাস অন্ন শিরে' ধরে 'সরোষ বচনে' বললেন:

আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ ॥

কেননা,

তনুজা অনুজাগণে দিয়ে বিসর্জন।
করিয়াছি তব দেশে শান্তির স্থাপন ॥
এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার।
দেখা যাবে কেমনে রাখিবা অধিকার ॥

মানসিংহ 'অচিরে সর্বনাশের' ভয় দেখালেও প্রতাপ অবিচল বরং এক পারিষদ মানসিংহের ভগ্নিপতি 'দিল্লী অধিকারী' উদ্দেশ্যেও বিদ্রূপাত্মক উক্তি করল এবং মানসিংহের প্রস্থানের পর—

ক্ষত্রিয়গণ নদীজলে করে গিয়া স্নান।
শুচি হেতু ধৌত বস্ত্র করিল পিধান।
উৎখাতিল ভূমি যথা বসেছিল মান ॥
সেই স্থান পবিত্র করিল গঙ্গাজলে।
ম্লেচ্ছবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে ॥

কবি টডের বর্ণনার[৪৯] হুবহু অনুবাদ করে মুসলমানদের প্রতি সমকালীন হিন্দু মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। অপর ধর্মাবলম্বী, বিশেষতঃ মুসলমানদের সম্বন্ধে এই অস্পৃশ্যতাবোধ এবং বর্ণাশ্রমের অত্যাচার হিন্দু অধোপতনের এক প্রধান কারণ—একথা পরবর্তীকালে যোগীন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন।[৫০] রঙ্গলাল আকবরের হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রয়াসের প্রশংসা করলেও আকবরের প্রতি মনোভাবের সমতা বজায় রাখতে পারেননি এবং উষ্মারুদ্ধ কণ্ঠে কবি এই মতান্তরের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন:

শ্যালকের দুর্দশা শুনিয়ে দিল্লীপতি।
একেবারে ক্রোধানলে জলিতাঙ্গ অতি ॥
বল দেখি ভবলীলা একি চমৎকার।

৪৯. See Tod, *op. cit.*, Vol. I pp. 390-92
৫০. পরে দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

যে আকবর করুণার সাগর অপার ॥
যে আকবর বহুবিধ জ্ঞানের আধার ॥
যে আকবর ভেদজ্ঞান বিহীন সুজন।
সকল জাতির প্রতি সমান দর্শন ॥
সেই গুণসিন্ধু শাহ শ্যালক বচনে।
হিন্দু ধর্ম সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে ॥
না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা।
অসতী হইবে পুণ্যভূমি পতিব্রতা ॥ (৪২)

অতঃপর কবি আক্ষেপ করে বলছেন যে বীরের ধর্ম হচ্ছে শত্রুর প্রতিও অধর্মাচারী না হওয়া।

কিন্তু বীর আকবরের সে ভাব কোথায়।
করিল কুকীর্তি শেষে শ্যালার কথায় ॥
সাজিল উদয়পুর দর্পচুর হেতু।
উড়িল আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রকেতু ॥ (৪২)

দ্বিতীয় সর্গে সেলিমের (জাহাঙ্গীর) সঙ্গে হলদীঘাটের যুদ্ধে[৫১] প্রতাপের 'বাইশ হাজার মাত্র সেনার যোগান,' কিন্তু প্রতাপের বীরত্ব অপরিসীম। অবশ্য—

দুই দল সমতুল কেহ নাহি টলে।

শেষ পর্যন্ত প্রতাপের রাজছত্র লক্ষ্য করে সকল মোগল যোদ্ধা একযোগে যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে উঠলে প্রতাপের 'পরিত্রাণ পথ আর দৃশ্য নাহি হয় (৪৬)। 'হেন কালে ঝালবর দেশের ঈশ্বর' 'প্রভুর উদ্ধার হেতু' অগ্রসর হয়ে ছত্রদণ্ড নিজ শিরে ধরল। 'সেই অবকাশে রাণা অন্য পথে যায়'।

সেলিমের সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধের সংবাদ কবি গ্রহণ করেছেন টড থেকে। কিন্তু টডের এই মত ভ্রান্ত। Crook-এর ভাষায়: "this is imposible, because Salim, afterwards the Emperor Jahangir, was only in his seventh year. The Generals-in Command were Munsingh and Asaf Khan." কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ার মতে: "Mansingh was appointed to the Command of the Army sent against him (Protap) and with him (Man) were associated Ghiyasuddin, Ali Asaf Khan, two of the

৫১. Tod, *op. cit.*, Vol. I P 393 f. n.

www.pathagar.com

Barha Sayyid, and Rai Lon Karan, A Rajput of the Kachhwaha clan."[৫২]

রঙ্গলালের কাব্যে, প্রতাপের পলায়নে এবং প্রতাপ-শক্তি ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলনে, সম্রাট আকবর রুষ্ট। শ্যালকের অপমানে তাঁর মন বিষণ্ণ তবে শিশোদীয় সীমন্তিনী প্রাপ্তির আশায় চিত্ত প্রলুব্ধ। অবশেষে দৈববশে একদিন আকবর শুনলেন যে, ভিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বী-কবিবরের পত্নী সতী হচ্ছেন প্রতাপ-ভ্রাতা শক্তি সিংহের কন্যা। সতীর সতীত্বহানী হলেই আকবরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং তার সুযোগও প্রায় হাতের মুঠোয়; কেননা পৃথ্বীসিংহ আকবরের দিল্লী দরবারে কাব্যকলায় নিযুক্ত। পৃথ্বীসিংহ রঙ্গলালের গৌণ চরিত্র। কিন্তু টডে তিনি কবি ও বীর[৫৩] এবং পরবর্তীকালের একাধিক বাংলা নাটকে এই চরিত্র প্রাধান্য অর্জন করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতি' নাটকে (১৮৭৯) পৃথ্বী লঘুচিত্ত ও চরিত্রহীন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপসিংহ'-এ (১৯০৫) পৃথ্বী আকবরের মোসাহেব ও সুবিধাবাদী। তবে নাটকের শেষাংশে তার পুরুষত্ব জাগ্রত এবং সে প্রতাপের উৎসাহদাতা কবি। এ-নাটকেও রঙ্গলালের অনুরূপ, নওরোজ মেলায় পৃথ্বী-পত্নীর সতীত্ব রক্ষার বীরপণার কথা এবং তাঁর ভ্রাতৃবধূর সতীত্ব হারাবার কাহিনী আছে। বলা বাহুল্য ঘটনার উৎস টডের বর্ণনা।[৫৪] রঙ্গলালের-কাব্যে পৃথ্বীর ভ্রাতৃবধূ আকবর অনুগৃহীতা রায়মল্ল রাণী—ভিকানেরী কৌশলে সতীকে 'নৌরজার' মেলায় এনেছে।

কবি আকবরকে কেবল নারীলোলুপ নয় নিতান্ত ভণ্ড রূপেও আঁকতে চেষ্টা করেছেন। আকবর যোগীবেশ ধারণ করে নওরোজ মেলায় নারীদের হস্তলিপি পাঠ করেন। কবি যোধাবাইকে কিঞ্চিৎ মর্যাদা দিতে সচেষ্ট। মানসিংহের ভগ্নি আকবরের প্রধানা মহিষী যোধাবাই 'রাজপুত কুলে দর্পিতা' তিনি 'সতীর সতীত্ব' সম্পর্কে চিন্তিত; অবশ্য সতীর প্রভাবে ভবিষ্যতে স্বীয় কর্তৃত্বের আসন বিচলিত হবার সম্ভাবনাও তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। যোগিনীবেশে তিনি ছদ্মবেশী সম্রাটকে 'ভণ্ড' বলে সম্ভাষণ করেন এবং পূর্বজন্ম কথা স্মরণ করতে বলেন। আকবরের 'পূর্ব জন্ম' প্রসঙ্গে কবির পাদটীকা উল্লেখযোগ্য:

> "অপ্রকাশ নহে, এতদ্দেশে এরূপ প্রবাদ আছে আকবর শাহ পূর্ব জন্মে এক ব্রাহ্মণ তনয় ছিলেন, শাপভ্রষ্ট হইয়া যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অপর,

---

৫২. *The Cambridge History of India*, Vol. IV, Cambridge 1937, pp 115-16

৫৩. Tod, *op cit.*, p 399.

৫৪. *ibid*, P, 402

www.pathagar.com

আকবর শাহ জাতিস্মর ছিলেন, বোধ হয়, সুচতুর আকবর এরূপ প্রবাদ প্রচার দ্বারা স্বীয় হিন্দু প্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।"(৫৫)

বিপদগ্রস্ত সতী দৈববাণী ও দৈব অস্ত্র লাভ করেছে :

কোন তুচ্ছ আকবর যবন কুমার।...
এই লও তরবারী প্রসাদে আমার ।।(৫৭)

এমন সময় 'সহসা ভেটিল তথা আসি দিল্লীপতি।' এবং-

কহিনূর রত্ন ভেট দিয়ে সতীপদে।
জানুপাতি কহে যুক্ত করকোকনদে।।...
রাঙ্গাপায়ে বিকায়েছি প্রাণ আর দেহ
প্রসন্ন হইয়া দীনে কৃপা দৃষ্টি দেহ ।।

এই আকস্মিক প্রেম-নিবেদন ও ঘটনার গুরুত্বে সতী বিমূঢ় হলেও ক্ষণকালের মধ্যেই তার ক্ষাত্রতেজ প্রদীপ হয় এবং হতচকিত আকবর 'সতীর' হাতে বিড়ম্বিত ও অপমানিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ-অংশ টডের বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত।[৫৫] কবি এই সংক্ষিপ্ত উপাদানই বিস্তৃত কাব্যরূপ দিয়েছেন। রঙ্গলালের মানসিকতার পূর্ণতর পরিচয়ের জন্য এ-অংশ গুরুত্বপূর্ণ।

আকবরের প্রেমনিবেদনের পর সতীর উক্তি:

কেশরী-কুমারী প্রায় বিষম বিক্রম।
কহে সতী, শুনরে মোগল নরাধম।।
তুমি না ধার্মিক ধীর বীর বাদশাহ।
তুমি না জগৎগুরু বালি যশ চাহ।।
তুমি না অভেদজ্ঞানী সর্ব ধর্মপতি।
তুমি না সাধুর শ্রেষ্ঠ সুরতি সুমতি।।
এই কি বীরত্ব তব যবন তনয়।
এই কি তোমার ধর্ম রে রে দুরাশয়।।
এই কি তোমার পুণ্যব্রত পরিচয়।
এই কি তোমার কীর্তি কলুষ নিলয়।।

---

৫৫. Tod, *op. cit.* 401-2
তুলনীয় : "আকবর শাহের খোষরোজ" কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৯৫৩-৫৫। এ-প্রসঙ্গে বিস্তৃত পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

ধিক ধিক ধিক রে মোগল দুরাচার।
মনে ভাব পরলোক কিসে হবে পার।।

হিতোপদেশ শুনে আকবর ভাবলেন, 'সুনিশ্চয় পতিব্রতা এই নারী।' একে কোহিনূর রত্নে কেনা যায় না। কিন্তু যাই হোক, একে 'ছলে বলে বশীভূত' করতেই হবে। 'শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক রটিবে'। কিন্তু আকবর বাহু প্রসারিত করে সতীকে ধরতে যেয়ে স্মরশরাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, এবং তৎক্ষণাৎ সতী তার বক্ষে পদাঘাত করে বলতে লাগলেন:

"আরে রে গোলাম পুত্র গোলাম দুর্জ্জন।
এত বড় সাধ্য তোর শূকর নন্দন।
কোথায় করেছ আশা পাপিষ্ঠ পামর।
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহ সুতা কর।।
জান না ভানুর বংশ ভানু অংশধর।
শিশোদীয় পুরুষ প্রমদা পরিকর।।
রে দুর্মতি আমরা মোগল সুতা নই।
বানুরের বানরী স্বরূপ বাঁধি হই।।
আমাদের অস্ত্র নহে সূচিকা কর্ত্তরী।
এই দেখ করে করবাল ভয়ঙ্করী।।
এই দেখ পরীক্ষা তাহার দুরাচার।
এই রে তৈমুর বংশ করিরে সংহার।।"

আকবর পুনশ্চ মূর্চ্ছিত হলেন। দৈব বাণী হল, ধন্য ধন্য। এই ভীমমূর্তি দেখে ভীত আকবর 'সবিনয়ে' বললেন:

"জানিলাম তুমি সতী সত্য পতিব্রতা।
ক্ষত্রকুল পবিত্রকারিণী কল্পলতা।।
করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার।
রোষ পরিহর হর দুর্গতি আমার।।
করিলাম মাতৃরূপে তোমায় স্বীকার।
স্বচ্ছন্দে সুখেতে যাহ গৃহে আপনার।।
একমাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার।
প্রকাশ না হয় যেন এই সমাচার।"
শান্ত হয়ে সতী কহে, "তবে ক্ষমি আমি।
যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামী।।

www.pathagar.com

সত্য কর কোরান শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজপাঞ্জা দস্তখৎ করি ॥
যদবধি তুমি কিম্বা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর ॥
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুত নারী ॥"
'তথাস্তু' বলিয়া শাহ করে অঙ্গীকার।
লিখে দিলে সেই কথা আজ্ঞা অনুসার ॥
পুনরায় বহুতর করিল বিনতী।
প্রসন্ন হৃদয়ে গৃহে ফিরে গেল সতী ॥

'শূরসুন্দরী'র প্রশংসাপত্র রচয়িতা Calcutta Review-এর (১৮৬৮)[৫৬] সমালোচক লক্ষ্য করেননি যে, রাজপুত লোক-কবিদের রচিত এই 'লম্পট' আকবরের উপাখ্যান ইতিহাসের সমর্থনহীন।[৫৭] ঐতিহাসিকদের মতে, রাজনৈতিক কারণে আকবর রাজপুত ললনা বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন :

> "On his way to Azmir Raja Bihari Mal of Amber, who had been the first Rajput chief to be presented at his court, obeyed a summons to wait on him, attended the camp with his whole family, and begged Akbars acceptance of his daughter. His offers were accepted and at sambher, on his return march, Akbar married the princess, who eventually became the mother of Jahangir and received into his service Man Singh the nephew and adopted son of Bhagwan Das, Bihari Mal's heir.
>
> This was the first of Mir Abdul Latife's teachings and the earliest indication of Akbars noble resolve to be a father to all his people, Hinds as well as Muslims, to be Emperor of India, in short, rather than the commander of a small garrison alien in religion, and to a great extent in blood to the mass of people.[৫৮]

---

৫৬. মন্মথনাথ ঘোষ, 'পূর্বোক্ত,' উদ্ধৃত পৃ. ৩৭৮-৩৮২
৫৭. See, Tod, P. 402 fn by Crooke.
৫৮. *The Cambridge History of India*, IV, PP. 81-2

www.pathagar.com

সুতরাং শ্যালকের দুর্দশায় উত্তেজিত হয়ে আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন একথা কবি-কল্পনা মাত্র। সেলিমের সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধ অসম্ভব।[৫৯] এবং নওরোজ মেলাও আকবরের 'লাম্পট্য' চরিতার্থের জন্য নয়, রাজনৈতিক কারণে অনুষ্ঠিত হত।[৬০] রাণা প্রতাপ ব্যতীত সকল রাণাই সম্রাটকে অথবা সম্রাট পরিবারে কন্যাদান করেছিলেন এবং রাণা প্রতাপ মানসিংহকে ব্যঙ্গ করতে ইতস্তত করেননি সত্য,[৬১] তবে তারই প্রতিফল বিধানের উদ্দেশ্যে আকবর তাঁর উচ্চ আদর্শ থেকে নেমে এসেছিলেন একথা অর্থহীন। বস্তুতঃ, আকবরের ধর্মীয় সংস্কারের ফলে রাজপুতেরা মোগল সম্রাটের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে যে উৎসুক হচ্ছিলেন এ-কথা রাজপুত কবিদের পক্ষে অগৌরবের বলে মনে হয়েছে এবং রাণা প্রতাপের অকলঙ্কিত পরিবারকে কেন্দ্র করে সম্রাটের বিরুদ্ধে কবিসুলভ উষ্মা প্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে।[৬২] রঙ্গলাল এই উষ্মাকেই রচনায় গ্রহণ করেছেন।

অথচ, স্মরণযোগ্য যে, আকবরের সমকালীন বাঙালী কবি মাধবাচার্য্যের 'চণ্ডীমঙ্গলে' সম্রাটের ন্যায়নিষ্ঠা, সর্বজাতি ও সাহিত্য প্রীতি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য আছে।[৬৩]

---

৫৯. পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৬০. See *Ain-i-Akbari* Vol. I, p. 276
Memoris of Jahangir, trans. Rogers, 48;
Cambridge History of India Vol. IV, 134.

৬১. "He (Man Singh) was a loyal servant of Akbar and he had no reason to love Protab Singh, who made no secret of his opinion of those Rajputs who had given daughters and sisters in marriage to Muslims, even of the Imperial house,"......*Cambridge History of India*, p. 117

৬২. "What true Rajput would part with honour for nine days (Nawroze); yet how many have bartered it away ?.....Despair has driven man to this mart, to witness their dishonour: from such infamy the descendant of Hamir (Protab) alone has been preserved....This broker in the market of men (Akbar) will one day be overreached; he cannot live for ever: then will our race come to Protab, for the seed of the Rajput to sow in our disolate land..." Tod *op. cit.* pp.399–400.

৬৩. চণ্ডীকাব্যে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মাধবাচার্য লিখেছেন:

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার॥

www.pathagar.com

৪

'কাঞ্চিকাবেরী'[৬৪] কাব্যে প্রসঙ্গতঃ ঔরঙ্গজীবের কথা আছে। কাব্যরচনার '৩৫ বৎসর' আগে কবির '১৫ বৎসর বয়ক্রম' কালে স্টার্লিং লিখিত 'উড়িষ্যার বিবরণ' পাঠ ও পরবর্তীকালে 'তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ পদভঙ্গ প্রভৃতি নানা দোষে দূষিত একখানি কাঞ্চিকাবেরী পুথি...সমাদর পূর্বক পাঠ' এই কাব্যরচনার প্রেরণা।[৬৫] কাব্যের সূচনায় হিন্দুদের পুণ্যভূমির সীমা নির্দেশ লক্ষণীয়:

উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দেশ।
পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব সীমা নিরূপণ
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ॥
এ সীমা লংঘন করি পুণ্যভূমি পরিহরি
যে যাইত তার জাতি নাশ
দক্ষিণাপথে বা অঙ্গে কিংবা ত্রিকালিঙ্গ বঙ্গে
ছিলমাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস॥ (পৃ ১৫৩, ১৫৪)

১৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'অর্থলোভে' হিন্দু জমিদারদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও এতে ঔরঙ্গজীবের ভূমিকা নির্দেশক একটি দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তটি উল্লেখযোগ্য:

"রাজা পুরুষোত্তম দেব পোতেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণকে ১৪০৮ বাটী অর্থাৎ ২৮১৬০ উৎকলদেশে প্রচলিত বিঘাভূমি সূর্যগ্রহণ কালে গঙ্গাগর্ভে দান করেন। তাম্রপট্টে ক্ষোদিত উক্ত দানপত্র অদ্যাপি বর্তমান আছে। উক্ত পোতেশ্বরের বংশধর সর্ব্বেশ্বর ভট্টকে ময়ূরভঞ্জের রাজা দূরীভূত করিয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণ শাসন স্বরাজ্যের সামিল করিয়া লন। সর্ব্বেশ্বর মুর্শীদাবাদের নবাবের নিকট আর্তনাদ করাতে নবাব ময়ূরভঞ্জের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন—কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের প্রতি যুদ্ধের ব্যয় পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দেন, সর্ব্বেশ্বরের বিষয়চ্যুত বিধায় সেই ব্যয়দানে অক্ষম হইলেও নবাব তাহার আর্দ্দাসে শ্রুতিপাত করিলেন না। অগত্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণ আগ্রায় গমন করিয়া দিল্লীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর

অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥

৬৪. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কাঞ্চিকাবেরী,' বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৪৭-১৮৫

৬৫. ঐ, পৃ ১৪৮, ১৫০

www.pathagar.com

ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত হিন্দুদ্রোহী ছিলেন; তিনি একদা সর্ব্বেশ্বরকে কৌতুকচ্ছলে কহিলেন, 'যদি তুমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হও, তবে তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি।' সর্ব্বেশ্বর বারবার ইহাতে অসম্মত হইলেন কিন্তু পরিশেষে নিরুপায় হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণের আদেশ আনিয়া ভূমি সম্পত্তিতে পুনরাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অদ্যপি পোতেশ্বর ভট্টের বংশীয়েরা গড়পদার ভূঞা নামে বিখ্যাত আছেন, মুসলমানদিগের সহিত করণ কারণ সম্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যপি তাঁহাদিগের বাটিতে দেবালয়সকল এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি, বর্ত্তমান আছে।..."

লক্ষণীয় যে, যে রঙ্গলাল ধর্মান্তর গ্রহণে নয়, মুসলমানের সঙ্গে ভগ্নী বিবাহের জন্য জাতিচ্যুত মানসিংহের প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র করুণাপোষণ করেননি, তিনিই সিংহপুর ও গড়পদার ভূঞার মুসলমান কুমারের প্রসঙ্গে বলেছেন—

কিন্তু রাজলক্ষ্মী যারে করেন বরণ।
কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন।
রাজচক্রবর্তী কুণ্ড গোলাকাদি।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠির কে বা প্রতিবাদী।
ভোজরাজ, মদ্ররাজ দ্রুপদ নৃপতি।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি।
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি।
কন্যাদানে অগ্রসর কত মহীপতি।। (পৃ ১৬০)

'অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধ' করে রঙ্গলাল তাঁর কাব্যসমূহে 'নিজেও দু'কথা' বলে নিয়েছেন বলেই মুসলিম প্রসঙ্গে কবির মনোভাব এত স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। এ-প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়: হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা বা মুসলিম প্রতিপক্ষের আচরণ বর্ণনা কালে যখনই কবি আবেগাকুল, কি উত্তেজিত, কিংবা রুষ্ট হয়েছেন তখনই কবিকণ্ঠে 'সঙ্গীত-সংগ্রামের' সুর বেজেছে, অর্থাৎ কবি-ভাষায় কবিওয়ালা সুলভ তারল্য সঞ্চারিত হয়েছে। এর কারণ কবিগানের সঙ্গে রঙ্গলালের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। "...কলকাতার ছাতু ও লাটু বাবু একটি কবির দল করিয়া তাহাতে ইঁহাকে কবি নিযুক্ত করেন..." ।৬৬

৬৬. "রঙ্গলালের জীবনী", 'রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী', বসুমতী সংস্করণ পৃ. ২১৩

www.pathagar.com

দুই

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩) সুস্পষ্ট মুসলিম বিদ্বেষে চিহ্নিত। মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বিতীয় স্তর—সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও গোত্রপ্রীতির তিনি পুরোধা। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় "তিনি দেশ বলতে বুঝেছেন কোন বিশেষ গোত্রের রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিজাত আবাস পরিকল্পনা।"[৬৭] ফলতঃ হিন্দু-গৌরব প্রতিষ্ঠার বাসনায় ইংরেজ তোষণ ও মুসলমানকে হীনবর্ণে ও প্রতিপক্ষ-রূপে চিত্রিত করার রঙ্গলালীয় পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে, আবেগমুগ্ধতাকে মুখ্য জেনে, প্রতিপাদ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে, তিনি ইতিহাস বা ইতিহাস-নামীয় কোন প্রচলিত বা পূর্বরচিত রচনাকে নির্ভর না করে, ঐতিহাসিক আবরণে স্বয়ং কাল্পনিক কাহিনী-কাব্য রচনা করেছেন। 'বীরবাহু কাব্যের'[৬৮] (১৮৬৪) বিজ্ঞাপনে লেখকের স্বীকৃতি: "উপাখ্যানটি অদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দু-কুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ রক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কালনির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান অনাবশ্যক।"

কবির খেদোক্তিতে 'বীরবাহু কাব্যে'র সূচনা :

আর কি সে দিন হবে   জগৎ জুড়িয়া যবে,   ভারতের জয়কেতু
মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস,   শুনায়ে মধুর ভাষ,   ভারতবাসীর মন,
নানা রসে তুষিত ॥
যবে দেহ অবতংস,   রঘু-কুরু-পাণ্ডু বংশ,   যবনে করিয়া ধ্বংস,
ধরাতল শাসিত।
ভারতে পুনর্ব্বার,   সে শোভা হবে কি আর,   অযোধ্যা হস্তিনাপাটে
হিন্দু যবে বসিত ॥

---

৬৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬, পৃ ২৩৬ : ভূ-স, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ ২৮০

৬৮. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পঞ্চদশ সংস্করণ, কলিকাতা, তা বি, পৃ ১—৩৪ ('বীরবাহু কাব্য')।

৬—

www.pathagar.com

যবন ধ্বংস করা এবং ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করাই কবির স্বপ্ন। 'বীরবাহু কাব্যে' এই মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে।

কাব্যের শুরুতে এক যোগিনী চরিত্র আছে। মুসলমানকে অভিশাপ দেওয়াই যোগিনীর একমাত্র ব্রত:

শোন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান।
বাল্যে বিনাশিয়া পতি মোর কৈলি এই গতি
মম বাক্য না হইলে আন।।
টুটিবে সম্পদ বল রাজ্য যাবে রসাতল
বাতি দিতে বংশ নাহি রবে।
ব্রতে যদি ফল হয় দেবে যদি পূজা লয়
ইহার অন্যথা নাহি হবে। (পৃ ১২)

যোগিনী কোন এক 'দ্বারকা নগরীর' 'সর্পপুরীর 'রাজা সর্পেশ্বরের' কন্যা। 'স্বয়ম্বরায়' 'অম্বরপতিকে' মাল্যদান করে পতিগৃহে যাবার পথে 'দুষ্ট যবনের হাতে' পতির মৃত্যু ও নিজে বন্দী হয়। 'নানা মতে নানা ছলে নরাধম' যবনকে তুষ্ট করে সে পালিয়ে যায় এবং ভিখারিণী বেশে তীর্থদর্শনে যেয়ে তার মর্মবেদনা বৃদ্ধি পায়। কেননা:

সুখের কৈলাস ধাম, কেবলি রয়েছে নাম
দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে।
জগতে পবিত্র স্থান, গিয়াছে তাহারো নাম,
সে পুরীও ম্লেচ্ছ পদ অপবিত্র করেছে।
যেখানে পিণাকধারী পিণাকে সন্ধান করি
অমরের রিপুকুল অকাতরে বধেছে।।
সেইখানে যবনেতে আরোহিয়া হিমপথে
অভয়-হৃদয়ে পার্বতীয় অজা বধেছে।[১৩]

'বারাণসী'তেও—

দেখি বুদ্ধি হত হারা, চন্দ্রে কলঙ্কের পারা
প্রাচীন দেউল ভিতে দরগা গাথা দেখিনু।। (১৩)

যোগিনী তখন 'পাপিষ্ঠ যবন' নাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। কাব্যের নায়ক কনোজের যুবরাজ বীরবাহু ও তার প্রেয়সী হেমলতাকে, দেশের সঙ্কটকালে, উপবনে বিহাররত দেখে যোগিনী ক্ষুব্ধ:

www.pathagar.com

আজি বুঝিলাম মর্ম কেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম
ভারত ভিতরে আর দরশন হয় না
কেনবা যবন দল ধরে এত বাহু বল
কেন হিন্দু-মহিলার কুলমান রয় না।

তিরস্কৃত চিন্তিত বীরবাহু কনোজ ফিরে, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে, গগনে যে 'বিচিত্র স্বপন' দেখেছে তাতে মুসলমান কেবল হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করছে :

. . . . . . একজন যবন ভূপতি।
শত হিন্দু নারী ধরি করয়ে দুর্গতি।।
একপাশে আখণ্ডল সহ দ্বিজগণ
গাণ্ডীব নিনাদে দূরে করে পলায়ন।।
আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি।
কোরান ধরিয়া বামে রহে এক পরী।।
তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয় তনয়।
করপুটে পদতলে হেটমুখে রয়।।···
স্থানান্তরে ম্লেচ্ছদূত করিয়া গর্জন।
হিন্দুরে সৎকার কার্যে করে নিবারণ। (১৪)

হিন্দু-কাপুরুষতার ও মুসলিম অত্যাচারের 'স্বপ্নে' যখন বীরবাহু অচেতন তখন ভূপতির কাছে সংবাদ এল : কাবুলের নৃপতি সুলতান বকেশের সেনাপতি আলী মহম্মদ, দিল্লী মথুরা কলিঞ্জর লুণ্ঠন করে, কান্যকুব্জে আসছেন। সংবাদ শুনে-

...নরপতি মনে বিপদ গণিল।
বুদ্ধিহারা মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা ভুলিল।।

কিন্তু যুবরাজ 'ক্রোধে কম্পিত দেহে' প্রতিজ্ঞা করলেন "যবনে করিব জয় রণে মহাশয়।"

কবি বর্ণিত যবন সেনার আকৃতি :

প্রকাণ্ড প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা।
শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা।।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করে শরাসন।
পৃষ্ঠে তূণ কটিতটে কৃপাণ বন্ধন।।...(১৫-১৬)

হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধনাদ :

ম্লেচ্ছ "মহম্মদ" ডাকে "হর হর হিন্দু হাঁকে
মহাক্রোধে দুই দল সমরেতে মাতিল।"

www.pathagar.com

কিন্তু 'বীরবাহু বক্ষোদেশে বাণে বিদ্ধ' হয়ে 'মুর্চ্ছা' গেলে সৈন্যগণ রণে 'ভঙ্গ দিল'। 'জয় মহম্মদ বলি রিপুদল হাঁকে রে ॥' 'পাঠান সৈন্য সমর জিনিয়া' সগর্জনে 'রাজধানী সন্নিধানে,' এসে উপস্থিত হল। 'প্রাচীন রাজা' রণবীর প্রাণ-পণ করে যুদ্ধে চললেন। কিন্তু "অসংখ্য পাঠান সৈন্য অন্তরে উল্লাস। হিন্দু সৈন্য ভগ্নশেষ অন্তরে হতাশ।" পরাস্ত রাজা 'চিতানলে' আত্মাহুতি দিলেন। হেমলতাও নগরের আবালবৃদ্ধবণিতাসহ দেহত্যাগ করতে গেল। কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দেবার আগে 'কেহ ধরে হাতে'।

ফিরে দেখে বিনোদিনী দুরন্ত পাঠান।
হেরিয়ে পড়িল ভূমে হারাইল জ্ঞান ॥
আনন্দে পাঠান সৈন্য জয়ধ্বনি দিল।
সুলতান তুষিতে সঙ্গে আনন্দে চলিল ॥...(১৬)

জ্ঞান ফিরে পেয়ে "দিল্লীরাজপুরে সতী কাঁদে উচ্চৈঃস্বর।" কেননা, "সতীত্ব হরিতে চায় দুরাত্মা যবন।"

মুসলমান কেবল হিন্দু-অত্যাচারী নয়, মুসলমান রাজা হিন্দু-ললনা লোলুপ —যবন-বিদ্বেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে রঙ্গলালের মত হেমচন্দ্রও এ-চিত্র এঁকেছেন। ক্ষণস্থায়ী যৌবনের জন্য পাঠান-রাজের প্রলুব্ধ হওয়া অনুচিত ইত্যাদি তত্ত্ব-কথা স্বগতোক্তিতে উচ্চারণ করে পাঠান-রাজকে হেমলতা ভৎর্সনা করে: "দিন কতক জন্য এত বাড়াবাড়ি ভাল না।" কেননা,

তোরা ত হইবি নাশ যেতে হবে যম পাশ
হেন দিন চিরদিন কভু কারো সয় না।"

যৌবনের অসারতা ও ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে এই তত্ত্বকথা কাহিনী-কাব্যের নায়িকারা অনুরূপ পরিবেশে প্রায়ই উচ্চারণ করেন। বলা-বাহুল্য হেমচন্দ্রের এ-রীতি রঙ্গলাল-অনুসারী। এ-ক্ষেত্রে 'শূরসুন্দরী' কাব্যে আকবরের উদ্দেশ্যে নায়িকা সতীর অনুরূপ উক্তি তুলনীয়। 'শূরসুন্দরী'র প্রভাব 'বীরবাহুতে' ঘটনাকল্পনার দিক থেকেও লক্ষ্য করা যায়। সতীর উদ্ধারকল্পে আকবর-মহিষী যোধাবাঈ-এর মত এখানে হেমলতার উদ্ধারের জন্য দিল্লী-অধিপতির জনৈক হিন্দু মহিষী তৎপর। তার আত্মপরিচয়:

"পিতা রাজ্যেশ্বর দিল্লী-মহীধর
আমি ভাগ্যফলে ভজি ইহারে।"

হেমলতাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে 'উক্ত দিল্লীমহীপাল তনয়া' 'ম্লেচ্ছরাজের'

www.pathagar.com

কাছে গেলে দিল্লীপতি-দুহিতাকে দেখে 'শশব্যস্ত পাতশাহ পথিমধ্যে ভেটিল' কিন্তু হেমলতাকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব শুনেই—

ভোলা কথা মনে হ'লে উন্মত্ত যেমন॥
শুনিয়া পাঠান-রাজ চমকি তেমতি।
আকুল নয়নে চায় কামাতুরমতি।...

পেয়েছি নবীন নারী ছাড়ি দিব নাই॥
মরুক বাঁচুক আর যা ইচ্ছা করুক।
পেয়েছি সুধার ভাণ্ড নিবারিব ভুক।
জানে না সুলতান আমি বিজয়ী জগতে।...

অনেক সাধিয়া শেষে সান্ত্বনা করিল।
তথাপি আসক্তি কোপ ঘুচাতে নারিল॥
বিস্তর কাঁদিয়া করি বিস্তর সাধনা।
অবশেষে একমাত্র পুরিল কামনা॥
যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদ্যানে রবে। (১৯)

কবি বীরবাহুকে দেশোদ্ধারের নায়ক রূপে কল্পনা করেছেন। দেশ ও পত্নী উভয়ই যবন হরণ করেছে। ফলে বীরবাহুর প্রতিজ্ঞা :

প্রমদার বিমোচন যবনকুল নিধন :
অদ্যাবধি এই মম পণ॥...

লক্ষ তরী ভাসাইব ম্লেচ্ছদেশ মজাইব
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ
প্রেয়সীর করিব উদ্ধার॥

স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস-ফেনিল মনোবেদনা—

এই কি কপালে ছিল জগন্মান্য ভূমি।
আমি হৈনু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি॥
এবে সেই দেশমান্য ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥...

যবনে করিয়া ছিন্ন তোমার মোচন।
কতদিন মনে মনে করিতাম পণ॥

www.pathagar.com

পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।...

একে শত্রু তাহে ম্লেচ্ছ তাহে প্রাণপিয়া।
কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়া।।

স্বাধীনতার বাসনা প্রকাশ করে বীরবাহুর আক্ষেপোক্তিও উদ্ধারযোগ্য এবং এই পংক্তিগুলো রঙ্গলালের 'স্বাধীনতায় হীনতায়' ইত্যাতি পংক্তির মতই বলিষ্ঠ:

মাগো ও মা জন্মভূমি
আরো কতকাল তুমি
এ বয়সে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে।
পাষাণ যবন দল বল আর কত কাল।
নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।।...
কাহার জননী হয়ে
কারে আছ কোলে লয়ে
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ। (পৃ ২৬)

দিল্লীর বাদশাহ আলমগীরের দরবারে বীরবাহু যেয়ে উপস্থিত হল। এ আলমগীর আওরঙ্গজেব নন। কেননা সর্বদা একে 'পাঠান সেনা' বলা হয়েছে। তবে এ-নাম ব্যবহার কাল্পনিক কাহিনীতে অনাবশ্যক বিভ্রমসূচক। পূর্ব-উল্লেখ অনুসারে তার নাম আলী মহম্মদ হওয়া উচিত। পাতশাকে কবি এখানে ভীরু রূপে চিত্রিত করেছেন। বীরবাহুর 'মহাতেজ মহাবীর' মূর্তি এবং যুদ্ধের আহ্বানে পাতশাহ 'অন্তরে কম্পিত ডরে, বাহ্যে আস্ফালন করে।' কেননা—

...রণে দিলে ক্ষান্ত কুযশ হবে একান্ত
বিপক্ষ হাসিবে সর্বক্ষণ।
স্বজাতি গৌরব যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে
আস্পর্দ্ধা করিবে দুষ্টজন।। (৩০)

সুতরাং "ক্রোশ জুড়ি রণ ভূমি হইল নির্মাণ।" এবং "পৃথক পৃথক ভাগে হিন্দু-মুসলমান।" যুদ্ধে বীরবাহু—

যবন মুণ্ড করিয়া খণ্ড
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে।।
পরমানন্দে ভূপাল বৃন্দে
সাধু সাধু সাধু বলে রে।।
কাঁপায়ে সিন্ধু হরিষে হিন্দু
জয়বাদ্য করি চলে রে।।

www.pathagar.com

হিন্দুর জয়ের সূচনায় কবি আনন্দিত এবং বীরবাহুর উচ্ছ্বাসে তার প্রকাশ ঘটেছে:

আরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড বর্ব্বর।
পূরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর।।
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল।
এবে রে যবনরাজ্য গেল রসাতল।।
করতল দিল্লী পুরী করেছি রে আজি।
আরো দেখাইব শীঘ্র অসিভল্ল-বাজী।।
আমি রে ক্ষত্রিয় পুত্র নহিরে যবন।
পালিব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রাখি নিজ পণ।।
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছরাজ্য ভষ্মসাৎ।
অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত।।....

যতদিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ।
ততদিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ।।
না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সুতে।
ম্লেচ্ছনাম যতদিন জাগিবে ভারতে।।

ক্ষত্রিয়দের উদ্দেশ্যে বীরবাহুর আহ্বান:

থাকে যদি বীর্যবল সাজ হে সমরে।
হের দুষ্ট ম্লেচ্ছদল আস্ফালন করে।

অবশেষে—

হারিল যবনদল হিন্দুপক্ষ কোলাহল
বিজয় হুঙ্কার নাদে চরাচর পূরিল।

এবং বীরবাহুকে— 'দিল্লী রাজসিংহাসনে অভিষেক করিল।।'

মুক্তিপ্রাপ্ত হেমলতা, সম্ভবত: রামায়ণের সীতার অন্তিম দশা স্মরণ করে, স্বয়ং 'অনলপ্রবেশের' প্রস্তাব করল। কেননা—

অশুচি যবন করি দরশন
ধরিয়া আনিল চুলে।

অবশ্য 'রাজস্থানময়' সকলেই হেমলতাকে 'সতী' বলে জানে আর সে দেহত্যাগ করলে বীরবাহু রাজ্যত্যাগ করবে, ফলে—

পুণঃ হিন্দুরাজগণে ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে
পুনর্ব্বার এই রাজ্য করতল করিবে।।

www.pathagar.com

—বন্দী জীবনের সখী সেই 'দিল্লীশ্বর-কন্যা' এ-সব 'অকাট্য' যুক্তি হেমলতার সামনে উপস্থিত করলে সে সংকল্প ত্যাগ করল এবং 'হেমলতাকে বামপার্শে' নিয়ে বীরবাহু রাজপদে 'অভিষিক্ত' হল।

বীরবহু কাব্যের ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্মনাথ ঘোষের উক্তি স্মর্তব্য:

> "ইতিহাসের ভিত্তির উপর কাব্য রচনা না করিয়া হেমচন্দ্র বোধ হয় ভাল করে নাই। কারণ আখ্যানভাগে বা ঘটনাসংস্থানে তরুণ গ্রন্থকার তাদৃশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।"[৬৯]

বস্তুত: বীরবাহু কাব্যে মুসলমানকে অত্যাচারী ও হিন্দু নারী হরণকারী রূপে যে উপস্থাপন করা হয়েছে তার কোন ইতিহাসভিত্তি না থাকায় এর যাবতীয় দায়িত্ব কবির। ফলতঃ মুসলিমহীন ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন কবির স্বপ্ন।

২

'ছায়াময়ী'[৭০] (১৮৮৪) কাব্যে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অনুকরণে নরকের বীভৎসতা বর্ণনা করা হয়েছে। 'মুখপত্রে' কবি বলেছেন:

> "ফলতঃ বহুল প্রমাণে আমি তাহার (দান্তের) ভাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ডিভাইন কমেডি বাইবেলের মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খ্রীষ্টানের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত নরক (purgatory) ও স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে তাহা খ্রীষ্ট ধর্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা সেই সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক ভিন্ন।"

এই স্বতন্ত্র 'মত ও উপদেশ' বর্ণনাকালে কবি নানা ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক ঘটনা ও ব্যক্তির অবতারণা করেছেন কিন্তু বীভৎস-রসের এই উপদেশাত্মক-কাব্য রচনাকালে কবি আকস্মিকভাবেই নবাব সিরাজদ্দৌলাকে রোম-সম্রাট নীরোর সগোত্র করে, পাপীরূপে তাঁর 'নরকবাসের' বর্ণনা দিয়েছেন:

'অই পাপী নর আত্মা বিকট আকার
কৃষ্ণশ্মশ্রুধারী ছায়া ধরাতে ধরিলা কায়া
নিষ্ঠুর ভূপাল বেশে যে নাম উহার
শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ:
হৃদয় অঙ্গারময় মানবের হৃদি নয়

---

৬৯. মন্মথনাথ ঘোষ, 'হেমচন্দ্র' প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৩২৬, পৃ ১৪৮—৪৯।
৭০. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৭—২০৫

www.pathagar.com

বঙ্গের সৌভাগ্যচোর দৌরাত্ম আঁধারে ঘোর
কেতুরূপ ধরাতলে কৈল বিচরণ।
গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া
দেখিতে জরায়ু পিণ্ড জীবিত জীবের দণ্ড
করিত অশেষরূপ দুর্ম্মদে ডুবিয়া।
দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে
পাষণ্ডের হৃদিতল উগরিছে ক্লেদমল
হস্তপদ বক্ষঃ শির পাষাণ প্রাচীর দির
কালের করাল-ফণী সাথে অঙ্গ লেহে।
নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল।
ভয়ঙ্কর শলাকায় মলাবিন্দু নাহি তায়
বিদারিত কণ্ঠতল কাঁদিতে নাহিক বল
জীবিত মৃতের ঘৃণা চিহ্ন চিরকাল।
চিন কি উহারে তুমি!" বলি আত্মময়ী
চাহিল দেহীর মুখে। শরীর নিঃশ্বাসী দুখে
বলিল "সিরাজুদ্দৌলা অই কি চিন্ময়ী!"
ইঙ্গিতে হেলায় শির অমরী চলিল।...(পৃ ১৯৩)

স্মর্তব্য যে, 'ছায়াময়ী' প্রকাশের চার বছর আগেই নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৬) কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধে সত্য ইতিহাস সন্ধানের প্রয়াস সূচিত হয়নি। এ-সম্বন্ধে 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।[৭১]

৩

আলোচিত কাব্য দু'টিও 'কবিতাবলী'[৭২] (খণ্ড কবিতা সংকলন) ছাড়া হেমচন্দ্রের রচনায় মুসলিম প্রসঙ্গ নেই। হেমচন্দ্রের সুপরিচিত কাব্য 'বৃত্রসংহার'। ১—১১ সর্গ ১৮৭৫, ১২—২৫ বর্গ ১৮৭৭ পুরাণ-অবলম্বিত কাহিনী, মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকরণ। বস্তুতঃ 'বৃত্রসংহার' হেমচন্দ্রের প্রধানতম রচনা বলে কথিত হলেও তাঁর মূল মানসিকতা 'স্বদেশ প্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার'[৭৩] এবং এ-মানসিকতার আন্তরিক প্রকাশ 'বীরবাহু কাব্যে'ই ঘটেছে। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় হেমচন্দ্রের মূল মানসরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—একথা বলা চলে।

৭১. বর্তমান পরিচ্ছেদে পরে দ্রষ্টব্য
৭২. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য
৭৩. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, তৃ—স, ১৩৬২, পৃ ৩৫৬।

www.pathagar.com

তিন

১

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—৭৩) কাব্যচর্চায়ও উৎসাহী ছিলেন। এই কাব্য-চর্চা যদিও তাঁর খ্যাতিবৃদ্ধির কারণস্বরূপ হয়নি তবুও দীনবন্ধুর কাব্যকে বর্তমান আলোচনাভুক্ত করা কিঞ্চিৎ তাৎপর্যপূর্ণ।

আসলে সমাজ-সমালোচনার ও সমবেদনার একটি তীব্র অন্তরাবেগ দীনবন্ধুকে নাটক রচনায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেও হয়ত তাঁর প্রতিভার অন্তরধর্মটি ছিল কবি স্বভাবের। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও লেখকের অবলীলাক্রম প্রকাশ ক্ষমতার গুণে, প্রচুর ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং নাট্যকারের এই জনপ্রিয়তার আড়ালে তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছে।

নাটকের ভাষায় প্রচুর সমিল চরণের ব্যবহারে তৃপ্ত এই অপরিণত কাব্য-প্রতিভার স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায় একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য (সুরধুনী)[৭৪] ও দুটি খণ্ড কবিতা সংকলনের (দ্বাদশ কবিতা ও গদ্যসংগ্রহ) আকারে। সমিল ও সরল পদ্যবন্ধে পয়ার ও ত্রিপদীতে রচিত এ-সমস্ত রচনায় তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব এবং রঙ্গলালের নীতি অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ তাঁর কাব্যে নেই। যদিও 'সুরধুনী'র পূর্ববর্তী 'লীলাবতী' (১৮৬৭) নাটকে পয়ারের নিন্দা[৭৫] এবং অমিত্রাক্ষরে সংলাপ রচনার চেষ্টা আছে। অবশ্য "মধুসূদনের ছন্দ দীনবন্ধু বুঝিতে পারেন নাই। তাই সে-অনুকরণ পয়ারের

---

৭৪. দীনবন্ধু মিত্র, 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী', দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা তা. বি.;
দীনবন্ধু মিত্র : দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড (৬ : সুরধুনী কাব্য) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৯।

৭৫. 'হেমধ . . .কতকগুলো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মারচেন, পয়ারে বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত, কিন্তু সরল গয়ার মত নয়। গলা আঁচড়ে তোলা, তাঁদের দ্বরায় যক্ষ্মা হবে। তাঁদের পদ্যে এক রস, তাঁদের পদ্য কি গদ্য কেবল চন্দয় জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতার শোকে গলায় দড়ি দিয়ে গজনে গাছে ঝুলছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক ধুক করতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু মহাশয় তাকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেছেন"—'লীলাবতী' ২ ঃ২, দীনবন্ধু, 'গ্রন্থাবলী', বসুমতী সং পৃ ৮৭

www.pathagar.com

অপেক্ষাও ব্যর্থ"।[৭৬] তবে যেমন নাটকে তেমনি কবিতায় অনায়াস-ভাষণই দীনবন্ধুর বৈশিষ্ট্য। সম্ভবতঃ এ-কারণেই রমেশচন্দ্র দত্ত এ-সব কাব্য 'distinguished by harmonious flow of verse'[৭৭] বলে মনে করেছিলেন।

দীনবন্ধুর কাব্যে মুসলিম জীবন-চিত্রণের কোন প্রত্যক্ষ উৎসাহ আমরা দেখি না। তবে মূল কাব্যকথার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হিসাবে মুসলিম জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু আবেগযুক্ত উষ্মা ও কৌতুকরসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

২

॥ ১ ॥

হিমালয় থেকে সমুদ্র-সঙ্গমে গঙ্গার যাত্রাকে উপলক্ষ্য করে গঙ্গার দু'পাশের স্থানসমূহের বর্ণনাই 'সুরধুনী কাব্যের'[৭৮] (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য, লেখক স্বীয় জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে চেয়েছেন; ফলে এখানে গঙ্গার আদিকালের যাত্রাপথ বর্ণিত হয়নি, বরঞ্চ এ-কাব্যে, লেখকের প্রয়োজনানুসারে, গঙ্গার যেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তার আপন পথে অন্যান্য নদনদীর সঙ্গে সমকালীন উপকূলবার্তা আলাপ করতে করতে উৎস থেকে সাগরে চলেছে। সুরধুনী কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন:

> "তিনি তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন..." 'সুরধুনী কাব্য' এবং দ্বাদশ কবিতা সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। ...তাহার কারণ... হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই।...
>
> 'সুরধুনী' কাব্য অনেকদিন পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ "বিয়ে পাগলা বুড়"রও পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম--আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই।'[৭৯]

---

৭৬. সুকুমার সেন, 'পূর্বোক্ত', পৃ ৬৯।

৭৭. Romesh Chunder Dutt, *The Literature of Bengal.*' Revised edn. Thacker Spink & Co. Calcutta 1895, p 191.

৭৮. ১৮৮১ সালে 'সুরধুনী কাব্য' প্রথম ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ভাগ কবির মৃত্যু পরে ছাপা হয়। প্রথম ভাগ প্রকাশের প্রায় ছয় বৎসর আগে রচনারম্ভ হয়েছিল। দ্রষ্টব্যঃ 'প্রকাশকের বিজ্ঞাপন", বসুমতী সংস্করণ 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১২৭।

৭৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা," 'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, সমগ্রসাহিত্য, সাহিত্যসংসদ কলিকাতা ১৩৬১, পৃঃ ৮২৪, ৮২৮, ও ৮৩১

www.pathagar.com

যা হোক, কাব্য হিসেবে 'সুরধুনী' গৌণমূল্যের হলেও তোরাপের ('নীলদর্পন', ঢাকা ১৮৬০) অবিস্মরণীয় স্রষ্টার তুলিতে পরবর্তীকালে মুসলিম-প্রসঙ্গ কি-বর্ণে চিত্রিত হয়েছে তা বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গেই লক্ষ্যযোগ্য এবং নীলদর্পণের নাট্যকারের কাছে সিপাহী বিদ্রোহেরই মূল্য কি—তাও উপভোগ্য।

॥ ২ ॥

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত 'সুরধুনী' কাব্যে দশটি সর্গ। দ্বিতীয় সর্গের শেষে গঙ্গা কানপুরে পেঁছেচে, সিপাহী বিদ্রোহ কালীন কানপুরের অবস্থা স্মরণ করে কবির উক্তি :

যথায় দুরন্ত নানা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরেজকুল কত বল ধরে,
অজ্ঞানে হইয়া অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতী বামা সহ কচি-ছেলে।
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।
সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল
সময় বুঝিয়া নানা বনে পলাইল।[৮০]

পংক্তিগুলো ঈশ্বগুপ্তের 'নানা সাহেব'-এর সঙ্গে একেবারেই মিলিয়ে পড়া যায়।[৮১]

তৃতীয় সর্গে প্রয়াগে যমুনা এসে মিলেছে গঙ্গার সঙ্গে। যমুনার পথের অভিজ্ঞতা, তার ক্লান্তিবশত: সঙ্গী 'কুর্মবর' বর্ণনা করেছে। প্রথম 'পাঠান—মোঘল—রাজ্য মহাসিংহাসন' 'দিল্লীপুরী পুরাতনে'র বর্ণনা। "আল্লার মন্দির" "জুম্মা মসজিদ সুন্দর" 'আওরঙ্গজীব-তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়' 'উচ্চ এক শিলার উপর' নির্মিত; মসজিদ থেকে সমস্ত দিল্লী দেখা যায়। 'হুমায়ুন ভূপতির কবর' এবং কুতুব মিনার যমুনাকে চমৎকৃত করেছে।

কবির মতে কুতুব মিনার 'তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ' পৃথ্বীরাজ কর্তৃক নির্মিত এবং

মুসলমানেতে স্তম্ভ করে পরিষ্কার
কুতুব মিনার তাই এবে নাম তার।
(পরিষৎ সং, পৃ ২৯)

৮০. দীনবন্ধু মিত্র, 'গ্রন্থাবলী' সং, পৃ-১৩৬, পরিষৎ সং, ২৬

৮১. "নানা পাপে পটু নানা নাহি শুনে না না…" ইত্যাদি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা তা, বি, পৃ ১৮৯। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে সমকালীন বাঙালী হিন্দুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

'আকবর রাজধানী আগরা নগরীতে, তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার'।

তেজীয়ান সাজিহান দিল্লী-অধিপতি,
ভার্যা তার বন্ন সতী অতি রূপবতী
তাহার স্মরণ হেতু ভূপ সাজিহান।
গৌরবে করিল তাজমহল নির্মাণ।

এ-ছাড়া 'শিস মস্‌জিদ' 'মতি-মঞ্জিল' 'সেকেন্দরাবাগ, 'এমদাদউদ্যান' প্রভৃতিও যমুনাকে আকর্ষণ করেছে। চতুর্থ সর্গে আওরঙ্গজীবের নিন্দা আছে, 'মাধরায় ঘাটোপরি...উচ্চশির...বেণীমাধব মন্দির' ছিল:

অপকৃষ্ট আরঙ্গজীব রাজা দুরাচার
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার...

ভাঙ্গিয়া মন্দির তার মসজিদ গঠিল
প্রস্তর বিগ্রহে ঘরে দূরে ফেলাইল।...

ওরে দুষ্ট আরঙ্গজীব নীচাত্মা কেমনে
নাশিলি এমন কীর্তি! ছিল না কি তোর
কিছুমাত্র পূর্বকীর্তি অনুরাগ জোর।
বর্ব্বর ভূপতি তুষ্ট পূর্বকীর্তি ভঙ্গে।
প্রবাল প্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ অঙ্গে। (১৪১)

ষষ্ঠ সর্গে মুঙ্গের দুর্গের বর্ণনা। কবির মতে, 'পূর্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি' এ-দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পরে 'মিরকাসিমের হস্তে হয় পরিস্কার'। 'পুণ্যবান' রাজা রাজবল্লভ নবাবের আদেশে এই দুর্গশীর্ষ থেকে জাহ্নবীতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। 'বিদ্রোহের অপরাধে' কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকর সহ পুত্র শিবচন্দ্রকে এই দুর্গে বন্দী করে নবাব প্রাণদণ্ডাদেশ দেন; আদেশ পালন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে রাজা পূজায় বসেন—

'এমন সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর
আইল ইংরাজ সেনা আর কারে ডর।
মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে'। (১৫১—২)

সপ্তম সর্গে জাহ্নবী 'মুরশিদাবাদে' এসেছে, 'যথায় পতাকা উড়ে নবাব-প্রাসাদে'। নবাবের অন্তঃপুর ও প্রাসাদের মনোরম বর্ণনার পর 'সিরাজুদ্দৌলা'র কবরে এসে

www.pathagar.com

প্রসঙ্গোক্তি:

কোথা গেল বীরদম্ভ কোথা বা বিভব
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব,
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে,
মানব পুরিত তরী না ডুবায় জলে,
দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে
নাহি আর গর্ভিনীর উদর বিদরে
নিদ্রা অনুরোধে আর সঙ্কীর্ণ করায়
ইংরাজ বিনাশ নাহি করে পিপাসায়,
রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল
কবরের মাটিমাত্র এখন সম্বল।

দশম সর্গে হুগলিতে 'পবিত্র এমামবাড়ী বিশাল ভবন'। এবং কলিকাতার অসংখ্য সাহিত্যিক, জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে—

ওই দেখ আব্দুল লতিফ ললিত,
বিচক্ষণ মুসলমান সভ্যতা-শোভিত,
বাড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে,
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে,
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত,
যতন তরুতে ফল ফলে অচিরাৎ।

লক্ষণীয় যে, সমকালবর্তী হওয়ায় নবাব আব্দুল লতিফ সম্বন্ধে যে প্রশংসা দীনবন্ধু উচ্চারণ করছেন তা ইতিহাসের দূরপটে সংস্থিত মুসলিম ব্যক্তিদের সম্বন্ধে তিনি করেন নি। এতেই দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সীমিত রূপ ধরা পড়ে। সাধারণভাবে, আরোপিত ধারণা নির্ভর মন্তব্য করেই তিনি অন্যত্র তুষ্ট থেকেছেন। নাটকের চরিত্র সৃজনে যেমন তিনি জানাশোনার বাইরের আলাপে ব্যর্থ এখানেও তেমনি তিনি পরিচিতির সীমা অতিক্রম করে বিভ্রান্ত। তবে এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রঙ্গলাল বা হেমচন্দ্রের মত তিনি সর্বদা মুসলিম-বিদ্বিষ্ট নন।

www.pathagar.com

চার

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) মুসলিম প্রসঙ্গে রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র অপেক্ষা উন্নততর মানসিকতার অধিকারী এবং বাঙালী হিন্দুর দেশাত্মবোধের চেতনা তাঁর রচনাতেই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে, অর্থাৎ বাংলাদেশের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে, বাঙ্ময় হয়।

বস্তুতঃ পলাশীর যুদ্ধ[৮২] আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অভিনব। নবীন সেনই প্রথম বাঙলার কলঙ্ককাহিনী, বাঙালীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, বাঙলার 'শেষ স্বাধীন নবাবের' পতনের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনা করলেন। পরোক্ষপন্থার সন্ধান না করে আবেগের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশের জন্যই "পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালি প্রথম সমর সঙ্গীত শুনিতে পাইল, জাতির জীবনে বিশ্বাসঘাতকতার শোচনীয় পরিণতির চিত্র দেখিতে পাইল, তাহারা এমন একখানি অপূর্ব কাব্যের আস্বাদন লাভ করিল যেখানে তাহাদের নবজাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা ভাষা পাইয়াছে"।[৮৩] আর তাই "যে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী জন্ম বৃথা।"[৮৪] সুতরাং সমকালের 'নবজাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা'র ভাষা – 'বাঙ্গালীর' এই প্রথম 'আন্তরিক রোদনের' মৌল প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা, স্বরূপ উদঘাটন করা প্রয়োজন।

'পলাশীর যুদ্ধে'র কাহিনী অনুসরণ করলে বাহ্যত মনে হয় 'দুর্দ্দান্ত' 'নিষ্ঠুর পামর' সিরাজের পতন ও রণ-চতুর ক্লাইভের জয় ঘোষণাই কবির উদ্দেশ্য।

প্রথম সর্গে মুরশিদাবাদ 'নিবিড় জলদাবৃত' কেননা 'সিরাজ ভয়ে' 'সুর-বালাগণ' মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে, 'যবনের অত্যাচার' 'দরশনে' 'বিমল হৃদয়' কলুষিত

---

৮২. নবীনচন্দ্র সেন, 'পলাশীর যুদ্ধ' ষষ্টদশ সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৩৪। '১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে' রচনা সূচনা হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল....তিন মাসের ছুটিতে' কাব্য-রচনা শেষ হয়। "পলাশীর যুদ্ধ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল।"—নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন,' দ্বিতীয় ভাগ, 'নবীনচন্দ্র রচনাবলী' প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ ৩৫৬; "বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গিত (মাঘ ১২৮২)। ঢাকায় মণ্ডল বংশ কর্তৃক মুদ্রিত বইয়ে (১৮৭৭) সংস্করণের উল্লেখ নেই।' সুকুমার সেন, 'পূর্বোক্ত', পৃ ৩৫৯

৮৩. ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য', পৃ ১৯১

৮৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "পলাশীর যুদ্ধ", 'বঙ্গদর্শন', কার্তিক ১২৮২, পৃ ৩২৭৩, 'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৯০৮

www.pathagar.com

হবার আশঙ্কায় তারকারাও সন্ত্রস্ত আর—

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী
নীরবে নবাব ভয়ে করিছে রোদন,...

এবং সমগ্র বঙ্গদেশ

পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয় (১ : ৫)

কিন্তু 'মন্ত্রণাগারে' এই 'কীচক যবনের' বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘ সংলাপে দ্বিধাগ্রস্ত কবির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রীর উক্তি ;

কৃতঘ্নতা মহাপাপ!...
একে রাজ বিদ্রোহিতা। তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিত, বিপরীত। (১ : ১৭)

'সিংহাসনচ্যুত করি অভাগা নবাবে', যে 'আপন প্রভাবে' 'রাজদণ্ড' নেবে সে যদি 'যমদণ্ড' ধারণ করে অথবা, 'নাদেরশাহার মত' দিল্লী 'বিনাশ' ক'রে কেউ যদি 'বীরভরে' বঙ্গে আসে, তখন 'ধন' ও জীবন রক্ষার কি উপায় হবে। কেননা,

সহজে দুর্বল মোরা চির পরাধীন
পঞ্চশত বৎসরের দাসত্বজীবন
করিয়াছে বঙ্গদেশ শৌর্য-বীর্য-হীন
রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন। (১ : ২৬)

অবশ্য নবাবকে দমন করে যদি আপন (হিন্দুদের) হাতে রাজ্যভার তুলে নেবার শক্তি থাকে তবে 'রণসাজে' সজ্জিত হওয়া চলে নতুবা 'কি কাজ কৌশলে' কিন্তু জগৎশেঠ ঘোষণা করলেন :

সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন।
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম...
...কলঙ্কের কালী
সিরাজদ্দৌল্লার রক্তে ধুইব নিশ্চয়। (১ : ২৬)

যেই প্রতিহিংসা অগ্নি---ভীম দাবানল
জ্বলিছে হৃদয়ে মম, প্রতিজ্ঞা আমার

www.pathagar.com

সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিতে তরল
নিবাইবে সে অনল।... (১:২৭)

...বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার (১ : ২৮)

রাজা রাজবল্লভ সিরাজের পাপের বর্ণনা দিচ্ছেন—সিরাজের পাপ 'নর প্রকৃতিতে' অকল্পনীয়, 'মনুষ্য হৃদয় নহে পাপসক্ত এত।' (১:২৯) কিছুদিনের মধ্যেই 'বঙ্গের ভাণ্ডারে' 'সতীত্ব রতন' থাকবে না; 'বঙ্গবাসী'রা কুলশীলমান'-হীন হবে। 'প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাসের' 'ইংরেজ বণিকের', আশ্রয় গ্রহণ ও কলিকাতা জয় কালে 'অন্ধকূপ অত্যাচারের' কথা বলে, রাজবল্লভ বললেন:

এই ত কলির সন্ধ্যা... (১:৩৩)

এই কালে এত বিষ!—পূর্ণ কলেবর
হবে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হবে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর। (১:৩৩)

সুতরাং

সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়
(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়।)
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার। (১:৪৫)

সিরাজের 'দুষ্ট' চরিত্রের সমর্থনে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন: এই অদূরদর্শী নৃশংস যুবক আজন্ম 'পাপে' 'বর্ধিত', 'হিংসা অহংকার' তদুপরি যত 'ইতরমন... কুলাঙ্গার নীচাশয়' তার 'পথ প্রদর্শক'। কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলীবর্দীকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করে তুলনায় সিরাজকে 'ঘৃণিত কুক্কুর' বলে বিশেষিত করলেন—

বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দী, সমরে শমন
শিবিরে অপক্ষপাতী অমায়িক ভাব।
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম-আচ্ছাদিত বহ্নির মতন
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল।
ছিল সেই সিংহাসনে, ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদৃশ শূর
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর।

www.pathagar.com

বঙ্গীয় হিন্দুদের দাসত্ব 'শৃঙ্খল' 'ছেত্তৃভেদে কতবার' নতুন হবে এ-কথা ভেবে কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—

গিয়াছে পাঠান ;
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্তু শৃঙ্খলিত
আছে এক ভাবে যত ভারত সন্তান
সার্দ্ধ পঞ্চ শত বর্ষ ! না জানি কখন
ভারত দাসত্ব বিধি করিবে মোচন !

তাছাড়া ইতিপূর্বে 'মন্ত্রণা করে পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার'কে যে বরণ করা হয়েছিল সে 'সুরামত্ত কামাসক্ত' 'সংগ্রামে' পরাস্ত হয়েছিল এবং নিতান্ত 'পুণ্যফলে'-ই 'নবাব কোপ' থেকে সকলে রক্ষা পেয়েছিল। এ-ক্ষেত্রেই ইতিহাসের সাক্ষ্য : পূর্ণিয়ার এই 'পাপী দুরাচার' হচ্ছেন পূর্ণিয়ার নবাব, সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা শওকতজঙ্গ। চরিত্র দৌর্বল্য ও সৈন্যের স্বল্পতা তার পতনের কারণ।[৮৫]

কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের বীরত্বের প্রমাণ হিসেবে বললেন যে, 'অন্ধকূপ—অত্যাচার প্রতিবিধানিতে এসেছে ব্রিটিশ সিংহ বীর অবতার' ; হুগলীতে 'সভয়ে সিরাজদ্দৌলা ত্যাজিল' সমর আর চন্দনগরে দুর্দ্ধর্ষ ফরাসীদেরও পরাস্ত করেছে ইংরেজ।

চক্রান্তকারীদের এই ইংরেজ-নির্ভরতা সম্বন্ধে সমার্থক তথ্য মেলে বাংলা গদ্যের উন্মেষযুগের অন্যতম মৌলিক রচনা রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে 'জবন অধিকারী' উৎখাতের সভায় চতুর কৃষ্ণচন্দ্র প্রস্তাব করেছেন : "এ দেশের অধিকারী সর্ব প্রকারে উত্তম হন এবং অন্যজাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল।...বিলাতে নিবাস জাতে ইংরাজ কলিকাতায় কোটি করিয়া আছেন যদি তাহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক।... (ইংরেজরা) সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতি বড় প্রজা প্রতি হথেষ্ট দয়া এবং ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্মিক এবং অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজা পালন সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাহারদিগের আছে।"[৮৬] কালিকিঙ্কর দত্ত এ-তথ্য প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। রাজীবলোচনের

---

৮৫. J. N. Sarkar, *History of Bengal*, Vol. II (ed. J. N. Sarkar), Dacca : University of Dacca, 1948, p 478-80.

৮৬. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', প্রথম সংস্করণ শ্রীরামপুর ১৮০৫ পৃ ৬৯—৭০ ; লন্ডন সংস্করণ ১৮১১ পৃ ৪৬—৪৭ ; দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা : ২ কলিকাতা ১৩৭৩ পৃ ৩৫ ; এ গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "উন্মেষ যুগের বাংলা গদ্যে মুসলিম প্রসঙ্গ", 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫।

www.pathagar.com

উল্লেখ করে কালিকিঙ্কর দত্ত বলেছেন :

> So when after a few years, Mir Jafar and some of the influencial Zaminder of Bengal assembled in the house of Jagat Seth at Murshidabad to devise plans for the overthrow of Sirajuddaulah, the wisest of them, Maharaja Krishnachandra of Nadia, Suggested the advisability of invsting the help of the English against the Nawab, because of their efficient administration of justice, and steady protection of those who sought their help.[৮৭]

নবীন সেনের কাব্যে অবশ্য, এত পরামর্শের পর, রাণী ভবানী সমগ্র দেশের যে চিত্র উপস্থিত করেন তা সম্পূর্ণ উক্ত ষড়যন্ত্র বিরোধী। 'আরঙ্গজিব সনে' 'মোগল গৌরব রবি' 'অস্তমিত,' 'দিল্লীর পতনের' দেরী নেই, দাক্ষিণাত্যে ফরাসী বিক্রম 'মহাবল ক্লাইব' দমন করেছেন ; একদিকে 'যবনেরা ক্রমে হতবল' হচ্ছে অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে মহা-রাষ্ট্রপতি হচ্ছে বিক্রমশীল এবং কিছু দিন পরেই 'মহা-রাষ্ট্রপতি হবে ভারত ভূপতি' ফলে,

> অচিরে হইবে পুনঃ ভারত-উদ্ধার।
> সার্দ্ধ পঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
> আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে (১:৫৫)

কিন্তু ইংরেজের বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ-সব আশা দুরাশায় পরিণত হবে। 'বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথা' যে মহারাষ্ট্রীয়দের 'বিক্রমে' মোগল সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্যন্ত কম্পিত' সেই সমগ্র 'দস্যুব্যবসায়ীরাও' 'ব্রিটিশের রণদক্ষ' সৈনিকদের সঙ্গে 'সম্মুখ সমরে' বিধ্বস্ত হবে (১:৫৪)। সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করে ইংরাজ 'শান্ত হবে না' (১: ৫৭)। তাছাড়া—

> জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
> ভিন্নজাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
> যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
> সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
> একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
> জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে

---

৮৭. Kalikinkar Datta, *Alivardi and His Times*, Calcutta 1939, p. 118.

www.pathagar.com

হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্মের কারণে।

কবি অবশ্য সম্পূর্ণরূপে যবনকে এদেশীয় বলে মেনে নিতে পারেননি—

অশ্বত্থ—পাদপ—জাত উপবৃক্ষ মত,
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত। (১ঃ ৫৮)।

'তাদের এই পতন সময়' 'রাজমন্ত্রণায় হিন্দুর অবাধ অধিকার', 'সমরে শিবিরে হিন্দু প্রধান সহায়' (১ঃ ৫৯)। অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গে

কিবা ধর্মে, কিবা বর্ণে, আকারে আচারে,
ভয়ানক অসাদৃশ্য।

বাণিজ্য করতে এসে তারা রাজ্য বিস্তার করছে। 'বীরশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় নবাব' আলিবর্দ্দিও 'চিরদিন' মনে করতেন, 'অচিরে ভারত হবে ব্রিটিশঅধীন'।

বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব ছায়ায়
এতই প্রভাব যার, ভেবে দেখ মনে
নবাব অবর্তমানে, এই বাঙ্গালায়
কে আঁটিবে তার সনে বীর পরাক্রমে

'ইন্দ্রিয় লালসা মত্ত সিরাজদ্দৌলায় রাজচ্যুত' করতে রাণী ভবানী অনিচ্ছুক নন বটে যদিও স্বগতোক্তিতে তিনি বলছেন 'আহা। কিন্তু অভাগার কি হবে উপায়। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি সম্পূর্ণ বিমুখ। 'দাসত্ব অসহ্য' হল বরং 'বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে ওড়াবার জন্য 'সম্মুখ সমরে' প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ।

দ্বিতীয় সর্গ প্রধানতঃ ব্রিটিশ শিবিরে চিন্তামগ্ন ক্লাইবের দুঃসাহস ও বীরত্বের প্রশংসাগাথা। কিন্তু চতুর ক্লাইব কবির চোখে অকলঙ্ক চরিত্র নয়। ক্লাইবের দৃষ্টি 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক' বটে তবে তা আবার 'দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত। ছলে ও কৌশলে চক্রান্তকারীদের সাহায্যে তিনি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। স্বীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন, তাই তাঁর চিন্তা

একই ভরসা মীর জাফর যবন।
যবনেরা যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক,
ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন
করি কোন মতে। যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ, ফণা আস্ফালিয়া। (২ঃ ২৪)

www.pathagar.com

যদি এই সন্ধি মির জাফরের সনে
হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার;
সসৈন্য সমরক্ষেত্রে না মিশিয়া যদি
পশে সেনাপতি নিজে সম্মুখ সমরে,
তবেই ত বিপদের না রবে অবধি (২: ৩৫)

তাছাড়া, যুদ্ধে পরাজয় হলে 'বাঙ্গালার স্বর্ণপ্রসু বাণিজ্যের আশা' ও 'ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা' (২: ২৬) উভয়ই বিনষ্ট হবে।

নিজের অতীত বীরত্ব স্মরণ করে আজ 'নরাধম কাপুরুষ যবনের করে' মৃত্যুবরণে অন্তরে খেদ থাকবে এ-কথা—ক্লাইব যখন চিন্তা করছেন তখন 'জ্যোতির্বিমণ্ডিতা।' 'ইংলণ্ডের রাজলক্ষী'র সর্গীয় আবির্ভাব হল এই 'ভীরু বাছনি'কে সান্ত্বনা দেবার জন্য। ইংলণ্ডের রাজলক্ষী বললেন ভারতের ইতিহাসে অচিন্ত্য, অশ্রুত এক 'অপূর্ব অধ্যায়' উপস্থিত-প্রায় যখন, সোনার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসি দুর্জ্জয় রক্তপাত করবে না, দস্যুস্রোত আসবে না দিল্লীর ভাণ্ডার লুঠ করতে (২:৪০) 'ভারতের' প্রতি বিধি বাম তাই—

বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র বৃটন-অধীন।
বিধির নির্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়, (২ : ৪৬)

এবং অচিরেই 'ভাসিবে যবন লক্ষ্মী শোণিতে সমরে।' (২ : ৪৬) অচিরে 'যবন লক্ষ্মী' শোণিতে প্লাবিত হবে। তাই 'হতভাগ্য চিরপরাধীন বঙ্গবাসী যখন যবন অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় ব্রিটিশ তপনের আশ্রয়প্রার্থী তখন ক্লাইবের যুদ্ধ করাই উচিত।

তৃতীয় সর্গ: 'পলাশির ক্ষেত্রে'। সিরাজ সম্পর্কে প্রথম সর্গের মন্ত্রী ও রাণী ভবানীর বক্তব্য এখানে কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। 'পাপাত্মা যবনের' 'চিররুচি স্বাধীনতা ধন' হারাবার পলাশী ক্ষেত্রে' বিরাজে সিরাজদ্দৌলা স্বর্ণ সিংহাসনে বেষ্টিত রূপসীদলে'। এই বিশাল মন্দিরের অতুল ঐশ্বর্যে তাই সিরাজ বিমর্ষ। কবি আর্ত কণ্ঠে বললেন —

ধিক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র! ধিক উমিচাঁদ!
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন,
না পাতিয়া এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাঁদ
সমুখ সমরে করি নবাবে নিধন,
ছিড়িলে দাসত্ব পাশ, তবে কি এখন
হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন। (৩ : ৭)

www.pathagar.com

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্লভ দুর্বল।
বাঙ্গালী কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক
ডুবিলি ডুবিলি পাপি! কি করিলি বল্।
তোর পাপে বাঙ্গালীর ঘটিবে নরক।
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান।
এতিদিন বাঙ্গালীর শত মনস্তাপ,
প্রতি মনস্তাপে তোরে দিবে শত শাপ।

সিরাজ বিমর্ষ সেকি ওই পাপ মন্ত্রণার সংবাদ পেয়ে, না কুসুমশরাঘাতে! কবি বলেছেন: যাই হোক না কেন, 'উড়ুক কামের ধ্বজা কালি হবে রণ'। 'কিন্তু আকস্মাৎ ইংরাজের রণবাদ্য' ধ্বনি শুনে নবাবের—

ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ
শিরস্ত্রাণ পড়ি ভূমে দিল গড়াগড়ি। (৩: ১৮)

কবি বলেছেন, 'বিধবার অশ্রুধারা, অনাথ রোদন, সতীত্বরতন হারা রমণীর মুখ' ইত্যাদি দেখেও যার বদন কখনো ম্লান হত না 'তার কেন আজি হল সজল লোচন'? সিরাজ ভবিষ্যৎ ভেবে শিহরিত হচ্ছেন? 'এক রাজা' গেলে 'অন্যরাজা' আসবে, 'বাঙ্গালার সিংহাসন শূণ্য নাহি রবে', তাঁর মৃত্যু হলেও প্রজারা দুঃখবোধ করবে না। সুতরাং আততায়ী সেনাপতি পাপী কুলাঙ্গার অনায়াসেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন এবং চক্রান্তকথা জেনেও তাকে জীবিত রাখাই হয়েছে মূর্খতা। তাছাড়া ক্লাইবের পত্রে নিশ্চিত থাকাও ভুল হয়েছে। তবে,

কে জানে ইংরাজ জাত এত মিথ্যাবাদী!
এত আত্মম্ভরী! এত কাপট্য-আধার!
কথায় সপক্ষ হয়, কার্যে প্রতিবাদী!
তাদের ভরসা আশা মরীচিকা সার! (৩: ৩২)

কিন্তু কবি যখন বললেন: এই ভীষণ 'ষড়যন্ত্র দণ্ডে' 'উনবিংশ বর্ষের' শিশুমাত্র[৮৮] এই সিরাজদ্দৌলাহ, তখন সিরাজ চরিত্রের পাপকর্মের এ-যাবৎ প্রদত্ত বর্ণনা কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত বোধ হয়। সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতা সম্বন্ধে বিদেশী ঐতিহাসিকেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে উচ্চকণ্ঠ। এমনকি সিরাজের তথাকথিত 'প্রিয় বন্ধু'

৮৮. স্যার যদুনাথের মতে তখন সিরাজের বয়স ছিল ২১ বৎসর: See J. N. Sarker, *Op. cit.* এ প্রসঙ্গে বিস্তর মতভেদ আছে।

www.pathagar.com

কাশিমবাজারের ফরাসী কুটির প্রধান ল'র অভিমত :

> The character of Sirajud-dowlah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only, by all sort of debaucheries, but by a revolting cruelty.......Everyone trembled at the name of Sirajud-dowlah.[৮৯]

ফরাসী ও ইংরেজদের প্রিয়পাত্র, মুসলিম ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সমার্থক মন্তব্য করেছেন।[৯০] বলা বাহুল্য, পতনযুগের একজন মধ্যযুগীয় নবাব চরিত্রে দুর্বলতা বিচিত্রবস্তু নয়। কবির বর্ণনায় তার কিঞ্চিৎ রঞ্জনাতিরেক ঘটেছে। কারো কারো মতে সিরাজদ্দৌলার পতনের প্রধান কারণ, আলিবর্দীর অতিরিক্ত স্নেহে, রাষ্ট্র-পরিচালনার উপযোগী সকল শিক্ষা লাভ না করা :

> "He was given no education for his future duties, he never learnt to curb his passionate impulses, none durst correct his vices, and he was kept away from manly and martial exersises, as dangerons to such a precious life"[৯১]

অন্যদিকে সিরাজ চরিত্রের অধিকাংশ আরোপিত দোষ স্খালনের সাম্প্রতিক প্রয়াসে এ-সব কথা অস্বীকার করা হয়েছে।[৯২]

যাহোক কাহিনী-অঙ্কে অতঃপর সিরাজের 'নিজ অনুচর'-কে মিরজাফরের চর ভেবে আতঙ্কিত হওয়া ক্লাইবকে প্রাণের বিনিময়ে রাজ্যদান করার চিন্তা, পুনরায়, অবিশ্বাস, বেগম পরিচারিকাকে 'শত্রুচর' ভাবা, মিরজাফরের পায়ে 'রাজমুকুট' 'রাজদণ্ড' 'তরবারী' রেখে জীবনভিক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে উন্মাদ আকারে' 'বিস্তৃত নয়নে' 'কম্প কলেবরে' ছুটে যেয়ে 'অবিশ্বাসী-আততায়ী-বধিল জীবন।'—বলে

---

৮৯. Memoris of Monsieur Jean Law, trans in S. C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol III (Indian Records Series) 1911, p 162, quoted in J. N. Sarkar, *op cit*. 469.

৯০. Seid-Gholam Hossein Tabatabi, *Seir Mutaqheirn*, trans. by Notamanus, reprint Calcutta, n. d vol. II p. 162.

৯১. J. N. Sarkar *History of Bengal* 11.468.
see also *Seir Mutaqherin* II, 64—65.

৯২. Sayed Muzffaruddin Nadvi, An impartial study of Nawab Sjra'ud dowlah, *The Proceedings of the Pakistan Historical Conference*, (Third Session, Dacca 1953), Karachi, Pakistan Historical Society: 1955) P 190-202.

www.pathagar.com

বেগমের বাহুতে মুর্ছিত হয়ে পড়া এবং তদবস্থায় ছয়টি স্বপ্নদর্শন কিঞ্চিত নাটকীয়, বলা চলে অতিনাটকীয়, তবে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ষষ্ঠ স্বপ্নের শেষে অন্ধকূপে নিহতদের অভিশাপ :

দেখিবি দেখিবি পাপি। জীয়ন্তে যেমন
ইংরাজের প্রতিহিংসা মলেও তেমন। (৩ : ৪৪)

ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ-বিষয়েও প্রচুর মতভেদ আছে। অনেকের মতে : 'অন্ধকূপ হত্যা' হলওয়েল ও মিলের মিথ্যাগল্প প্রচার মাত্র[১৩] ও এই দুর্ঘটনার জন্য সিরাজ-দ্দৌলা দায়ী নন ;

> "Neither can we say that Nawab was responsible for it...... Holwell and Mill are utterly unreliable".[১৪]

অন্যদিকে সিরাজদ্দৌলার সমকালীন ঐতিহাসিক নওয়াব ইউসুফ আলী খানের বিবরণে 'অন্ধকূপের' সমর্থন মেলে :

> "Near about a hundred of the Feringis, who during that day had become captives of the claws of destiny, were all brought together and fastened up in a small room...By chance, in the samall room in which they have been kept, the whole of the Feringis got suffocated and turned their faces to the valley of annihilation. Along with them the bodies of of about 20 or 30 others, who had been killed by musket shots or otherwise during the siege, were by order thrown into the ditch of the factory. the feet of some against the faces of others."[১৫]

---

১৩. বিস্তৃত বিবরণের জন্য মুজিবর রহমান, 'অন্ধকূপ হত্যা-রহস্য', (মালদহ, তফাজ্জল হক : ১৯৩৮) দ্রষ্টব্য।

১৪. A. Halim in the *History of Freedom Moxement*, Karachi 1957 Vol. I, Ch XI, pp 351-2.
See also J. N. Sarkar, op. cit. pp 476-488.
Hill, I, XCIV, XCVI CXLXIII (cited in Sarkar, ibid).

১৫. *The Tarikh i Bangala Mahabat Jangi* of Nawab Yusufali Khan containing a new account in Persian of the reign of Nawab Sirajud-dowlah, translated by A. Hughes, in *Bengal : Past & Present*, Vol. LXXVII, part I, January—June 1958 p 10.
See also Brijen K. Gupta, *Srajuddaullah and the East India Company* 1756-1757, Leiden 1966.

www.pathagar.com

এই সর্গের ক্লাইবের পুনঃপরিচয় আদৌ গৌরবব্যঞ্জক নয়। বরং ইংরেজের যে বাহুবলের প্রশংসায় কবি ইতোপূর্বে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন এখানে তারই অন্তঃসারশূণ্যতাকে ব্যক্ত করেছেন। ক্লাইবের উক্তি---

একে ত সংখ্যায় অল্প মম সৈন্যদল
তাহাদের মধ্যে তাহে নাহি একজন
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্ত্রে; প্রায় ত সকলে
সমরে অদূরদর্শী শিশুর মতন।
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়া
অনিচ্ছায় তরবারী লইয়াছে করে; (৩ : ৫২)

'ছ' মাসের পথ, 'স্বদেশ' ফিরে যাবার উপায় নেই; 'ভাগিরথী নদী' পার না হতেই 'কালসম দুরন্ত যবন' 'জনে জনে নিজহস্তে' বধ করবে। সুতরাং 'কি কাজ পালায়ে তবে শৃগালের প্রায়।' 'বরং বীরের পুত্র' 'যুদ্ধব্যবসায়ী'-দের রণক্ষেত্রেই অনন্তশয়ন ভাল। এরপর 'প্রিয়ে! কেরোলাইনার' উদ্দেশ্যে জনৈক ব্রিটিশ যুবকের হতাশাময় বিরহগীতি তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ সর্গে : 'যুদ্ধ'। মিরমদনের পতনে নবাব সেনা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলে দেশ-প্রমিক মোহনলাল গর্জন করে উঠলেন---

"দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া রে যবন!
দাড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গ দেও রণ",
গর্জিলা মোহনলাল,----"নিকট শমন।...(৪ : ২৩)

"সেনাপতি! ছি ছি এ কি! হা ধিক তোমারে!...
দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার!
যায় বঙ্গ সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর! (৪ : ২৮)

ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যাজি রণ
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়! (৪ : ২৯)

www.pathagar.com

মূর্খ তুমি! মাটি কাটি লভি কহিনূর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর। (৪ : ৩০)

কিম্বা, যেই পাপে বঙ্গ করেছে পীড়িত
হতভাগ্য হিন্দুজাতি
দহিয়াছে দিবারাতি
প্রায়শ্চিত্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত।...(৪ : ৩১)

নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব শৃঙ্খল—তার
ঘুচিবে না জন্মে আর
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়। (৪ :৩৩)

যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত
সেই হিন্দু জাতি সনে
নিশ্চয় জানিও মনে
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।...(৪ : ৩৪)

হারাস্‌নে হারাস্‌নে, রে মূর্খ যবন!
হারাসনে এ রতন!
এই অপার্থিব ধন!
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।" (৪ : ৩৮)

কিন্তু যুদ্ধ যখন ইংরাজ সৈন্য প্রায় পরাস্ত হয়ে এসেছে তখন নবাব পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হল। সুযোগ পেয়ে ইংরেজরা শত্রু নিধনে উল্লসিত হয়ে উঠল; 'অস্তগেল যবনের গৌরব ভাস্বর'। আহত মোহনলালের কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হল:

স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দু চিত্ত নাহি—নিরাশাসদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা আশায় পূরিত। (...৫ : ৬)

www.pathagar.com

কিন্তু ভারতের অদৃষ্টাকাশে উদয় হল ব্রিটনের। অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশ্যে মোহনলালের উক্তি: বঙ্গ-উদয়-অচলে তার পুনরায় আগমনের কোন প্রয়োজন' নেই।

ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ। (৫ : ৭)

আর 'চির-অধীনা' 'ভারতের' 'সুখ' 'অসুখ' কি। 'পরাধীন স্বর্গবাস' থেকে স্বাধীন নরকবাস শ্রেয়:। অবশ্য যবন হতবল হওয়াতে—

ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন
আজি হতে যবনেরা হল হতবল
কিবা ধনী মধ্যবিৎ কিবা দীন হীন
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল। (৫ : ১৬)

এখন শরীর কাঁপে স্মরি অত্যাচার
করাল—কৃপাণ—মুখে ধর্মের বিস্তার। (৫ : ১৭)

কিন্তু বৃথা —নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায়।
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতিছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।
আছে,—কিন্তু হায়! এই কলঙ্ক সাগরে
ছিলনা কি স্থানে স্থানে রতন নিচয়
চিরোজ্জ্বল, ইতিহাসে রক্ষিত আদরে।
ছিল কি সম্রাটমাত্র সম নৃশংসয়।
পাপী আরঙ্গজীব, আলাউদ্দীন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর। (৫ : ১৮)

স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্যরাজ্য পরে,
তেমনি যবন রাজ্য—স্বজাতি প্রবণ—
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্তু স্থানান্তরে
এত কলুষিত বোধ হত না কখন।

'ঐশ্বর্যে বীর্যে এই ধরাতলে' 'যবনের সমকক্ষ' কেহ ছিল না, 'বাঙ্গালীর মন্ত্রণায় 'বণিকের করে' আজ তার পতন হল। অথবা 'রমনী অঞ্চলে' বাধা, বিলাসমগ্ন

www.pathagar.com

'এখনকার এই যবন-কুলাঙ্গারেরা' কি সেই পাঁচশত বছর আগের 'ভারতরাজ্য' স্থাপনকারী দুর্ব্বার-বিক্রমশালীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। অথবা 'ভারতেই' কোন 'গুপ্তবিষ' আছে যার প্রতিক্রিয়া 'বীরসিংহকে কামিনীকোমল' করে ফেলে। যার ফলে—'চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন'ও হবে না।

এই সুদীর্ঘ বিলাপের পর মোহনলালের মৃত্যু হল। স্মর্তব্য যে, এই সব উক্তি প্রথম প্রকাশকালে কবির নিজের উক্তি হিসেবেই প্রচারিত হয়েছিল। 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনাকালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছিলেন, "যদি এই বাক্য কয়টি কবির মুখ হইতে নিঃসৃত না হইয়া স্বদেশ বৎসল মোহনলালের মুখ হইতে নিঃসারিত হইত, তবে আর কথাই ছিল না।[১৬] সম্ভবতঃ এই সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি পরে নিজের কথাকে মোহনলালের সংলাপে পরিবর্তিত করে দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, 'মোজাফফর নামায়' এ-বক্তৃতা সিরাজের বলে উল্লিখিত হয়েছে:

> "Siraj-ud:daula on seeing the signs of weakness and defeat among his troops, told them, high and low, about the good qualities of Alivardi, and said, "The effect of handing Bengal over to the English will be nothing but ruin and loss. Fight bravely now, that you may not be ranked among cowards.[১৭]

এ-বর্ণনার সঙ্গে নবীন সেনের পরিচয় ছিল না সম্ভবতঃ, থাকলে সিরাজের চরিত্র অধিক মর্যাদাবান হতে পারত। অবশ্য, ডক্টর আবদুল হালিমের মতে,

> "It is difficult to regard Seraj-ud-daulah as a national hero in the strict sense of the term. His public and private character lacked those qualities which would have enabled him to face difficulties and danger. He would have made a greater appeal to the imagination of the posterity if he had fought heroically and lost his life in the battlefield. Then again he left the capital for Patna when the valiant

---

১৬. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, "পলাশীর যুদ্ধ", বান্ধব', ঢাকা ১২৮২, বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাল, পূর্বোক্ত পৃ ২৪৩—৪।

১৭. Karam Ali's *Muzaffar Namah*, translated by J. N. Sarkar in *Bengal Nawabs*, Asiatic Society, Calcutta 1952, P 66

www.pathagar.com

course would have been to organise the defence of the capital."[১৮]

প্রথম সর্গের রাণী ভবানী ও চতুর্থ সর্গের মোহনলালের প্রসঙ্গে কবি এত অভিভুত হয়েছেন যে পঞ্চম সর্গের নাম দিয়েছেন 'শেষ আশা'। কবির বক্তব্য : সিরাজ নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার সকল আশাই শেষ হল। 'ইংরাজ বণিক করে 'এই বঙ্গ সিংহাসন' অচিরে পণ্যদ্রব্যে পরিণত হবে। 'ভবিষৎ অন্ধ মূর্খ' 'অহিফেন-মুগ্ধ মিরজাফর পামর' হবে ক্লাইবের হাতের পুতুল। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের মত বঙ্গভূমির উর্বর স্বর্ণপ্রসবিনী রূপকেই যত বৈদেশিক আক্রমণের কারণ ভেবে কবি আক্ষেপ করেছেন।

সিরাজ হত্যার আগে আর দুটি মুসলিম চরিত্র এ-কাহিনীতে এসেছে : নবাবের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত মিরণ ও মহম্মদী বেগ। মিরণ সিরাজের বেগমদেরকে নৌকা ডুবিয়ে হত্যা করেছে; মহম্মদী বেগ স্বয়ং সিরাজকে। কবি এই দুই পাপিষ্টের চরিত্র স্বল্পকথার সুষ্ঠুরূপেই চিত্রিত করছেন। সিরাজের 'শিবির সঙ্গিনী'র কারাযন্ত্রণা কবিচিত্তে বেদনার সঞ্চার করেছে। কবি এ-'সঙ্গিনীর' নাম উল্লেখ করেন নি, 'সতী' নারী বলেছেন এবং জানিয়েছেন 'যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী প্রণয়' সেই মিরণ অপেক্ষা মৃত্যুকে সে শ্রেয় জানে। বলা বাহুল্য এ-নারী সিরাজের প্রধানা মহিষী লুৎফুন্নিসা।[১৯] সর্বোপরি সিরাজের আসন্ন পরিণাম চিন্তায় কবি ব্যথিত হয়েছেন। 'হতভাগ্য দুরাচার যুবক দুর্জ্জন। সিরাজকে বধ করতে উদ্যত ঘাতকের উদ্দেশ্য কবি ব্যকুল কণ্ঠে বলছেন—

ক্ষান্ত হও। ক্ষান্ত হও। আপনার পাপে
ডুবিতেছে যেই পাপী কি কাজ তাহারে
বধিয়া আবার .. .. (৫ : ৪৪)

কি করিস। কি করিস। ওরে অনুচর।
তুলিস না তীক্ষ্ম অসি, ওরে নৃশংসয়। (৫ : ৪৭)

এবং সিরাজের মৃত্যুতে 'নিবিল তখন ভারতের শেষ আশা'।

॥ ২ ॥

সুতরাং বাহ্যতঃ সিরাজের পতন ও ইংরাজের জয় কাহিনীর বিষয় হলেও কবি নবীন সেন ভিন্নতর আবেগে আন্দোলিত হয়েছেন। হীন চক্রান্তজালে

---

১৮. A. Halim, in *op. cit.*
১৯. Karam Ali's *Muzoffar Namah, Bengal Nawabs,* p. 78.

www.pathagar.com

অপরিণামদর্শী বাঙালীরা কিভাবে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে তার ভীষণ মর্মস্পর্শী চিত্র তিনি রচনা করেছেন। বিচক্ষণ রাণী ভবানীর উক্তি ও রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে মোহনলালের বজ্রকণ্ঠ আবেদন কবিরই হৃদয়ার্তি। ক্লাইব চরিত্রে কোন বীরোচিত পৌরুষ নেই। তার জয় যে নিতান্তই এক হীন চক্রান্তের ফল, একথা অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য নবীন সেনের দৃষ্টি দ্বন্দ্বমুক্ত ছিল না বলে এ-কাব্যে দেশাত্মবোধের গভীর মর্মস্পর্শী আবগের পাশাপাশি ইংরেজ তোষণের স্থূল নিদর্শন বিদ্যমান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্যযোগ্য যে "কবি ইহার একটি বিদ্যালয় পাঠ্য" সংস্করণও প্রকাশ করেন।[১০০]

বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য কবির কাছে স্পষ্ট ছিল না, বঙ্কিমের ভাষায়। "পলাশীর যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। পলাশীর যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার।"[১০১] কেবল 'চরিত্র চিত্রণের' জন্য যে কবি এ-কাব্য লেখেন নি, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর জীবনীগ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেছেন।[১০২] এবং সমকালীন অন্য সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষায়, "পলাশীর যুদ্ধ বলিলে বালকেরা মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস পুস্তক স্মরণ করে এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পৃহ হন। কিন্তু যাহাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে ····তাহাদিগের নিকট ····পলাশির যুদ্ধ বর্তমান ভারত ইতিবৃত্তের প্রথম পৃষ্ঠা, পলাশীর যুদ্ধ ভারতের নিয়তিনেমির শেষ আবর্ত।"[১০৩]

বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উভয়েই বায়রণ 'সুলভ আবেগাতিশয্য ও প্রবল সহানুভূতিকে নবীন সেনের রচনার, বিশেষতঃ 'পলাশীর যুদ্ধের', নানা অসমঞ্জস ঘটনা সংস্থাপনা ও মন্তব্যের কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। কালীপ্রসন্ন বলেছেন, "এ শোক কি!—না, মোগলের দুঃখে দুঃখ, শত্রুর জন্য সহানুভূতি, উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িতের সকরুণ খেদ, অথবা কারণ বিনা কার্য। ভাল, শোকের স্রোতই প্রবাহিত হউক; অকস্মাৎ আবার ক্রোধের স্ফূর্তি কোথা হইতে। যদি মোগলের দুঃখেই দ্রবীভূত

১০০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'—৪১ : নবীনচন্দ্র সেন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; দ্বি-স, কলিকাতা ১৩৫১, পৃ ১৬

১০১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'পূর্বোক্ত', পৃ ৯০৭

১০২. "(বঙ্কিমবাবু) কাব্যখানির একটিমাত্র দোষ দেখাইয়া ছিলেন, হেমবাবুর বৃত্রসংহারে চরিত্র চিত্র আছে পলাশীর যুদ্ধে তাহা নাই। কিন্তু চরিত্র চিত্র করা কি পলাশীর যুদ্ধরচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল?"—নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', দ্বিতীয় খণ্ড, 'নবীনচন্দ্র-রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, সজনীকান্ত দাস, সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৬৬, পৃ ৩৫৯।

১০৩. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'পূর্বোক্ত', বন্দোপাধ্যায় ও পাল, পর্বোক্ত'।

www.pathagar.com

হইয়া থাক, তবে আবার তাহাকে 'পাপাত্মা' ও 'যবন' বলিয়া তিরস্কার কর কেন? আর বাঙ্গালিদিগেরই বা সেই পাপাত্মা যবনের নিপাত গীতে বিশেষ দুঃখ কি?"[১০৪] এবং বঙ্কিম এই অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা করেছেন—"বয়রণের মত নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসলের স্রোত: উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না!" ... এবং "অনেক সময়েই নবীন বাবু...বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।"[১০৫]

কিন্তু এই মন্তব্য নবীনসেনের সীমাবদ্ধতার যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। বস্তুতঃ যুগধর্মেই তার বীজ নিহিত রয়েছে। নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত স্বাধীনতা কামনার অংশীদার রূপে মুসলমানদের কল্পনা করতে, মুসলমানদের এ-দেশী বলে মেনে নিতে অসমর্থ। নবীন সেনের কবি কল্পনায়ও ইংরেজ অপেক্ষা মুসলমানদেরকে আপন বলে মনে হলেও একান্ত মনে হয় নি। অন্যদিকে ডেপুটি নবীন সেনের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-বিরোধিতা করাও অসম্ভব ছিল। ফলে, সিরাজ সম্পর্কে একাধারে বিদ্বেষ ও সমবেদনা, ক্লাইব সম্পর্কে প্রশংসা ও নিন্দা, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রবল উচ্ছ্বাস ও ইংরেজ তোষণ, মারাঠাদের 'দস্যু-ব্যবসায়ী' বলা — আবার তাদের কেন্দ্র করে স্বাধীনতার কামনা, ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী ধারায় নবীন সেনের চিন্তা প্রবাহিত হয়েছে। যুগধর্ম-বশ বলেই বঙ্কিম-মানসের দোলাচলবৃত্তিতে এর সমর্থন মেলে।[১০৬] তবু "যদি উচ্চৈস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়,—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।"[১০৭] এখানেই পলাশির যুদ্ধের সফলতা।

২

নবীন সেনের পরবর্তী কাব্য 'রঙ্গমতীর' (১৮৮০)[১০৮] নায়ক বীরেন্দ্র, তপস্বিনীর কাছে মনের কপাট খুলতে যেয়ে, হিন্দু ভারতের ঐশ্বর্যময় দিনগুলির কথা চিন্তা করেছেন এবং ভারতের সেই দিন কি ভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সে স্বপ্ন বর্ণনা করছেন। সেই প্রসঙ্গে শিবাজী ও মহারাষ্ট্র শক্তির উত্থানের কথা

---

১০৪. ঐ, পৃ ২৩৮।

১০৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'পূর্বোক্ত', ৯০৮।

১০৬. দ্রষ্টব্য, 'আনন্দ মঠ'।

১০৭. বঙ্কিমচন্দ্র, 'রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৯০৮।

১০৮. নবীনচন্দ্র সেন, 'রঙ্গমতী', 'কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী', চতুর্থ ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ ১২৯-১৯৪।

www.pathagar.com

আছে। সুতরাং এখানকার হিন্দুরাষ্ট্র পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত 'সর্বভারতীয়' এবং 'রঙ্গমতী'তেই 'ত্রয়ী' কাব্যের মূলমন্ত্রের পূর্বসূত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বীরেন্দ্রের স্বধর্মানুরাগ কবির ব্যক্তিগত অনুরূপ চিন্তারই প্রতিফলন।[১০৯]

মুসলমানদের 'পঞ্চশত বৎসরের ঘোর নির্যাতন' বীরেন্দ্রকে পীড়িত করেছে। এবং শিবাজীর সঙ্গে নাটকীয় পরিচয় ও দীক্ষা তাকে নবজীবন দান করেছে। 'দস্যু শিবাজী'র 'পুণা দুর্গ' আক্রমণের ফলে 'দিল্লীশ্বর' বাহিনীর সৈনিক বীরেন্দ্র বন্দী হলেন। আত্মপরিচয় দিয়ে শিবজী বললেন :

বীরেন্দ্র ! শিবজী
দস্যু, শিবজী তস্কর; কিন্তু আর্য্যরক্ত
সেই শিবজী শিরায় বহিছে বিদ্যুত-
বেগে ; সেই খরস্রোত নিবাবে কেমনে।
আর্য্যের সন্তান মোরা হায় ! আমাদের
অদৃষ্টে দস্যুত্ব-লিপি লিখিয়া বিধাতা
আর এই নৃশংসয় দস্যুর সন্তান,
পিতৃদ্বেষী, ভ্রাতৃহন্তা, পাপী অরঙ্গজীব,
আজি সে ভারতপতি দিল্লীর ঈশ্বর !...
জান কি তুমি সোনার ভারত
-বর্ষ আছিল কাহার ? সেই রাজ্য হায় !
কোন ধর্মনীতি বলে পেয়েছে যবন
ঘোরি গিজনী ছিল কিহে ধর্মের যাজক।
দস্যুত্ব দস্যুত্ব বলে ভারতে যবন
করিয়াছে আধিপত্য। দস্যুত্বে সে রাজ্য
আজি করিছে শাসন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
কি পাপ দস্যুত্বে তবে করিল হরণ ?
বীরেন্দ্র দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম !...
ভারতের স্বাধীনতা ! মহারাষ্ট্র জয়।
সাধিব এ মন্ত্র আমি।'

শিবাজীর প্রশ্নের উত্তরে বীরেন্দ্র বলেছেন যে 'দাসত্বের' জন্য নয়, 'যবনের যুদ্ধনীতি' শিখতেই তিনি মোগল দলে যোগ দিয়েছিলেন। শিবাজীর কাছে

১০৯. নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' প্রথম খণ্ড, 'রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ১০৭—৮ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আর্য্য আরি বুকে' 'আর্য্যসুত পরক্রম' শোনিতাক্ষরে লেখাই হবে তার ব্রত।

পরে কুচক্রী পিতৃব্য মর্কট রায়, দস্যুপতি বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে, শায়েস্তা খাঁর সপক্ষে অস্ত্রধারণ করতে বললে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বীরেন্দ্র আপত্তি করলেন। চতুর মর্কটরায় বললেন, 'যবন বিন্ধ্য হতে হিমাচল শাসিছে বিক্রমে'; 'ভারত উদ্ধারের' জন্য তাই কৌশলে অগ্রসর হতে হবে; যবনের সহায়তায় চট্টলের পিতৃসিংহাসন বর্তমানে রক্ষা করা প্রয়োজন; পরে পশ্চিমে শিবাজী ও পূর্বে বীরেন্দ্র একযোগ 'বিজয় শঙ্খ' বাজালে কাঁপিবে যবনলক্ষ্মী। তাছাড়া 'আর্য্য অরি নহে কি হে মগ পর্তুগীজ': এ-যুক্তিতে বীরেন্দ্র পুনরায় মোগল দলে যোগ দিতে চললেন। কাব্যের শেষাংশে কবি আক্ষেপ করেছেন :

ভারত সন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষা পরে শিখিল না আজি
জাতিত্বের মহামন্ত্র,

লক্ষণীয় যে নবীন সেন 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতী' উভয় কাব্যেই শিবাজীকে 'দস্যু' সম্বোধন করলেও তাকে সর্বভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই-চেতনাই পরবর্তী কালে যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'শিবাজী' কাব্য রচনার মূলে ক্রিয়া করেছে। 'শিবাজী' কাব্য প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৩

'ত্রয়ী'[১১০] কাব্যের গৌরব এখানে যে এর-ভাবকল্পনাটি অতি মহৎ। একটি অখণ্ড মহাভারত 'The Great Indian Empire'-এর স্বপ্ন এ-কাব্যের মর্মমূলে প্রেরণা যুগিয়েছে।[১১১] যে নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ সম্মুখে রেখে শ্রীকৃষ্ণ আর্য-অনার্যকে

১১০. 'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) 'প্রভাস' (১৮৯৬)

১১১. বুঝিলাম অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতের যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই নাম 'মহাভারত'। বুঝিলাম মহাভারত ভরতবংশের ইতিহাস নহে, মহাভারত মহাভারত সাম্রাজ্য (the great Indian Empire.)। এই সাম্রাজ্যের নাম 'ধর্ম্মরাজ্য'; ইহার সম্রাটের নাম 'ধর্ম্মরাজা'। যে মহাক্ষেত্রে ইহা স্থাপিত হয়, তাহার নাম 'ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র'। এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁহার গীতোক্ত অনাসক্ত বা নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই জন্য ইহার নাম ধর্ম্মরাজ্য। বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত ধর্ম্মরাজ্যই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য। বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না। বুঝিলাম, তিনি এবং তাঁহার শ্রীমুখের গীতোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আশা নাই।"
—নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', চতুর্থ ভাগ, 'নবীনচন্দ্র রচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৬৬ পৃ ৪৬০

www.pathagar.com

মিলিয়েছিলেন--'খণ্ড খণ্ড ভারতে'র এক অখণ্ড রূপদান করেছিলেন, সেই 'গীতোক্ত' নিষ্কাম প্রেম ধর্মের আদর্শই ছিল কবির মূলমন্ত্র। তাছাড়া অর্জুনের বাহুবল, ব্যাসদেবের জ্ঞান, সুভদ্রার প্রীতি ও শৈলের প্রেম—এই সকল গুণের সম্মিলনেই যে কল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব: এ-বিশ্বাস নবীন সেনের ছিল। আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে একাধারে জ্ঞান, স্বপ্ন ও প্রেমের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। বঙ্কিমও অনুরূপভাবেই আদর্শ পুরুষের কল্পনা করেছেন।[১১২] কিন্তু নবীন সেনের উদারতা এখানে যে যেখানেই যে কোন মহাপুরুষের জীবনে তিনি তার প্রতিফলন দেখেছেন সেখানেই তিনি তার বন্দনা করেছেন; বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেছেন; বলেছেন: "ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীর ধর্মগুরু সকল যথা, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, হজরত মহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। আমাদের ধর্মান্ধতা শুধু ভ্রান্তিমাত্র।"[১১৩]

অবশ্য, অন্যত্র তিনি বলেছেন, "খৃীষ্টানের ধর্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার 'বাইবেল' দেখাইয়া দেন। মুসলমানদের ধর্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'কোরান' দেখাইয়া দেন। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম কি,—তাহা যদি অন্য কোন ধর্মাবলম্বী জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমাদের এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি। আমাদের ধর্ম শিক্ষক অনন্ত, ধর্ম গ্রন্থও অনন্ত।"[১১৪] শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঐ অভাব পুরণের আবেগেই, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, 'ত্রয়ী' কাব্য রচনার পরিকল্পনা কবি গ্রহণ করেন।[১১৫]

'ত্রয়ী' কাব্যে কথিত 'এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন' এর অর্থ হিন্দুধর্ম, হিন্দু জাতি ও আদর্শ নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তবে 'ত্রয়ী' কাব্য প্রাচীন সনাতন 'মহাভারতের' প্রচার নয় আধুনিক দৃষ্টিতে তা নবরূপে গঠিত, 'উনিশ শতকের মহাভারত'[১১৬] কবির মতে, 'মহাভারতের' শ্রীকৃষ্ণ একদা আর্য হিন্দুর মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি 'ভগবান স্বয়ং'। নবীন সেন তাঁরই 'পদাঙ্ক অনুকরণ' করে সেই সাম্রাজ্য স্থাপনের আবেগাকুল স্বপ্ন দেখেছেন। প্রাচীন

১১২. দ্রষ্টব্য, 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র', 'বঙ্কিম-রচনাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১১৩. নবীনচন্দ্র সেন, 'অমিতাভ', ভূমিকা।

১১৪. নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন,' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬১।

১১৫. ঐ, পৃ ৪৬২।

১১৬. "If executed adepuately, many, many will probly consrder it as the Mahabharat of the Nineteenth Century." বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র, নবীন সেনকে লিখিত, নবীনচন্দ্র সেন, 'ঐ', পৃ ৪৬২ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

'মহাভারতের' এই নব পরিকল্পনায় নবীনচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষিত সমকালীন হিন্দু-মধ্যবিত্তের ভাবস্বপ্নে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বলা বহুল্য, উনিশ শতকের এই মহাভারত-পরিকল্পনায়, এই আদর্শ-রাষ্ট্র চিন্তায় নবীন সেনের দেশাত্মবোধ তুঙ্গতম পরিণতি লাভ করেছে।

www.pathagar.com

পাঁচ

দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল তিন-খণ্ডে সম্পূর্ণ 'মহামোগল কাব্য' রচনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম-খণ্ডের বিষয় ঔরঙ্গজীবের চরিত্র। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয়-খণ্ডের নাম 'শিবাজী পর্ব', এতে শিবাজীর শৈশব থেকে সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত কালের ঘটনা লিখিত হয়েছে। এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয়-খণ্ডের নাম 'জয়সিংহ পর্ব'—এতে জয়সিংহের শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা এবং শিবাজীর 'স্বদেশ-নিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রীতি'তে তাঁর মনোভাব পরিবর্তন চিত্রিত হয়েছে। 'বিভিন্ন জাতির জীবনালেখ্য'র 'পটভূমিকায় জাতীয় ইতিহাস অঙ্কিত' করে 'মহাকাব্য' রচনাই কবির বাসনা ছিল। প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপন কবি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন ও মিল্টনের প্রভাব স্বীকার করেছেন।

'মহামোগল কাব্য', প্রথম-খণ্ড: ঔরঙ্গজীব পর্বে কবি প্রথমাবধিই ঔরঙ্গজীবকে ক্রুর ও শঠ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। 'কাশ্মীরে কাশ্যপ হ্রদে অবস্থিত শাঃজেহান নির্মিত শাঃমীনার প্রাসাদে' থেকেও ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মনে শান্তি নেই। তার শরীর অসুস্থ, দূরদৃষ্টের চিন্তায় মন ক্লিষ্ট। সকলের প্রতি তার অবিশ্বাস। পরিণামে—

> আত্মজন-বলে লোক পরে করে জয়
> আমি করি পর বলে আত্মজন ক্ষয়।
> স্বজন বিপক্ষ মম, স্বপক্ষ নিস্পর
> কালে হইতে পারে তারা অনিষ্ট আকর। (পৃ ২১)

'মনে মনে...স্বার্থপর ও শঠ' হলেও দরবারের বক্তৃতায় প্রজাদের প্রতি ঔরঙ্গজীবের দরদ পরিলক্ষিত হয়:

> বিষয় বিরাগী আমি অন্তরে ফকীর
> কেবল রাজত্ব করি তোমাদের তরে,
> ইচ্ছি আমি তোমাদের সর্বথা মঙ্গল।...

কবি অবশ্য একে চূড়ান্ত কপটতা বিবেচনা করেছেন—

> আনন্দাশ্রু সহ শাহ প্রণামী ঈশ্বরে
> কপটের চূড়ামণি হইলা নীরব। (পৃ ৪৫—৪৬)

www.pathagar.com

ঔরঙ্গজীবের কপট স্বভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে তুলনীয় পরবর্তীকালে রচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহন' নাটকের (১৯০৮-৯) দ্বিতীয় অঙ্ক: প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে ঔরঙ্গজীবের সংলাপ সমূহ।[১১৭]

কবি দুর্গাচন্দ্রের ভাষায় ঔরঙ্গজীবের চরিত্র:

একবারও ঠকে নাই আলমগীর পাশে
দুষ্প্রাপ্য এমন লোক দ্বিসহস্র ক্রোশে। (পৃ ৪৬)

দরবারে মন্ত্রী নানাদেশে বিদ্রোহের ও গোলযোগের সম্ভাবনার কথা বললে ঔরঙ্গজীব ভাবেন, কেবল 'হিন্দু বা কেবল মুসলমান' পাঠালে শক্তির প্রলোভনে প্রেরিত ব্যক্তি বিদ্রোহী হয়ে সম্রাটকেই সিংহাসনচ্যুত করতে পারে; তাই বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি সর্বত্র হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানকে, যশোবন্তের সঙ্গে মহাবৎ খাঁকে কাবুলে এবং জয়সিংহের সঙ্গে দিলির খাঁকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠান। সৌম্য ছদ্ম-আবরণের আড়ালে ঔরঙ্গজীবের চরিত্র যে সর্বদাই ক্রুর ও কুটিল কবি কেবল এ-কথাই বলতে চেয়েছেন। ঔরঙ্গজীব সম্পর্কে তাঁর বিদ্বেষ খুব খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে 'বিজ্ঞাপনে' কবির মন্তব্য:

> "দেশকাল এবং ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই সমস্ত গ্রন্থে অনেক যাবনিক শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। পরন্তু সেই সকল শব্দের বাঙ্গালা অর্থও তৎপার্শ্বে লিখিয়েছি, সুতরাং অর্থবোধের কষ্ট হওয়া সম্ভাবিত নহে।"

'মহামোগল' কাব্য দ্বিতীয়-খণ্ড 'শিবাজী পর্বে' শিশুকাল থেকে সিংহাসনে অধিরোহণ পর্যন্ত শিবাজীর বিচিত্র ঘটনাবলী, সাহস, বীরত্ব ও নিষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। ডক্টর প্রভাময়ী দেবীর ভাষায়: "শিবাজীর বাল্যকালের শিক্ষা, দুরন্ত প্রকৃতি ও কর্মনিষ্ঠার নানাবিধ ঘটনা চিত্রিত করিয়া কবি শিবাজীর পরবর্তী জীবনের সাহসদৃপ্ত তেজস্বিতা ও কর্মপটুতা এবং স্বদেশনিষ্ঠার দৃঢ়তার সন্ধান দিয়াছেন"।[১১৮] কবির বর্ণনানুসারে লেখাপড়ায় শিবাজীর উৎসাহ ছিল না; তবে দাদাজী রামদাস স্বামী ও আত্মারাম স্বামীর মুখে শোনা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী তাঁর বিশেষ

---

১১৭. দ্বিজেন্দ্রলালের ঔরঙ্গজীব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়', বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩, পৃ ৪১—৪৩

১১৮. প্রভাময়ী দেবী, 'বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য (১৮৫০-১৯০০),' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮ পৃ ২১৫।

www.pathagar.com

প্রেরণাস্বরূপ ছিল। বিশেষতঃ বানরসেনা নিয়ে রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ের রামায়ণ-কাহিনী তাঁর মনে মণ্ডলী-সেনাবাহিনী গঠনের প্রেরণা দিয়েছিল।

দাদাজী বিজাপুরের চাকুরি গ্রহণের উপদেশ দিলে শিবাজীর উত্তর:

নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
এ জীবনে না করিব যবন সেবন।।
বরঞ্চ বিনাশ করি যবন সকল।
পুনশ্চ হিন্দুর নাম করিব উজ্জ্বল।।

কবি শিবাজীকে 'অতিশয় কৌশলী' রূপে চিত্রিত করেছেন। 'গাজী খাঁকে হত্যা', মোগলের সাহায্য প্রার্থনা করে আদিল শাহকে বিপর্যস্ত করা, বাজী রাওকে হত্যা ও আদিল শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করে সন্ধিস্থাপন, প্রভৃতি কাজে শিবাজীর 'কর্মতৎপরতা, সাহস, বুদ্ধি ও কৌশল প্রকাশিত' হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার প্রতি শিবাজীর ভক্তি প্রশংসাযোগ্য। সিংহাসনে অভিষেকের পর মোগলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য শিবাজীকে দমন করতে একে একে সেনাপতিরা এলেন। শিবাজী "শায়েস্তা খাঁর দুইটি আঙ্গুল কর্তিত করেন এবং যুদ্ধে মহাবৎ খাঁও দিলির খাঁকে পরাজিত করিয়া বধ করেন"।

মহামোগল কাব্য, তৃতীয়খণ্ড 'জয়সিংহ পর্বে 'শিবাজীর স্বদেশনিষ্ঠা এবং তাঁহার যুক্তি-তর্ক-ব্যক্তিত্ব দ্বারা জয়সিংহের মনোভাবের পরিবর্তন প্রদর্শন' করা হয়েছে। শিবাজীকে দমন করবার জন্য ঔরঙ্গজীব জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে মহারাষ্ট্রে পাঠান। এই জয়সিংহের সেনাপত্যাধীনে 'যবন' সেনাগণ প্রথম শ্যেনপাত যুদ্ধে ও পরে দুর্গ আক্রমণ করে সম্মুখযুদ্ধে বর্গীদের পরাস্ত করল। যুদ্ধজয়ের পর 'যবন' সেনাদের পরস্পর আলাপ:

হারিল কাফের হিন্দু গোলামের জাতি
কি জানে সমর তারা, ব্যবসা ডাকাতি,
সর্বত্র বিজয়ী সদা রসুলের চেলা
যুদ্ধ কার্য আমাদের আমোদের খেলা;
দেখে শুনে দাস হৈয়ে থাকে রাজপুত;

- - - - - - - - - - - - - - - -

ভাঙ্গিব এখন সব হিন্দুর মন্দির
সতীত্ব হরিব সব হিন্দু রমণীর,
ভূতপূজা ছাড়াইব বসাব ইসলাম,
পোড়াব পুরাণ বেদ স্মৃতি ও আগম। (পৃ ৩৯-৪০)

www.pathagar.com

যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শিবাজী জয়সিংহের সঙ্গে দেখা করতে যান; জয়সিংহ ছদ্মবেশ ধরে ফেললে আত্মপরিচয় দিয়ে শিবাজী অভিবাদন করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে উপযুক্ত সম্মান না পেয়ে শিবাজী ক্ষুব্ধ হলে,

জয়সিংহ কহে তুমি কিসের ক্ষত্রিয়
দূরাচার দস্যু তুমি অতি নিন্দনীয়।
লোকতঃ ধর্মতঃ মন্দ তব আচরণ
সর্বত্র তোমাকে ঘৃণা করে সাধুজন। (পৃ ৬৪)

শিবাজী সবিস্তারে স্বীয় লক্ষ্য ও সাধনার কথা বললে 'জয়সিংহের বীর হৃদয় বিচলিত' হয়। পরস্পরের কথাবার্তায় উভয়ের মত ও পথের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়। মহামোগল কাব্যের সমালোচকের ভাষায়; "উভয়েই বীর, স্বদেশবৎসল, নির্ভীক যোদ্ধা। কিন্তু জয়সিংহ অদৃষ্টবাদী, সরল, বিশ্বাসপ্রবণ আর শিবাজী আত্মনির্ভরশীল, কৌশলী এবং তিনি পাত্রভেদে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করেন।"[১১৯]

মোগলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কেন নিরর্থক সে সম্পর্কে অদৃষ্টবাদী জয়সিংহের যুক্তি;

পুরাণে আছে লিখিত কলিকালে সুনিশ্চিত
যবন পীড়িতা মহী হবে;
অবশ্য সম্ভাব্য যাহা চেষ্টায় খণ্ডিতে তাহা
কে সমর্থ হইয়াছে কবে।। (পৃ ৭৪)

কিন্তু শিবাজী তাতে নিরস্ত হবার পাত্র নন। মুসলমানদের উন্নতির কারণ নির্দেশ করে তিনি জয়সিংহকে উত্তেজিত করবার উদ্দেশ্যে বললেন;

সাহস উৎসাহ ঐক্য উদ্যোগ দৃঢ়তা
পঞ্চগুণে মুসলমান লভিল শ্রেষ্ঠতা ....

ম্লেচ্ছ যাহা পারে তাহা ক্ষত্রিয় সন্তান
অপারগ যদি তবে বড় অপমান।
ভারত ঐশ্বর্য ভোগে বিলাসী যবন
পূর্ব সম তেজোবীর্য নাহিক এখন।
এ সময়ে মোরা দৃঢ় চেষ্টা যদি করি।
অনায়াসে স্ব স্ব রাজ্য উদ্ধারিতে পারি।
অতএব মহারাজা! প্রার্থনা আমার
ধর্মরক্ষা কর করি যবন সংহার। (পৃ ৮৫)

---

১১৯. প্রভাময়ী দেবী, পৃ ১৮৮

www.pathagar.com

জয়সিংহের নিষেধ অমান্য করে দিলির খাঁ শিবাজীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে জয়সিংহ তাকে শায়েস্তা করেন। কাতর অশ্রুজলের বিনিময়ে প্রাণভিক্ষা পেয়ে দিলির খাঁ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেয়ে 'রসুলের নিকট প্রার্থনা' করলেন;

প্রতিহিংসা জয়সিংহে না করিলে দান
ব্যর্থ জন্ম মম, আমি ব্যর্থ মুসলমান।
অনুকম্পা কর মোরে রহিম রসুল।
বংশ সহ জয়সিংহে করিব নির্মুল। (পৃ ১১০)

জয়সিংহ শিবাজীকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দিল্লীশ্বরের কাছে যাবার উপদেশ দিলে শিবাজী প্রথমে অসম্মত হন। তখন 'জয়সিংহ নিজ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 'ঐ সময় শিবাজীকে সাহায্য করলে তাঁর 'পক্ষে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়' বলে বুঝালে শিবাজী রাজী হন।

ডক্টর প্রভাময়ী দেবীর ভাষায় "এ কাব্যে কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ কোথাও দেখা যায় না। কাব্য হিসেবে ইহা একেবারেই ব্যর্থ।" "তবে কাব্যে কবি ঐতিহাসিক চরিত্রকে কোথাও ক্ষুন্ন না করিয়া রূপ দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহাই এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য।" [১২০]

পুনর্বিচারে এই শেষোক্ত দাবী টেকে না। কেননা, কবি বলেছিলেন, 'বিভিন্ন জাতির জীবনালেখ্যের পটভূমিতে জাতীয় ইতিহাস অঙ্কিত' করাই তাঁর উদ্দেশ্য; বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরূপে তিনি মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীব, মারাঠা শিবাজী ও ঔরঙ্গজীবের রাজপুত সেনাপতি জয়সিংহকে নির্বাচন করেছেন এবং কাব্যের নাম যদিও 'মহামোগল' তবু এ-কাব্যে 'মহামোগল' ঔরঙ্গজীব শঠ ক্রুর কপট ও কুটিল, তাঁর সেনাপতি রাজপুত জয়সিংহের বীরত্বেই 'যবন' বাহিনী যুদ্ধজয়ী আর মারাঠা শিবাজীই হচ্ছেন প্রকৃত পক্ষে কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবেই যে 'জাতীয় ইতিহাস' তিনি 'অঙ্কিত' করতে চেয়েছেন তা নিরঙ্কুশ হিন্দু জাতির। তবে এ-কাব্য রচনায় দুর্গাচন্দ্রের কৃতিত্ব দ্বিবিধ। প্রথমতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্য, খণ্ডিতরূপে হলেও, ঔরঙ্গজীবকে অন্যতম প্রধান চরিত্র রূপে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা এই প্রথম। বঙ্কিম ১৮৭৭-৭৮ সালে প্রথম 'রাজসিংহ' 'বঙ্গদর্শনে' অংশত প্রকাশ করেন, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২-তে এবং প্রচলিত পুনর্লিখিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে। ডি, এল, রায়ের 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) ও 'সাজাহান' (১৯০৯) আরো পরবর্তীকালের রচনা। যোগীন্দ্রনাথের কাব্য অনেক পরবর্তীকালীন। ইতোপূর্বে একমাত্র রঙ্গলালের 'কাঞ্চিকাবেরী' কাব্যে

১২০. প্রভাময়ী দেবী, পৃ ১৯০।

www.pathagar.com

ঔরঙ্গজীব সম্পর্কে প্রসঙ্গোক্তি মেলে। দ্বিতীয়ত: বাংলা কাব্যে শিবাজীকে নিষ্কলঙ্ক 'জাতীয়'বীর রূপে উপস্থাপনার প্রয়াসও এই প্রথম। ইতোপূর্বে নবীন সেনের 'রঙ্গমতী'তে শিবাজীকে 'দস্যু' বলে উল্লেখ করেও বীররূপে অঙ্কিত করার প্রয়াস ছিল। দুর্গাচন্দ্র তাঁকে হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নায়করূপে কল্পনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, এই কল্পনার অনেক পরে, ১৮৯৫ সালে, তিলকের প্রচেষ্টায়, মহারাষ্ট্রে ও বাংলাদেশে, শিবাজীকে সর্ব ভারতীয় হিন্দু জাগরণের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠার ভাবপ্লাবন শুরু হয়।[১২১]

---

১২১. তিলকের আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'শিবাজী কাব্য' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ; বর্তমান পরিচ্ছেদে পরে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ছয়

ধীরেন্দ্রনাথ পাল রচিত 'যামিনী-প্রভাত' ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দশ সর্গে সম্পূর্ণ, কবি-কল্পিত এই কাব্যের ঘটনাও শিবাজীকেন্দ্রিক। এ-গ্রন্থের ঘটনা ও কাব্য-মূল্য গ্রন্থারম্ভে যুক্ত প্রকাশকের 'দুই একটি কথা'য় সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে :

> "এই গ্রন্থে মহাবীর মহারাষ্ট্র অধিপতি শিবাজীর জীবনের দুই দিবসের ঘটনামাত্র লিখিত হইল। ঘটনা সত্য নহে, তবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মিথ্যাও নহে।
>
> শিবাজীর সমসাময়িক কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে গৃহীত হয় নাই। কেবল সেই মহাবীরের জীবনী পাঠ করিলে হৃদয়ে তাহার যে আকৃতি উদয় হয়, সেই মূর্তি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।
> ...উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্র কাব্য একটি সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক যুবকের রচিত, মন্দ হইলে অন্ততঃ বালক বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।"

কাব্যের ঔরঙ্গজীব, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও শিবাজী ঐতিহাসিক চরিত্র বটে। তবে কিশোর কবির শিবাজী-চরিত্রমুগ্ধতা সর্বব্যাপী এবং সেকারণে শত্রু যবনপক্ষ কেবলমাত্র সুরামত্ত ও বিলাসমগ্ন। মহাবৎ খাঁর বীরত্বের পরিচয় কাব্যে চিত্রিত হয় নি। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যকারদের হাতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের তথাকথিত দূতরূপে মহাবৎ খাঁ চরিত্র বাংলা নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে [১২২] এবং ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, মহাবৎ খাঁ ঔরঙ্গজীব নয়, জাহাঙ্গীর ও পরে শাজাহানের অধীনে সৈনাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।[১২৩]

---

১২২. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :
Munier Choudhury, "Mahabat Khan in Historitcal Plays". Muhammad Shahidullah Felicitation Volume, ed. Muhammad Enamul Haq, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1966, pp 139-160

১২৩. Sir Richard Burns, (ed), Cambridge History of India, Vol. IV, Cambridge 1937, chapter VI & VII pp 156-194.

www.pathagar.com

সাত

প্রসন্নকুমার নাগের 'রাজপুতাঙ্গনা কাব্য'[১২৪] এ-যাবৎ সমালোচক কর্তৃক অনাদৃত ও অনালোচিত একটি কাহিনী-কাব্য। বলাবাহুল্য গ্রন্থটির কাব্যমূল্য গৌণ।

কবি বা প্রকাশক গ্রন্থটির রচনাকাল বা প্রকাশকাল উল্লেখ করেন নি। ডক্টর স্থকুমার সেন এই কাব্যটিকে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনার অনুকরণে' ১৮৮৩, ৮৪ ও ৮৫ সালে লেখা কাব্যগুলির পূর্বে উল্লেখ করেছেন।[১২৫] অর্থাৎ সম্ভবত ১৮৮২—৩ সালে এটি রচিত। অবশ্য নামের সাদৃশ্য (বীরাঙ্গনা-রাজপুতাঙ্গনা) ছাড়া ডক্টর সেন কেন যে কাব্যটিকে বীরাঙ্গনার অনুকরণ বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। এটি বরং রঙ্গলালের সচেতন অনুকৃতি।

কাব্যটি His Highness Sir Fateh Sing Bahadur, G.C.S./ 'Maharana of Meywor' কে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং 'উৎসর্গপত্রে' কাব্যবিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে: "The romantic story of the desolation of Chitore and of the golden deeds of the citizens thereof.

বস্তুতঃ আকবরের চিতোর বিজয় এ-কাব্যের বিষয় এবং উৎসর্গ পত্রানুযায়ী চিতোরবাসীদের, কাব্যে রাজপুতাঙ্গানাদের, বীরত্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য।

কবি কোথাও উল্লেখ না করলেও সম্ভতঃ টডের 'রাজস্থান' থেকেই এ কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে।[১২৬] ফিরিস্তার বর্ণনায় আকবরের একবার চিতোরাধিকারের কথা আছে।[১২৭] কিন্তু টড দু'বার আক্রমণের কথা লিখেছেন।[১২৮] আবুল ফজল সুস্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, 'But there is also diffi-

---

১২৪. প্রসন্নকুমার নাগ, 'রাজপুতাঙ্গনা কাব্য', 'শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রী পূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত' তা বি,।

১২৫. "বীরাঙ্গনার অনুকরণে" কাব্য লেখা হইয়াছিল—রামকুমার নন্দীর 'বরাঙ্গনা পত্রোত্তর', প্রসন্নকুমার নাগের 'রাজপুতাঙ্গনা', গুরুনাথ সেন গুপ্তের 'বীরোত্তর' (১৮৮৩), যাদবানন্দ রায়ের 'বীরসুন্দরী' (১৮৮৪), অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'পত্রাষ্টক' (১৮৮৫) ইত্যাদি।"—সুকুমার সেন, 'পূর্বোক্ত', পৃ ১৫৪

১২৬. See Tod, op cit. Vol. I, p. 378-384.

১২৭. Ferishta, ii, 299 f.

১২৮. Tod, ibid, p 378-9.

www.pathagar.com

culty in believing the alleged fact to be an invention'।[১২৯] কবি অবশ্য সর্বত্র টডকে অনুসরণ করেন নি। জয়মল্ল, পুত্ত, সহিদাসের বীরত্ব এবং উদয়-সিংহের বর্ণনায় যেমন তিনি টডানুসারী তেমন আকবরের চরিত্র নির্মাণে ও রাজপুতাঙ্গনাদের বীরত্বগাঁথায় তিনি স্বকল্পনা-নির্ভর এবং স্পষ্টতঃ রঙ্গলাল প্রভাবিত। ফলতঃ প্রসন্নকুমারের কাব্য ঐতিহাসিক ত্রুটিপূর্ণ এবং এমনকি টডকে পূর্ণ অবলম্বনরূপে গ্রহণ না করায় তাঁর কাব্যে উপস্থিত সকল অজ্ঞতা ও ত্রুটির দায়িত্ব তাঁরই।

॥ ২ ॥

প্রথম সর্গে, 'যবনের অগণিত চমূ পারাবার' চিতোর অবরোধ করেছে। মোগল শিবিরে বিজয়ী আকবর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। কেননা সমগ্র ভারত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে, 'দিল্লীশ্বরে কন্যারত্নে মৈত্রীপুষ্পে' সকলেই ভজনা করেছে, কেবলমাত্র 'মিবার না কয় কথা আত্ম-অভিমানে'। তাই 'প্রেমাহ্বান, ভেটদান, ভীতি প্রদর্শন' কিছুতেই ফল না হওয়ায় আকবরের প্রতিজ্ঞা—

অতীব নির্দয়ভাবে বধিব এবার
চিতোরের জনপ্রাণী, পোড়াইব
প্রতি গৃহ প্রতি তরুলতা, ভূতলিব
প্রতি সৌধ তুষার ধবল অভ্রভেদী,
শৃঙ্খলি রাণায় রাখি লৌহের পিঞ্জরে
ঝুলাইব দিল্লীর তোরণে।

মেবারের বীরদের সভায় 'অনলাক্ষবীর' জানান যে 'হীনচেতা' কাপুরুষ উদয় দুর্ম্মতি'র 'দুর্ব্বাক্য' ও 'দুর্ব্ব্যবহারে পরিতপ্ত' ও 'অতীব কঠিন হৃদয়' হয়ে সর্দারগণ এখন আর মেবার রক্ষায় সম্মত নয়। জয়মল্ল ও নবীন যুবক পুত্তের মতে রাণা হচ্ছেন 'ভীরু চিত্ত অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘৃণিত'। এ-সর্গে যুবক অনলাক্ষের কাছে 'ম্লেচ্ছ তুচ্ছ', কিন্তু অতিবৃদ্ধ বীরসিংহ মোগল-বিক্রম-সচেতন।

দ্বিতীয়-সর্গে, অন্তঃপুরে রাণার অবস্থা করুণতম—কবির ভাষায় তার তুলনা—

বঙ্গ অধিরাজ সেনকুল গ্লানি
লক্ষণ দুর্মতি যথা ম্লেচ্ছ সমাগমে (১৭)

---

১২৯. V. A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, p 81; also quoted by Crooke, in Tod, *ibid.* p 380 fn.

www.pathagar.com

রাণীর উক্তি—

> লভি জন্ম বীরকুলে ডর কি যবনে!
> কেন ডর! আপনি দুর্বল যদি, লক্ষ
> সেনা তব মহাবল সমর দুর্মদ...

তাছাড়া রাণা অসমর্থ হলেও রাণী ও রাজপুতাঙ্গনাগণই দেশরক্ষার্থে সমরে ব্যাপৃত হবেন। কিন্তু রাণার ভীরুতাও অপরিসীম। কাব্যের শুরু থেকেই এই রাণা চরিত্রকে কাপুরুষ করে চিত্রিত করা হয়েছে যদিও যথেষ্ট কারণ বা ইঙ্গিত নেই সেই ভীরুতার পেছনে। সৈন্যসামন্ত সকলেই সমর উচ্চকিত, কেবলমাত্র রাণাই ভীত বিহ্বল। তাই তাঁর আক্ষেপবাণী নিতান্তই দুর্বলের স্বীকারোক্তি। কোনরূপ কাব্যিক মহিমা কবি তাঁর উপরে আরোপ করতে চান নি।

তৃতীয়-সর্গে 'মন্ত্রণা', সহিদাসের ঘোষণা উল্লেখযোগ্য : 'সন্ধি অসম্ভব ; স্বাধীনতা বিনিময়ে অথবা সম্ভব'। 'কিন্তু সংসারে একমাত্র সুখ স্বাধীনতা'।

> আর রাজপুত বীরেন্দ্র কুলের ধ্বজা
> স্বাধীনতা প্রিয়, ঢালিবে সে স্বাধীনতা
> যবন চরণে রক্ষিতে জীবন ধন
> অনিত্য অসার! অসম্ভব! যুদ্ধ বিনা
> অন্যোপায় নাহি ....

ধীর সিংহ যুদ্ধে সংশয় প্রকাশ করলে বীরেন্দ্র পুত্ত বললেন, 'চিতোরের ভূমিখণ্ড হৃদপিণ্ড সমজ্ঞান করে রাজপুত্র'। সুতরাং দুর্বল রাণা উদয়সিংহ বিয়োগে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই কিছু।

এ-সর্গে বর্ণিত চিতোর পক্ষের শক্তির পরিচয় উল্লেখ করা যেতে পারে— 'সহিদাস সালুম্ব্রাঈশ্বর' 'অযুত সৈনিক বলে' সূর্যদ্বার' রক্ষা করবে ; পুত্তের 'দ্বাদশ সহস্র সেনা' 'সমর দুর্মদ লক্ষ ম্লেচ্ছ সৈন্য বল' স্বরূপ; 'ঝালোর পতি শনিগুরু'র 'অযুতার্দ্ধ চমূ' 'বর্তমান বল লক্ষার্দ্ধ-যবনসম'; 'দেবল পতি অরিন্দম বলী রাঘব কুলতিলকের' 'ঝালারের সৈন্যসম...সৈন্য বল' 'ঈশ্বরদাস রাঠোর গৌরব' 'ত্রিসহস্র সৈন্যবল'; 'গৌরব গম্ভীর' তুয়ার রাজ্যের' 'অযুত সৈনিক বল সম্বল'; 'বিকট মুরতী' করম চাঁদের সহস্র সৈনিক ; এবং জয়মল্ল ভল্লপানি বীরেন্দ্র কেশরীর 'বিংশতি সহস্র সৈন্য মহাবল, প্রতিসেনা পঞ্চ অশ্ববল।'—এ-বর্ণনা টডের পরিবেশিত তথ্যের অনুরূপ।[১৩০]

---

১৩০. Tod, op. cit. p 379—80.

www.pathagar.com

চতুর্থ-সর্গ 'কবি, কাব্য ও রস'—এ-কাব্যের জন্য সম্পূর্ণ অবান্তর এবং স্বতন্ত্র কাব্যরস সৃজনেও অসমর্থ। এ-সর্গের শেষে পুত্ত নিদ্রিত হলে তাঁর স্ত্রী কমলা স্বামীর

উর্দ্ধ ভুজে মহা অসি চিত্রিয়া যতনে
ফলকে লিখিয়া তার বাপপা মহানাম
সুকণ্ঠে লিখিলা বামা, "সম্মুখ সমরে
যুঝ প্রাণপণে, কভু পৃষ্ঠা না দেখাবে।"

বলা বাহুল্য, 'সুকণ্ঠে লিখিলা' অর্থহীন প্রয়োগ।

পঞ্চম-সর্গে রাণার 'পলায়ন'। কবি কাব্যান্তে ও পাদটীকায় উদয়সিংহের ইতিহাস কিঞ্চিৎ বর্ণনা করে রাণার এই কাপুরুষতার জন্য আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু টডের মতানুযায়ী যুদ্ধ শেষে উদয়সিংহ পালিয়ে যেয়ে উদয়পুর স্থাপন করেন।[১৩১]

ষষ্ঠ-সর্গে 'সমরসজ্জা'—'ত্রিদিবা শর্বরী রণ হইল তুমুল'।

সপ্তম-সর্গে 'সম্রাটের কূটনীতি'। 'রত্ন সিংহাসনে বীর আকবর বিজয়ী স্তিমিত লোচনে' বসে আছেন, অদূরে 'বীর সেলিম দুর্মদ সম্রাট প্রসূন'[১৩২] গীয়াস, নাসের শূর, বেরাম প্রবীর...স্পন্দনহীন বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান। যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত না হওয়ায় আকবরের মনে দুশ্চিন্তা, এই দুশ্চিন্তার পরিচয়—

কি কুক্ষণে হায়
এনু রাজস্থানে, মুষ্টিমেয় রাজপুত,
অসংখ্য সৈনিক সম সমর কুশল
চিররণজয়ী; পড়িছে মোগল সেনা
প্রতি রণে কত শত, রাজপুত প্রতি
রণে লভিছে সুনব বল। গেল নাম,
গেল আকবর গৌরব, ডুবিল মোগল
ঘোর কলঙ্ক সাগরে।

বলা বাহুল্য, এই আতঙ্কিত চিত্ততা ইতিহাসের আকবর সুলভ নয়। এরপর, অনলাক্ষ ও ধীরসিংহের বাকযুদ্ধের মত, আকবরের সভায় প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে প্রবীণ নাসের

১৩১. See *ibid*, p 383—4.

১৩২. টডের বর্ণনা অনুযায়ী চিতোর আক্রমণ কালে আকবরের সঙ্গে জাহাঙ্গীর ছিলেন না। টড লিখেছেন, এই সময় "he (Akbar) had just attained his twenty fifth year..." সুতরাং আকবরের ২৫ বৎসর বয়সে সেলিমের পক্ষে 'বীর' বেশে সমরাঙ্গনে উপস্থিতি সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ও নবীন গীয়াসের বাকযুদ্ধ, সম্রাটের হস্তক্ষেপে বন্ধ হ'ল। নাসের পরামর্শ দিলেন 'কেবল কৌশল বধ্য বীর বাপ্পাকুল।' কিন্তু আকবর কৌশলকে বীর-ধর্মোচিত মনে করেন না। অবশেষ বৃদ্ধ মন্ত্রী বেরামের পরামর্শে তিনি রাজী হলেন এবং মন্ত্রী সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ঘোষণা করলেন জয়মল্লকে হত্যা করবার জন্য। 'অপ্রিয়দর্শন শঠ নামে খাঁ আলম' স্বীকৃত হল।

খাঁ আলম কপট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাজপুত শিবিরে এলে সেখানে উৎসব শুরু হল। নিদ্রিত সৈনিকপল্লী দর্শন ক'রে, অস্ত্রহীন জয়মল্ল, আপন শিবিরে যাবার পথে, আলমের 'সুতীক্ষ্ণ ভল্লে'র আঘাতে, মৃত্যু বরণ করল।

অষ্টম-সর্গ সমর। পুত্তের প্রতিজ্ঞা :

মরিলে পাইব স্বর্গ রণে
দেব-মানব-দুর্লভ, বাঁচিলে মিবার॥

যুদ্ধে সহিদাস জয়মল্লের হত্যাকারী আলমকে বধ করে আকবরের হাতে নিহত হল।

কাব্যে বর্ণিত জয়মল্লের 'গুপ্ত হত্যা' ও সহিদাসের মৃত্যু ইতিহাস-সম্মত নয়। সহিদাস 'সূর্যদ্বার' রক্ষা কালে মৃত্যু বরণ করেন।[১৩৩] জয়মল্লের মৃত্যু সম্বন্ধে মতান্তর আছে। টডের মতে, **"when a ball struck Jaimall, who took the lead on the fall of the kin of Mewar, his soul revolted at the idea of ingloriously perishing by a distant blow"**।[১৩৪] অন্যদিকে আকবর স্বয়ং জয়মল্লকে নিহত করেছেন, এ-কথা আবুল ফজল[১৩৫] ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের[১৩৬] বর্ণনায় জানা যায়; আকবর স্বয়ং জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসাও করেন।[১৩৭]

১৩৩. Tod, *op. cit.* p 380.

১৩৪. *ibid* p 381.

১৩৫. Abul Fazl, *The Ain-i-Akbari* Vol I, p 116, 617.

১৩৬. "He (Akbar) named the matchlock with which he shot Jeimul Singram being one of great superiority and choice, and with which he slain three or four thousand birds and beasts." *Jahangir Nama,* ed. Rogers Beverage, 45, quoted in Tod, *op. cit,* p 382 f.n. see also Badaoni, *Muntakhabat Twarikh,* ed. G.S.A. Ranking, W.H. Lowe & E.B. Cowell, Calcutta 1884-98 Vol. II, p 107.

১৩৭. Tod, p 380, 382 f.n. (Berniers impression).

www.pathagar.com

নবম-সর্গে অঙ্গনা সংগ্রাম। মোগলের জয়নাদ চিতোর অন্তঃপুরে পৌঁছুতেই সকলে বিচলিত হয়ে পড়ল। পুত্তের জননী 'দেবী কর্মদেবী'র নেতৃত্বে 'নারীব্রজ রাজস্থান রক্ষার্থে রণাঙ্গনে চলল। নারীদের যুদ্ধসজ্জা মধুসূদনের প্রমীলার রণসজ্জার ব্যর্থ অনুকরণ। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীবাহিনী দর্শনে 'স্তম্ভিলা যবন তরু'। অতঃপর যবন সৈন্যদের মুখে রাজপুতাঙ্গনাদের রূপ বর্ণনা করে পাঁচটি গান (পৃ ১৩৪-১৪৬) সংযোজিত হয়েছে। গানগুলি অবাস্তবতায় হাস্যকর এবং অকাব্যিকতায় পীড়াদায়ক। ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী পাঁচটি গান শেষে :

অবাক অঙ্গনা চমূ হেরি ম্লেচ্ছ চমূ
অবাক যেমতি ম্লেচ্ছ হেরি বামাদলে
বিশ্ববিমোহিনী। (১৪৭)

মুসলমান সেনাদল রাজপুতাঙ্গনাদের 'বিশ্বমোহিনী' মূর্তি দেখে মুগ্ধ আর বামাদল মুসলমানদের শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘ দেহ দেখে অবাক। কর্মদেবী 'নিরস্ত্র যবনে' অস্ত্র হানতে বামাদলকে নিষেধ করলেন। তিনি স্বীয় পুত্র পুত্তের সন্ধানে চললেন ; সংবাদ এল পুত্র নিহত।[১৩৮] মোগল শিবিরে জয়বাদ্য বাজল। কর্মদেবীর নেতৃত্বে রাজপুতাঙ্গনারা যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। সংবাদ পেয়ে আকবর যুদ্ধে ছুটলেন। মোগল বাহিনী নারী অস্ত্রাঘাতে মোহনিদ্র ভেঙ্গে যুদ্ধে মত্ত হল। কিন্তু

"কর্মদেবী প্রায় সমস্ত অঙ্গনা সেনা যুদ্ধে বিনষ্টা দর্শন করিয়া জয়লাভে হতাশ হইয়া হস্ত হইতে অসি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলেন, এবং তন্মুহূর্তে কমলা প্রভৃতি পঞ্চদশটি রমণী (যাহারা অবশিষ্টা ছিলেন) নিজ হস্তের অসি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যবন-দলনী কর্মদেবী যবন-নিধনে কেন সন্তপ্তা হইলেন, পাঠকের হৃদয়ে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে। ইহার কারণ এই কর্মদেবী যে উদ্দেশ্য কৃতসংকল্প হইয়া সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিলেদ, যখন দেখিলেন যে সে উদ্দেশ্য (পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশরক্ষা) সফল হইবে না, তখন অযথা কতিপয় যবন বিনাশ করিয়া ফল নাই বিবেচনায় যবন বিনাশে দুঃখানুভব করিয়া অসি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অথবা রাজপুতাঙ্গনারা আসন্ন বিপৎকালে জহরব্রত অবলম্বনে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন। সম্ভবত তৎকালে তাহাদের মনে জহরব্রতাবলম্বনে দেহত্যাগের বাসনা হওয়ায় অসি ত্যাগ করিয়াছিলেন।" (পৃ ১৪৫, পা, টী)

---

১৩৮. সহিদাসের মৃত্যুর পর পুত্ত সূর্যদ্বার রক্ষাকালে নিহত হন
Tod, *op. cit*-p 380.

www.pathagar.com

রাজপুতাঙ্গনারা অসিত্যাগ করা মাত্রই আকবরের আদেশে সেনাপতি তাঁদের বন্দী করলেন।

টডের বর্ণনায়, আকবরের প্রথমবার আক্রমণকালে চিতোর প্রসঙ্গে, বলা হয়েছে: "The successful defence is attributed to the masculine courage of the Ranas concubine queen, who headed the rallies into the heart of the mogul camp, and on one occasion to the emperor's head quarters. The imbecile Rana proclaimed that he owed his deliverance to her when the chiefs indignant at this imputation on their courage, conspired and put her to death.[১৩৯] আভ্যন্তরীণ এই গোলযোগকালে আকবর দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করেন[১৪০] এবং এই যুদ্ধে পুত্তের মাতা (নাম উল্লেখ নেই) ও স্ত্রী এবং অনন্যা রাজপুতাঙ্গনাগণ বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে অবশেষে জহরব্রত পালন করেন।[১৪১]

এই রাজপুতাঙ্গনাদের সম্বন্ধে আকবরের চিত্তচাঞ্চল্যের কোন ঐতিহাসিক সংবাদ দেখি না; এমনকি টডের বর্ণনাতেও তা নেই। কিন্তু কবি দশম-সর্গে রঙ্গলালের অনুরূপ অপূর্ব 'কারাগৃহ' নির্মাণ করেছেন; ১৫৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

> "সাগর যেরূপ পূর্ণিমা-চন্দ্র দর্শন করিয়া উথলিয়া বেলাভূমি লংঘন করে, আনন্দ-সাগর আকবরও তদ্রুপ রাজপুতাঙ্গনাদের মুখকান্তি দর্শনে প্রেমভরে অতিশয় চঞ্চল হইয়া আপন স্বভাব সীমা লংঘন করিলেন। আকবর চরিত্রবান হইয়াও অঙ্গনামুখ কান্তি দর্শনে অধীর হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক নীতির মস্তকে পদার্পণ করিতে অভিলাষ করিলেন"।

অতঃপর আকবরের উক্তির দ্ব্যর্থকতা—পবিত্রতা ও কলুষতা—সম্বন্ধে কবি বারংবার নির্দেশ করেছেন। 'কর্ণবতী' তখন সম্রাটসমীপে, রঙ্গলালীয় পদ্ধতিতে, জগৎ-সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ ক'রে অবলা নারীদের প্রতি সম্রাটের এহেন আচরণের অসারতা জ্ঞাপন করলেন। এই দার্শনিক উক্তি 'প্রাণিধানে নৃপ ব্যথিত হৃদয়'। এরপর আকবর কর্ণবতীকে বিভিন্নভাবে 'শশিবদনে', 'বিদ্যুন্মালে' 'মদলেখা' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করলে কর্ণবতী যথাক্রমে 'শশিবদনা' 'বিদ্যুন্মালা' 'মদলেখা' ইত্যাদি ছন্দে উত্তর দিলেন। কবির

---

১৩৯. Tod, *op. cit.* pp 378-9

১৪০. *idid*, 379

১৪১. *idid*, 380-81

www.pathagar.com

পাণ্ডিত্য প্রকাশের এই মধ্যযুগীয় পন্থা এ-ক্ষেত্রে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও ক্লান্তিকর। শশিবদনা ছন্দের উক্তিটি লক্ষণীয়: কর্ণবতীর আকাঙ্ক্ষা কিছুই নেই; আকবরের যদি ইচ্ছাই থাকে তবে যেখানে যথার্থ প্রয়োজন সেখানে যেন তিনি করুণা বিতরণ করেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কর্ণবতী সকলের সঙ্গে সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন। স্বীকৃত আকবরের মিনতি:

'ত্যাজ পরিতাপ, ক্ষমহ আকবরে'।

একাদশ-সর্গে 'জহরব্রত'। এখানে কতকগুলো অতিলৌকিক কথকতা আছে, যা ঐতিহাসিক ও কাব্যিক মূল্যবর্জিত।

॥ ৩ ॥

কাব্যশেষে, আকবর চিতোরের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ করেছেন, কর্ণবতীর বাকছলে পরাস্ত হয়ে। টডের বর্ণনায় আকবর আলাউদ্দিন অপেক্ষা নির্মমভাবে চিতোর ধ্বংস করেন।[১৪২] স্মিথ অবশ্য এ-কথা সত্য মনে করেন নি, ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থনহীনতার জন্য।[১৪৩]

আকবরের চরিত্রে কলঙ্কলেপন-প্রয়াসে প্রসন্নকুমার রঙ্গলালের পথেই অগ্রসর হয়েছেন এবং রাজপুতাঙ্গনা-কর্ণবতী শূরসুন্দরী-'সতী'রই নব সংস্করণ। পার্থক্য এই, রঙ্গলালের কাব্যকথা টডনির্ভর এবং রাজপুত লোক-কবিদের উদ্ভাবিত আর প্রসন্নকুমারের উদ্ভাবনা টড কিংবা লোক-কবিদেরও সমর্থনহীন।

---

১৪২. *ibid*, 381—২

১৪৩. "There is no good evidence that Akbar destroyed the buildings"—Smith, *op. cit.*, p 80

www.pathagar.com

আট

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'বঙ্গের বীরপুত্র' কাব্য প্রকাশিত হয়। সাত সর্গে সম্পূর্ণ প্রথম-খণ্ড কাব্যে "মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের সমরায়োজন পর্যন্ত সন্নিবেশিত" হয়েছে। "কিন্তু পরে দ্বিতীয়-খণ্ড আর প্রকাশিত হয় নাই"।[১৪৪]

এ-কাব্যে শিশুকাল থেকে 'প্রতাপাদিত্যের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত' হয়েছে। কাব্যে কাহিনীর সঙ্গে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (১৮০১)[১৪৫] সুস্পষ্ট মিল আছে। কবি অবশ্য বলেছেন:

> "কিছুদিন অতীত হইল মহারাজ বসন্তরায়ের প্রধান মন্ত্রী মৃত মহাত্মা রামরূপ বসু প্রণীত একখানি হস্তলিখিত অতিপুরাতন গ্রন্থ আমার হস্তগত হয়। উহাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় আছে দেখিয়া আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ঐ পুস্তক অবলম্বনপূর্বক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন, তাহাতেই আমি গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হই।"

মনে হয়, কবি রামরাম বসুকেই 'রামরূপ বসু' বলে উল্লেখ করেছেন। রামরাম বসু তার গ্রন্থে নিজেকে রাজা প্রতাপাদিত্যের 'স্বশ্রেণী একই জাতি' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪৬] অবশ্য তিনি 'বসন্ত রায়ের প্রধান মন্ত্রী' ছিলেন কি-না সে বিষয়ে কোন তথ্য উক্ত গ্রন্থে মেলে না।

প্রতাপাদিত্যের জন্ম, তাঁর সম্বন্ধে দৈবগণনা; দিল্লীতে দূত হিসেবে প্রেরিত হলে কৌশলে পিতৃরাজ্য স্বনামে লিখিয়ে নেওয়া; স্নেহময় পিতৃব্যের প্রতি অবিশ্বাস, পরিণামে তাঁকে হত্যা করা; স্বীয় জামাতা রামচন্দ্রকে হত্যার চেষ্টা, প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাই রামরাম বসুর অনুরূপ। রামরাম বসুর বিবরণের বাইরে কোন 'নূতন বিষয়' এ-কাব্যে নেই।

---

১৪৪. প্রভাময়ী দেবী, পৃ ২০৮
১৪৫. রামরাম বসু, 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' শ্রীরামপুর, ১৮০১, লণ্ডন ১৮১১
১৪৬. রামরাম বসু, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র,' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪২, পৃ ৬

www.pathagar.com

'ইচ্ছা খাঁ'র সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ইচ্ছা খাঁর মৃত্যু হলে—

জয় কালী জয় কালী বাজিল বাজনা।
হিজলীর সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ
করিল প্রতাপাদিত্য বিজয় ঘোষণা। (পৃ১২০)

কবি ইচ্ছা খাঁকেও বীররূপেই চিত্রিত করেছেন।

www.pathagar.com

নয়

'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭—১৯২৭) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে, প্রৌঢ় বয়সে, দুটি কাহিনী-কাব্য রচনা করেন। কবি 'পৃথ্বীরাজ'[১৪৭] এবং এবং 'শিবাজী'[১৪৮] উভয় গ্রন্থকেই ঐতিহাসিক মহাকাব্য বলে আখ্যাত করেছেন এবং বলেছেন—

> "Paradise Lost এর পর Paradise Regained পাঠ যেরূপ প্রয়োজনীয় পৃথ্বীরাজে হিন্দুজাতির পতন পাঠের পর শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান, পাঠ করাও সেইরূপ আবশ্যক"।[১৪৯]

যোগীন্দ্রনাথ বসুর ঐতিহাসিক তথ্যপ্রীতি তাঁর কাব্যের সর্বাঙ্গে চিহ্নিত। টীকাটিপ্পনীর প্রচুর যোজনায় কাব্য গবেষণা-প্রবন্ধের রূপ ধারণ করেছে এবং কবির মূল বক্তব্য উভয় কাব্যেই ছন্দোবন্ধে, পাদটীকায় এবং সর্বোপরি দীর্ঘ দীর্ঘ ভূমিকায় পুনঃ পুনঃ কথিত হয়েছে। কবি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—

> "কি রাষ্ট্রীয় ঘটনা, কি সামাজিক আচার-ব্যবহার, কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে যাহা পাইয়াছি, তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি। যাহাতে হিন্দু-মুসলমান বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর পাঠক ব্যথিত হইতে পারেন, মনঃ কল্পিত এরূপ কোন কথা বলি নাই। কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাকিলে পাঠক, ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে, তাহা ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করিবেন। পাদটীকা একটু বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু আশা করি তত্ত্বান্বেষী পাঠকের নিকট তাহা অপ্রাসঙ্গিক বা বিরক্তিকর বোধ হইবে না। এ দেশে ইতিহাসের প্রচার থাকিলে এরূপ বহুল পাদটীকার প্রয়োজন হইত না"।[১৫০]

নবীন সেনের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসুর এখানেই পার্থক্য। কবিসুলভ আবেগে নয়, ইংরেজের অধীনে নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্তের আত্মসচেতনতা উদ্বোধনের

---

১৪৭. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'পৃথ্বীরাজ', ঐতিহাসিক মহাকাব্য, (প্রথম প্রকাশ ১৩২২) গ্রন্থকার তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৭

১৪৮. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'শিবাজী', ঐতিহাসিক মহাকাব্য, (প্রথম প্রকাশ ১৩২৫) গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৮

১৪৯. ঐ, পৃ।

১৫০. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'পৃথ্বীরাজ', উপক্রমণিকা, ১৭

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে হিন্দু-ভারতের 'ইতিহাস' রচনার বঙ্কিম-সুলভ আন্তর প্রেরণায়[১৫১] যোগীন্দ্রনাথ বসু কাব্য রচনা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে কবির স্পষ্টোক্তি: "কবিতা রসবিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।" "পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীয় অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমি শ্রম সার্থক মনে করিব।" নবীন সেনের পরিকল্পনা দার্শনিক ও মনজাগতিক, যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরিকল্পনা ঐতিহাসিক-বাস্তব ভিত্তিক। এ-জন্যেই যোগীন্দ্রনাথের কাব্য অপেক্ষা ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং পাদটীকা অপরিহার্য।

॥ ১ ॥

'পৃথ্বীরাজ' কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য: একটি একটি করে হিন্দু অধঃপতনের কারণ নির্দেশ করা এবং উপক্রমণিকায় তা গবেষকের ধৈর্য ও চাতুর্যে ব্যক্ত হয়েছে:

> "মুসলমানেরা এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু অধঃপতন হয় নাই, হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মুসলমানেরা এদেশে আসিতে ও স্থায়ীভাবে বসিতে পারিয়াছিলেন।" (পৃ ১)

> "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, মুসলমান আক্রমণ বৌদ্ধ দুর্নীতির ও অসদাচারের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন.... (নারায়ণ, আশ্বিন, ১৩২২)... কিন্তু 'ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠা, মূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধি লাভের চেষ্টা, ভূত প্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি' প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে···কে কাহার শিক্ষক তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে।" ... (পৃ ২-৩) "একদিকে হিন্দু অপর দিকে মুসলমান—উভয়ের পেষণে অপেক্ষাকৃত ন্যূনসংখ্যক বৌদ্ধগণ বিচূর্ণ হইয়াছিলেন; তাদৃশ কারণের অভাবে সংখ্যাধিক হিন্দুগণ হন নাই। (আঙ্গরিকা ধর্মপাল, *The Bengalee*, January 18, 1917 : O' Malley, *Bengal, Bihar and Orissa, Sikkim* p 216) "রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু জাতির শক্তিক্ষয়ের 'একাধিক কারণের' মধ্যে 'রাজপ্রজাসাধারণ ব্যভিচার' এক

১৫১. 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ প্রবন্ধ 'বঙ্কিম-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা (১৩৬১) ও ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহ, 'বঙ্কিম-রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা (১৩৬১) দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

'প্রধান কারণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।" (মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক জীবন, 'সাহিত্য সংহিতা' বৈশাখ, ১৩২১) 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়...বলেন হিন্দুর স্বধর্মবিদ্বেষরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মুসলমানকে শাস্তারূপে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।" ('এডুকেশন গেজেট', ২২-এ বৈশাখ, ১৩২৩)

"বিবেকানন্দ...বলেন, ভারতবাসীদিগের সর্ববিধ জ্ঞান যে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং তাঁহারা যে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই জ্ঞান প্রচার করিতে উদাসীন, স্থল বিশেষে, পরিপন্থী ছিলেন, ইহাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পতনের কারণ।" (*Swnmi Bibekanandas' Works*, Mayavati Memorial Edition, Part III. p 653)

"আমি দেখাইয়াছি যে, ধর্মগত ও প্রদেশগত পার্থক্যের জন্য ভারতবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য করিতে অক্ষম ছিলেন। ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতাবশতঃ ভারতীয় জনসাধারণ মুসলমান আক্রমণের পরিণাম বুঝিতেন না; উত্তর ভারতের দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য পারিবারিক কারণে, বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান হইয়া বিজেতার পথ সুগম করিয়াছিল; তাহার উপর হিন্দুগণ উদ্যোগিতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, সামরিক শিক্ষায় এবং কূটরাজনীতিতে ও রণনীতি কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অপেক্ষা অনেক পশ্চাৎবর্তী ছিলেন। এই সকল কারণেই বীর্যে ও বুদ্ধিমত্তায় হীন না হইলেও, তাহাদিগের পতন ঘটিয়াছিল।" (পৃ ৫-৬) "পৃথ্বীরাজ স্বয়ং বীর ও নির্মল চরিত্র হইলেও, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিল।" (পৃ ৭) পৃথ্বীরাজের পতনের ইতিহাস সমগ্র হিন্দুজাতির পতনের ইতিহাস। কিন্তু এই পতনের কারণ কি তাহা হিন্দু-মুসলমান কেহই আলোচনা করেন নাই।...পৃথ্বীরাজের পরাজয় হইতে হিন্দুজাতির যে পতন ঘটিয়াছে, তাহার পর আর প্রকৃত উত্থান হয় নাই। কেবল মহাপ্রাণ শিবাজী হিন্দুর অন্তর্নিহিত শক্তি যে লোপ পায় নাই, মহারাষ্ট্রে তাহার আংশিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন।"

হিন্দু অধঃপতনের পূর্বোক্ত কারণগুলো পুনরায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও 'ভারতবর্ষে' মুসলমান অধিকারে'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করে যোগীন্দ্রনাথ বসু 'উপক্রমণিকা'র শেষে আশা প্রকাশ করেছেন—

"কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও আমি যে ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতেছি তাহা আমি যেমন বিস্মৃত হই নাই, আশা করি আমার পাঠকবর্গও,

www.pathagar.com

তেমনি সে কথা বিস্মৃত হইবেন না।··· আমার পাঠক-পাঠিকা যদি স্মরণ রাখেন যে, ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণ চাঁদ কবির এবং কবিতারস বিতরণ মুসলমান ঐতিহাসিকদের চিন্তার বিষয় ছিল না, তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য ও অবলম্বিত উপায়, (পৃ ৮) উভয়ই তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে।"

উপক্রমণিকা অংশের আর একটি তথ্য মূল্যবান। সেটি পৃথ্বীরাজ সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদানের উৎস নির্দেশ (পৃ ৯—১১)। কবি লক্ষ্য করেছেন, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনার নিতান্ত অভাব। হিন্দী ভাষায় 'পৃথ্বীরাজের সভাসদ চন্দ বরদাই প্রণীত' সুবৃহৎ গ্রন্থ 'পৃথ্বীরাজ রাসো'-র 'ইতিহাসরূপে মূল্য অতি সামান্য'। তাছাড়া মূল গ্রন্থের 'তিন চার হাজার শ্লোক' (Ref. *Bardic Chronicles* by Mahamahopadhyaya Hara Prosad Sastry, p 26) আকবরের কাল পর্যন্ত নানা হস্তের প্রক্ষেপে লক্ষাধিকে পরিণত হয়েছে (Ref. V. Simth's *Early History of India, p 387*) তবু 'পৃথ্বীরাজ রাসো' উপেক্ষণীয় নয় বলে কবিও তা উপেক্ষা করেন নি, যদিও 'স্থলে স্থলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে বাধ্য' হয়েছেন। তবে টডের বর্ণনা 'পৃথ্বীরাজ রাসো' অনুযায়ী এবং 'পৃথ্বীরাজ রাসোর হিন্দী দুর্বোধ্য' বলে কবি 'প্রয়োজন মত, টডের উক্তির মর্মানুবাদ পাদটীকায় উদ্ধৃত' করেছেন। সংস্কৃত কাব্য 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' অসমঞ্জস ও অচলিত বলে কবি উপেক্ষা করেছেন।

'মুসলমান লেখকগণ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ ব্যতীত পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধীয় অপর কথা লিখেন নাই। তাঁহাদিগের বর্ণিত ঘটনার সহিত বহুস্থলে পৃথ্বীরাজ রাসোর বিশিষ্ট পার্থক্য আছে। পৃথ্বীরাজ রাসোতে আছে যে, পৃথ্বীরাজ বন্দীরূপে গজনীতে নীত হইবার পর, অন্ধাবস্থায় মহম্মদ ঘোরীকে শরবিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুচরগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসে আছে যে পৃথ্বীরাজ দ্বিতীয় তারায়ণের যুদ্ধের পর ধৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে নরকে প্রেরিত হন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর বহুদিন পরে মহম্মদ ঘোরী গক্ষরদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ রাসোতে আছে যে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের নিকট সাতবার পরাজিত হইয়াছিলেন এবং একাধিকবার বন্দীরূপে দিল্লীতে আনীত হইবার পর নিষ্ক্রয়দানে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। (Ref. *Tabakat-i-Nasiri*, f. n. 466) 'তবাকাৎ-ই-নাসিরী' প্রণেতা মিনহাজ ও ফেরিস্তা দুইবার যুদ্ধের ও একবার পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, নিষ্ক্রয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অপর এক মুসলমান লেখক পরাজয়ের

www.pathagar.com

কথা উল্লেখমাত্র করেন নাই (Ref *Rauzatu*-T-*Tahirin*, Elliots' *History of India* Vol. VI, p 198)। এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে সত্য নির্ণয় কঠিন। ইতিহাসোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে যাহা সামঞ্জস্যসহ ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।" (পৃ ১০—১১)।

'পৃথ্বীরাজ' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩২৩ সনের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে', টডের উক্তি সমর্থন করে, 'arrogance' ও 'inactivity' পৃথ্বীরাজের পতনের কারণ, এ-কথা বলা হয়। তাঁর নায়কের নির্মল চরিত্রে গভীর আস্থাবান যোগীন্দ্রনাথ বসু এ-মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং 'প্রতিবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত না হওয়ায় পরে নব্যভারতে প্রকাশিত' হয় এবং পরবর্তী সংস্করণে তা কাব্যের উপক্রমণিকায় পাদটীকাকারে যুক্ত হয়। আবুল ফজল, হাণ্টার ও টডের উক্তি উল্লেখ করে যোগীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেন:

> "প্রকৃত কথা এই যে, ধর্মপ্রচার ও লুণ্ঠনপ্রয়াসী মুসলমান স্বতই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কাহারও arrogance-এর জন্য করেন নাই। পৃথ্বীরাজ স্বজাতীয়গণের সাহায্যপ্রাপ্ত না হইয়াই পরাজিত হইয়াছিলেন; নিজের 'inactivity'র জন্য হন নাই।'

'পৃথ্বীরাজ রাসোতে' কথিত মহম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরীর ছয়বার পরাজয়ের কথা মুসলিম ঐতিহাসিকদের সমর্থিত নয় বলে কবি এ-কাব্যে তার উল্লেখ করেন নি: "যাহা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বীকৃত তাহাই উল্লেখ করিয়াছি"।

এই সুদীর্ঘ ভূমিকায় যে কথা গদ্যে বর্ণিত হয়েছে সমগ্র কাব্যে কবি তাই ছন্দোবন্ধে পুনঃপ্রচার করেছেন। তথ্যনিষ্ঠ কবি সাধ্যমত পৃথ্বীরাজের জীবনকথা ঘটনাসূত্র অনুসরণ করে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু অন্তস্থিত তত্ত্বকথাটি সর্বদাই উদ্যত হয়ে আছে: নৈতিক অধঃপতনে হিন্দুজাতির পতন ঘটেছে, 'প্রায়শ্চিত্ত' করলেই তার পুনর্জাগরণ ঘটবে।

॥ ২ ॥

কাহিনী আরম্ভের আগে একটি কাব্য-ভূমিকা 'প্রস্তাভাস'। স্বর্গে পাঁচজন ঋষি 'ভারত উদ্ধারের' কথা ভাবছেন। দৈববাণী হল: তার জন্য কাল অনুকূল নয়। দুর্নীতি ও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত দেশবাসীরা 'প্রায়শ্চিত্ত' না করলে পাপমুক্ত হবে না।

প্রথম-সর্গ 'পৃথ্বীরাজের দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল ভাবী তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র পৃথ্বীরাজের হাতে রাজ্যভার তুলে দিলেন। অকস্মাৎ তাঁর

www.pathagar.com

জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনোজরাজ জয়চন্দ্রের মাতা সুন্দরী সভাস্থলে এসে এই সিদ্ধান্তের অবৈধতা ঘোষণা করলেন এবং পৃথ্বীরাজকে অভিশাপ দিলেন। পৃথ্বীরাজ তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করতে আহ্বান জানিয়ে ঘটনার পারম্পর্যে ভীত সভাসদদেরকে উৎসাহিত করলেন।

দ্বিতীয়-সর্গ 'মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা'। 'অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ' করে যিনি 'বহুনগর, তীর্থ ও দেবমন্দির লুণ্ঠন' করেছিলেন—সেই 'গজনীর অধিপতি স্বনামখ্যাত বীর' সুলতান মামুদের গজনী শহরের দুর্গে বীরবর মহম্মদ ঘোরী 'দক্ষিণে কুতুব', 'বামে···হামজবী' ও মধ্যে সাধুভক্ত মৈনদ্দীন সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট।[১৫২] সভায় প্রথম দূত আলি 'ধর্মহীন, জ্ঞানহীন', মূর্তিপূজক 'অধমজাতি' হিন্দুদের নানা মত পথের জাতিধর্মদ্বেষ ও বর্ণাশ্রমের কথা সবিস্ময়ে উল্লেখ করল। তৃতীয় দূত বলল, 'হিন্দুজাতি দুর্দ্ধর্ষ সমরক্ষেত্রে এবং

ধর্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তার তরে।

'তবকৎ-ই-নাসিরি' (পৃ ৪৬০) অনুসরণে দূত মহম্মদ ঘোরীকে 'দ্বিতীয় রুস্তম' বলে সম্বোধন করল। দূতদের বিদায় দিয়ে ঘোরী সভাসদত্রয়ীর পরামর্শ চাইলেন। কুতুবের নীতি 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। 'দুর্দ্ধর্ষ সমরে হিন্দু'—এ-কথার জবাবে তাঁর প্রশ্ন : 'বালক কাসিমের' আক্রমণকালে কিংবা 'বীর সুলতান মামুদের' অষ্টাদশ বার 'হিন্দু দেশ' লুণ্ঠনের সময় 'হিন্দুর বীরত্ব' কোথায় ছিল? তাঁর মতে : 'হিন্দু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে'।

---

১৫২. ঐতিহাসিকদের মত উদ্ধার করে কবি এই সভাসদত্রয়ের পরিচয় পাদটীকায় দিয়েছেন। (ক) কুতুবদ্দীন আইবক ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট। বহুগুণে অলঙ্কৃত কুতুব ক্রীতদাস থেকে কালক্রমে এই উন্নতি করেন। তাঁর চরিত্রগুণের সমর্থনে Briggs' Ferista Vol. 1, pp 189-190 থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। (খ) Kowamoolmoolk Humzvy মহম্মদ ঘোরীর 'অন্যতম প্রধান কর্মচারী', দূতরূপে পৃথ্বীরাজের নিকট প্রেরিত হন। *ibid* p 174, Elliot's *History of India*, Vol. II. pp 212-13, (গ) খাজা মৈনুদ্দীন চিশতী 'ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মুসলমান সাধু'। 'আজমীর...সমাধি... মুসলমানদিগের একটি প্রধান তীর্থ। "He never preached aggression. was a man of peace and good will towards all God's creature"—'মুন্তাকবুল তোয়ারিখ'; *Ajmer Historical and Descriptive*, pp 90-91; কিন্তু তাঁর রণদক্ষতার অভাব ছিল না। খান্দেশের অন্তর্গত নন্দুরবর ইনিই জয় করেন—*Imperial Gazetteer*, Vol. XVIII, 362

www.pathagar.com

কুতুবের উক্তিতে কবি এই কুসংস্কারের দুটো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন: মন্দিরচূড়ায় পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভীত নগরবাসীদের 'কাসিমের' হাতে পরাজয় বরণ (Elphinstone's *History of India*, Cowell's Edition p 308) এবং রাজা দাহিরের দৈবজ্ঞ-নির্ভরতা (*Chachnama*, Elliot's *History of India*, Vol I, p 169)। কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'স্বভাবে সরল' হিন্দু 'ব্যাধি-বহ্নি সমর সঙ্কটে ক্ষণমাত্র কালক্ষেপ···সর্বনাশ' ঘটতে পারে তা বোঝে না, তারা দিনক্ষণ 'শুভাশুভ যোগ' ইত্যাদি দেখতে থাকে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নেই, রাজার পতনে তারা ছত্রভঙ্গ হয়;[১৫৩] তাছাড়া হিন্দুর শাস্ত্রে লেখা আছে:

মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে
হ'বে তারা পরাজিত; সাম্রাজ্য তুর্কের
প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা।

কবি পাদটীকায় লক্ষ্মণসেনের বৃত্তান্ত উল্লেখ করে 'কাসিমের নিকট' কাকা কোটিলের 'আত্মসমর্পণ' প্রসঙ্গে 'চাচনামা' (Elliot, Vol I. p 16-62) থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

> The astrologers and credible persons of his country had found out by their calculations of the stars that his country would be taken by the Muhammadan army,···he was sure that this was the will of God, and that no device or fraud would enable them to withstand the Muhammadans.

সুতরাং কুতুব ঘোষণা করলেন, হিন্দুর দেশ অধিকার করে মাহমুদের বিজয় স্তম্ভ অপেক্ষা উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করা আশু কর্তব্য। স্তম্ভ শীর্ষ থেকে

ঘোষিবে মোজীন "আল্লা আকব্‌র" বলি[১৫৪]
বুঝিবে তা হলে হিন্দু, বীর মুসলমান
কার বলে বলী যুদ্ধে অজেয় কি হেতু। (৩১)

---

১৫৩. দাহির ও অনঙ্গপাল হস্তি আরোহণে যুদ্ধে এসেছিলেন। হস্তি 'জ্বলন্ত কন্দুকে'র ভয়ে পলায়নপর হলে সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দাহিরের ক্ষেত্রে Elphinstone's *History of India*, p 309 ও অনঙ্গপালের ক্ষেত্রে Briggs Ferista Vol. I, p 47 থেকে সমর্থক উদ্ধৃতি দিয়েছেন কবি।—পৃ ২৯—৩০ পা, টী

১৫৪. কুতুবমিনার যে প্রধানত: আজান দেবার জন্য ব্যবহৃত হত, এ-তথ্যের স্বপক্ষে *Imperial Gazetteer* Vol, XI p 234 থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে 'muazzin' শব্দটি থাকলেও কবি ছন্দের খাতিরে 'মোজীন' ব্যবহার করেছেন। 'আল্লাহ আকবর' বাক্যাংশের 'হ' শব্দটিও একই কারণে উহ্য থেকে গেছে।

www.pathagar.com

কুতুবের পর 'সাধুবর মৈনুদ্দীন' 'ধীর, মধুর বচনে' বললেন, 'পরধনে পরদারে' লোভ 'অকর্তব্য' হলেও হজরৎ 'প্রাণপণে সত্যধর্ম' প্রচার করতে বলেছেন। 'মোহান্ধ ভ্রমান্ধ হিন্দু ভুলি পরমেশে আছে, মূর্তিপূজা লয়ে'; তাদের ভুল ভাঙানো দরকার। প্রথমে দূত পাঠিয়ে সত্যধর্মে দীক্ষার আহ্বান জানাতে হবে; সম্মতিতে যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন; অন্যথায় 'যোগ্য শিক্ষা দিতে' হবে: 'শিক্ষক যেমতি শিক্ষা দেন দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে'। হিন্দু বীর হলেও মুসলমানের সহায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ। এ-প্রসঙ্গে পাদটীকায় 'তবকত-ই-নাসিরী' (পৃ ৮৩) থেকে একটা সমর্থক ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে কবি মৈনুদ্দীনের উক্তিতে বলেছেন, 'সোমনাথ আক্রমণ ব্যথিত হৃদয় প্রতিহিংসাপর' জনৈক হিন্দু-পথপ্রদর্শক (guide) সুলতান মাহমুদকে সসৈন্যে মরুভূমিতে এনে ফেললে আল্লাহই তৃষ্ণার্ত মুসলিম বাহিনীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। তাই—

উপধর্ম সেবী হিন্দু না পারিবে কভু
রোধিবারে সত্যধর্মসেবী মুসলমানে।

অতঃপর হামজবী সুলতান মাহমুদের মত লুণ্ঠন-প্রবৃত্ত না হয়ে স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখ্যা করলেন। প্রসঙ্গতঃ হামজবী ঘোরীকে 'ধর্মেকর্মে, জ্ঞানেবীর্য্যে জাঁহাপনা সম আছে কেবা ভাগ্যবান' বলে সম্বোধন করলে পাদটীকায় কবির মন্তব্য, 'হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে মুসলমান নেতৃগণ যাহাই হউন, মুসলমানের নিকট তাঁহারা কিরূপ লক্ষিত হইতেন, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক' এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে ঘোরীর খোদাভক্তি ও প্রজাবাৎসল্যের কথা উদ্ধৃত করেছেন।[১৫৫]

ঘোরী কুতুবদ্দীনকে ভারত বিজয়ের ভার দিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু 'শত জাতি, শত ধর্ম, শত রাজ্যে' বিভক্ত, পরস্পর ধ্বংসরত, স্বদেশ স্বধর্মদ্রোহী, অন্যপক্ষে মুসলমান "একজাতি, এক ধর্মী, এক ভূপতির আজ্ঞাধীন"। সুতরাং মুসলমানদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

লক্ষণীয় যে, কেন্দ্রীকরণেই শক্তি নিহিত—এই চিন্তাই বঙ্কিমের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত' এবং নবীন সেনের 'ত্রয়ী' কাব্যের 'এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন' কল্পনার মূলে। বহুধাবিভক্তরূপই হিন্দুর দুর্গতির কারণ—এ-সিদ্ধান্তে উনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা উপনীত হয়েছিলেন। বিশ শতকের শুরুতে যোগীন্দ্রনাথ বসু ঐতিহাসিক তুলনার মাধ্যমে 'ভারত' বিজয়ের পূর্ববর্তী মুসলমান ও হিন্দুর শক্তি ও অশক্তির উৎস সন্ধান করেছেন।

---

১৫৫. পৃ ৩৩ পা টী: Brigg's Ferista, Vol. I, p 187

www.pathagar.com

দ্বিতীয়-সর্গের শেষ পৃষ্ঠার (পৃ ৩৭) দুটি পাদটীকা লক্ষ্যযোগ্য :

এক,

> "সুপ্রসিদ্ধ কুতুব মিনার হিন্দু অথবা মুসলমান কাহাদিগের দ্বারা নির্মিত তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। যে মতই প্রকৃত হউক, কুতুব তাঁহার নামে পরিচিত স্তম্ভ আমূল নির্মাণ করিয়া থাকুন, বা পূর্ব নির্মিত স্তম্ভের যাবনিক আকার প্রদান করিয়া থাকুন, তাঁহার মুখে আরোপিত কথাগুলি, বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই"।

কাব্যাংশে কবি কুতুবের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। পাদটীকায় 'মতভেদের'[১৫৬] কথা উল্লেখ করলেও, তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, ঐতিহাসিক প্রমাণ-পঞ্জীর সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা এখানে নেই।

দুই,

> "এই সর্গে বক্তাদিগের মুখে যে সকল কথার আরোপ করা হইয়াছে, ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সকল কথা সম্ভবপর কিনা, যদি কাহারও তৎবিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে তাঁহাকে পৃথ্বীরাজের শতাধিক বর্ষ-পূর্ববর্তী মুসলমান লেখক আলবেরুনীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি। তাহাতে মুসলমানের হিন্দুজাতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ও অনুসন্ধিৎসার বিস্ময়জনক প্রমাণ আছে।"

তৃতীয়-সর্গে জয়চন্দ্রের কন্যা, সুন্দরী সংযুক্তার চিত্ত-বিনোদনের জন্য ভাট চাঁদ-বরদাই উপবনে এসে গীতপ্রসঙ্গ জানতে চাইলেন। সঙ্গীগণ হিন্দুবীরদের সম্পর্কে খেদোক্তি করল :

যবনের পদে নত হয়ে যারা
বিকায়েছে দেশ, পুরুষ কি তারা। (৪৩)

কাসিম, মামুদ আসিল যখন,
পুণ্য আর্যভূমি করিতে লুণ্ঠন
পুরুষ এদেশে থাকিলে তখন
শিখাতেন তারা যবনে। (৪৪)

ভাট তখন 'পুরুষকেশরী' পৃথ্বীরাজের বীরত্বগাথা বর্ণনা করলেন। সংযুক্তার চিত্ত চঞ্চল হল। বর্ণনা 'পৃথ্বীরাজ রাসো' অনুযায়ী; মূলের শেষাংশ অবাস্তববোধে বর্জিত।

---

১৫৬. তুলনীয় : দীনবন্ধু মিত্র, 'সুরধুনী কাব্য,' পরিষৎ সং, পৃ ২৯। বর্তমান পরিচ্ছেদে পূর্বে দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

চতুর্থ-সর্গ—'রাজসূয় ও স্বয়ংবরোধ্‌যোগ'। জয়চন্দ্রের যুদ্ধোদ্যম সম্বন্ধে নাগরিকদের কথোপকথন প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের সম্বন্ধে কবির উষ্মা প্রকাশিত হয়েছে :

"হিংসা, দ্বেষ, রক্তপাত অনুচিত কাজ
বলেছেন আমাদের বৌদ্ধধর্মরাজ"।
শুনি নাগরিক এক মহাক্রোধে কয় ;—
"বৌদ্ধ তুমি, যুদ্ধে তাই পাইতেছ ভয়।
তোমাদের উপদেশে গেল যশ মান
কাপুরুষ হল যত ভারত সন্তান।
'অহিংসা অহিংসা' এই প্রচারি ধরম
পুরুষেরে করিয়াছে নারীর অধম।···(৫৫)

ধিক্ বুদ্ধে। ধিক বৌদ্ধে। ধিক্কার তোমায় ;
অসিঘাতে রক্তপাতে এত যদি ডর,
মাথায় সিন্দুর পর, নাসায় বেশর। (৫৬)

তীর্থপর্যটন প্রত্যাগত রাজগুরু তুঙ্গাচার্যের আশ্রমে রাজা জয়চন্দ্র ও রাণী এসেছেন গুরুচরণ বন্দনা করতে। যুদ্ধোদ্যমের প্রতিপক্ষ পৃথ্বীরাজ শুনে গুরু চিন্তিত হলেন। গুরুর পরামর্শ : আশু মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কেননা, 'কি দুর্ধর্ষ বীরজাতি এই মুসলমান'। পাদটীকায় কবির মন্তব্য :

"আমরা এক্ষণে মুসলমানদিগের আমাদিগেরই ন্যায় হতবীর্য ও নিরুদ্যম দেখিতেছি, কিন্তু ভারতবিজেতা কাশিম, মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, কুতবুদ্দীন, বাবর, প্রভৃতি মুসলমান বীর দৃঢ়তা, সাহস, উদ্‌যোগিতা প্রভৃতি গুণে এক একজন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। শেরশার নিকট পরাজয় হইতে সাধারণে দিল্লীশ্বর হুমায়ূনকে দুর্বল ও ভীরু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দুর্গম চম্পানীর গিরিদুর্গের পর্বতগাত্রে কীলক প্রোথিত করিয়া যে তিনশত দুঃসাহসী বীর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এই হুমায়ূন তাহাদিগের অন্যতম ছিলেন।" (Elphinstone's *History of India*, Cowell's Edition p 443).

ফিরিস্তার বর্ণনা নির্ভর, 'অকুতোভয়' সুলতান মাহমুদের সোমনাথ বিজয়ের কাহিনী এবং হিন্দুর অনিবার্য চিরদাসত্বের সম্ভাবনা উল্লেখ করে তুঙ্গাচার্য জয়চন্দ্রকে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে বিবাদ সমাপ্ত করতে নির্দেশ দিলেন। জয়চন্দ্র সদম্ভে মুসলিম শক্তিকে নগণ্য বিবেচনা করলে তুঙ্গাচার্য স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে যবনের 'ধর্ম,

www.pathagar.com

রাজনীতি,' 'সমরের রীতি'র অভিনবত্ব ও অজেয়রূপ বর্ণনা করলেন; কিন্তু জয়চন্দ্র অনমনীয়ই রইলেন। হিন্দু-সমরকৌশলের শাস্ত্রমুখীন প্রাচীনত্ব,' who cared nothing for the sastras'[১৫৭]—সেই মুসলমানদের নবীন সমরকৌশলের সামনে তুচ্ছ, এ-কথা যোগীন্দ্রনাথ বসু একাধিকবার বলেছেন।

পঞ্চম-সর্গে জয়চন্দ্র, কন্যার স্বয়ম্বর সভার দ্বারে, পৃথ্বীরাজের ব্যঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন—এ-সংবাদ পৃথ্বীরাজের কানে এল। কিন্তু এ-অপেক্ষা গুরুতর সংবাদ: জয়চন্দ্র তুর্কীদের আহ্বান করেছেন কনৌজে; ঘোরীকে দিল্লীদান তাঁর বাসনা।

ষষ্ঠ-সর্গ—'সংযুক্তা স্বয়ংবর'। সভায় ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজের কণ্ঠেই সংযুক্তার বরমাল্য দান এবং তড়িৎগতিতে পৃথ্বীরাজের সংযুক্তাসহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা।

সপ্তম-সর্গ—'মহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় মন্ত্রণা'। ঘোরীর সামনে কুতুবুদ্দীন নবীন যুবক বক্তিয়ারকে উপস্থিত করলেন। ঘোরী হামজীব ও বক্তিয়ারকে 'ভারতবর্ষে' যেতে আদেশ করলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধের পরস্পর বিরোধ ও হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ অসম্প্রীতির কথা উল্লেখ করে ঘোরী উপদেশ দিলেন—'ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায়।' পৃথ্বীরাজ-শত্রু মিত্রবৎ গ্রাহ্য হবে। রাজসভা থেকে শ্মশান পর্যন্ত এই পৃথ্বীরাজ-শত্রুদের সন্ধান করতে হবে। 'মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের' শাসনের ফলে অন্যান্য সকলেই 'রাজতন্ত্রে অজ্ঞ-উদাসীন;' নীচবর্ণ হিন্দুরা তাই বলবীর্যহীন কিন্তু মুসলমানমাত্রই সমপর্যায়ের, তাই দারিদ্র্যপীড়িত যে সে-ও বলবীর্যহীন নয়। বক্তিয়ার 'মুসলমান প্রতি' হিন্দুদের 'দারুণ বিদ্বেষ ঘৃণা'র কথা উল্লেখ করলে ঘোরী বললেন·

বলে যাহা সাধ্য নয় সাধিবে কৌশলে।
বিচারিলে ধর্ম জয় নাহি হয় রণে;
বিশেষতঃ কিবা ধর্ম কাফেরের সনে।

পাদটীকায় কবি বলেছেন, 'বিধর্মীর সহিত সত্য রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন এই সংস্কার বহু মুসলমান বীর চরিত্র কলঙ্কপৃষ্ট করিয়াছে' এবং এই মন্তব্যের সপক্ষে, তথ্য হিসেবে, ফিরিস্তা থেকে (Brigg's Ferista Vol. II, 120) শের শাহ কর্তৃক রৈসিনী দুর্গে হিন্দুহত্যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। কাব্যাংশে কৌশলের প্রমাণ স্বরূপ স্বামীদ্বেষী, ঘোরীর প্রস্তাবে প্রলুব্ধ,, রাণী কর্তৃক রাজাকে হত্যা ও ঘোরীর উচারগড় দুর্গ অধিকারের ফিরিস্তা সম্মত কাহিনী কবি বর্ণনা করেছেন।

---

১৫৭. V. A. Smith, *Oxford History of India*, p 220

www.pathagar.com

পাদটীকায় ফিরিস্তার উদ্ধৃতিও (Vol. I, pp 169-170) যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর ঐতিহাসিকের সতর্কতাযুক্ত উক্তিটি মূল্যবান :'

> "হিন্দু রমণীর এইরূপ ব্যবহার মুসলমান ঐতিহাসিকের বিদ্বেষকল্পিত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ঠিক এইরূপ না হউক, আরও কোন কোন হিন্দু রমণীর বিসদৃশ আচরণ ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করে। গুজ-রাটের রাজা করুণরায়ের মহিষী কমলা, আলাউদ্দীনের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া, যতদিন না আপনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাতা কন্যাটি কাড়িয়া আনিতে পারিয়াছিলেন ততদিন সম্রাটকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বীরবর দাহিরের এক পত্নী কাসিমকে সতী ধর্ম বিক্রয় করিয়া হিন্দু-বীরদিগকে মুসলমান জাতির অধীনতা গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। চিতোরাধিপতি স্বদেশবৎসল রাণা সংগ্রাম সিংহের এক পত্নী বাবরের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহাসিক টড ইহার কারণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—Polygamy is the fertile source of evil, moral and physical in the east, (*Rajastan*, Vol 1, p 326)

অষ্টম-সর্গে স্বামী সন্নিধানে সংযুক্তার 'হর্ষ' ও পিতৃচিন্তায় 'বিষাদ'। নবম সর্গে 'দিল্লীতে প্রেতাবির্ভাব' : ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস।

দশম-সর্গ—দৌত্য। যে আজমীরের জন্য যুগে যুগে 'হিন্দু-মুসলমান', 'মোগল পাঠানে', 'রাজপুতে রাজপুতে', 'মার্হাটা ইংরাজে' কত 'মহাযুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছে সেই আজমীর দুর্গবেষ্টিত চৌহান-রাজপুরীতে রাজসভায় সপার্ষদ পৃথ্বীরাজ আসীন। গজনী থেকে যবনদূত এসেছেন। অনুমতি নিয়ে দূত হামজবী বললেন, মোহাম্মদ হিন্দুস্থানে হজরত মহম্মদের (দঃ) সত্যধর্ম প্রচারের ইচ্ছা গজনীর অধিপতি মহম্মদ ঘোরীর : "অভিলাস তাঁর আল্লাহু আকবর ধ্বনি উঠে হিন্দুস্থানে"। এরপর হামজবী ও তার সঙ্গী মদিনাবাসী সেখ-এর সঙ্গে পৃথ্বীরাজ সভায় উপস্থিত তুঙ্গাচার্যের ধর্মযুদ্ধ, ভারতচন্দ্র-রঙ্গলালের পদ্ধতিতেই রচিত; তবে যোগীন্দ্রনাথের ভাষা মার্জিত। স্বল্পজ্ঞানী মুসলিম সৈনিক-দূতের সামনে, 'কাঠোপনিষদ' থেকে আহরিত শ্লোকের সাহায্যে, তুঙ্গাচার্য প্রবীণ হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করে 'ভারত-বর্ষে' ইসলাম ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। হিন্দুর আচার নিষ্ঠার সমর্থনে মুসলমানদের 'আবে জমজমের' পবিত্রতা ও কাবামুখীন নামাজের রীতি বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন। প্রশ্ন অবশ্য Hughes, *Dictionary of Islam* (p 701, 256, 57)

www.pathagar.com

57)–এর তথ্য নির্ভর। প্রশ্নের উত্তর যেহেতু কবির জানা নেই, অতএব 'নতশির হামজবী'।

যাহোক, কবি-কৌশলে যুক্তিতে পরাস্ত হামজবী ঘোরীর আদেশ মোতাবেক পৃথ্বীরাজকে কোরান ও কৃপাণের মধ্যে পছন্দ করতে অনুরোধ জানালেন। পৃথ্বীরাজ 'গ্রন্থ' ফেলে 'তরবারী' গ্রহণ করেন। বললেন,

কহিও প্রভুরে তব, জন্মজন্মান্তরে
থাকে যদি পুণ্য, নর জন্মে হিন্দু কুলে;
পারে বুঝিবারে হিন্দু ধর্মের মহিমা।

অন্যের 'প্রভুত্ব স্বীকার' করতে তিনি চান না, কেননা, 'কি পার্থক্য পরাধীনে পালিত বৃষভে'। মহম্মদ ঘোরী—

আত্ম বঞ্চনায়
ধর্মপ্রচারের নামে, অধর্ম প্রচার
কেন চান করিবারে! চাহে মুসলমান
রাজধন দাস দাসী ভোগ্য ইন্দ্রিয়ের;
তবে বৃথা ধর্ম যুদ্ধ কি হেতু ঘোষণা।
বুঝিয়াছে হিন্দু, ধর্ম নহে তোমাদের
একমাত্র লক্ষ্য; ধন, প্রিয় ধর্ম হ'তে।

পাদটীকায় ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে (Vol. I, p 187) মহম্মদ ঘোরীর 'অপরিসীম অর্থ লুণ্ঠনে'র প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। 'নিরপরাধ ভারতভূমি' আক্রমণকারীও সমানভাবে আততায়ীর হাতে প্রাণ দেবেন কাব্যাংশে এ-কথা বলে, পাদটীকায় 'গক্ষরদের' হাতে মহম্মদ ঘোরীর শোচনীয় মৃত্যুর কথাও, ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে (Vol. I, pp 185-86)।

একাদশ-সর্গে 'গৌরীপূজা'। তুঙ্গাচার্য কালীমাহাত্ম্য কীর্তন করে হিন্দুদের সঙ্কট-কালে, অর্থাৎ মুসলমান আক্রমণকালে, নারীদের পৌরুষপ্রিয়তা ও স্বামী পুত্রের কার্যে উৎসাহদান সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

দ্বাদশ-সর্গে 'যুদ্ধোদ্যোগ'। বিষয়বস্তু—সংযুক্তাকে রাজ্যভার দিয়ে পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ-প্রস্তুতি। তুর্কী সৈন্য আসছে, রাজপুত অন্তঃপুরে তার প্রতিক্রিয়া—

"......কেমন তুরুক,
কোথায় তাদের ঘর।

১০—

www.pathagar.com

কেহ বলে;—"তারা কলির রাক্ষস
গিরিশৃঙ্গে বাস করে;
বৃষভের মুণ্ড ভাঙ্গে চিবাইয়া
রুধিরে উদর ভরে।
নাহি করে স্নান, দেহের দুর্গন্ধে
প্রেত পলাইয়া যায়,
না পারি বুঝিতে 'ক্যাফ গ্যাফ' করি,
কথা কহে কি ভাষায়।"
অন্য কহে—"তারা নরাকার পশু
রোমাবৃত কলেবর"
রাজদূতগণে দেখেছিল যারা
তারা শুধু বলে 'নর'।

লেখক কৌতুকউদ্দীপন করতে চাইলেও সততা যে চাপল্য-রঞ্জিত হয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

পৃথ্বীরাজের প্রতি নগরবাসীর প্রবল আস্থা ধ্বনিত হয়েছে—

"মামুদের কালে জন্মিতেন যদি
পৃথ্বীরাজ মহাবীর
তা হলে কি হত শক্তি যবনের
লুণ্ঠিবারে আজমীর?

পৃথ্বীরাজ ও গোবিন্দের যুদ্ধের আয়োজন সম্পর্কে আলাপে নানা গুরুতর বিষয়ের মধ্যে 'রক্ষি জাতিধর্ম রন্ধন ভোজন কোথায় কিরূপ হবে' সেটিও চিন্তার বিষয়।

ত্রয়োদশ সর্গে 'যুদ্ধ'। ঘোরীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি কার্পণ্য প্রদর্শন করেনি। মিনহাজ, ফিরিস্তা, টড, চাঁদ বরদাই প্রমুখের বর্ণনা অনুসরণ করে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজ ভ্রাতা গোবিন্দের এই যুদ্ধ কবি রচনা করেছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মত: পরাস্ত ঘোরীকে তাঁর সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যান;[১৫৮] চাঁদ বরদাই-এর কাব্যে বন্দী অবস্থায় তিনি দিল্লীতে নীত হন ও 'নিষ্ক্রয়দানে মুক্তি পান।'[১৫৯] যোগীন্দ্রনাথের কাব্যে পৃথ্বীরাজের অনুমতিক্রমে অচেতন ঘোরীকে মুসলমান সেনারা শিবিরে নিয়ে যান। যাহোক, 'মরিয়াছে

১৫৮. *Tabkat-i-Nasiri*, p 456-60; Briggs Firista, I, 173-3

১৫৯. যোগীন্দ্রনাথ বসু, ২০৯ পা, টী,

www.pathagar.com

তুর্করাজ' এ-সংবাদ নগরে ছড়িয়ে পড়ায় বিপুল বিজয় উৎসব আরম্ভ হল। সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের প্রধানা মহিষী ইঞ্ছিনীসহ স্বামী বরণে চললেন। নগরবাসীরা সপত্নী প্রেমের অপূর্ব দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হল।[১৬০]

সর্গশেষে বীরত্বগাথার সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তাহানীর কথা স্মরণ করে কবি খেদোক্তি করেছেন:

চলিয়া গিয়াছে দিন
স্মৃতিমাত্র ছিল তার
তাও, বুঝি, ক্রমে লুপ্ত হয়;
ভারতের কবিগণ
গাইছেন অন্যগান
বীরকীর্তি গেয় কার(ও) নয়।

এখন সকলেই গীতিকাব্যের চর্চায় মগ্ন। তাই

নিঃসঙ্গ বিহগ সম
গাইব আপন মনে
ডাকিয়া শুনাব আপনারে;
সার্থক হইবে শ্রম
এক জন(ও) শ্রোতা যদি
পাই এই ভারত মাঝারে।

চতুর্দশ সর্গ : মহম্মদ ঘোরীর তৃতীয় মন্ত্রণা। যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের অজেয় চিত্তে সংশয় দেখা দিয়েছে এবং হিন্দুরা পৃথ্বীরাজের শক্তিতে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সন্ধান পেয়েছে। মন্ত্রণায় অশ্বারোহী সৈন্যের বায়ুবেগ পরবর্তী যুদ্ধের প্রধান কৌশল হবে এ-কথা ঘোরী ঘোষণা করলেন এবং বললেন হিন্দুস্থানের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতিদের 'ভাই' বলে আহ্বান করলে তারা 'দলে দলে' এসে মুসলমান হবে। এ-প্রসঙ্গে পাদটীকায় কবির উক্তি ও উদ্ধৃতি মূল্যমান—

"মুসলমান তরবারির সাহায্যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস; কিন্তু হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর হীনাবস্থা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যই ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারের বিশিষ্ট কারণ হইয়াছিল। সূক্ষ্মদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ এ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন: The Mahommedan conquest of India came as

---

১৬০. ঐ, ২০৯

www.pathagar.com

salvation to the downtrodden, to the poor. That is why one fifth of cur people have become Mahommedans. It was not the sword that did it all. It would be the hight of madness to think it was all the work of sword and fire... The poor pariah is not allowed to pass through the same street as the high caste man, but if he changes his name to a hodgepodge English name it is all right; or to a Mahommedan name, it is all right. (*Swami Bibekanand's Works*, Mayabati Memorial Edition, Vol. III, p 652)."

"স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিতেন,---অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানী মানে ততক্ষণই ঘৃণিত। উহারা যেই মুসলমান হয়, অমনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলেন, 'সেলাম মিয়া সাহেব!' তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়" ('এডুকেশন গেজেট', ২২এ বৈশাখ, ১৩২৩)।

"The Musalman religion, with its doctrine that all men are equal in the sight of God, must necessarily have presented for greater attractions to the chandals and koches who were regarded as outcasts by the Hindus...The convert to Islam could not of course expect to rank with the higher class of Muhammadans, but he would escape from the degradation which Hinduism impose upon him; he would no longer be scrorned as a social leper; the mosque would be open to him: the Mullah would perform his religious ceremonies and when he died he would be accorded a decent burial. (*Census Report of Bengal*, 1901, part I, P 384)."

সুতরাং মহম্মদঘোরী 'ভেদনীতি' কৌশল অবলম্বন করে দিল্লী আজমীর অধিকারের সংকল্প করলেন।

বীর্য, ধর্ম মুসলিমে হবে পরীক্ষিত
পৌত্তলিক হিন্দু, সত্য ধর্মী মুসলমান
কেবা শ্রেষ্ঠ, সাক্ষী তার রবে হিন্দুস্থানে।

www.pathagar.com

কবির পাদটীকা : 'যদি কোন হিন্দু ইহাতে ব্যথিত হইবার কারণ পান তাহা হইলে নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিকের লিখিত হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের পরিণাম ফল তাঁহাকে আলোচনা করিতে বলি।' পরবর্তীকালে মুসলমানদের সঙ্গে রাজপুত, শিখ, মারাঠাদের দ্বন্দ্বের পরিণামে

> "As far as can now be estimated the advance of English power alone saved the Mughal Empire from passing to alone the Hindus" (Hunters's *Indian Empire*. p 328).

কবির মন্তব্য,

> "হিন্দুর কর্মফলে যাহা হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান-উভয়ের কর্মফলে যাহা হইয়াছে, কোন ভবিষ্যৎ কবি তাহা দেখাইবেন"।

কিন্তু ইতিপূর্বেই 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) রচনার মাধ্যমে কায়কোবাদ যে তা প্রদর্শনের প্রয়াস পেয়েছেন, সে কথা যোগীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

পঞ্চদশ সর্গে। 'তুঙ্গাচার্যের রাজনীতি চর্চা'। রাজগুরু স্বয়ং যুদ্ধকৌশল প্রণয়নে অংশ নিয়েছেন। তিনি হিন্দু অধঃপতনের মূল কারণ হিন্দু-বৌদ্ধ ও হিন্দু বর্ণাশ্রমে অসম্প্রীতি ব্যাখ্যা করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটি তুলনা উল্লেখযোগ্য :

> ......কি পার্থক্য হিন্দু মুসলমানে
> পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে,
> পশিলা অনলে; আর পরাজিত ঘোরী
> করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে

ষোড়শ সর্গে 'জয়চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা'। অপমানিত জয়চন্দ্র সংযুক্তার বৈধব্য কামনা করছেন। তুঙ্গাচার্য মুসলমানদের সহায়তায় পৃথ্বীরাজের পতন ঘটালে হিন্দু-জাতির যে ভয়াবহ পরিণাম উপস্থিত হবে তা সবিস্তারে বর্ণনা করা সত্ত্বেও জয়চন্দ্র অনমনীয় রইলেন।

সপ্তদশ সর্গে 'তুঙ্গাচার্যের অগস্ত্যদর্শন'। স্বপ্নে অগস্ত্যমুনী তুঙ্গাচার্যকে হিন্দু ভারতের নানা পাপ পঙ্কিল অবস্থা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণের অকথ্য অত্যাচার ইত্যাদি দেখিয়ে বললেন—

> ইন্দ্রিয়দৌবল্যে, গুপ্ত, ব্যক্ত ব্যভিচারে
> সারশূন্য হইয়াছে আর্যসুতগণ।

এবং বহু হিন্দু বীরের জীবনদানে 'প্রায়শ্চিত্ত' সাঙ্গ হলে তবে হিন্দু মুক্তি পাবে।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ সর্গ--'তরায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধ'। ঘোরী আবার যুদ্ধে আসছেন শুনে নগরবাসীরা প্রথম যুদ্ধে তাকে হত্যা না করার মূঢ়তা এবং সঙ্গে সঙ্গে এবার যুদ্ধে 'স্বরস্বতী তীরে 'পূত নদীনীরে' মৃত ঘোরীর 'অস্থিগুলি ধৌত' হলে যে তাঁর 'ম্লেচ্ছজন্ম' থেকে মুক্তি হবে এ-কথাও আলোচনা করছে।

প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ঘোরীকে মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে টড পৃথ্বীরাজকে arrogant বলেছিন, যোগীন্দ্রনাথ একে 'রাজপুত উদারতা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পক্ষান্তরে জনৈক ঐতিহাসিকের উক্তি—"১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্র পৃথ্বীরাজ একাকী মহারণে অগণিত মুসলমান বীরকে সমরশায়ী করিয়া জয়গর্বে দুরন্ত আততায়ীকে ছাড়িয়া দিলেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে, তাই কেন, সকল জাতির শাস্ত্রেই, কথিত আছে—আাতাতয়ীকে বিনাশ সাধন অবশ্য-কর্তব্য। 'আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেব বিচারন'। রাজনীতি জ্ঞানশূন্য বিজয়গর্বী পৃথ্বীরাজ এই কথা বিস্মৃত হইয়া কোটি কোটি নরনারীর আশ্রয়স্থল ও রক্ষাকর্তা হইয়াও তাহাদের সর্বনাশ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে শত্রুকে অবসর দিলেন। এই মহাপাপের উপযুক্ত শাস্তির সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইল।

কাব্যের অষ্টাদশ সর্গে, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরী কৌশলের আশ্রয় নিলেন। যুদ্ধারম্ভেই ঘোরী কিছুকাল যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব পাঠালেন এবং রাত্রে শিবিরে আলো জ্বালিয়ে রেখে অন্যপথে পৃথ্বীরাজ শিবিরের দিকে সৈন্যচালনা করলেন (*Jampu L. Hikayat* Elliot's *History of India* Vol II, p 290। প্রত্যূষে জাগরণ ক্লান্ত হিন্দু সৈন্য আকস্মিক মুসলিম আক্রমণে হতচকিত হলেও নেতৃত্বগুণে যখন পরাক্রমে দীপ্ত হল তখন ঘোরীর সৈন্য পলায়নের ভান শুরু করলো। যুদ্ধের বদলে এই লুকোচুরিতে হিন্দুসৈন্য যখন বিভ্রান্ত তখন অকস্মাৎ দ্বাদশ সহস্র ঘোরীর অশ্বারোহী তাদের মুহূর্তে বিধ্বস্ত করে ফেলল। কবি ঘোরীর বুদ্ধিমত্তায় ও রণকৌশলে চমৎকৃত হলেও পৃথ্বীরাজের পতনে ক্ষুব্ধ। এ-প্রসঙ্গে পাদটিকায় উদ্ধৃতি—

> "A vigorous charge by twelve thousand Musalman horsemen repeated the lesson given by Alexander, long ages before, and demonastrated the inability of a mob of Indian Militia to stand the onst of trained eavalry (V. Smith's *Early Histoy of India.* p 389).

কবি বলেছেন, পৃথ্বীরাজের পতনে যুদ্ধক্ষেত্রে যে হাহাকার উঠল 'আজও প্রতিধ্বনি তা'র উঠিতেছে দেশে দেশে, প্রতি হিন্দু হৃদয় মাঝারে'।

১৬১, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, ,হুগলী হাওড়ার ইহিহাস,' চ-স. তা, বি, ২২৯—৩০।

www.pathagar.com

ঊনবিংশ সর্গ—'সংযুক্তার চিতারোহণ' ও কাব্যের সমাপ্তি। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতান্তরের উল্লেখ করে "he was taken prisoner and they despatched him to hell"— মিনহাজের এই মতটিই কবি 'কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত' করেছেন।[১৬২] মৃত্যুকালে পৃথ্বীরাজের পাপমোচন প্রার্থনার অংশ—

"জ্ঞানকৃত দোষ আর না পড়ে স্মরণে
বহুপত্নীকতা বিনা ;"

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পিশাচী ও দাসী মারফৎ সংযুক্তার কানে এল। শ্মশানে এসে পরিচয় হল : পিশাচী হচ্ছে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 'দুই মহাবীর', 'আলহ, উদালের' মাতা।[১৬৩] সংযুক্তার প্রতি স্নেহবশতঃ সে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সংযুক্তার সহমরণ শয্যাচিতা প্রস্তুত করে রেখেছে। সংযুক্তার সখী 'চিতোরের পতি' সমর্ষির পত্নী পৃথা পিশাচীর কাছে স্বীয় স্বামীবার্তা জিজ্ঞাসা করলে পিশাচী পৃথাকে নিয়ে দ্রুত স্বরস্বতী তীরে চলল। শ্মশানে একাকী সংযুক্তা—তুঙ্গাচার্য এসে জানালেন পৃথ্বীরাজের শেষ ইচ্ছা সংযুক্তা যেন একাকী সহমরণে প্রবৃত্ত হন, 'পরলোকে' পৃথ্বীরাজ বহুপত্নীকত্বের পাপ রাখতে চান না। সংযুক্তা সহমরণের অনুমতি চাইলেন। তুঙ্গাচার্যের উক্তিতে কবি-চিত্তের দ্বন্দ্বই প্রকাশিত হয়েছে :

"আত্মহত্যা মহাপাপ ; সে পাপ আচারে।
দিতে অনুমতি চিত্ত হয় সঙ্কুচিত।
কিন্তু শাস্ত্র, সদাচার কহে রমণীর
সতীত্ব রক্ষণ শ্রেষ্ঠ সর্ব ধর্ম হ'তে।
আসিছে তুরুক..........

সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের চিতারোহণে তুঙ্গাচার্যের প্রার্থনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপের মৃত্যুতে উক্তির অনুরূপ—

যাও পৃথ্বীরাজ! যাও সংযুক্তা সুন্দরী।
সেই পুণ্যলোকে, যথা, নাহি পাপ, তাপ ;
নাহি জাতি ধর্মদ্বেষ, পররাজ্যলোভ ;
নিত্যানন্দ, নিত্যপ্রেম বিরাজে যেখানে।

তাদের পুনরাবির্ভাবে—ভারত সন্তান

লভে যেন, জাতি ধর্ম বর্ণ—নির্বিশেষে
সুখশান্তি···

১৬২. পৃ ৩৩৩–৪, পা, টী; দ্রষ্টব্য। 'উপক্রমণিকা'ও দ্রষ্টব্য
১৬৩. 'পৃথ্বীরাজ রাসোর' একটি দীর্ঘ উপকাহিনী, যোগীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

এবং সবশেষ 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পতি'র উদ্দেশ্যে তুঙ্গাচার্যের প্রার্থনা—

পতিত পাবন তুমি, করেছ উদ্ধার
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে
উদ্ধারিও কৃপাগুণে। হিন্দু নর, নারী
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে,
হিন্দুর দুর্গতিমূলে দুর্মতি হিন্দুর,
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দূর।

২

॥ ১ ॥

যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরবর্তী গ্রন্থ 'শিবাজী', 'ঐতিহাসিক মহাকাব্য'। কবির উক্তি অনুযায়ী *Paradise Lost*-এর পর *Paradise Regained*-এর মতই তাঁর 'পৃথ্বীরাজে হিন্দুজাতি পতনে'র পর 'শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান'। কাব্যের প্রস্তাবনায় কবি বলেছেন যে, 'পৃথিবীর কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরুষের 'চরিত্র' 'বিদ্বেষ্টা'দের হাতে কালিমালিপ্ত হয়ে থাকে; যেমন 'হজরত মহম্মদ' (সঃ)-কে 'প্রবঞ্চক impostor'[১৬৪] ও মহাবীর নেপোলিয়নকে 'অত্যাচারী tyrant' বলা হয়েছিল; সৌভাগ্যক্রমে' এ-ভুল ধারণা লুপ্ত হয়েছে এবং 'কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এক্ষণে, মহম্মদকে প্রবঞ্চক বলা সঙ্গত মনে করেন না'; আর অন্য দোষ থাকলেও নেপোলিয়ন অত্যাচারী ছিলেন না। "ইঁহাদিগের উভয়ের ন্যায় শিবাজীরও সম্বন্ধে একদেশদর্শিতার ও অবিচারের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসীগণের নিকট তিনি সর্ববিধ রাজগুণের আধার এবং যুগাবতার বলিয়া সমাদৃত হইলেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট তিনি পাপের প্রণোদক শয়তানের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পিত।"[১৬৫] সুতরাং কবি মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁকে, স্যার যদুনাথ সরকারের মন্তব্যের সাহায্যে, অপাংক্তেয় ঘোষণা করে শিবাজীর আদর্শ চরিত্র নির্মাণে ব্যাপৃত হয়েছেন।

॥ ২ ॥

শিবাজী চরিত্রের নবনির্মাণ শুরু করেন উগ্রপন্থী মারাঠী কংগ্রেসনেতা বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬—১৯২০)। তাঁর মারাঠী পত্রিকা 'কেশরী' (সিংহ)-তে

১৬৪. অন্যত্র বহুল পাদটিকার ব্যবহার থাকলেও কে 'হজরত মুহম্মদ' (দঃ)-কে imposter বলেছিলেন তার কোনো উল্লেখ গ্রন্থকার করেননি।

১৬৫. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'শিবাজী', "প্রস্তাবনা", পৃ /০,—/০।

www.pathagar.com

নানা প্রবন্ধ লিখে ও হিন্দু মেলার ন্যায়' স্কুল কলেজের ছাত্রদের শরীরচর্চার আখড়া স্থাপন করে তিলক মহারাষ্ট্রে এক নবীন আন্দোলন শুরু করেন এবং শিবাজীর সমাধি মেরামত ও 'শিবাজী উৎসব (১৮৯৫) প্রচলনের মাধ্যমে মারাঠী জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টা করেন।[১৬৬] His object was to stimulate history to 'mlecchas' (foreigners), Muhammadan and British.'[১৬৭] ১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও বোম্বেতে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের পর তিলক সরকার বিরোধী আন্দোলনের যথার্থ সুযোগ খুঁজে পান। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন 'কেশরী'তে তিনি দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একটিতে তিনি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মহারাষ্ট্রীয়দের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে শিবাজী দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গ করে উঠে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'স্বরাজের' দুর্দশা দেখে আতঙ্কিত (horrified) হয়ে উঠেছেন; যে বণিক ইংরাজদের তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন তারাই আজ তাঁর দেশের এই দুরবস্থার কারণ।[১৬৮] অন্য প্রবন্ধটিতে তিনি শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁকে হত্যা করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে মহৎ ব্যক্তিরা সাধারণ নীতিধর্মের অনেক উর্ধ্বে ; আফজল খাঁকে হত্যা করে শিবাজী কোন পাপ করেন নি—

> "for the good of others. If thieves enter our home and we have not sufficieut strength to drive them out, we should, without hesitation, shut them up and burn alive God has not conferred on mlecchas the grant inscribed on copper plate of the kingdom of Hindostan .. Do not eircumscribe on your vision like a frog in a well. Get out of the penal Code, enter into the extremely high atmosphere of the Bhagwat Gita, nad then consider the actions of great men.

প্রবন্ধ দু'টির জন্য বন্দী তিলক বিচারে আঠারো মাস কারাদণ্ড লাভ করেন। "বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তিলকের মোকদ্দমার সাহায্যকল্পে জনসাধারনের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া পুণায় পাঠাইয়াছিলেন।"

১৬৬. H.H Dodwell, (ed), *The Cambridge History of India*, Vol. VI, Cambridge 1932, p 530.

১৬৭. *ibid.*

১৬৮. *ibid.*

১৬৯. quoted in *ibid* p. 550.

www.pathagar.com

এবং এ-উপলক্ষে, "সিডিশন বিল পাশ হইবার পূর্বদিন টৌনহলের জনসভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন"[১৭০] ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন।

> "For Mr. Tilak my heart is full of syn pathy. My feeling go forth to him in his Prison house. A nation is in tears."

বস্তুত তিলকের অনুপ্রেরণা বাংলাদেশেই সর্বাধিক আলোড়নের সূচনা করে এবং ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রথমে বাংলাদেশে ও পরে সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিলকের শিবাজী উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীকালে লেখা তাঁর সুপরিচিত শিবাজী উৎসব' কবিতা ছাড়াও 'কথা ও কাহিনী'র 'প্রতিনিধি' (৬ই কার্তিক ১৩০৪) ; 'বন্দীবীর', 'মানী', 'প্রার্থনাতীত দান', 'শেষ শিক্ষা', 'হোরিখেলা' 'বিচারক' (১৩০৬) ; ইত্যাদি মারাঠা ও শিখ জাগরণ বিষয়ক কবিতা রচনা, করেন।[১৭২] ইতোপূর্বে 'হিতবাদী' সম্পাদক মারাঠী শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর শিবাজী সম্বন্ধে 'সাহিত্যে' কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১৭৩] সখরাম দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র ছিলেন এবং যোগীন্দ্রনাথকে তিনিই প্রত্যক্ষভাবে মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে উৎসুক করে তোলেন।[১৭৪]

এর অল্পকালের মধ্যেই যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন[১৭৫] ও নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে তা প্রকাশ করতে থাকেন এবং কিছুকাল পরে কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রথমে 'তুকারাম চরিত'[১৭৬] ও পরে 'শিবাজী' (১৩২৫) কাব্য প্রকাশ করেন। এর পর স্যার যদুনাথের

---

১৭০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, দ্বি,-স, কলিকাতা ২৩৫৬, পৃ ৩৪৬।

১৭১. Dodwell, *op, cit.* p. 551.

১৭২. বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৭৩. সখারাম গণেশ দেউস্করের "ছত্রপতি শিবাজী" 'সাহিত্য', চতুর্থ বর্ষ, ১৩০০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (পৃ ১৮২, ৩৬৯) ; ভাদ্র সংখ্যায় "শিবাজীর মহত্ত্ব" নামে তিনি আর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখেন (পৃ ৩৭৬)।

১৭৪. যোগীন্দ্রনাথ বসু, ।৵৹-।৶৹

১৭৫. ১৯০৪ সাল থেকে স্যার যদুনাথ আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। See Jadunath Sarkar, *History of Aurangazib*, Vol. V,1924, 496 ; ১৯১২ সালে প্রথম দু'খণ্ড গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হয়। See *ibid*, Vol. 2nd edn, 1926, p XVIII.

১৭৬. দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৪। প্রথম সংস্করণের তারিখ এ-গ্রন্থে নেই।

www.pathagar.com

Shivaji and his times প্রকাশিত হয় এবং এ-গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণও প্রকাশ করা হয়। এর অনেক পরে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৬, ৭, ও ৮ই চৈত্র স্যার যদুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালারূপে[১৭৭] যথাক্রমে 'মারাঠা জাতির অভ্যুদয়', 'শিবাজী' ও 'শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা' এই তিনটি বক্তৃতা দেন।[১৭৮]

॥ ৩ ॥

শিবাজীর ইতিহাস নির্মাণ-প্রয়াসের এই বিপুল আয়োজন ও এর অনিবার্য ফল মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার তৎকালেই মুসলিম-মানসে বিস্ময় ও প্রশ্নের সঞ্চার করেছিল। যোগীন্দ্রনাথের কাব্য প্রকাশের দু'বছর আগে ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'আল এসলাম' পত্রিকায় "এসলামাবাদী" মূল পারসী তথ্যনির্ভর, ক্রমশঃ প্রকাশ্য, আওরঙ্গজেব-এর ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন।[১৭৯] আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সকল অভিযোগ খণ্ডন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[১৮০] উক্ত বর্ষের 'আল এসলামে' নরেন্দ্রনাথ লাহা লিখিত "ভারতীয় মুসলমান রাজগণের সাহিত্যসেবা ও শিক্ষা বিস্তার" প্রবন্ধটি 'গৃহস্থ' থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হয়; অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এ-আলোচনার আওরঙ্গজেব প্রসঙ্গ মুদ্রিত হয়।[১৮১]

১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'আল এসলামে' শেখ হবিবর রহমান 'আলমগীর' উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয়।[১৮২] ১৩২৪ সালের পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে এবরাহিম খাঁ-এর "আওরঙ্গজেব" প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে ফাল্গুন সংখ্যায় হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র প্রতিবাদ করেন; এই 'প্রতিবাদের প্রতিবাদ' করেন 'বেগম সৌদামিনী

---

১৭৭. অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালারূপে রচিত চারুচন্দ্র দত্তের 'রামদাস ও শিবাজী' গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ সালে প্রকাশ করেন।

১৭৮. 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, কলিকাতা ১৩৪৩ পৃ ১—২২।

১৭৯. অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৩ ও ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম কিস্তি মুদ্রিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। পঞ্চম কিস্তিতেই প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে।

১৮০. 'আল এসলাম', দ্বিতীয় ভাগ, অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৩, পৃ ৪৭৮

১৮১. 'ঐ', পৃ ৪৮৭—৪৯০।

১৮২. বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ ২১-২৮) প্রথম. দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃ ১৭৮—১৯৫) অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

বাতুন';—ভারতবর্ষে উপেক্ষিত হওয়ায় প্রবন্ধটি 'আল এসলামে' ১১২৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[১৮৩] যোগীন্দ্রনাথ বসুর পাদটীকা-শোভিত কাব্যে এ-সব সমকালীন তথ্যের অথবা ওগুলো ব্যবহারের কোন উল্লেখ নেই।

॥ ৪ ॥

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বাংলা ও মারাঠাদেশের এই অভূতপূর্ব সংযোগে বিস্মিত হয়েছেন--

> "Endeavours were even made to introduce into Bengal, the very province which in Per-British days had been scourged by Maratha raids, the singularly inaprpopriate cult of Shivaji"[১৮৪]

যদুনাথ সরকার যেন কৈফিয়তের আকারে তাঁর পূর্বোক্ত প্রথম বক্তৃতায় বলেন:

> "অথচ বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তেমন অন্য কোন দুই প্রদেশের মধ্যে হয় নাই। নবাবী আমলে বর্গীয় হাঙ্গামা ঝড়ের মত বাঙ্গলার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল ও চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মতিলাল ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, বা বঙ্গীয় শিক্ষিত জনমতের উপর গোখলের রাজত্ব না ধরিয়া, এখানে সাহিত্য ক্ষেত্রে দুই জাতির সমন্বয় একটু ভাবিয়া দেখুন।
>
> "রাজপুতনার পরই মহারাষ্ট্র ইতিহাস বাঙ্গালা সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রমেশ দত্ত রাজপুত জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠা জীবন প্রভাতের কিরণ দেখিয়া উৎফুল্ল হন। ...সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ সাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্রের দক্ষিণপ্রান্তে কারওয়ার বন্দরে সেই "তোমায় চিনি ওগো বিদেশিনী"কে দেখিয়াছিলেন, গুজরাতের আহমদাবাদের শাহী-বাগের পুরাতন প্রাসাদে ক্ষুধিত পাষাণের মধ্যে অতীতের জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া "সব ঝুটা হ্যায়" এই সত্য বুঝিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন একটি মারাঠা রাজ্যেই অবশেষ হয়। আর বঙ্কিমের অনুবাদক ও অনুকারি-গণ মারাঠা সাহিত্যে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে।"[১৮৫]

---

১৮৩. পৃ ২১৪—২২৩।

১৮৪. *Cambridge History of India*, Vol VI, p 551.

১৮৫. বা—প—প, ১৩৪৩ পৃ ১—২

শিবাজী ও মারাঠাদের সম্বন্ধে তৎকালীন এই রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ঔৎসুক্যের প্লাবনেই যোগীন্দ্রনাথ বসু 'শিবাজী' কাব্য রচনার প্রেরণা খুঁজে পান। প্যারাসনিস এবং সরকার ছিলেন তাঁর প্রধান তথ্য-উৎস। খাফি খাঁ-নির্ভর বলে ডাফের বর্ণনা [১৮৬] তিনি উপেক্ষা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ শিবাজী চরিত্রের নবনির্মাণের পদ্ধতির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, যদুনাথ সরকার তিলকের অনুরূপ উগ্রপন্থী আদৌ ছিলেন না এবং তাঁর ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাও সর্বজনবিদিত। তাই তাঁকেও কিছুটা আবেগাকুল রূপে দেখাটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়োদ্রেকী। খাফি খাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> 'Khafi Khan's History a gossipy and unreliable work which enjoys an undeserveb reputation among European scholars on account of its pleasnnt style and arrangments and freedom from the dryness of treatment characteristic of most Persian annals"[১৮৭]

কিনকেড ও প্যারাসনিস খাফি খাঁর বর্ণনা অগ্রাহ্য ঘোষণা করেছেন একারণে যে, খাফি খাঁ শিবাজী প্রসঙ্গে সর্বদাই 'the vile infidel' 'that hell dog' ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।[১৮৮] অথচ অন্যদিকে Elliot-এর উক্তি: এ গ্রন্থটিই হচ্ছে "One of the best and most impartial Histories of Modern India".[১৮৯] এবং খাফি খাঁ সর্বদা শিবাজীকে কটূক্তি করেন নি; এমনকি আফজাল খাঁ হত্যার দৃশ্যেও শিবাজীকে 'শয়তানের বাচচা'—জাতীয় কোন সম্বোধন নেই।[১৯০] বরং শিবাজী চরিত্রের গুণাবলীর যে বর্ণনা খাফি খাঁতে আছে—তাঁর রাজ্যশাসন ও

---

১৮৬. James Cuninghame Grant Duff, *A History of the Mahrattas*, revised and enlareged edn. with an introduction by Edward, S.M., in two vols, Oxford University press, London, 1921.

১৮৭. *The Modern Review*, 1907, p 200.

১৮৮. C.A. Kincaid & Rao Bahadur D. B. Parasnis, *A History of the Maratha people*, Vol. I, Humphray Millard, Bombay 1918, p 164

১৮৯. Sir H.M. Elliot, and John Dowson, *The History of India*, as told by its own Historian, The Muhammadan Period, Vol. VII, Trubner and Co. London 1877, p 207 (*Munta khabu-l-Luba'b* by Muhammad Hashim, Khafi Khan).

১৯০. See Khafi Khan. *Muntakhabu-l-luba'b*, Elliot & Dowson, *op. cit.* p 258-61.

www.pathagar.com

স্বধর্মনিষ্ঠা[১৯১]—তার অতিরিক্ত কথা, ভক্তি-আতিশয্য বাদ দিলে, পরবর্তী গবেষক-গণও উপস্থিত করতে পারেন নি।[১৯২] যদুনাথ সরকার অবশ্য মারাঠা চরিত্রের শঠতার কথা বারংবার বলেছেন:

> "মারাঠা সরদারদের হাত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য আহমদনগরের সুলতান এবং মুঘল বাদশার স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাগিল শাহজীর শ্বশুর, শাহজীর খুড়া, প্রভৃতি এবং পরে স্বয়ং শাহজী একবার এপক্ষে যোগ দেন, আর বেশী জাগীর ও টাকার প্রলোভনে ওপক্ষে সৈন্য দল লইয়া পার হন। এইরূপকাজ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালময় চলিয়াছে।"[১৯৩]
> "শাহজী কর্তৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্টা তো হয়ই নাই, বরং তিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ লুট ও ভাগাভাগি কাজে সুলতানদের অন্যান্য কর্মচারিগণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন।"[১৯৪]

শিবাজীর সফলতার মূলেও এই শঠতার অভাব ছিল না। শিবাজী—

> "প্রবল পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমন করিতে অথবা সময় বুঝিয়া মৈত্রী করিতে, দ্বিধা বোধ করেন নাই। কোন ভুলের চা'ল চালেন নাই।... ভারতে এরূপ চিরসফল সুবিধাবাদী **unfailing opportunist** আর দেখা যায় নাই।"[১৯৫]

এবং "শিবাজীর মৃত্যুর বিশ বছরের মধ্যেই তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল।"[১৯৬] "সর্ব্বশেষ ১৫ বৎসর ধরিয়া মারাঠা ইতিহাস, পোশোয়ার পক্ষে তীব্র বিষসম এবং আমাদের পক্ষে অসীম লজ্জার শোকের বিষয়।"[১৯৭]

এতৎসত্ত্বেও, আওরঙ্গজেব চরিত্রের মহত্ত্বের পাশাপাশি তার দুর্বলতার কথা যত উচ্চস্বরে স্যার যদুনাথ ঘোষণা করেছে[১৯৮] ততখানি স্পষ্টকণ্ঠে শিবাজীর প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেন নি।

---

১৯১. *ibid,* p 305

১৯২. দ্রষ্টব্য, যদুনাথ সরকার, 'শিবাজী' এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, তা, বি, পৃ ২৬০; *Modern Review* 1907 p 150, 411; J. N. Sarkar, *Shivaji and his Times,* Calcutta 1919, p 474

১৯৩. সা-প-প, ১৩৪৩, পৃ ৩

১৯৪. 'ঐ', পৃ ৭

১৯৫. 'ঐ', পৃ ১১, ১৪

১৯৬. 'ঐ', পৃ ১৯

১৯৭. 'ঐ', পৃ ২২

১৯৮. Jadunath Sarker, *History of Aurangzib.* Vol I & II, p XII-XIV; Vol. V. Chapter 63.

www.pathagar.com

প্রসঙ্গতঃ শিবাজী চরিত্র সম্বন্ধে ডাফের উক্তি স্মরণীয় :

> Shivajee was patient and deliberate in his Plans, ardent, resolute and preservering in the execution; but, even in viewing the favourable side, duplicity and meanness are so much intermixed with his schemes and so conspieuous in his actions that the offensive parts of a worse character might be passed over with less disgust. Superstition, cruelty, and treachery are not only justly alleged against him but he always preferred deceit to open force when both were in his power."[১৯৯]

অথচ পিতৃ-চরিত্র ও সামগ্রিকভাবে মারাঠা চরিত্রের নানা দুর্বলতাবশতঃ শিবাজীর ঐতিহ্যহীনতা ও অপদার্থ পুত্র ও অন্যান্যদের চরিত্রদোষে উত্তরসুরী হীনতার[২০০] কথা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেও স্যার যদুনাথ শিবাজী চরিত্রে এ-সবের কোন প্রভাব বা ছায়া লক্ষ্য করেন নি।[২০১] শিবাজীকে এই অকলঙ্করূপে, হিন্দু-জাগরণের আদর্শ নায়করূপে প্রতিষ্ঠার এবং একটি স্বভাব-বর্গী, লুণ্ঠনপ্রিয় জাতিকে জাগরণের প্রেরণা হিসেবে কল্পনা করার তৎক্ষণিক উদ্দেশ্য তিলকের ভাষাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছিল; যোগীন্দ্রনাথ বসু কাব্য-প্রেরণার সঙ্গে এই চেতনাকে অধিকতর আবেগ-ভক্তি-বিহ্বলতা-মণ্ডিত করে প্রকাশ করেন। যোগীন্দ্রনাথ শিবাজীর ভবানী-ভক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "তাঁহার বাহুবল কি ধর্ম বল তাঁহার কৃতকার্যতার কারণ, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের তাহা বিচারযোগ্য।" এ-ক্ষেত্রে স্যার যদুনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তিই পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে—

> "শিবাজী এমন কোন ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দু-সমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও সফল হইবার নহে।...ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যতঃ ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া...শতদীর্ণ

---

১৯৯. Duff, *op. cit*, p 229.
২০০. যদুনাথ সরকার, 'শিবাজী', পৃ ১১, ২৫০—২৫৯
২০১. 'ঐ', পৃ ২৫৯, ২৬০, 'সা-প-প,' ১৩৪৩, পৃ ৭

www.pathagar.com

ধর্মসমাজের স্বরাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোন মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহা বিধাতার বিধানসঙ্গত হইতে পারে না।”[২০২]

॥ ৫ ॥

বর্তমান আলোচনার আলোকে “শিবাজী” কাব্য বিচার শুরু করলে কবির কল্পনার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

‘প্রস্তাবনায়’ কবি পুনর্বার বলেছেন, “পৃথ্বীরাজের ন্যায় এই মহাকাব্যেও, জাতিধর্ম নিরপেক্ষ হইয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। ব্যক্তি বিশেষের মুখে এক দিকে ‘কাফের’ এবং অপর দিকে ‘ম্লেচ্ছ’ শব্দের প্রয়োগ পাত্রোচিত বা কালোচিত বলিয়া গণনা করিলে হিন্দু, মুসলমান কাহারও বিরক্তির কারণ থাকিবে না। যদি কোথাও নিন্দা বা দোষরোপ থাকে, তবে তাহা জাতির বা ধর্মের নহে, ব্যক্তি-বিশেষের আচরণের জন্যই আছে। ‘এবং উভয় জাতির সম্বন্ধে’ কবির অভিমত—

“পাপে ধ্বংস, পুণ্যে স্থিতি, বিধি বিধাতার;
করে পাপ হিন্দু, নাহি পাবে অব্যাহতি;
করে পাপ মুসলমান, না পাবে নিস্তার।”

কবি তাঁর আপন উদ্দেশ্যের কাছে পরিপূর্ণরূপে সাধু। সমকালীন যুগের জাগরণের আদর্শ হিসেবে শিবাজীকে প্রতিষ্ঠার সাধ্যায়ত্ত প্রয়াসে তিনি অশ্রান্ত থেকেছেন এবং বলা বাহুল্য, সে কারণেই, বারংবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কাব্য রচনাকালে হিন্দু, মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিবাজী চরিত্রের নব নির্মাণে ভক্তির আতিশয্য তাঁর সদুদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। কাব্য শুরু হবার আগে ‘গ্রন্থাভাসে’ দৈববাণী—

“নিয়ন্তা বিশ্বের
সত্যধর্ম ভ্রষ্ট, হিংসা দ্বেষে জর্জরিত
নিরখিয়া হিন্দুগণে, পাঠাইলা হেথা,
শাস্তারূপে মুসলমানে। কার্য তার শেষ
সমাপ্ত বিধ্বংস; এবে সৃষ্টি প্রয়োজন
তাই, নিজ কর্ম ফলে, মুসলমান এবে
হবে অপসৃত; নব অভিনেতৃদল
প্রবেশিবে রঙ্গমঞ্চে।”

---

২০২. যদুনাথ সরকার, ‘পূর্বোক্ত,’ পৃ ২৫৩—৪, উদ্ধৃত

www.pathagar.com

প্রথম-সর্গে শিবাজী দিল্লী এবং বিজাপুরের দ্বৈত শাসনে দুর্দশাগ্রস্ত মহারাষ্ট্রের কৃষকদের রক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দ্বিতীয়-সর্গে সাধু সংকীর্তনের আসরে রামদাস, তুকারাম ও শিবাজী; বিজাপুর সৈন্য আগমনের সংবাদে রামদাস কর্তৃক কোপ প্রকাশ ও শিবাজীর শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। তুকারামের সঙ্গে কথোপকথনে, রামদাসের উক্তিতে, নবীন সেনের ত্রয়ীকাব্যের মূল বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে: শিবাজীর বীরত্ব, রামদাসের জ্ঞান ও তুকারামের প্রেম 'তিন হলে সম্মিলিত মহাকার্য' সাধিত হবে। রামদাসের অভিমত: বিজাপুর গোলকুণ্ডার মতই 'পাপে পূর্ণ ম্লেচ্ছ রাজ্য'; 'পিতৃদ্রোহ, মাতৃহত্যা, বিলাসব্যসনে জর্জরিত'। 'হিন্দুর উত্থানে'র এই 'অনুকূল কাল'; 'বাহুবলে'র সঙ্গে 'ধর্মবল' যোগ করে এখন 'অসাধ্য সাধন' করতে হবে।

তৃতীয়-সর্গে শাহজী শিবাজীর দস্যু প্রকৃতির জন্য দাদাজীকে অনুযোগ করলে শিবাজী বললেন যে, মারাঠা জাতির দুর্দশা প্রতিকারের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন, দস্যুবৃত্তি তিনি গ্রহণ করেন নি।[২০১] অতঃপর শিবাজী কতৃক বিজাপুরের শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান শাসকের অত্যাচারের বিস্তৃত বর্ণনা এবং তর্কে পরাজিত শাহজীর পুত্রকে আশীর্বাদ। পাদটীকায় সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রবন্ধের উদ্ধৃতিতে শাহজীর চরিত্রের মহত্ত ও তাঁর স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনার কথা বলা হয়েছে। যদুনাথ সরকার এ-গল্প ভ্রান্ত মনে করেছেন; শাহজীর চরিত্রহীনতা ও শঠতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই তাঁর মত উদ্ধৃত হয়েছে।

চতুর্থ-সর্গে শিবাজীর ইন্দ্রিয় বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। বন্দী 'যবনাধিপ" মৌলানা আহমদের পুত্রবধূকে 'মা' সম্বোধন করে শিবাজী সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে তাকে মুক্তি দিলেন। ফারসী তথ্য-নির্ভর যদুনাথের বর্ণনা অবলম্বনে এই সর্গটি লিখিত।

পঞ্চম-সর্গে শিবাজীর আচরণে রুষ্ট বিজাপুর সুলতান শাহজীকে পুত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দাবী করলে শাহজী নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। সুলতান তাকে বন্দী করে মুক্তি-পণ হিসাবে শিবাজীকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিলেন।

ষষ্ঠ-সর্গে শিবাজী নিজের অপরাধের জন্য 'নিরপরাধ পিতা' শাস্তি ভোগ করবেন ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য

---

২০১. প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য: 'Shivaji become the leader of a band of lawless youths ready to follow him in any raid whether against the wild beast of their native hills or the Mohammedan doweller in the plane,' L. J. Trotter, *History of India*, London, n. d. p. 137

www.pathagar.com

উপায় অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কেননা, মুসলমানের সঙ্গে সন্ধি করলেও মুসলমান তার 'গোহত্যা, প্রতিমাধ্বংস'—স্বভাব ত্যাগ করিবে না। তাছাড়া, 'বন্দী পূজ্যপিতৃদেব', 'বন্দী মাতৃভূমি... যবনের করে।' শিবাজীর পিতৃউদ্ধার কাব্যে উহ্য।

অষ্টম-সর্গে 'ইন্দ্রায়নী তীরে' 'সঙ্কীর্তন রসমগ্ন' তুকারাম। তিনি শিবাজীর সভায় যেতে অসম্মত হওয়ায় তাঁর সঙ্কীর্তন শুনতে ছদ্মবেশে শিবাজী আগমন করলেন। শিবাজীর মাতা জিজাবাই পুত্রের মতি বদলের জন্য প্রার্থনা করলে তুকারাম শিবাজীকে তাঁর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন।[১০৪]

নবম-সর্গে প্রতাপগড়ে শিবাজীর দেবী পূজা।

দশম-সর্গে শিবাজীর পত্নী সখীবাইয়ের মৃত্যু। মৃত্যু দৃশ্য ভৌতিক।

একাদশ সর্গে শিবাজী কর্তৃক 'আত্মরক্ষার্থে' আফজল খাঁকে হত্যা। কবি 'হিন্দু মুসলমানে'র 'বীরধর্মের' পার্থক্য প্রদর্শন করে শিবাজীর ঔদার্য প্রতিপন্ন করার জন্য শিবাজীর 'আফজুল বুরুজ' নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন স্পষ্টত: স্বীয় কীর্তি-ঘোষণার উদ্দেশ্যে শিবাজী কর্তৃক নির্মিত এই-স্তম্ভের প্যারাসনিস-কৃত ব্যাখ্যা কবি ব্যবহার করেছেন।

দ্বাদশ-সর্গে শিবাজী হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধের পরিণাম চিন্তায় বিমর্ষ, রাম দাস তাঁর সংশয় নিরসনের জন্য বললেন—

শার্দুলের সনে আছে মানবের
যে প্রভেদ, বল তুমি আছে কি তা এবে
মোগল মারাঠা মাঝে।

মোগল সৈন্যেরা 'বেতনের তরে' 'রক্তদান' করে 'কিন্তু মারাঠা সৈনিক দেশধর্মরক্ষা তরে প্রবৃত্ত সমরে'।

ত্রয়োদশ-সর্গে আরংজীবের গোঁড়ামির বিস্তৃত বর্ণনা ও তাঁর হিন্দু ধ্বংসের সংকল্প গ্রহণ এবং দূতমুখে পাশাপাশি শিবাজীর 'পুণ্য' চরিত্র ব্যাখ্যা।

চতুর্দশ সর্গে সন্ধির জন্য শিবাজীর আগ্রা গমন। শিবাজীর বিশ্বাস—

বটে আরংজীব
পাপাচারী, কিন্তু তার না হবে সাহস
বন্দী করিবারে মোরে; .. (২৩৩)

পঞ্চদশ-সর্গে আগ্রা দুর্গে অবরুদ্ধ 'রোগজীর্ণ কলেবর' শাজাহান ও তার কন্যা জাহানারা। জাহানারা শিবাজীকে মারাঠা দস্যু বলে উল্লেখ করে 'বন্দী'

---

১০৪. যোগীন্দ্রনাথ বসু, 'তুকারাম চরিত্র' পৃ ৮১–৩, এই ঘটনাই বিবৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

অবস্থায় তার আগ্রা আগমনের কথা বললে শাজাহান বললেন "সে তো দস্যু নয় তেজস্বী কৌশলী বীর।" পরে আরংজীব এলে শাজাহান শিষ্ট ব্যবহারে শিবাজীকে বশ করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আরংজীব বললেন

মিত্রতা কাফের সনে।...
ফল হবে তার
প্রেতপূজা, অনুবাদ ভূতের কাহিনী।

আরংজীব শাজাহানের অবস্থা জানতে চাইলে পিতাপুত্রের প্রবল বাকবিতণ্ডা হল। শাজাহান অভিশাপ দিলেন শিবাজীই আরংজীবের 'কাল' হবে। এই সর্গের ঘটনা যদুনাথ সরকারের বর্ণনানুগ।[২০৫]

ষোড়শ-সর্গে শিবাজীর বন্দীত্ব। নাগরিকদের কথোপকথনে হিন্দু মুসলমানের শক্তি তুলনা, ভবানী কর্তৃক শিবাজীকে অভয় দান।

সপ্তদশ-সর্গে পীড়ার ভাণ করে শিবাজীর পলায়ন ও আরংজীবের ক্রোধ। বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শিবাজী তীর্থদর্শনে ব্যস্ত, তাঁর মাতা জিজাবাই রাজ্য-রক্ষা করেছেন; অথচ আরংজীব নিরুপায়।

অষ্টাদশ-সর্গে শিবাজীর বিজীত রাজ্য পুনরুদ্ধার। আরংজীব বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করলে প্রত্যুত্তরে শিবাজী কর্তৃক সুরাটবন্দর লুণ্ঠন। সালহের যুদ্ধে মোগল পক্ষের পরাজয় হলে মোগলসেনাদের প্রতি শিবাজী সদয় ব্যবহার করলেন।

ঊনবিংশ সর্গে শিবাজীর 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ ও অভিষেক।

বিংশ সর্গে শিবাজীর রাজ্য শাসন: পুত্র সম্ভুজীর দুর্ব্যবহারে ক্ষোভ; রোগশয্যা গ্রহণ ও মৃত্যু। রাজ্য শাসন প্রসঙ্গে শিবাজীর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষের সমব্যবহার এবং স্বধর্মপ্রীতি ও জ্ঞানী-গুণী প্রতিপালনের কথা বলা হয়েছে। শিবাজীর মৃত্যুতে রামদাসের কণ্ঠে কবি বললেন—

"ধন্য জন্ম তব
সাধিয়াছে মহাকার্য, দেখায়েছ তুমি
লুপ্ত বীর্য নহে হিন্দু, লাঞ্ছনা পীড়ন,
বহু শতবর্ষ ব্যাপী, করে নাই তার
শক্তিলোপ মহারাজ্য স্থাপনে, রক্ষণে।
পালি হিন্দু মুসলমানে বুঝায়েছ তুমি

২০৫. Jadunath Sarkar, *History of Aurangzeb*, Vol. III, 3rd edn. 1928, ch XXX, p 122-145.

www.pathagar.com

স্বধর্মানুরাগ নহে পরধর্মদ্বেষ
ছিলে রাজা কিন্তু দীন; সংসার সন্ন্যাসী
কর্মী কর্মফলত্যাগী। কুলিশ কঠোর
কুসুম কোমল; যুগ অবতাররূপী।
... ...
জাগিবে তোমার নামে সুপ্ত হিন্দু জাতি।" (৩১৬-৮)

সুতরাং স্পষ্টতঃই কবি শিবাজীর চরিত্রে মহত্ত্ব সম্পাদনের জন্য স্বীয় প্রচারিত আদর্শ—হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি—বজায় রাখতে পারেন নি। বিশেষতঃ আরংজীব চরিত্রকে শুধুমাত্র গোঁড়া ও পাষণ্ড হিসেবে উপস্থিত করা, তাঁর মহত্ত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত না করা এবং পক্ষান্তরে শিবাজীকে সর্বদোষ মুক্ত পুণ্যবান মহৎরূপে উপস্থিত করার সরলচিত্ত প্রয়াস কবির চিন্তাদৌর্বল্যের স্পষ্ট প্রমাণ। যোগীন্দ্রনাথ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুশয্যায় তাঁর 'বহু পত্নীকতা' একটি দোষ বলে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু শিবাজী প্রসঙ্গে সেটুকুও তিনি বর্জন করেছেন। অথচ এ-প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথের উক্তি—

> "...he (Shivaji) did not rise above the ideas and usage of his age which allowed a plurality of wives and the keeping of concubines even among the priestly caste, not to speak of warriors and kings.[২০৬]

৩

যোগীন্দ্রনাথ বসুর কাব্যের সমকালীন সমাদর উল্লেখযোগ্য। 'পৃথ্বীরাজ কাব্য' প্রকাশের পর বৎসরই '২৫শে মার্চ রবিবার অপরাহ্নে, কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে' 'যুগের গৌরব' নামে যোগীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়; কলকাতার প্রায় সকল প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণী এক সভার উদ্যোক্তা ছিলেন।[২০৭] সভায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন "পৃথ্বীরাজ প্রণেতা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে আসন পাইবার যোগ্য।" সভাপতি কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র কবিকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করতে যেয়ে বলেন "পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য নব যুগের গৌরবকেতন,"। ১৩২৪ সালের বৈশাখী সংখ্যা 'মালঞ্চে' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এই সভার বিস্তৃত বর্ণনা লেখেন তাঁর 'কবির সম্বর্ধনা' প্রবন্ধে। প্রসঙ্গত: কালীপ্রসন্ন মন্তব্য করেন, "তাঁহার

---

২০৬. Jadhunath Sarkar, *Shivaji and his Times*. p 490.
২০৭. "পৃথ্বীরাজ" কাব্যের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

(যোগীন্দ্রনাথ) অক্লান্ত লেখনী সহস্র পথে মাতৃ ভাষার সেবা করিয়াছে, কিন্তু একদিনের জন্যও কাহাকে বিদ্ধ বা ব্যথিত করে নাই।"

'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'নব্যভারত', 'প্রবাসী', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'বঙ্গবাসী', 'বেঙ্গলী', 'সাহিত্য সংহিতা ও 'কায়স্থ পত্রিকায়' পৃথ্বীরাজের প্রশংসা করা হয়। যেমন—

"ইহা বর্তমানে কালোপযোগী এক সম্মোহন মন্ত্র।...স্বদেশপ্রেমময়, স্বাত্ত্বিক-তাপূর্ণ এরূপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই।" (নব্যভারত)

"পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদ ঘোরী, প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র-চিত্রণ কবি নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছেন।" (প্রবাসী)

"ঐতিহাসিক টীকা টিপ্পনীর এত বন্ধনের মধ্যেও তাঁহার রসভঙ্গ ঘটে নাই।" (হিতবাদী)

"পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য জাতীয় জীবনের ইতিহাস। মহাকাব্যের এমন বিষয় আর নাই। মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহার পৌরাণিক কাহিনী; তাহার সঙ্গে মানবজীবনের বাস্তব সম্পর্ক নাই। কিন্তু পৃথ্বীরাজ আমাদেরই একজন তাহার পতন আমাদের জাতীয় পতনের ইতিহাস।" (সঞ্জীবনী)

"এতদিন পরে প্রকৃত মহাকাব্য পাইলাম।" (বঙ্গবাসী)

"The book deserves to de ranked with the master piecces of our literature." (*Bengali*)

"আমাদের বিশ্বাস এই মহাকাব্যের আদর হইবে; যদি না হয় তাহা হইলে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক কাব্যামৃত রসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন।" (সাহিত্য সংহিতা)

"কবি স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায়, আত্মহারা হইয়া, উচ্চভাবপূর্ণ যে সঙ্গীত গাহিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অন্তঃস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করাইবে; আত্মমর্যাদায় উদ্বোধিত করিয়া তুলিবে।...উৎকট কাব্য ও কবিতার যুগে এরূপ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়া বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।" (কায়স্থ পত্রিকা)

এ-ছাড়া 'বঙ্গীয় নবম সাহিত্য সম্মিলনে'র সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, 'বঙ্গীয় দশম সাহিত্য সম্মিলনে'র সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অম্বিকাচরণ মজুমদার, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, যদুনাথ মজুমদার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও এ-কাব্যের প্রশংসাপত্র রচনা করেন।

www.pathagar.com

'শিবাজী' কাব্য যুগের উদ্দীপ্ত উত্তেজনার অভিনন্দন আরো বেশী পরিমাণেই লাভ করেছিল। নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যসমূহে তার কিছুটা পরিচয় মিলবে:

"The diction of Shivaji is most elegant and classical. The style as elegant and pure as almost Miltonic,…"

(*The Bengalee*)

"…notable contribution to Indian history and poetry. It is history rationalised, poetry spiritualised. The fruit, as it is, of wide reading, great industry of research and scholarly zeal, the whole thing has about it the vivifying touch of a master poet to render it irresistibly fascinating,"

(*The Hindoo Patriot*)

"What to the historians and scholars has been revealed by antiquarians and historians in a critical, dry and matter of fact way, has been presented by the poet of "Shivaji" to his readers in an eminently fascinating and convincing manner,"

(*The Indian Messenger*)

"In Jogindra Babu, historic erudition, the gift of poesy, the love of country, which is not afraid to speak unpleasant truth, are combined with the political insight and the desire to utilise his rare talents to the best advantage in the service of the country" (*The Modern Review*)

"যাহাদের কিছুই নাই' তাহারাও যে মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে; শিবাজী এই শিক্ষাদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।" (সঞ্জীবনী)

"আমরা যে শত পাপে পাপী, আমাদের পরাধীনতা, দাসত্ব, দারিদ্র্য, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অপমৃত্যু, হাহাকার প্রভৃতি যে আমাদের জাতীয় পাপরাশিরই প্রায়শ্চিত্ত এ কথা যোগীন্দ্র বাবুর পূর্বে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক এরূপ জ্বলন্ত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। সকলেই আমাদের অতীত স্বর্ণযুগের (স্বর্ণমৃগ!) বর্ণনায় ব্যস্ত ছিলেন, যেহেতু তাহাতে জাতীয় আত্মাদর পুষ্ট হয়, ও করতালি এবং অর্থ উভয়েরই লাভ হয়। পক্ষান্তরে জাতীয় দোষোদ্ঘাটন চেষ্টায় স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা

www.pathagar.com

অপেক্ষা নিন্দালাভের সম্ভাবনাই বেশী। এই লাভ-ক্ষতিমূলক পাটোয়ারী বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া, সৎসাহসে নির্ভর করিয়া, সত্য কথা বলিতে অগ্রসর হইয়া, যোগীন্দ্র বাবু যে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতা দেখাইয়াছেন, অতীত-গৌরব মুগ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা বস্তুতঃ দুর্লভ। (প্রবাসী)

"পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী ভারত-অভ্যুত্থান মহাযজ্ঞের দুই মহা আহুতি।... জাতীয় উত্থান যদি কখন হয় এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাহার সহায় হইবে।"

(নব্যভারত)

"বর্তমান কালে সামাজিক প্রবন্ধ স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং 'শিবাজী মহাকাব্য' যুবকদিগের সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য বলিয়াই মনে হয়।"

(এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ)

লক্ষণীয় যে 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী'র সমকালীন সমাদর প্রধানতঃ কাব্য দু'টির বিষয়-গৌরবের জন্য। যোগীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তি ছিল না এমন নয়, কিন্তু বিষয়-প্রাধান্যে তা কখনই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি এবং বস্তুতঃ তাঁর সমকালীন পত্র পত্রিকায় এসব উচ্ছ্বসিত মন্তব্য ব্যতীত তাঁর কাব্যের কোন যথার্থ সমালোচনা ইতিপূর্বে লিখিত হয় নি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু কবিদের খণ্ড কবিতায় মুসলিম প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরগুপ্ত 'যুগ সন্ধির কবি'[১] বলে পরিচিত। এর কারণ একদিকে কবিওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ[২] অন্যদিকে তিনিই 'সংবাদ প্রভাকরে'র 'চক্ষুষ্মান সম্পাদক। 'সংবাদ প্রভাকর প্রথমে সাপ্তাহিক রূপে (২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১। মাঘ ১৬, ১২৩৭) প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এটিই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। ১২৬০ সালের বৈশাখ থেকে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি মাসিক সংস্করণের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ঈশ্বরগুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ও প্রধান লেখক ছিলেন। তাঁর সাহিত্য সাধনায় আধুনিকতার প্রকাশ ঘটেছে অস্পষ্ট ইতিহাস চেতনায়। তিনি "১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫-এর মধ্যে সংবাদ প্রভাকরে প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের যে জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিলেন, তার একটা পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা। কবি-জীবনী যে-টুকু প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর পরিকল্পনা ছিল তার চেয়েও অনেক বড়ো"।[৩] "জীবনী রচনা করতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত কবিদের যুগের নানা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র রচনার পক্ষে তাদের মূল্য আছে। লেখক নিজে হয়ত এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না।"[৪] তবু এই অস্পষ্ট ইতিহাস-চেতনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নব্যশিক্ষিত যুবকেরা বাংলা কবিতার অনুরাগী নয়, তা ঈশ্বরগুপ্ত লক্ষ্য করেছিলেন এবং এর কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতা চালনা পূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কি রূপে হইতে পারেন। কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই কিছুই শুনেন নাই। হাটে বাজারে সামান্য যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে দু একটা ইতর কবিতা শুনিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলে ইহাতে আমরা ঐ নব্যগণকে অভব্য বলিয়া দোষার্পণ করিতে পারি না, কেননা তাঁহারা অপরিচিত ব্যাপারে কি প্রকারে অনুরাগী

---

১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃ-স ১৩৬২, পৃ ১০৩ দ্রষ্টব্য

২. 'ঈশ্বরগুপ্ত কবিগানের ঐতিহ্যকে টেনে চলেছিলেন।'—ভবতোষ দত্ত, 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী', ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৫৮, নিবেদন, পৃ ।।.-।।/.।

৩. 'ঐ', পৃ [১]

৪. 'ঐ', পৃ [১]

www.pathagar.com

হইবেন।"[৫] তাই, প্রাচীনের প্রতি মমতাবশে, কবিজীবনী ও রচনা সংগ্রহ একদিকে যেমন মূল্যবান, অন্যদিকে তেমনি স্মরণীয় যে, "স্কুল কলেজের ছাত্রদের নবীন পদ্য-রচনা ছাপিবার জন্য তাঁহার পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত"।[৬] তিনি 'আধুনিক কালে...কবি গোষ্ঠীর প্রথম প্রবর্তক'।[৭]

নব্যগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ঈশ্বরগুপ্ত নিজের কাব্য সাধনায় ছিলেন প্রাচীনানুসারী। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি--ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই--জন্মিয়া কাজ নাই।"[৮] ঈশ্বরগুপ্ত পরমার্থিক, নৈতিক, রসাত্মক, যুদ্ধ, সামাজিক ও ব্যঙ্গ, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক পদ্য রচনা করেন। তবে তাঁর খ্যাতি প্রধানত যুদ্ধ, সামাজিক ও ব্যঙ্গ পদ্য সৃষ্টিতে। বস্তুত: খাঁটি বাঙালী কবির পরিচয় এ-সব রচনাতেই সুলভ এবং সাময়িকতা (topicality) ও স্বভাব কবিত্ব 'সংবাদ প্রভাকর' এর এই স্বল্প শিক্ষিত[৯] সম্পাদকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও মুসলিম প্রসঙ্গে কবি-মনোভাব এ-জাতীয় সৃষ্টিতে চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে।

২

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় মুসল মান বিদেশী---অবাঙ্গালী ও অভারতীয়। আলোচনার সুবিধার্থে কবির মুসলিম প্রসঙ্গযুক্ত কবিতাগুলিকে বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী তিনটি প্রধান শ্রেণীতে সাজান যেতে পারে। এক. বিভিন্ন সাধারণ বিষয়: 'পাঁটা', 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য', 'ঋতুবর্ণন' প্রভৃতি ; দুই. 'ধর্মাচার,' আচার ভ্রংশ', 'ঠোঁট কাটা', 'ভারতভূমির দুর্দশা', 'প্রার্থনা' ; প্রভৃতি ; তিন. যুদ্ধ ও স্বদেশপ্রেম।

---

৫. 'প্রাচীন কবি", 'সংবাদ প্রভাকর', ১লা অগ্রহায়ণ ১২৬১ সাল, ইং ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৪, 'কবি জীবনী', পৃ ২৪৪—৪৫

৬. সুকুমার সেন, 'পূর্বোক্ত', পৃ ১০১

৭. 'ঐ', "রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এই চারি মুখ্য শিষ্যের মধ্যে একমাত্র রঙ্গলালই কবিতার সরণি শেষ অবধি আঁকড়াইয়া ছিলেন। দ্বারকানাথ অল্প বয়সে মারা যান। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের পথ ধরেন, দীনবন্ধু নাটক প্রহসনের।"—'ঐ', পৃ ১০২

৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "ঈশ্বরগুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব", 'ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী', বসুমতী, তা, বি, পৃ ১

৯. ঐ, প ৪। ঈশ্বরগুপ্ত নিজের চেষ্টায় বাংলা ও সংস্কৃত আয়ত্ব করেন, ইংরেজীতেও তাঁর কিঞ্চিৎ দখল ছিল। সেন, 'পূর্বোক্ত', পৃ ১০২ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

আলোচনাকালে লক্ষ্য করা যাবে যে প্রথম দু'শ্রেণীর রচনায় কবি মোটামুটি বিদ্বেষহীন কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতায় কেবল রঙ্গরস কবির উদ্দেশ্য নয়।

বিভিন্ন সাধারণ কবিতার মধ্যে 'হেমন্তে বিধির খাদ্য'[১০] একটি দীর্ঘ কবিতা। মানুষের আহার্য প্রায় সকল খাদ্যের গুণাগুণের বিস্তৃত বর্ণনা এই কবিতার বিষয়। এর মধ্যে গম ও পেয়াজ প্রসঙ্গে যবনের কথা এসেছে। গম সকল জাতিরই প্রিয়:

হিন্দু ম্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে।
এ যবন* প্রিয়তম সকলের কাছে।। (পৃ ১৩৭)
ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা।
যবনের দেশে নরে প্রাণে যেত মারা।। (পৃ ১৩৮)

উদ্ধৃতাংশে 'যবন' শব্দের একটা সম্পূর্ণ নতুন অর্থে প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়: দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে 'যবন' অর্থ 'গম'—তারকা চিহ্নিত 'যবনের' পাদটীকায় কবি এ-কথা বলেছেন। 'যবনের দেশ' বলতে কবি এই কাব্যাংশে বিদেশ বুঝিয়েছেন। পিঁয়াজ প্রসঙ্গে অবশ্য তিনি বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি ইংগিত করেছেন:

যবনে ভবনে আনে যত্ন করি নানা।
তাহার সংযোগ বিনা জাঁকে নাক' খানা।।
লুকোচুরী খেলা তার হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে।।

... .

প্যাঁজখোর যারা তারা আহারে সন্তোষ।
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ।। (পৃ ১৪৪—৪৫)

খাদ্যবস্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে পাঁটা কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। কবির বক্তব্য ছাগলের গুণে মুগ্ধ ভগবান বরারূপ ধারণ করেছেন তবু হিন্দু-মুসলমানে তার মাহাত্ম্য বোঝে না, বোঝে ইংরেজরা।

দেখিয়া ছাগের গুণ ক'রে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান।।
তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান।।
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হ্যাম।
পচা গন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম, ড্যাম, ড্যাম।। (পৃ ১১৯)

---

১০. গ্রন্থাবলী, পৃ ১৩৬—১৫৪

www.pathagar.com

'ঋতু বর্ণন' অংশে দারুণ 'গ্রীষ্মে' সকলেই কাতর। সাহেবরা 'ও গড ও গড' ডাকছে, 'বাবুগণ কাবু' আর :

একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে।
হাঁসফাঁস করে যত প্যাঁজখোর নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি॥
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি॥
দাড়ি বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি জল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে।
বদনে ভরিছে শুধু বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥ (পৃ ১৯৯)

আর 'বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব' হলে পূর্ব-বঙ্গের মুসলমানদের দশা :

দিশি পাতি নেড়ে যারা, তাতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হ্যাঁদুবাড়ি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল
নাতি তবু নিদ্ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় ফুফু নানী কলুই ডেলের পানি
ক্যাঁচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাছে, বাল বাচ্চা কিসে বাঁচে
কিনে খাতে তেকার মরণ॥
আসমানে পানি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাখে ভাই
বরাম্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদাতালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাট ভরে
মোট বই ন্যাপ বিছাইয়া॥

এই সঙ্গে বাঙালের অবস্থাও কৌতুক রসপূর্ণ :

আনি দে আনি দে বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙ্গাল বলিছে মরি প্রাণে।
ঢাহা যামু টাহা পামু গাটে নামু প্যাটে খামু
বগবতী বৈরব কোহানে॥

www.pathagar.com

হিব হিব, অরি অরি, হুজ্জির হুতাপে মরি
গরে যামু কোম্বাই করিয়া।···(পৃ ২০১)

'বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্যলাভ' বর্ণনা করে কবি এই ঘটনার তুলনা হিসেবে বলেছেন: 'শাসুজা যেমন জয়ী ইংরেজের বলে।' (পৃ ২২৯) স্পষ্টতঃই এ সব কবিতায় কৌতুকরসই মুখ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্মাচার সম্পর্কীয় কবিতায় প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য কবির উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। 'যায় যায় হিন্দুয়ানী আর নাহি থাকে' : এই হচ্ছে কবির প্রধান বক্তব্য। এ-প্রসঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কে পরোক্ষ ইংগিত আছে। "আচার ভ্রংশ" কবিতায়[১১] :

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গি মাস নিয়া॥
এক দিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
এক দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা॥... (পৃ ১৩৬)

"ঠেঁট কাটা" কবিতায়:

ভদ্র কূলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা জ্ঞান করি দ্বিজে॥ (পৃ ১৫৮)

"ভারতভূমির দুর্দশা"র (পৃ ২৫২—৩) কারণ হিন্দু ধর্মের অধঃপতন এবং 'জননী-দুর্ভাগ্যে' 'তাপিত তনয়ের' মত 'ভারতের দশা' হেরি বিদরে হৃদয়'। ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেম রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[১২] মিশনারীর স্কুলে তিনি দেশের ছেলে পাঠাতে চান না ; অতি সুন্দর ভঙ্গিতে তিনি তাই 'ছদ্ম মিশনারী' কবিতায় বলেছেন :

ঘুমাও ঘুমাও বাপ থাকি শান্ত ভাবে।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খাবে॥

---

১১. গ্রন্থাবলীর ১৬১ পৃষ্ঠায় 'অনাচার' নামে একই কবিতা পুনরায় মুদ্রিত হয়েছে।

১২. "সংরক্ষণশীল মনের দৃঢ় সংস্কারে যখন কম্পন লাগিয়াছে তখন ইংরেজের শিক্ষা সভ্যতার উপর তিনি বিষোদ্‌গার করিয়াছেন, ইহা ছাড়া প্রকৃত দেশপ্রীতি ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল বলিয়া মনে হয় না।"—তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক বাংলা কাব্য,' মিত্র ও ঘোষ, দ্বি—স, কলিকাতা ১৯৫৯, পৃ ৫৭

www.pathagar.com

চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব গুড় পিটে।
বাপধন বাছা মোর ছেড়ে নারে ভিটে।।
কি জানি কি ঘটে পাছে বুদ্ধি তোর কাঁচা।
ওখানে জুজুর ভয় যেও নারে বাছা।
মুর্খ হয়ে ঘরে থাক ধর্ম্ম পথ ধরে।
কাজ নাই স্কুলেতে লেখাপড়া করে।।
হ্যাদে হে ছেলের বাপ মন্দ বড় কাল।
আপন আপন ছেলে সামাল সামাল।। (পৃ ১১৮)

"বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্ট ধর্মানুরক্তি" দেখে কবি বলেছেন:

তুমিত সুবোধ চণ্ডী বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর মালসাভোগ ফেলে।
হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে।
উদরে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে।।
ক্ষীর সর ননী খেয়ে বৃদ্ধি কর কায়া।
বিধর্ম- ডোবার জল খেও না হে ভায়া।। (পৃ ১২০)

এবং এই মনোভাব-বশেই তাঁর বিখ্যাত চরণ-রচনা:

কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।। (স্বদেশ) (পৃ ৩১৪)

এ-প্রসঙ্গে "মাতৃভাষা" (পৃ ৩১৩) কবিতাটিও স্মরণীয়।

'কাঙ্গালীর দুঃখদাতা বাঙ্গালীর যম' মার্শম্যান সাহেবকে বিদায় দিতে যেয়ে কবি মার্শম্যানের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' উপাধির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন:

ধর্মতলা ধর্মহীন গোহত্যার ধাম।
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সেরূপ তব নাম।। পৃ ১৬০

তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ 'যুদ্ধ' ও স্বদেশ-প্রেমমূলক কবিতায় কবির মানসিকতা স্পষ্টতর রূপ নিয়েছে। মার্শম্যানের বিদায়-গীতি রচয়িতা এখানে রাণী ভিক্টরিয়ার প্রসাদ-প্রার্থী। বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহকালে বাঙ্গালী হিন্দুর নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য ঈশ্বরগুপ্ত উচ্চকণ্ঠ। অক্লান্তভাবে গদ্য-পদ্য রচনায় তিনি বিদ্রোহীদের নিন্দা ও ইংরেজানুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং বিশেষতঃ 'যবন' 'নেড়ে'-রাই যে ইংরেজ রাজত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ এ-তথ্যও তিনি বারংবার উচ্চারণ করেছেন।

www.pathagar.com

"কয়েকদল অধার্মিক-অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনাবিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসি শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই"[১৩] দুশ্চিন্তা-পীড়িত। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বাঙালী হিন্দু 'রামরাজত্বে' বাস করেছে। এই রামরাজত্বের স্বরূপ, ঈশ্বরগুপ্তের ভাষায় :

> "যবনাধিকারে আমরা ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই, সর্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত। মহরমের সময়ে সকল হিন্দুকে গলায় "বদি" অর্থাৎ যাবনিক ধর্ম্মসূচক একটি সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া "হাসান" 'হোঁসেনের' মৃত্যুর জন্য শোক চিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্নিস করিয়া "মোর্চ্চে" নামক গান করিতে হইত। তাহা না করিলে শোণিতের সমুদ্র প্রবাহিত হইত। এইক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্তাপ একেকালেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই 'চর্চ্চ' নামক খ্রীষ্টিয় ভজনামন্দিরের সম্মুখেই গভীর স্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী, বাদ্য করিতেছি, "ছ্যাডাং" শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন।... নবাবী সময়ে "আদব" "কায়দা" করিতে করিতে কর্ম্মচারিদিগের প্রাণান্ত হইত, গাড়ী, পাল্কি চড়া, দূরে থাকুক হুজুর দিগের চক্ষে পড়িলে জুজুরমত সং সাজিয়া প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত। বর্তমান রাজ মহাত্মারা যে বিষয়েই একেকালেই অভিমানশূন্য সমস্ত কর্ম্মচারি যথোচিত মর্যাদার সহিত সুখে স্ব স্ব কর্ম নির্বাহ করিতেছেন, পথিকেরা কি মহারাণী, কি গবর্ণর জেনরল সকলের পাশ ঘেসিয়া নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে গমনাগমন করিতেছে। কেহ যদি 'সেলাম' না করে তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই।... যবনাধিকারে এই বঙ্গদেশের লোকেরা সময়ে সময়ে দস্যু, তাস্কর বিশেষতঃ বর্গির হেঙ্গামায় হৃতসর্বস্ব হইয়া কি পর্যন্ত আন্তরিক যাতনা সম্ভোগ না করিয়াছেন। এইক্ষণে সে যাতনাই জাত নাই।"[১৪]

এ-হেন অবস্থায় বিদ্রোহী সিপাহীদের কার্যাবলী কিছুতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালী হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বললেন : তাদের যুদ্ধে যেতে হবে না, কেবল 'রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন' করতে হবে :

১৩, 'সংবাদ প্রভাকর,' সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত ৭. ৩. ১২৬৪ ; ২০. ৬. ১৮৫৭; বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত ও সংকলিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র' প্রথম খণ্ড, 'সংবাদ প্রভাকর রচনা সংকলন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৯৬২ পৃ ২২৬।

১৪. 'ঐ', পৃ ২২৭

১২—

www.pathagar.com

> "জগদীশ্বর আপন ইচ্ছায় বিদ্রোহিদিগ্যে শাসন করুন, যাহারা বিদ্রোহি হয় নাই, তাহারদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহারদিগের মনে রাজভক্তির ব্যতিক্রম না হয়। হে ভাই, আমারদিগের শরীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না, অতএব প্রার্থনাই আমারদিগের দুর্গ, ভক্তি আমারদিগের অস্ত্র এবং নাম জপ আমারদিগের বল, এতদ্বারাই আমরা রাজ সাহায্য করিয়া কৃতকার্য হইব।"[১৫]

বাঙালী সম্পাদকদেরও তিনি রাজভক্তি-চর্চার আহ্বান জানালেন।[১৬] একই তারিখে (৭.৩.১২৬৪; ২০.৬.১৮৫৭) 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ কবিতায়[১৭] ঈশ্বর গুপ্ত বললেন :

> চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিশের জয়।
> ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়॥

এই কবিতায় তিনি বিদ্রোহী 'অশিক্ষিত' সিপাহীদের আনুগত্য প্রদর্শনের উপদেশ ও ইংরেজানুগত সিপাহীদের প্রশংসা করেন।

সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের ভূমিকার নিন্দা 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিষয় :

> "অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না করাতে তাহারদিগের রাজভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতা-চরণ প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহারদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন...."
>
> "যবনের মধ্যে যে সকল বিবেচক লোক আছেন তাঁহারা আমারদিগের এই লেখাতে ক্রোধ করিবেন না, অবশ্য দুঃখিত হইবেন, তাঁহারা আমার-দিগের এই লেখার লক্ষ্যস্থল নহেন, তাহারদিগের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং তাহারা এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্র ধারণপূর্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি বালক বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, সাহেবের মধ্যে অনেকে আপনাপন বহুকালের যবন ভৃত্যের দ্বারা হত হইয়াছেন, অধুনা যবন প্রজাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টর এমত অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই

---

১৫. ঐ, পৃ ২৩৯।
১৬. ঐ,
১৭. ঐ, পৃ ২২৯-২৩২।

www.pathagar.com

নগরে যে স্থানে অধিক যবনের বাস সেই স্থানেই অধিক রাজপ্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে নাগর্য বলন্টিয়ার সেনাগণ অতি সতর্কভাবে মাদরসা কালেজ রক্ষা করিতেছেন, যবনদিগের অন্তঃকরণে কি কারণ গবর্ণনেণ্টের প্রতি বিরূপ ভাবের অবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না।"[১৮]

শাসক ইংরেজের প্রতি অগাধ আস্থাবশে, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয়তে বিদ্রোহানল দমনের নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা বলা হয় :

"বন্যপশু শিকার নিমিত্ত শিকারিগণ যেমন পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া গমন করে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেইরূপ পুলকিত চিত্তে সিপাহি শিকারে গমন করিতেছে, নরাধম অকৃতজ্ঞদিগের আর রক্ষা নাই,..."[১৯]

বিশেষত মুসলমানদের সমূহ বিপদ :

(বিদ্রোহীদের) মধ্যে অনেক যবন থাকাতে যবন প্রজাদিগের প্রতি গবর্নমেণ্টের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহারা গোপনভাবে চরের কার্যে নিযুক্ত হইয়া স্বজাতীয় সকল লোকের বিপদকে আহ্বান করিয়াছে, ..."[২০]

আর রাজভক্তদের উদ্দেশে আশ্বাসের বাণী :

"হে দেশস্থ সমস্ত সাধুগণ! আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন, ঐ দুর্জ্জন জনগণকে তর্জ্জন গর্জ্জন বিসর্জ্জন করিয়া, নির্জ্জন নিকেতন গমন করিতে হইবে।"

তাই ক্রমশ: যখন ইংরেজ বিদ্রোহানল দমনে সমর্থ হতে লাগল তখন ইংরেজের যুদ্ধজয়ে রাজভক্ত ঈশ্বর গুপ্ত সানন্দে পদ্য রচনা করলেন :

"ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।।"[২১]

... ...

"হেল্লা করে কেল্লা লুঠে দিল্লীর ভিতরে।
জেল্লামেরে বেড়াইত অহঙ্কার ভরে।।
এখন সে কেল্লা কোথা হেল্লা কোথা আর!
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহার!
ছেড়ে পাল্লা বলে আল্লা পড়েছি বিপাকে।

১৮. 'সংবাদ প্রভাকর', ১৬. ৩. ১২৬৪; ২৯. ৬. ১৮৫৭; ঘোষ, পৃ ২৩৬-৭
১৯. 'সংবাদ প্রভাকর', ৯. ৩ ১২৬৪; ২২. ৬. ১৮৫৭; ঘোষ, পৃ ২৩৪
২০. 'ঐ' পৃ ২৩৫
২১. "দিল্লীর যুদ্ধ", 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১৯১

www.pathagar.com

কাছাখোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে।।
সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে থেকে গুণিয়াছে কড়ি।।
হইয়া হুজুর আলি হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হুকুম জারি তাজি ঘোড়া চড়ি।।
. . . .
ধরিয়াছে রাজবেশ পরে টুপী জামা।
কোথা সেই কালনিমে রাবনের মামা।।"[২২]

এবং 'যুদ্ধ শান্তি'তে[২৩] :

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার।।
পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার।।
অকারণে ক্রিয়াদোষে করে অত্যাচার।
মরিল দু'জন তাঁর প্রাণের কুমার।। . . .
একেবারে ঝাড়ে বংশে হল ছারখার।. . .
শকুনি গৃধিনী উড়ে শব্দ সাঁই সাঁই রে।
শা-জাদার শোণিতে মিটে গেল খাঁই রে।।. . .

এই শেষোক্ত ঘটনা উপলক্ষে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! ভারতবর্ষ একেবারে হর্ষশূণ্য হইল।. . .কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছিনা, অনুমানে বোধ হইতেছে বুঝি মহাপ্রলয় হইবার পূর্ব-সূত্র. . .ওরে অবোধ রাজবিরোধি প্রজাকুল! তোরা এখনো ক্ষান্ত হ. . .তোদের কুমন্ত্রণাতেই তৈমুর বংশ একেবারে ধ্বংস হইল, তোদের দোষেই প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর রসাতলশায়ী হইল, তোদের দোষেই দিল্লীশ্বরের কারাবাস হইল. . .ওরে দুরাত্মারা. . .গলবস্ত্রে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট শির নত কর. . .দয়াবান গবর্ণমেণ্ট অপরাধ মার্জনা করিবেন,. .রাজানুগত্য স্বীকার করিলে জগদীশ্বর তোদের প্রতি কৃপানেত্রে নেত্রপাত করিবেন।"[২৪]

এবং এ-প্রসঙ্গে 'সিপাহী-যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা'[২৫] কবিতাটিও স্মরণীয় :

---

২২. "আগরার যুদ্ধ", 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১৯৪

২৩. 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১৯৪-৫

২৪. 'সংবাদ প্রভাকর', ১৫. ২. ১২৬৫ : ঘোষ, পৃ ২৩৮—৩৯

২৫. 'গ্রন্থাবলী', পৃ ৩২২

www.pathagar.com

কবির চোখে, বিদ্রোহীমাত্রেই ক্ষমার অযোগ্য। তাই তাঁর মতে 'নানা সাহেবের' পরিচয় : 'পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে'[২৬] এবং—

নানা পাপে পটু নানা নাহি শুনে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা ।।
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ।[২৭]

আর ঝাঁসীর রাণী প্রসঙ্গে কবি চূড়ান্ত অশালীন মন্তব্য করতেও ইতস্তত করেন নি :

হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী
ঠোঁক কাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি!
নানা তার ঘরের ঢেঁকি…
হয়ে শেষে নানার নানী, মরে রাণী
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানীর মুলুকে কি বগিগিরি খাটে।…[২৮]

অবশ্য, কবির মতে, আসল 'নরাধম' হচ্ছে 'ধেড়ে ধেড়ে ছাগদেড়ে নেড়েরা' :

মর্জি তেড়া কাজে ভেড়া
নেড়া মাথা যত।।
নরাধম নীচ নাই নেড়েদের মত।।[২৯]

পলাতক সিপাহীদের সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি সম্পাদকীয় এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"বেগম স্বজার ও জারজ প্রভৃত ও অন্যান্য...প্রায়ই লক্ষাধিক বিদ্রোহি··· নেপাল-দেশের অরণ্য পর্বতাদি স্থানে" "কিলবিল কিলবিল" করিতেছে, দুরাত্মাদের দুরবস্থা দৃষ্টে কান্না পায়, দুঃখও বোধ হয়, আবার রঙ্গরস দেখিয়া হাসিতেও হয়,…"অরগুণে নয়, বরগুণে দড়" ...প্রায় ভাবতেই কেহ জেনেরল, কেহ কর্ণেল, কেহ কাপ্তেন ইত্যাদি উপাধি ধারণ করিয়াছে, নবাব দৌলা খাঁ বাহাদুরের তো ছড়াছড়ি হইয়াছে, আবার দুই চারিজন নাক-কান কাটা "কমাণ্ডার ইন চিফ বাহাদুর" এবং "লার্ড গবর্ণর জেনেরল

---

২৬. 'কাণপুরের যুদ্ধ জয়', 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১৮৯
২৭. নানা সাহেব, 'গ্রন্থাবলী' পৃ ১৮৯
২৮. কানপুরের যুদ্ধ জয়, 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১৯০
২৯. ঐ

www.pathagar.com

সাহেব" ইত্যাদিও হইয়াছে, বাবাজীদের রাজ্য তো পাঁচপোয়া কিন্তু কালেক্টর, মেজিষ্ট্রেট, জজ, দেওয়ান, খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে, আহা! নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অন্য জুতা গড়িতে গড়িতে কল্য 'সাহাজাদা' 'পিরজাদা' 'খানজাদা' নবাবজাদা' হইয়া উঠে, রাতারাতি একে আর হইয়া বসে, যাহা হউক বাবাজীদের মুখের মতন হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গভাবে গদগদ হইয়াছিলেন, এদিকে জানেন না, যে 'বাঙ্গাল বড় হেঁয়াল...'।[৩০]

বিদ্রোহ অবদমিত হবার পর, ইংরাজী সংবাদপত্রের ইংরেজ সম্পাদকেরা সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি কঠোর শাস্তির প্রস্তাব করলে, কবি ''ইংরাজ সম্পাদক" কবিতায় লেখেন: 'সাদা' সম্পাদকেরা সকলেই 'বড় ভাই দাদা,' কিন্তু 'সম্পাদকীয় পদে' বসে 'অভিমান-মদে' মত্ত হওয়া অনুচিত; কেননা, 'এডিটরি কর্মে শুধু ধর্মের সঞ্চার'। তাছাড়া

একজন কর্মফলে করিয়াছে দোষ।
এ বলে কি জাতি মাত্রে বিধি হয় রোষ।...
নানা পাপে পাপী নানা দণ্ড তার লবে।
এ বোলে কি হিন্দুমাত্রে দোষী হয়ে রবে।
বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমরা সবাই।
কোনকালে কোন রূপ, দোষমাত্র নাই।।...
জয় হোক্ ব্রিটিশের, ব্রিটিশের জয়।
রাজ-অনুগত যারা, তাদের কি ভয়।[৩১]

'সংবাদ প্রভাকরে'ও এ-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।[৩২] রাজভক্ত ঈশ্বর গুপ্ত অন্যত্র রাণী ভিক্টোরিয়াকে বলেন:

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে
ভেব না মা সে ভাবনা।

---

৩০. 'সংবাদ প্রভাকর,' ৭. ১২. ১২৬৫; ঘোষ; পৃ ২৫২—৫৩

৩১. 'গ্রন্থাবলী,' পৃ ৩২০

৩২. "হা কি বিষম আক্রোশ। কি বিপুল দ্বেষ! কি স্বার্থপরতা। সাদা সম্পাদক ভায়ারা সাদা মনে কাদা মাখিয়া যেরূপে ন্যায় বিরুদ্ধ যুক্তিহীন উক্তি উক্ত করিতেছেন, করুন, কিন্তু আমাদিগের সদ্বিবেচক দয়ালু গবর্ণমেন্ট কোন কার্যেই পূর্ব-ভাবের অভাব করিয়া এতদ্রূপভাব ব্যক্ত করেন নাই।" 'সংবাদ প্রভাকর' ১. ১. ১২৬৫, 'রাজ্যের বর্তমান অবস্থা' (সম্পাদকীয়) ঘোষ, পৃ ২৩৮। 'নীলকর' কবিতায়ও এই ঘটনার উল্লেখ করে

www.pathagar.com

সেই "তাতিয়া তোপির" মাথা কেটে
আমরা ধরে দেব "নানা" ॥[৩৩]

সিপাহী বিদ্রোহের বৎসর কবির কাছে অত্যন্ত দুর্বৎসর বলে বিবেচিত হয়েছে। কবির মতে রাজবিদ্রোহের পাপেই দেশে দুর্ভিক্ষ-মহামারী দেখা দিয়েছে। ১২৬৪ সালে সিপাহী বিদ্রোহ এবং মহামারী হয়, তদুপলক্ষে রচিত 'বর্ষবিদায়'[৩৪] কবিতায় কবি বলেছেন, বিদ্রোহীরা করে পাপ, ভূপতির মনস্তাপ'। ১২৬৫ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও '৬৪ সালকে দুর্বৎসর বলা হয়।[৩৫]

বিদ্রোহ প্রশমিত হলে বাঙ্গালী হিন্দুর প্রতি ইংরেজ শাসকেরা যাতে বিরূপ না হন তার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত অক্লান্ত প্রয়াসে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু 'গোরা' সৈন্যেরা অত্যাচারে প্রবৃত্ত হলে ঈশ্বর গুপ্ত ক্লেশ বোধ করেন। ঢাকার এক নাগরিকের প্রেরিত পত্র উদ্ধার করে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে[৩৬] তিনি অসহায় নির্দোষ প্রজাদের দুর্দশার কথা লেখেন। কলকাতায় অনুরূপ অত্যাচারের কথাও 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়।[৩৭] এ-দেশীয় বিদ্রোহী সেনাদের ফাঁসীতে ঈশ্বর গুপ্ত খুশী[৩৮] কিন্তু একই অপরাধে অপরাধী শেতাঙ্গ সেনাদের ফাঁসীর বদলে দ্বীপান্তর হলে তিনি বিচারের পক্ষপাতিত্বে ব্যথিত হন।[৩৯] অন্য একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানের প্রস্তাব করেন।[৪০] তাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজভক্ত ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রোহ-জয়ী ইংরেজের সকল উল্লাসকে হৃষ্টচিত্তে

বাঙ্গালী হিন্দুর রাজভক্তির কথা বলা হয়। "সেপায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে। দিয়ে উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে। বাঙ্গালীকে কাটতে বলে। রাজভক্ত অনুরক্ত তোমার সব বাঙ্গালী ছেলে, (এরা ধর্মপথে সদাই রত) অধর্ম করে না ভোলে।" 'গ্রন্থাবলী.' পৃ ১৩৬

৩৩. 'দুর্ভিক্ষ', 'গ্রন্থাবলী' পৃ ১৩৬

৩৪. 'ওরে ও চৌষট্টি সাল। সাল নস তুই কাল্। তোরে কেটা বলে কাল্! কাল নস তুই কাল ॥..." ইত্যাদি, 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১৫৬

৩৫. "আমরা যে পর্যন্ত সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়াছি তদবধি এ কাল পর্যন্ত বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ন্যায় দুর্বৎসরের ব্যাপার কখনই বর্ণনা করি নাই..."—'সংবাদ প্রভাকর' ১. ১. ১২৬৫, ঘোষ, পৃ ২৩৭

৩৬. 'সংবাদ প্রভাকর,' ২২. ৪. ১২৬৫, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ : 'গোরা অত্যাচার,' ঘোষ, পৃ ২৪২—৪৩ দ্রষ্টব্য

৩৭. 'সংবাদ প্রভাকর,' ২৭. ৪. ১২৬৫, ঘোষ, পৃ ২৪৩ দ্রষ্টব্য

৩৮. 'সংবাদ প্রভাকর,' ৯. ৩. ১২৬৪, ২২. ৬. ১৮৫৭ ঘোষ, পৃ ২৩৪ দ্রষ্টব্য

৩৯. 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৫. ৪. ১২৬০, সম্পাদকীয়, ঘোষ পৃ ২৪১—৪২ দ্রষ্টব্য

৪০. 'সংবাদ প্রভাকর,' ৫. ১১. ১২৬৫, ২৬. ২. ১৮৫৯ সম্পাদকীয় ; ঘোষ, পৃ ২৫১—৫২ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

সমর্থন জানাতে পারেন নি। '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতেশ্বরীর খাস শাসনোপলক্ষে কলিকাতার দুর্গপ্রান্তরে যে অগ্নিক্রীড়া হয়, তদুপলক্ষে রচিত' 'বাজী' কবিতাটিতে কবি বলেন:

যা কর তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া।
'বেলাক নেটিব' যত মরিছে জ্বলিয়া ।।
যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই।
মানিলাম পরিহার বলিহারি যাই ।।
দেখিতে কেমন মজা হইল বাঙ্গালী।
থোঁতা মুখ ভোঁতা হোত খেয়ে করতালি।।[৪১]

সিপাহী বিদ্রোহী ছাড়াও ঈশ্বর গুপ্তের আরোও কিছু যুদ্ধবিষয়ক কবিতা আছে। বলা বাহুল্য, উক্ত কবিতাসমূহে তাঁর ইংরেজ-ভক্তি প্রকাশই মুখ্য উদ্দেশ্য। ১২৪৮ সালের 'কাবুলের যুদ্ধে'[৪২] ইংরেজের দুর্দশায় কবি ব্যথিত:

দুর্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট
সব গেল ব্রিটিশের ফেম।...
শুকাইল রাঙ্গা মুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়।...

অবশ্য কবির নিশ্চিত বিশ্বাস যে এ-সব 'নিশ্চয় মরণ জন্য, উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা'। কেননা,

যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা।

তাই কবির সাবধান-বাণী: শীঘ্রই ইংরেজ যুদ্ধ-জয়ী হবে এবং তখন যবনের

গরু জরু লবে কেড়ে চাঁপদেড়ে যত নেড়ে
এই বেলা সামাল সামাল ।।

'শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়'ও কবির আনন্দের কারণ এবং যুদ্ধজয়ী সৈন্যদের 'লুঠিতে লাহোর দেন হেনরী হুকুম'[৪৩] এ-সংবাদ কবি উল্লাসের সঙ্গে পরিবেশন করেন। এ-বিষয়ে তাঁর একাধিক কবিতা আছে।[৪৪]

---

৪১. 'গ্রন্থাবলী', পৃ ৩২০—২১
৪২. 'গ্রন্থাবলী', পৃ ১৯২—৯৩
৪৩. 'ঐ', পৃ ১৮৫
৪৪. 'শিখ যুদ্ধে ইংরেজের জয়', 'দ্বিতীয় যুদ্ধ,' মুদকির যুদ্ধ.' 'শিখযুদ্ধ' এবং 'ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়'—গ্রন্থাবলী,' পৃ ১৮৫-১৮৮ দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

যুদ্ধবিষয়ক কবিতা ছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের রাজভক্তি ও দেশাত্মবোধ প্রকাশিত হয়েছে এমন একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'নীলকর'।[৪৫] এটি 'কবির সুরে' রচিত একটি 'গীত'। নীল অত্যাচার প্রশমিত করবার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার করুণা কবির কাম্য। কুঠির 'সাহেবজাদা'দের 'ধব ধবে বাইরে সাদা' 'ভিতরে পচা কাদার ভড় ভড়ানি' কিন্তু—

আমাদের বাইরে কালো ভিতরে বড় ভালো
মনেতে রাঙ্গা আলো...
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে স্বপ্নে জানিনে,...

নীলকরের অত্যাচার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির একটি তুলনা লক্ষণীয়:

যেমন কাজিদের সুধানে পরে হিন্দুর পরব নাই
তেমনি সব নীল করের আচার...

'নীলকরদের মেজেষ্টরি'র কুফলের কথা 'দর্ভিক্ষ' [৪৬] কবিতাতেও উল্লেখিত হয়েছে। এ-কবিতাটিও 'গীত' বিশেষ। তবে রাজবিদ্রোহ (সিপাহী বিদ্রোহ) ছাড়াও ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলা, স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ এখানে দুর্ভিক্ষের কারণরূপে বর্ণিত হয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলেরা 'হিঁদুর ছেলে' হয়েও 'বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,'

এরা না 'হিন্দু' না 'মোছোলমান'
ধর্ম ধনের ধার ধারে না।
নয় 'মগ' 'ফিরিঙ্গী,' 'বিষম' 'ধিঙ্গী'
ভিতর বাহির যায় না জানা।

মেয়েগুলো 'এবি' শিখে 'বিবি' সাজছে। আর 'সোনার বাঙ্গাল, করে কাঙ্গাল ইয়ং বাঙ্গাল যত জনা'। উপরন্তু 'লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মানা' না শুনে, 'অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগরের', কারণে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন হওয়ায় হিন্দুর ঘোর যাতনা উপস্থিত। রাণীকে এ-আইন ছিঁড়ে ফেলার জন্য কবি আবেদন জানিয়েছেন। কেননা, এ-সব 'যে পাপে হোক প্রজা মরে চার টাকা দর চাল মেলে না।'

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আলোচনা সমাপ্তির আগে কবি সম্পর্কে কবিশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি অভিমত বিচারযোগ্য: (১) ঈশ্বর গুপ্ত 'খাঁটি জিনিস বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু; (২) 'অনেক সময়ই (কবির) ইয়ারকি বিশুদ্ধ ...পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য' এবং (৩) 'বড় প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল'।

৪৫. গ্রন্থাবলী, পৃ ১২৭—১৩১
৪৬. 'ঐ', পৃ ১৩১

www.pathagar.com

প্রথমতঃ, ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীল মনোভাব, হিন্দু ধর্মের প্রাচীন আচারনিষ্ঠা, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা ও ইয়ংবেঙ্গল বিরোধিতা কেবলমাত্র 'মেকির শত্রু' এ-কথায় ব্যাখ্যা করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম প্রসঙ্গে কবির ব্যঙ্গবিদ্রূপ 'অনেক সময়ই' 'বিদ্বেষশূন্য' নয়, রাজবিদ্রোহীদের তো তিনি 'শত্রু' বলেই বিবেচনা করেছেন। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন কবি-জীবনী রচয়িতা ও সংগ্রাহক, নবীন 'কবি গোষ্ঠি'র উৎসাহদাতা, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকের সকল প্রতিভা যে 'ইয়ারকিতেই' শেষ হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। বাঙালী হিন্দুর রাজভক্তির ও নির্দোষিতা প্রমাণে তাঁর ব্যগ্রতা ও অক্লান্ত চেষ্টার কথাও স্মর্তব্য।

বস্তুতঃ যুগসন্ধির কবি হিসেবে তিনি নবীন ও প্রাচীন দুই যুগকেই এক সঙ্গে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই কবি-ধর্মে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু অথচ অস্পষ্ট ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশানুরক্তিতেও তিনি আন্দোলিত। এবং তাঁর স্বদেশানুরাগ অবিচল রাজভক্তির সঙ্গে দৃঢ়সূত্রে বাঁধা। তাই 'যবন', 'নেড়ে' প্রথমে তাঁর কেবল কৌতুকের পাত্র হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদ্রোহী মুসলমান তাঁর শান্তিহর শত্রু। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে সমকালীন বাঙ্গালী হিন্দুর যথার্থ মানসিকতার পরিচয় একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য-পদ্য রচনাতেই বিস্তৃতভাবে লভ্য। এ-দিক দিয়ে তাঁর রচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

দুই

'কবিতাবলীতে'[৪৭] হেমচন্দ্রের মানসিকতার পরিচয় স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু ভারতের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতনা ও ইংরেজের প্রতি গভীর বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে এ-সব রচনায়। 'ভারত সঙ্গীত', 'ভারত বিলাপ' এবং '১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ এর কলিকাতা আগমন' উপলক্ষে রচিত 'ভারত ভিক্ষা' হেমচন্দ্রের তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ খণ্ড কবিতা। প্রথম দুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রের কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়,[৪৮] এ-কথাও স্মর্তব্য।

'ভারত সঙ্গীতের' শুরুতে কবিতাটি রচনার প্রেরণার সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

> "ভারতবর্ষের যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।" (পৃ ১১৫)

সুতরাং 'স্বাভাবিক' ভাবেই কবির বেদনার রূপ হচ্ছে :

> 'বিংশতি কোটি মানবের বাস
> এ ভারতভূমি যবনের দাস।
> রয়েছে পরিয়া শৃংখলে বাঁধা।' (পৃ ১১৭)

অবশ্য

> "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি।—
> আর কি ভারত সজীব আছে।" (পৃ ১১৯)

এবং

> "সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে

---

৪৭. হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী : প্রথম খণ্ড, 'কবিতাবলী' সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দ্বি স, কলিকাতা ১৩৭১। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়

৪৮. মন্মথনাথ ঘোষ, 'হেমচন্দ্র' প্রথম খণ্ড পৃ ২৩১

www.pathagar.com

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে।" (পৃ ১২১)

এ-কথা মুসলিম শাসনাধীন অপেক্ষা ইংরাজ শাসনাধীন হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই যে বলা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম সংস্করণে, কবিতার শীর্ষে মুদ্রিত গদ্যাংশটুকু ছিলনা।[৪৯] এডুকেশন গেজেট-এ কবিতা প্রকাশের পর, গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে, রবিনসন সাহেব 'যবন' অর্থ বিদেশী (foreigner) ধরে কবিতাটির অনুবাদ করলে, এ-সম্পর্কে সরকারী কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। তখন ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ-কবিতাকে 'ঐতিহাসিক চিত্র' আখ্যা দিয়া বলেন, "যবন শব্দ বৈদেশিক বুঝায় না ; আওনীয়, ইয়ুনানী বা গ্রীক বুঝাইত ; কিন্তু এখন মুসলমানকেই বুঝায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে লিখিয়াছেন :

যবন হইতে ভাল ফিরিঙ্গির মত
কর্ণবেধ নাহি দেয় না দেয় সুন্নত।

এখানে যবনে এবং ফিরিঙ্গি বা ফ্রাঙ্ক বা ইউরোপীয়তে স্পষ্টই প্রভেদ করা হইয়াছে।"[৫০] কবিতাটি যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' তা প্রমাণ করবার জন্যই সম্ভবত পরে কবিতার শুরুতে কৈফিয়ৎটি সংযুক্ত হয়।

ভারত বিলাপে পরাধীন 'হিন্দু ভারতের' জন্য কবি বেদনার্ত। রঙ্গলালের পদ্মিনী যেমন তার রূপকের বিপর্যয়ের কারণ বলে আক্ষেপ করেছিল, কবিও তেমনি আক্ষেপ করে বলেছেন ঐশ্বর্যই হচ্ছে 'ভারতের' পরাধীনতার কারণ। এ-ঐশ্বর্য যদি না থাকতো'......

তা হলে এখানে করিতনা গতি।
পাঠান মোগল, পারস্য, দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়।' (পৃ ২৫)

স্মর্তব্য যে, প্রথম সংস্করণে, স্তবকটিতে 'পাঠান মোগলের' সংগে 'ব্রিটনবাসী'দেরও উল্লেখ ছিল।[৫১] কিন্তু পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়। আলোচ্য কবিতায় কবি, দেশের শাসক, প্রতাপশালী ইংরেজদেরকে প্রাচীন হিন্দু গৌরব কাহিনী

---

৪৯. অক্ষয়চন্দ্র সরকার,' কবি হেমচন্দ্র', দাস, পূর্বোক্ত, ভূমিকা পৃ ।/. উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য
৫০. রায়বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, 'ভূদেব চরিত' মন্মথনাথ ঘোষ, 'হেমচন্দ্র', প্রথম খণ্ড, পৃ ২৩০ উদ্ধৃত
৫১. কবিতাবলী, পৃ৷ ২৫, টী. দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি অবহেলা না করার অনুরোধ করেছেন। এ-প্রয়াস ভারত ভিক্ষায় আরো স্পষ্ট হয়েছে। ইংরেজের প্রতাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির উক্তি :

প্রচণ্ড সিপাহী বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে। (পৃ ৬৭)

যুবরাজের আগমনে কবির আহ্বান বেদনা মিশ্রিত।

কোথা নৃপকুল, নবাব আমীর,
রাজ দরবারে হওরে হাজির
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা
ছাড়ি সাঁচচা জুতা চুণি পান্না গাথা
বিলাতী বুটেতে পদ সাজাও। (পৃ ৬৮)

জন্মভূমি প্রসঙ্গে এ-বেদনা আরো স্পষ্ট—

চির দুঃখী তুমি চির পরাধীনা
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা
তুমি মা অভাগী অনাথা দুর্বল
ভজন-পূজন-যোগ-মুগ্ধা। (পৃ ৭২)

আফগান যুদ্ধে ইংরেজের জয় 'ইউরোপ এবং আসিয়া' কবিতার বিষয়বস্তু; কবির কথায় 'উড়িল পাঠান রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে'। এ-প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের 'কাবুলের যুদ্ধ' কবিতাটি স্মরণীয়।[৫২]

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর 'বিবিধ' অংশে[৫৩] সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে ঈশ্বর-গুপ্তের ভঙ্গিতে লেখা 'সাবাস হুজুগ আজব সহরে,' 'হায় কি হলো,' 'নেভার-নেভার,' 'বাজিমাৎ' ইত্যাদি ব্যঙ্গ কবিতায় ইংরেজদের সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি আছে। 'ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব'[৫৪] কবিতায় ভিক্টোরিয়া-বন্দনা প্রসঙ্গে মোগল সম্রাট আকবর ও আওরঙ্গজেবের কথা এসেছে। কবির মতে, আকবর ও আওরঙ্গজেব ছিলেন ভারত জীবন-আতঙ্ক।[৫৫]

---

৫২. ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা দ্রষ্টব্য

৫৩. 'হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, 'বিবিধ' সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 'কলিকাতা' ১৩৬১

৫৪. ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'গ্রন্থাবলী' : ২ 'বিবিধ' পৃ ১০২-০৭

৫৫. ঐ প ১০৭

www.pathagar.com

কিন্তু হেমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে 'রীপণ উৎসব' 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ'[৫৬] কবিতাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাহিনী-কাব্য পর্যায়ে[৫৭] হেমচন্দ্রকে সুস্পষ্ট মুসলিম-বিদ্বেষী রূপেই দেখা যায়। কিন্তু এই একটি মাত্র কবিতায় হেমচন্দ্র মুসলমাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভঙ্গিতে কথা বলেছেন এবং শুধু তাই নয় মুসলমানরা যে বিদেশাগতমাত্র নয় তা স্বীকার করেছেন। দেশকে আহ্বান করে, এ-কবিতায় কবি বলেছেন:

ডাকিছে তোমায় মহারাষ্ট্রবাসী
ডাকিছে পারসী পাঞ্জাবী শিখ,
ডাকিছে তোমায় বীরপুত্র গণ
বাঙ্গোয়ারানয় যত নির্ভীক।
তোমার নন্দন মহাম্মদীগণ
বাহুবলে যার ধরণী টলে,
ডাকিছে তোমারে সবে এক স্বরে
জাগো মা ভারত—জাগো মা ব'লে।
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে
মুকাম্মীর প্রান্ত যেখানে শেষ
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান—
জাগতে তোমায় জেগেছে দেশ। (পৃ ৭১)
... ...
ভারতনন্দন মহাম্মদীগণ
তাহারাও আজি জাগে মা ব'লে; (পৃ ৭৪)
... ...
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ। (ঐ)

৫৬. ঐ পৃ ৭১—৭৪
৫৭. প্রথম অধ্যায়ে হেমচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

তিন

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-৯৮) 'ঢাকা বার্তা' ও 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা 'কিছুদিন সম্পাদনা' করেন।[৫৮] তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থের নাম 'মানস বিকাশ' (১২৮৯)। এ-কাব্য খুব আদৃত না হলেও তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'এককালে কিছু সমাদর' পেয়েছিল।[৫৯] ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ থেকে 'কবি-কাহিনী'[৬০] নামে তাঁর একটি খণ্ড কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থের কিছু কবিতা 'বঙ্গালী', 'বান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। সংকলিত প্রায় সব কটি কবিতাতেই কবির পরাধীনতার বেদনা তীব্র ভাবে স্পন্দিত। বিশেষভাবে বাঙ্গালীর দুরবস্থা কবির বেদনার কারণ হলেও সমগ্রভাবে 'আর্য' জাতির অধঃপতন তাঁর মর্মপীড়ার মূল কারণ। কবির কাছে বাঙ্গালী ও হিন্দু সমার্থক এবং 'বিলাসী বাঙ্গালি—আর্যকুলাঙ্গার'দের[৬১] আর্য গৌরবে উদ্দীপ্ত করা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, রুসিয়া সকলেই জেগে উঠেছে; কিন্তু কবির প্রশ্ন, ''বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে''।[৬২] কিন্তু কবিকণ্ঠ নৈরাশ্যজড়িত: 'বীর প্রসবিনী ভারত জননী' এখন তেজহীন।[৬৩] তাই 'ভীরুতা' বাঙ্গালীর 'অঙ্গের ভূষণ'।[৬৪] কবি শেষ পর্যন্ত ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন। বাঙ্গালীর মত 'সহিষ্ণুতা' বিধাতা 'অন্য কোন জাতিকে দেননি তাই শ্বেতাঙ্গ যখন 'বাঙ্গালীর রক্তপাত করে'

তখন বাঙ্গালি যদি শত্রুর চরণ
নয়নের পূতনীরে করে প্রক্ষালন,
ভাবি দেখ সেই কর্ম্মে কত ধর্ম্ম ভাব।[৬৫]

'অহিংসা পরম ধর্ম' এই বেদবাক্য হৃদয়ে রেখে তারা 'শত্রুরে পরাস্ত করে দয়ার কৌশলে'।

---

৫৮. সুকুমার সেন, 'পূর্বোক্ত', পৃ ৩৮৭

৫৯. ঐ

৬০. 'কবি কাহিনী', ময়মনসিংহ, ভারত মিহির যন্ত্রে শ্রী যদুনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮৭৬

৬১. 'বীণা' 'কবি কাহিণী, পৃ ৫

৬২. 'বাঙ্গালিরা ঘুমে রবে কি বঙ্গে। 'ঐ, পৃ ৪১

৬৩. 'উদাসীনের বিদায়' ঐ পৃ ৪৯-৫০

৬৪. 'বাঙ্গালি', ঐ, পৃ ৫১

৬৫. ঐ

www.pathagar.com

কবির মতে 'সপ্তদশ পাঠানের করে' লক্ষণ সেন রাজ্য তুলে দেবার পর থেকেই বাঙালী চির-পরাধীন।

রোপিলা কীর্ত্তির বৃক্ষ বহু যত্ন করি···
দুর্দ্দান্ত লক্ষণ সেন, বখতেয়ার যবে
সপ্তদশ সঙ্গীসহ পশিল নীরবে
বাঙ্গালার রাজপুরে। (পৃ ৫৩)

'বাঙ্গালির···যুদ্ধের অখণ্ড রীতি' অনুসারে 'লক্ষণ সুমতি' তখন দ্বিজ আজ্ঞায় রাজ্য ফেলে 'তীর্থ যাত্রা' করলেন ; তাই তার নামে এত যশের বসতি।

সেই হতে বাঙ্গালির শিরে শত শত
চরণ-কুসুম-বৃষ্টি হইছে সতত;
সেই হতে বাঙ্গালির গলে দোলে হায়
দাসত্বের স্বর্ণহার অতুল শোভায়
সেই হতে বাঙ্গালিরা নতশির হল
সেবাই পরমধর্ম্ম অন্তরে বুঝিল;···(পৃ ৫৩)

ইংরেজের বহিরাচরণ অনুকারী নব্যশিক্ষিত যুবকদের কবি ইংরেজের গুণ 'অভয় অটল ভীম পর্ব্বত'-সম হৃদয় ও বীরত্বের অধিকারী হয়ে 'স্বদেশের মান' রক্ষা করতে আহ্বান জানিয়েছেন :

পার কিহে ভারতের করিতে উদ্ধার
ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার। (পৃ ৫৫-৫৬)

লক্ষণীয় যে, কবি ইংরেজের বীরত্বে নিঃসংশয় এবং তার কাছ থেকেও শিক্ষালাভের কথা বলেছেন।

'জাহ্নবী' কবিতায় কবি আক্ষেপ করে বলেছেন :

"ভারতের আর সে দিন কি হবে
আর্যের গৌরব—মেঘাবৃত রবি
আবার হাসিয়া গগনে উদিবে।" (পৃ ৬৫)

'বাঙ্গালির শরশয্যা' কবিতায় কবি ব্যঙ্গভরে ভিক্টোরিয়াকে স্মরণ করেছেন :

'জয় জয় জয়, জয় ভিক্টোরিয়া
বঙ্গ উদ্ধারিলে রক্ত গঙ্গা দিয়া।'

'আর্য্যনাম' কবিতায় 'নরকুলাধম' 'ভীরু বাঙ্গালি'কে কবি ভর্ৎসনা করেছেন, পুনরায় লক্ষণ সেনের ভীরুতা স্মরণ করে :

www.pathagar.com

শুধু সপ্তদশ পাঠানের করে
সঁপেছিলে তুমি লক্ষণাবতীরে!
যুদ্ধ নাম শুনে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলে,
হায়! স্বাধীনতা নামেতে যাহার
মৃতদেহে হয় জীবন সঞ্চার!...
সেই স্বাধীনতা,—মহার্ঘ রতন,
বিসর্জ্জন দিলে জনম মতন!
বাঙ্গালির নামে কলঙ্ক মাখালে!
বাঙ্গালির ঘোর গৌরব ডুবালে!
বীর—কুলগ্লানি! ভীরুর প্রধান
তুমি কিহে সেই আর্য্যের সন্তান! (পৃ ৮৮-৮৯)

কবি এই কবিতায় যথার্থ আর্য বীররূপে রাজপুতদের কথা ভেবেছেন; তাঁর মতে: 'পাপিষ্ঠ যবন'দের বিরুদ্ধে রাজস্থানে তাদের যে পরাক্রম প্রকাশিত হয়েছিল তাই প্রকৃত আর্য্য-বীরত্ব .

''রাজস্থান যবে পাপিষ্ঠ যবন
আক্রমিল সেই ক্ষত্র বীরগণ
বাম হস্তে ঢাল অন্যে তরবার,
আল্লাহুর রবে মিশায়ে হুঙ্কার,
ঝাঁপ দিল ঘোর সমর তরঙ্গে;...
ম্লেচ্ছ মুণ্ডপাত করিতে করিতে
অকালে সকলে পূণ্য ক্ষেত্রে, হায়
মুদিল নয়ন অনন্ত নিদ্রায়!... (পৃ ৯০)

ইংলন্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে কবি 'উদ্বোধন' কবিতাটি লেখেন। এ-কবিতায় তিনি 'ভারত মাতাকে' এই শুভক্ষণে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত যুবরাজকে উদ্দেশ করে বলেছেন যে ভারতের যথার্থ গৌরবের দিন অবসিত, সুতরাং এখন দ্রষ্টব্য কিছুই নেই; কেবল রাণী ভিক্টোরিয়া যেন ভারতের আশাদীপ 'নির্বাণ' না করেন। এ-কবিতায় একটি চরণে আছে 'গেল মুসলমান আইল মোগল' (পৃ ১১১)। কবি পাঠানদের পর মোগলরা এল—এ-কথা বুঝাতে চেয়েছেন।

www.pathagar.com

দীনেশচরণ বসু ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কুলকলঙ্কিনী' নামে একটি উপন্যাস[৬৬] এবং ১২৯৪ সালে (১৮৮৭) 'মহাপ্রস্থান কাব্য'[৬৭] লেখেন। শেষোক্ত কাব্যটি ২১ সর্গে সমাপ্ত মহাভারত-নির্ভর কাহিনী। কাব্যের 'উদ্বোধনে' কবি কল্পনাকে বলেছেন : 'লয়ে চল মোরে ডুবিল যেখানে ভারতের ধ্রুবতারা'। বস্তুতঃ এ-কাব্যেও পরাধীন জীবনের বেদনার মধ্যে স্বাধীনতার কামনা প্রকাশিত হয়েছে :

কেটে দাও এই কঠিন শৃঙ্খল
খোল পিঞ্জরের দ্বার ;
মনঃ সাধে আজি স্বাধীন আকাশে
উড়ে যাই এক বার।...
স্বাধীন কালের সে সুখের দিন
এখনো হৃদয়ে জাগে!
বদ্ধ পিঞ্জরের বদ্ধ বায়ু যেন
বিষ সম গায়ে লাগে।... (পৃ ২)

ডক্টর সুকুমার সেন দীনেশচরণ বসুর কাব্যে 'হেমচন্দ্রের অনুসরণের' কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৮] কিন্তু নবীন সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' আলোচনাকালে তাঁর সঙ্গেও দীনেশচরণ বসুর ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, 'অবকাশ রঞ্জিনী'র ১ম ভাগ ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়।

৬৬. সুকুমার সেন, 'পূর্বোক্ত', পৃ ২২৩, ৩৮৮
৬৭. কলিকাতা, পূর্ণচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪ (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ডক্টর সুকুমার সেনের গ্রন্থে (পৃ ৩৮৭) এ-কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৯৪; সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ।
৬৮. সেন, পৃ ৩৮৭

www.pathagar.com

চার

কাহিনীকাব্যের ক্ষেত্রে, মুসলিম প্রসঙ্গে, নবীন চন্দ্র সেন — রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র অপেক্ষা — উন্নততর মানসিকতার অধিকারী হলেও[৬৯] খণ্ড কাব্যে তিনি হেমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুতঃ পরাধীন দেশের দুরবস্থায় কবি যখন পীড়িত বোধ করছেন তখনই অতীত হিন্দু ভারতের ঐশ্বর্য ও গৌরব তাঁর স্মরণে এসেছে এবং সেই সূত্রে 'পাষণ্ড যবনে'র কথাও মনে পড়েছে। 'অবকাশ রঞ্জিনী'র[৭০] দেশাত্মবোধক কবিতাগুলো আলোচনা করলে এ-সত্য প্রতিভাত হবে।

'সায়ং চিন্তা' কবিতায় কবি ইতিহাস পাঠে শোকমগ্ন ; তাঁর ক্ষোভ : 'কেন জন্মিলাম স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর।'[৭১] কবিতার শেষে রাণীর কাছে তিনি সৌভাগ্য প্রার্থনা করেছেন। 'মুমূর্ষু-শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক' অন্তর্জালাবশে বলছে :

> "জাননা বাঙ্গালীর মরণ মঙ্গল
> খুলিবে আমার আজি স্বাধীনতা দ্বার।...
> কাহার ভারতবর্ষ! এবে কার করে!...[৭২]

কবিকণ্ঠ সম্পূর্ণ আশাহীন নয় : কবির মতে, শতবর্ষ যবনের দাসত্ব করে হিন্দু জাতি আজ বীর্যহীন বটে তবে মানসিক শক্তিহীন নয় :

> যেই মানসিক শক্তি যবন-কবল
> শত বৎসরের পাপ দাসত্ব শৃঙ্খল
> সহিয়াছে অনায়াসে, সেই বৃত্তিচয়
> এখনো রয়েছে পিতঃ! তেমনি সবল
> ধরিবে সতেজ মূর্তি পাইলে সময়।[৭৩]

---

৬৯. প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৭০. 'অবকাশ রঞ্জিনী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১লা বৈশাখ, ১২৭৮ (১৮৭১) এবং ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় মাঘ, ১২৮৪ (১৮৭৮)। বসুমতী সংস্করণ 'নবীন চন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলীতে' 'অবকাশ রঞ্জিনী' চার ভাগে মুদ্রিত হয়েছে।

৭১. 'গ্রন্থাবলী' (বসুমতী) ২য় ভাগ, পৃ ১৬৪

৭২. 'ঐ', পৃ ১৬৭

৭৩. 'ঐ', পৃ ১৬৮

www.pathagar.com

'মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরার প্রতি' কবিতায় কবি ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বলেছেন :

নিরাশ্রয় অনাথিনী, যবনের করে
সহি কত শত বর্ষ অশেষ যন্ত্রণা
অবশেষে তোমাদের ডাকি সমাদরে
লইনু আশ্রয় যেন অনাথা ললনা।
সে অবধি রহিয়াছে অধীনীর মত
এইরূপে শত বর্ষ হইয়াছে গত।[৭৪]

মুসলমান শাসনে 'অশেষ যন্ত্রণা' ভোগের পর বাঙালী হিন্দু 'সমাদরের' সঙ্গে ইংরেজদের আহ্বান করেছিল—কবির এ-বক্তব্য লক্ষণীয়। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য রচনাকালে কবির এ-ধারণা যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছিল তা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৭৫] আলোচ্য কবিতায় কবি স্পষ্টতর ভাষায় পরাধীনতার বেদনা প্রকাশ করেছেন :

আমার এ রাজ্যধন, আমার সকল,
অথচ আমার মাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল।[৭৬]

মহারাণীর প্রথম পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতভ্রমণ উপলক্ষে নবীন চন্দ্র সেন 'ভারত উচ্ছ্বাস' কবিতা লিখে পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার লাভ করেন।[৭৭] কবিতাটি স্বতন্ত্রভাবে ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।[৭৮] যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানাতে যেয়ে কবি বলেছেন, বর্তমান 'পতিতা ভারতে' এসে যুবরাজ কি আর দেখবেন ;

এই ধরাতলে আদি হিন্দুজাতি
ধরাতলে আদি হিন্দু সিংহাসন ...[৭৯]

কিন্তু 'আজি হিন্দুস্থান, হিন্দুর শ্মশান'। কবি রাজপুতানার বীরদের ও 'পদ্মিনী'র সতীত্বতেজের কথা স্মরণ করেছেন; মহারাষ্ট্রীয়দের বীরত্বের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন :

হলো অস্তমিত বিক্রমে যাহার
মোগলের বিশ্বত্রাস 'অর্দ্ধশশী'।[৮০]

---

৭৪. 'ঐ', পৃ ১৭২
৭৫. প্রথম পরিচ্ছেদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৭৬. 'গ্রন্থাবলী', ২য় ভাগ, পৃ ১৭১
৭৭. 'আমার জীবন', ২য় ভাগ, পৃ ২, ৩
৭৮. সেন, 'পূর্বোক্ত' পৃ ৩৫৮
৭৯. 'গ্রন্থাবলী' তৃতীয় ভাগ, পৃ ৯৩
৮০. 'ঐ' পৃ ৯৪

www.pathagar.com

কবি 'শিখ' জাতির বীরত্বের যে পরিচয় স্মরণ করে গর্ববোধ করেছেন: তা হচ্ছে:

'সিপাহী বিদ্রোহ, ভারত কলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধারায়,...[৮১]

অর্থাৎ কবি 'ভারত কলঙ্ক স্বরূপ' সিপাহী বিদ্রোহ' দমনে ব্রিটিশের সাহায্যকারী শিখ জাতির বীরত্বে মুগ্ধ। এ-প্রসঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্ছে, প্রথম যুদ্ধে(১৮৪৫) শিখদের পরাস্ত করেও ব্রিটিশ পাঞ্জাব অধিকার না করায় ১৮৪৮-৪৯ সালে পুনরায় শিখযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ জয়লাভ করে পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করলে "its population became so contented with British rule that, when the great Mutiny broke out, this recently conquered Country proved itself to be a firm and loyal base from which British military power was able to operate against the mutineers."[৮২] স্মর্তব্য যে, ঈশ্বরগুপ্ত ইংরেজদ্রোহী 'শিখদের শত্রু বিবেচনা করেছিলেন।'[৮৩] শিখদের 'সংশোধিত' চরিত্র সম্পর্কে তাঁর সজ্ঞানতার কোন প্রমাণ নেই।

'আহ্বান' কবিতায় নবীন সেনের বক্তব্য:

যে দিন যবন এ ভারতভূমি
প্রবেশিল, হায়, হল সে দিন
যেই মূর্চ্ছা তব, ভাঙ্গিল না আর!
সপ্ত শত বর্ষ সেই মূর্চ্ছাধীন
রহিয়াছে—নেত্র মেল একবার।[৮৪]

এ-কবিতায় কবি সিন্ধু অববাহিকাকে 'যবন তস্কর' ভারতে অনুপ্রবিষ্ট করাবার জন্য দোষারোপ করেছেন:

বিশ্বাস ঘাতক সিন্ধু নিরবধি
অন্বেষিয়া গৃহচ্ছিদ্র দুরাচারে,
আনিল ভারতে পুনঃ দস্যুদল,
অন্তর বিগ্রহে ক্লান্ত দিল্লীশ্বরে

৮১. 'ঐ'
৮২. Richard, Hilton, *The Indian Mutiny*, Hollis & Carter, London 1957, p 8
৮৩. বর্তমান পরিচ্ছেদে পূর্ব আলোচনা দ্রষ্টব্য।
৮৪. 'গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, (বসুমতী) পৃ ১০৯

www.pathagar.com

যুঝিল একাকী,—হইল উজ্জ্বল
যবনের 'অর্দ্ধচন্দ্র' থানেশ্বরে।[৮৫]

'আর্য্যদর্শন' কবিতায় কবি আর্যপুত্রের 'তেজোহীন, বীর্য্যহীন•• পরাধীন••• করে ভিক্ষা পাত্র—কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল'-রূপদৃষ্টে কাতর।[৮৬] 'বিশেষ বাঙ্গালি চিরপরাধীন' ব্রাণ্ডিপানে আত্মগ্লানি ভুলতে চেয়েছে—'বাঙ্গালির বিষপান' কবিতায়।[৮৭] 'চিহ্নিত সুহৃদ' কবিতায় কবি ইংরেজের আচার অনুকারী নব্যশিক্ষিত যুবকদের ইংরেজের বিক্রম অর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।[৮৮] কবি দুঃখিনী ভারত মাতাকে অশোক বনে সীতার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৮৯] এ-দিক থেকে 'অনন্ত শয্যায়'[৯০] একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এ-কবিতায় কবি 'রাজ্ঞী প্রতিনিধি ভারত রাজনের' 'আততায়ী করে' মৃত্যু বরণে কাতরতা প্রকাশ করেছেন। কবির মতে, 'আর্য্য, যবনের ম্লেচ্ছের শাসন' চক্রাকারে ভারতে ঘটেছে কিন্তু এহেন দুর্ঘটনা অভাবনীয়; 'কি হিন্দু য়ুনানী, কিংবা মুসলমান'—সকলেই শোকে মূহ্যমান।

৮৫. 'ঐ', পৃ ১১২
৮৬. 'ঐ' পৃ ১১৪-১৫
৮৭. 'ঐ' পৃ ১১৭-১১৯
৮৮. 'ঐ' পৃ ১২১-১২৩
৮৯. 'ঐ' পৃ ১৩০-৩১
৯০. 'ঐ' পৃ ১২৬-২৭

www.pathagar.com

/

পাঁচ

হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদের অন্যতম উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৮—৯৫) পদ্য রচনা তাঁর গদ্য রচনার তুলনায় দুর্বল ও নগণ্য। নিজের কবিতা সম্পর্কে তিনি নির্মোহ ছিলেন এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কবিতা পুস্তকের' প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' কবিতা রচনায় আপন দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন।[৯১] কতকগুলো গদ্য রচনা সংযোজিত হয়ে 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক' নামে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৯২] গদ্যের তুলনায় নগণ্য সৃষ্টি হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও মুসলিম প্রসঙ্গে মনোভঙ্গির আভাস এ-রচনাতেও দুর্লভ নয়।

মুসলিম প্রসঙ্গযুক্ত দু'টি কবিতা এ-গ্রন্থে আছে: 'সংযুক্তা'[৯৩] ও 'আকবর শাহের খোশরোজ'।[৯৪] লক্ষণীয় যে, দুটিই ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী-জাতীয় রচনা এবং দুটি কাহিনীর উৎসই কর্ণেল টডকৃত 'রাজস্থান'। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সংযুক্তা'র পাদটীকাতে মাত্র 'রাজস্থানের' উল্লেখ করেছেন,[৯৫] দ্বিতীয়টি সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তবে দ্বিতীয় কাহিনীটি, টডের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের[৯৬] উপর নির্ভর করে, ইতিপূর্বেই রঙ্গলাল তাঁর 'শূরসুন্দরী' কাব্যে (১৮৬৮) বর্ণনা করেন।[৯৭] বঙ্কিমের বর্ণনা রঙ্গলাল 'অনুসারী' হওয়া বিচিত্র নয়।

'সংযুক্তা'[৯৮] কবিতায় বন্য হস্তী 'চৌহানের রাণীকে' বধ করছে, পুত্র পৃথ্বীরাজ তাঁকে রক্ষা করতে অক্ষম—এই দুঃস্বপ্ন দেখে পৃথ্বীরাজের ঘুম ভেঙেছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংযুক্তাকে রাজা বললেন:

শুনিয়াছি নাকি তুরস্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল

---

৯১. 'গদ্য পদ্য বা কবিতা' পুস্তক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্কিম শত বার্ষিক সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বি—স, ১৩৫৩ পৃ ৯-১০ দ্রষ্টব্য।

৯২. 'ঐ' পৃ ১০ 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন,' দ্রষ্টব্য।

৯৩. প্রথম প্রকাশ: 'বঙ্গদর্শন' চৈত্র, ১২৮৪, পৃ ৫২৯—৫৩৩; বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস, পৃ ৭

৯৪. প্রথম প্রকাশ: 'বঙ্গদর্শন,' বৈশাখ ১২৮৫, পৃ ১২-১৬; বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস. পৃ ৭

৯৫. 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক.' পৃ ১৬

৯৬. Tod, *op, cit.*, 401-2.

৯৭. প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৯৮. 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক' পৃ ১৬, ২৪

www.pathagar.com

কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্য স্বপ্ন নয়।
জননী রূপেতে বুঝি বা স্বদেশ,
বুঝি বা তুরস্ক মত্ত হস্তি বেশ,
বাস বার বুঝি এইবার শেষ।
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়।। (পৃ ১৭)

সংযুক্তা স্বামীর বীরত্ব স্মরণ করে দুশ্চিন্তা মোচন করতে চাইলেন:

আসে আসুক না পাঠান পামর
আসে আসুক না আরবী বানর
আসে আসুক না নর বা অমর
কার সাধ্য তব শক্তি সয়। (১৭—৮)

'রণ সজ্জা' শুরু হল। অগণন 'চতুরঙ্গসেনা' নিয়ে রাজারা স্থানেশ্বরে জমা হল 'যবনবধের' উদ্দেশ্যে। স্বামীকে বিদায় দিতে গিয়ে সংযুক্তা বললেন যে, 'ঘোরির বানর' 'দূরে খেদানো'-কালীন স্বামীর বীরত্ব, সঙ্গে না থাকার জন্যে, তিনি দেখতে পারবেন না বটে, তবে অন্যেরা তো দেখবেই; তিনি অবশ্য ঘোরী-'নাশ' করে স্বামী না ফেরা পর্যন্ত অন্নজল স্পর্শ করবেন না। কিন্তু 'সম্মুখ সমরে' পৃথ্বীরাজ পতনে 'ভারতের রবি গেল অস্তাচলে'। প্রাণ গেল এখন 'মান' রক্ষার সমস্যা। কেননা, 'আসিছে যবন সামাল সামাল'। সুতরাং চিতারোহণে সখীসহ সংযুক্তা 'বৈকুণ্ঠ' গমন করলেন কিন্তু কবি কণ্ঠে আক্ষেপ ধ্বনিত হল:

কবি বলে মাতা কি কাজ করিলে
সন্তান ফেলিয়া [illegible] পলাইলে
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে।
সেই চিতানল দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভারত মণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী পরে।। (পৃ ২৪)

পরবর্তীকালে এই বিষয়ে 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-কাব্য রচনা করেন যোগীন্দ্রনাথ বসু।[৯৯]

---

৯৯. প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

'আকবর শাহের খোশরোজ' কবিতায়[১০০] 'এক চন্দ্রাননী' একাকী নওরোজের মেলা দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়ে গৃহাভিমুখী; কিন্তু

না জানি বাদশা কি কল করিল
ধরিতে পিঞ্জরে, কুলের নারী।
না পায় ফিরিতে নারে বাহিরিতে
নয়ন কমলে বহিল বারি।। (পৃ ৪৬)

অনুরূপ অবস্থায় পতিত রঙ্গলালের 'শূরসুন্দরী' কাব্যের নায়িকার নাম সতী, যিনি 'ডিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বী কবিবরের' পত্নী ও প্রতাপ-ভ্রাতা শক্তি সিংহের কন্যা। উক্ত কাব্যে প্রতাপ আকবরের শ্যালক মানসিংহকে অপমান করায় তার প্রতিশোধ বিধানের উদ্দেশ্যে আকবর সতী-লাঞ্ছনায় উদ্যত; এবং কেবল সতীকে হস্তগত করার প্রয়োজনেই নওরোজ মেলা আয়োজিত। এ-জাতীয় কোন পূর্ব ঘটনা বঙ্কিমের কবিতায় অনুক্ত। তিনি অবশ্য তাঁর চন্দ্রাননীর পরিচয় দিয়েছেন 'রাজার দুলালী, রাজপুত বালা, চিতোর সম্ভবা কমল কলি'। যাহোক, পথভ্রান্ত চন্দ্রাননীর সামনে অকস্মাৎ 'এক বিশাল উরস পুরুষ বীর' পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দিলেন : 'আমি আকবর—ভারতভূপ'। 'সহস্র রমণী রাজার দুলালী আকবরের চরণ সেবা করে কিন্তু এহেন রূপ অ-পূর্বদৃষ্ট'। আকবর রমণীর হাত ধরলেন; 'যদুপতি'র বলে কঙ্কন ভাঙ্গল। কুলের নারী দুর্গাকে স্মরণ করে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাকলেন। পূণ্যবলে শূন্যে দুর্গাকে দেখে রমণী মস্তক তুলে, গ্রীবা হেলিয়ে 'ভীষণ রাগে' রুখে দাঁড়ালেন। এবং 'নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা' নিয়ে নৃপতিকে বলতে লাগলেন :

ছি ছি ছি ছি ছি ছি তুমি হে সম্রাট
এই কি তোমার রাজ ধরম।
কুল বধূ ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি শরম।।
বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুটিলে
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণীর চক্ষে বহায়ে নীর
পর বাহু বলে পর রাজ্য হর
পরনারী হর করিয়ে চুরি।

১০০. 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক', পৃ ৪৪-৫১

www.pathagar.com

আজি নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি ॥
জয় মল্ল বীরে ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর।
নারী পদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা ধরম চোর। (পৃ ৪৮—৪৯)

রমণী হাত ছাড়িয়ে, আকবরেরই অসি কেড়ে নিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলে সম্রাট হার মানলেন। শ্লেষভরে রূপসী বললেন: 'রমণীর রণে হারি মান তুমি পৃথিবী পতির বাড়িল যশ'। কিন্তু এতেই ক্ষমা নয়; রূপসীর দাবী :

আজি পৃথ্বীনাথ আমার চরণে
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচিবে তবে ॥
জোড়ো হাত দুটো, দাঁতে করো কুটো
করহ শপথ ভারত প্রভু।
শপথ করহ হিন্দু ললনার
হেন অপমান না হবে কভু॥
তুমি না করিবে রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখনো এহেন দোষ।
হিন্দু ললনারে যে দিবে লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ ॥ (পৃ ৫০)

'নারী আজ্ঞামত ভারত প্রভু' অসি স্পর্শ করে শপথ করলেন এবং সতী নারীকে ভগ্নি সম্বোধন করে সমাদরের সঙ্গে গৃহে ফেরার পথ দেখিয়ে দিলেন। সন্তুষ্ট কবির উক্তি:

সবে বলে জয় হিন্দু কন্যা জয়
হিন্দুমতি থাক ধর্মের পথে ॥ (পৃ ৫১)

কবিতার শেষে কবির বক্তব্য: খোশরোজ মেলা সুন্দর; কিন্তু—

এ হতে সুন্দর রমণী-ধরম
আর্যনারী ধর্ম, সতীত্ব ব্রত।
জয় আর্য নামে আজ (ও) আর্যধামে
আর্য ধর্ম রাখে রমণী যত ॥
জয় আর্য্যকন্যা এ ভুবনে ধন্যা
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে।

www.pathagar.com

হায় কি কারণে আর্য্য পুত্রগণে
আর্য্যের ধরম রাখিতে নারে।। (পৃ ৫১)

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবিতা দুটিতে প্রকাশিত মনোভঙ্গি রঙ্গলালের সঙ্গেই তুলনীয়। উপন্যাস রচনাকালে ক্রমশঃ বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্র প্রসঙ্গে বিদ্বেষ প্রকাশে তৎপরতা প্রদর্শন করেছেন। আনন্দ মঠ (১৮৮২), রাজসিংহ (১৮৮২, বড় আকারে ১৮৮৩) প্রভৃতি তার প্রমাণ।

যে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত হিন্দু-পুনর্জাগরণের মূলমন্ত্র, 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে প্রকৃত পক্ষে তা মুসলিম নিধনের উদ্দীপন গীতি। এই সঙ্গীত পরিবেশনের পর পরই ভবানন্দের কণ্ঠে মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবাণী ধ্বনিত হয়:

> "সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই! ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে।"[১০১]

ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদের চিন্তা রঙ্গলালের মুসলিম-বিদ্বেষের পন্থা অনুসরণ করেই পরিণতি লাভ করেছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন কোন উপন্যাস বাঙ্গালী মুসলিম পাঠকের মর্মজ্বালার কারণ। এই অর্থে রঙ্গলাল ও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতির দুই প্রধান উৎস।

---

১০১. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৬৪, পৃ ২৩

www.pathagar.com

ছয়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্য্যগাথা (প্রথম ভাগ)'[১০২] প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে; কবির ছাত্রাবস্থায়। এ-কাব্যের 'আর্য্যবীণা' অংশে,[১০৩] হেম-নবীন-বঙ্কিমের মত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচীন ভারতের আর্যগৌরব স্মরণ এবং সমকালীন অধঃপতিত আর্যসন্তান ও পরাধীন 'ভারত মাতার' দুরবস্থা বর্ণনা করেছেন। কবির বক্তব্য: 'যত নিষ্ঠুর যবন' এসে ভারত মাতার 'দেহের সকল ভূষণ' হরণ করেছে (স্বদেশ-স্তোত্র); 'আজি এ ভারত মহান শ্মশান,' 'কোটি কোটি যে প্রাণ' 'মহানিদ্রাগত' (বীণা বাজিবে কি আর); বহু শতাব্দী পরে 'ভারত সন্তান'কে জাগ্রত করবার জন্য 'ইতিহাস মধুস্বরে' 'ভারত গৌরব গান...কীর্তন' করেছে (মেল রে নয়ন); চিতোর, দেওয়ার, হল্‌দীঘাট, উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা প্রভৃতি 'পুণ্যস্থান' (করো না করো না তার অপমান) এবং বেদ-পুরাণ ও সেই সঙ্গে আর্যসুত দেহে 'আর্য্য শোণিত' (জ্বালাও ভারত) আজো বর্তমান; সুতরাং

একবার সবে মিলে
জাতি ভেদ যাও ভুলে,
('আয় আর্য্যসন্তান')।

কবি প্রতাপ সিংহ, গুরুগোবিন্দ, চাঁদ কবি প্রভৃতিকেও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে 'গাও আর্য্য সুত বৃটানিয়া জয়...বৃটনমহিমা আর্য্য ভূমিময়' এ-কথাও বলতে ভোলেন নি।

আর্যগাথা 'দ্বিতীয় ভাগ এ ১৮৯৩' 'আর্য সুতের' অধঃপতনে ব্যথিত কবিকণ্ঠ নীরব। এ-গ্রন্থের প্রথমাংশে দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত গান ও দ্বিতীয়াংশে অনূদিত বিদেশী গান সঙ্কলিত হয়েছে।

পরবর্তী কাব্য 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯)-তে কবিকণ্ঠে স্বতন্ত্র সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গ কাব্য এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা এ-গ্রন্থেই প্রথম। 'বাঙ্গালী মহিলা'[১০৪] কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

---

১০২. দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (কবিতা ও গান) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৩ পৃ ১—৭০

১০৩. ঐ পৃ ৪৮—৭০

১০৪. 'ঐ', পৃ ১৯৫—১৮৮

www.pathagar.com

আলোচ্য কবিতাটি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধারের' সঙ্গে আংশিক অর্থে তুলনীয় : বাঙালী হিন্দুকে ব্যঙ্গ করা উভয়ের উদ্দেশ্য। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের এ-কবিতায় কৌতুকই মুখ্য।

দাও বীণাপাণি বীণায় ঝঙ্কার
গাইব বাঙ্গালী মহিমা।
খোল ইতিহাস ;—সতের তুরস্ক
প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষণ সেন ত দিলেন চম্পট
কচুবনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক
দীর্ঘ পলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দ বন্ধে বোধ হয় আজও
ভাল করে কেহ গাহিনি।
পরে আফগান, মোগল, পাঠান
দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব; তাহাও বীরত্বে
সহিল বাঙ্গালী উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ; বাঙ্গালী (লেখেত
সব ইতিহাস বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে
পাঠানের ক্রোড় হইতে।

'মারাঠা শিখ' সংগ্রাম করেছে, কিন্তু বাঙালী হিন্দু নির্বিবাদে সবই 'ভবিতব্য' বলে স্বীকার করেছে। বাহুবল নয় বুদ্ধিবলই তার অস্ত্র। এই বুদ্ধিই :

এত বিপদের আবর্তের মাঝে
এত বিজাতীয় শাসনে
বরাবর টিকে আছে ত, তাকিয়া
ঠেসিয়া, ফরাস আসনে।

'হাসির গান' (১৯০০) 'আষাঢ়ে'র এক বছর পরে প্রকাশিত হলেও এর কিছু রচনা আষাঢ়ে প্রকাশের পূর্ববর্তী কালের।[১০৫] এ-গ্রন্থের "তানসেন

১০৫. রথীন্দ্রনাথ রায়, 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার', সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ ১২০

www.pathagar.com

বিক্রমাদিত্য সংবাদ"[১০৬] কবিতাটিতে 'কালগত অসঙ্গতির' মধ্য দিয়ে হাস্যরস উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। এ-কবিতার শেষ স্তবকটি উল্লেখযোগ্য:

হল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসেনের গীতিবাদ্য;
আর আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ;
অর্থাৎ তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর ত হয়ে গেছে কবে।
আর তানসেন মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করে হবে।

"ইরাণ দেশের কাজী[১০৭] কবিতার ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যহীন নয়। ইমামকুল সত্য মিথ্যা যাই বলুক 'ইমাম সবাই সত্য প্রিয়, পার্শী মিথ্যাবাদী; ইমামরা বুদ্ধিমান পার্শীরা মূর্খ, তাই পার্শীরা কেবল 'কুলী ও কেরানী পদে' বসবে এবং 'হাকিম হকিম হইবে সবাই হোসেন হাসেন হাজী'। অন্যদিকে

দাদা ভাই হোক জিজি ভাই হোক কারসেটজী কি সেটা
আজ থেকে তবে ঠিক হয়ে গেল—সবাই সমান বেটা।

মুসলমানদের সম্বন্ধে এ-কবিতায় প্রকাশিত উষ্মা এ-গ্রন্থের "জিজিয়া কর"[১০৮] ও "খুসরোজ"[১০৯] কবিতায় স্পষ্টতর হয়েছে। শেষোক্ত কবিতা দুটিতে হাসি নেই, আছে অন্তর্জ্বালা।

সৈবে সবাই, নই ত মানুষ, আমরা সবাই ভেড়ার পাল;
যে যা করিস দেখিস চাচা, মোদের পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচা,...
তোরাই রাজা তোরাই মুনিব, মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস চাচা এটা তোদের বাড়ী তোদের ঘর;
মোরা বেটা মোরা পাজি যা বলিস তাই আছি রাজি;—
রাজার নন্দিনী প্যারি, যা বলিস তাই শোভা পায়।

(জিজিয়া কর)

আজি এই শুভ রাতি জ্বালবো বাতি ঘরে ঘরে ভক্তি ভাবে
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে।
"জয় জয়, মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র", ব'লে জোরে ডঙ্কা বাজাই; ...
আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" বলে চেঁচাই উচ্চ রবে
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে।

---

১০৬. 'দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী' পৃ ২৬১—৬৪
১০৭. 'ঐ' পৃ ২৬৪
১০৮. 'ঐ', পৃ ২৬৬
১০৯. 'ঐ', পৃ ২৬৭—৬৮

www.pathagar.com

—আমাদের ভক্তি যা এ—মানের, পেটের, প্রাণের দায়ে ;...
ভোলানাথ শুয়ে আছেন,—ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন ;
কালী জিভ মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন ;
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটে আঁকা ;
আমরা সব নিয়ে শরণ মোগল দেবের চরণ তলায় ;
—সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।

(খুসরোজ)

এই অন্তর্জ্বালা 'মন্দ্র' ও 'আলেখ্যের' মুসলিম প্রসঙ্গ যুক্ত কবিতাতেও উপস্থিত। সে-আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে কংগ্রেস ও নব্যহিন্দু সম্পর্কে 'হাসির গানে' উপস্থিত কবির মন্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"Reformed Hindoos"[১১০] কবিতায়:

মোটা তাকিয়া দিয়া ঠেস
আমরা স্বাধীন করি দেশ
আর friends-দের ভিতরে ইংরেজগুলোকে
করি খুব hate ও abuse
কিন্তু সামনে সেলাম...করি...
আমরা পড়ি Mill, Hume, Spencer
কোন ধর্মের ধারি না ধার
করি hoot alike the Hindoos, the Buddhists
the Mahomedans, Christians & Jews
কিন্তু ফলার ভোজে হিন্দু...

আর "বিলাত ফের্তা"[১১১] কবিতায়:

আমরা বিলাত ফের্তা ক'টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই ;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেব গুলোই চটাই।

বাঙালী হিন্দুকে ব্যঙ্গ করাই এ-সব কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও শাসক ইংরেজের সঙ্গে তৎকালীন বাঙালী হিন্দুর দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিচয় এই কবিতাংশ দুটিতে মেলে।

১১০. 'ঐ', পৃ ২৭০—৭২
১১১. 'ঐ', পৃ ২৭২—৭৪

www.pathagar.com

'মন্দ্র' (১৯০২) কাব্যে কবি পুনরায় অধঃপতিত আর্যসন্তানের জন্য বেদনার্ত :

বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে
চৌদ্দ শত পুরুষ আছি পরের জুতো খেয়ে···
লজ্জা নাই! 'আর্য' বলি চেঁচাই হাসি মুখে।···
(জাতীয় সঙ্গীত)[১১২]

অনেকটা এই প্রেরণা বশেই আর্যগৌরব মুগ্ধ-দ্বিজেন্দ্রলাল এ-কাব্যের 'তাজ মহল'[১১৩] কবিতায় তাজের সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গেও মোগলের বিলাস-মগ্নতা ও ও আর্যের শুদ্ধাচারী জীবনের তুলনা[১১৪] করবার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি; যদিও 'আর্য জাতির জীবনাদর্শ সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতার অনধিকার প্রবেশ কবিতাটির রসমূল্য খর্ব করেছে'।[১১৫] কবির সংশয়: তাজ যে নিষ্কলঙ্ক প্রেমের প্রতীক তা কি মর্ত্যসম্ভব! এ-প্রসঙ্গে শাজাহানের অন্তঃপুরের বর্ণনা :

তদুপরি ভারত সম্রাট—দিবানিশি
যাহার তমিস্র, গূঢ়, অন্তঃপুরাবাসে,
রহিত রক্ষিত, বদ্ধ, সহস্র মহিষী,
লিপ্সায় মজ্জিত, প্লুত, দুর্গন্ধ জীবনে,
সে কি সত্য, এত ভালবাসিতে পারিত
একজনে!

মোগলের বিলাসমগ্ন জীবন ও পরকাল সম্পর্কে কবির উক্তিও উদ্ধারযোগ্য :

—বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল।—গুলাবস্নান মর্মর আগারে;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর-সৌরভে;
পোলাও কালিয়া খাদ্য, মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন;
উদ্যান; নির্ঝর; প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য; নূপুর নিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে;
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ;

১১২. 'ঐ', পৃ ৩৮৮
১১৩. 'ঐ', পৃ ৩৮৯, ৩৯১
১১৪. 'ঐ', পৃ ৩৯১২ দ্রষ্টব্য।
১১৫. রথীন্দ্রনাথ রায়, 'পূর্বোক্ত,' পৃ ১৩১

www.pathagar.com

মরণের পরে স্বর্গ,— তাও সেই রূপসীর বক্ষ।
আর আর্য জাতি! ঠিক তার বিপরীত।···

তাজমহল আজ 'বিশ্ব ভিতরে' 'সম্রাজ্ঞীর স্মৃতি সঞ্জীবিত' করছে বটে

কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও
কে রাখিবে তব স্মৃতি! হে সমাধি! চির স্মরণীয়!

এই 'সংশয়বাদ' দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের অন্যতম লক্ষণ বলে কথিত।[১১৬] তবে তাজমহলের সৌন্দর্যমুগ্ধ হয়েও কবি এই কবিতায় যে সমস্ত বিচিত্র বিপরীত চিন্তার সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা কেবলমাত্র 'সংশয়বাদ'-এর ব্যাখ্যায় আড়াল করা চলে কিনা সন্দেহ। শুদ্ধাচারী আর্যের বদলে বিলাসমগ্ন মোগল এই নিষ্কলঙ্ক প্রেম-ভাস্কর্যের প্রতিষ্ঠাতা—কবি যেন সরল মনে এ-সত্য স্বীকারে দ্বিধান্বিত। তাই এত প্রতিতুলনা, এত কূটতর্কের অবতারণা। অথচ পরবর্তীকালে রচিত 'সাজাহান' নাটকে (১৯০৯) সাজাহান চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। স্মর্তব্য যে, বঙ্গ ভঙ্গের আমলে রচিত হলেও 'দেশাত্মবোধের কোন মহৎ তত্ত্ব প্রচারের জন্য এই নাটক রচিত হয় নি।...সাম্প্রদায়িক মতলব নিয়েও তিনি নাটক রচনা করেন নি।[১১৭]

তাই 'সাজাহান' রচনার মাত্র দু'বছর আগে, ১৯০৭ সালে, প্রকাশিত 'আলেখ্য' কাব্যের 'একাদশ চিত্র (সিরাজদ্দৌলা)'[১১৮] কবিতাটিও বিস্ময় উদ্রেক করে। সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের নব মূল্যায়নের কালে বসে, এমনকি নবীন সেনের অনুরূপ কোন দ্বন্দ্ব[১১৯] দ্বিজেন্দ্রলালকে স্পর্শ করে নি। 'পরাজিত পরিত্যক্ত পলায়িত লুক্কায়িত' সিরাজের পরিচয়: 'যাহার নামে বিকম্পিত নীতি ধর্ম ন্যায়নিষ্ঠা'। দুর্দশাগ্রস্ত সিরাজকে 'হতভাগ্য' বলতেও কবি নারাজ; কেননা—

রাজত্ব যা ক'রে গেছ ভূভারতের সেরা!
একটি দিকে হিন্দুগণে দলেছ ত শ্রীচরণে,
সেলাম ঠুকে নিলে যেমন এল ইংরাজেরা।
বন্দী করেছিলে যদি দু চারিটি ইংরাজেরে,
সন্ধি করে প্রায়শ্চিত্ত করেছ ত সিরাজ;

১১৬. " 'মন্দ্র' কাব্যের কবি উচ্চকণ্ঠ, বিচারপ্রবণ ও সংশয়বাদী"-রথীন্দ্রনাথ রায় 'ঐ'; পৃ ১৪৩

১১৭. মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল.রায়, পৃ ৩৭

১১৮. দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী, পৃ ৪৫০–৫৫

১১৯. প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

মুষ্টিমেয় শ্বেতমূর্তি দেখে ভয়ে কম্পান্বিত
উড়িষ্যা বিহার ও বঙ্গের মহারাজাধিরাজ !!!
কৃতঘ্নতা ! মীর জাফরের কৃতঘ্নতা ! চিননি কি
নেওনি কি মীর্জাফরে পূর্ব্বাবধি জেনে !
কর নাইক কেন তারে পদাঘাতে দূরীভূত !...

কবির মতে, সিরাজের সেনাপতি-নির্ভরতার কারণ 'বুঝেছিলে তুমি নামে মাত্র নবাব,' 'প্রজাদের দৃঢ় প্রীতি'তে সিরাজের রাজ্যের ভিত্তি ছিলনা বলেই 'স্বয়ং বিধি' সিরাজের পতন ঘটান।

ইংরাজে করে নি সিরাজ তোমায় কভু পরাজিত,
মীর্জাফরও করে নি তোমায় আজি দমন;
দিবারাতি প্রজাদিগের এত বেশী খেয়েছো যে
জীর্ণ হয় নি, সে সব আজি কর্ত্তে হল বমন।

তাছাড়া 'অতিদম্ভী অত্যাচারীর পেতে হবে সাজা'। কবি সিরাজকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—সাধারণের বর্ষের সুখ সিরাজ ত এক রাত্রেই ভোগ করেছেন, সুতরাং দুঃখ কি—

বিলাসের সে চরম সীমা—নারী নিয়ে খেলা
মনে কর আজি সে সব—জীবন ত ভোগ ক'রে নেছে,
কিসের দুঃখ, উঠে যারা তাদেরই হয় পতন...
এখন তবে ভাব সে রাত, যে রাত তুমি সবার কেন্দ্র
তীব্র সুখে বিদ্ধ, অর্দ্ধ সুপ্ত আত্মহারা ;...

কবিতার শেষ স্তবকে সিরাজকে কুঁড়ে ঘরে দেখে কবির 'চক্ষু ভরে' এসেছে বটে 'যদিও তাও তোমার প্রাপ্য নহে রাজাধিরাজ' ; কবির মতে, এই 'চক্ষু ভরে' আসা অনেকটা 'হত্যাকারীর ফাঁসী দেখে' কোমল প্রাণের দুঃখের মত।

'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় কাব্যাদর্শে রবীন্দ্রবিরোধ প্রকাশের জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন :

> এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক--প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে, তার মানে দশজনে দশ রকম বের ক'রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কবিতা গুলির মানে যদি থাকে ত এক রকমই আছে।... আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব,.. আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি।[১২০]

---

১২০. 'দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী' পৃ ৪০৭

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, সিরাজদ্দৌলার যে আলেখ্য কবি এঁকেছেন তা যে দ্ব্যর্থহীন ও সংশয়মুক্ত এতে কোন সন্দেহ নেই। এই কবিতাটি তাই দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশেষ মানসরূপের পরিচয়বাহী বলে গ্রাহ্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় মুসলিম প্রসঙ্গ সন্ধান সমাপ্ত করার আগে 'আলেখ্য' গ্রন্থের চতুর্দশ 'চিত্র' (নেতা) ও 'পঞ্চদশ চিত্র' (ভক্ত) কবিতা দুটিতে প্রকাশিত সমকালীন রাজনীতি সম্বন্ধে কবির ধারণা লক্ষ্যযোগ্য। বঙ্গভঙ্গের কালের স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের ব্যঙ্গ করাই 'নেতা'[১২১] কবিতাটির বিষয়। বক্তৃতা, গানে ও নেতায় 'দেশটা' ভরে গেল ; 'সম্পাদকে কবিগণে ভীষণতেজে অনুপ্রাসে কাঁদছে' "কেউবা জোরে 'মা মা' ধ্বনি ছাড়ছে" হাতের কব্জায় কেউবা 'সখের রাখী' বাঁধছে; আবার এই সুযোগে কেউ কেউ 'দেশী' ছাপ্পা দিয়ে 'খাসা দু'পয়সা' করে নিচ্ছে। কবির বক্তব্য : এত সহজে দেশোদ্ধার হয় না।

'মা মা' বলে চেচিয়ে ওঠা বারে বারে,
'ভাই ভাই' বলে বাঁকা সুরে বায়না ;
তাতে তোমার ভাষার খ্যাতি হ'তে পারে ;
স্বদেশ ভক্তির কাছেও ঘেঁষে যায় না।
যেমনি তোমার হাতে একটি সূতা বেঁধে
হৃদয়ের বিষ হয়না তোমার মিষ্ট,
তেমনি হয়না বাউল সুরে গলা সেধে
স্বদেশ ভক্তি কস্মিন কালেও সৃষ্ট।...

ইংরেজের স্কুল-বর্জনও কবির অনুমোদনযোগ্য নয়, কেননা তাতেও কপটতা :

নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের কটি ছাত্র ;
পরের ছেলের ভবিষ্যতের মাথা খেয়ে
আপনি গিয়ে বোসো ঝেড়ে গাত্র।
খেতে না পায় পরের ছেলেই পাবে নাক
মরে যদি পরের ছেলেই মরবে ;...

যদি সত্যিই দেশোদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে 'গ্রামে গ্রামে' যেয়ে 'ভায়ের সেবায়...সর্বস্ব' বিলিয়ে দেবার 'ব্রত' নিতে হবে; আত্মচিন্তা ভুলে পরের জন্য 'কর্ত্তে হবে কর্ম্ম'। ত্রিতলের গালিচা মোড়া কক্ষে বা 'তক্তার উপর...উচ্চ

---

১২১. 'ঐ', পৃ ৪৭০—৭৪

www.pathagar.com

ব্যক্তি' হয়ে বাউল সুরে 'মা মা' বলে আর্তনাদ করলে চলবে না; 'ফিটন চড়ে টাউন হলে নেমে এসে' স্বদেশী গান গাওয়া যেন স্বদেশহিতৈষণাকে 'ভুলোর দলের যাত্রায়' পরিণত করা। এই মন্তব্যে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইঙ্গিত থাকা বিচিত্র নয়।

'ভক্ত'[১২২] কবিতার উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে 'আর্য' সম্পর্কে কবির মন্তব্য। আর্যের অধঃপতনে একদা বেদনার্ত কবি এই কবিতায় 'আর্যবাদী'দের ব্যঙ্গ করছেন :

উচ্চৈঃস্বরে মহাবীর্যে, আর্য জাতি
গালি দিচ্ছে যত যবনে ;
শুনেই আসছি শুদ্ধ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী,—
গর্ভধানের, টিকি মাহাত্ম্যর
শুনেই আসছি "আমরা ছিলাম ভারি বড়
সন দু'শ সত্তর কি বায়াত্তর"
দেখলাম না ত কিছু—দেখবার মধ্যে দেখি
হুঁকো, হুইস্কি এবং নর্তকী;
অভিধান কি পুরাণ খুলে দেখতে হচ্ছে
এই যে আর্য শব্দের অর্থ কি।...

'ত্রিবেণী'তে (১৯১২) দেশাত্মবোধক বা মুসলিম প্রসঙ্গ যুক্ত কোন কবিতা নেই। তবে কবির 'গান'[১২৩] পুস্তকে সুপরিচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতসমূহও সংকলিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ' ও 'ভারতবর্ষ' সম্পর্কে কবির আন্তরিক আবেগ এ-সব গানে প্রকাশিত : প্রাচীন ভারতের হিন্দু গৌরব স্মরণ করে কবি গর্বিত এবং কবির আকাঙ্ক্ষা :

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ!

এই আলোচনা থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিকতা সম্পর্কে যে কয়টি কথা পরিষ্কার হল তা হচ্ছে : (ক) দেশাত্মবোধে বাগাড়ম্বর তাঁর অপছন্দ ছিল ; (খ) আর্য অধঃপতনে তিনি বেদনার্ত কিন্তু এর জন্যে 'যবন'কে দোষারোপ তাঁর কাছে অর্থহীন ; (গ) সামগ্রিকভাবে হিন্দু ভারত তাঁর স্বপ্নে ছিল কিন্তু তা লাভের

---

১২২. 'ঐ' পৃ ৪৭৫—৭৭
১২৩. কবির মৃত্যুর পর (১৯১২) সালে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

জন্য ভঙ্গিপ্রধান স্বদেশিকতা ও কপটাচার নিন্দনীয়। 'ভক্ত' কবিতায় তিনি নিজেকে আসলের ভক্ত ও নকলের শত্রু বলেছেন-এই বক্তব্য উক্ত মানসিকতার যথেষ্ট ব্যাখ্যা। তবে বাঙালী বা ভারতীয় মুসলমান সম্পর্কে কাব্যে তিনি কোন স্পষ্টোক্তি করেন নি; কেবল সিরাজকে পাপাচারী, হিন্দুপীড়ক ও সাজাহানকে বিলাসমগ্ন রূপে চিত্রিত করেছেন; মুসলমানদের সংরক্ষিত স্বার্থ ("ইরাণ দেশের কাজী")-কল্পনাকে নিন্দা করেছেন; বঙ্গভঙ্গের কালের 'ভাই ভাই' ধ্বনি ও রাখী বন্ধনকে কপটতা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন হিন্দু-গৌরব-মন্ত্রে যে 'প্রেমের ভারতবর্ষে' তিনি জেগে উঠতে চেয়েছিলেন, সেখানে 'ভারতীয়' মুসলমানের জন্য স্থান-নির্দেশ করার কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি।

www.pathagar.com

সাত

মুসলিম প্রসঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যের এক ক্ষুদ্রাংশ; কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও তা গৌণ নয়; বরং এক বিশেষ কালের রবীন্দ্রমানসের তা পরিচয়বাহী। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্র-চিন্তা বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) ও তার পরবর্তী কালে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে অজস্রধারে লভ্য। উক্ত রচনাসমূহে আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করেছে। এবং সমকালীন রাজনীতিকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর মতবিরোধও ক্রমশঃ দেখা দিয়েছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রবীন্দ্রকাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে কবির চিন্তা পরিণতি লাভ করার আগে। বলা বাহুল্য, অন্যত্র যেমন, রবীন্দ্রকাব্যেও তেমনি, ঘটনা-প্রধান রচনাতেই মুখ্যতঃ মুসলিম প্রসঙ্গ বিদ্যমান। এবং 'কথা' (১৩০৬) ও 'কাহিনী' (১৩০৬) গ্রন্থ দুটিতেই বিচার্য কবিতাগুলি অধিক পরিমাণে সংকলিত হয়েছে।

অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গ চিত্রণ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। লুপ্ত বাল্য রচনা 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়ে'[১২৪] (১৮৭৩) মহম্মদ ঘোরি চরিত্র নিশ্চয়ই ছিল। উক্ত কাব্যের নাট্যরূপ বলে অনুমিত[১২৫] 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) কাব্যনাট্যে আছে:

ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরি
তস্করের মত আসে আক্রমিতে দেশ।[১২৬]

লর্ড লিটনের দিল্লীর দরবার (১৮৭৭, জানুয়ারী ১) অননুমোদন করে হিন্দুমেলার বার্ষিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা পড়েন তা কোথাও মুদ্রিত হয়নি[১২৭] বটে, তবে অনুমান করা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (১৮৮২) '৪র্থ অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্কে শুভ সিংহের স্বগতঃ কবিতা'রূপে তা প্রকাশিত হয়েছে[১২৮]; মূল রচনায় ব্রিটিশের বদলে 'মোগল' শব্দ বসিয়ে[১২৯] দিয়ে:

১২৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী', ১ম খণ্ড, দ্বি-স, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩, পৃ ৩৭ দ্রষ্টব্য

১২৫. 'ঐ', পৃ ৯০ দ্রষ্টব্য

১২৬. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', অচলিত প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ ৩০২

১২৭. 'রবীন্দ্র জীবনী': ১, পৃ ৫৬; যোগেশচন্দ্র বাগল, "জাতীয় মেলা", 'মাতৃভূমি', ১৩৫২ ভাদ্র ও নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', ৪র্থ ভাগ পৃ ২৬৪ দ্রষ্টব্য

১২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র গ্রন্থ-পরিচয়', দ্রষ্টব্য; 'জীবন স্মৃতি', নূতন সংস্করণ ১৩৫৪, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ ২৫১

১২৯. 'জীবন স্মৃতি', পৃ ২৫১

www.pathagar.com

এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধবজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি,...
মোগল রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল চরণে লুটাতে শির...'
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল রাজের বিজয় রবে
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক আমরা গাবনা[১৩০]...

'ব্রিটিশে'র বদলে 'মোগল' শব্দ ব্যবহারের সপক্ষে প্রভাতকুমারের যুক্তি উল্লেখযোগ্য :

"পাঠান মোগলদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করলে তারা তো আর জবাবদিহি চাইতে আসত না; তাই যা খুশী বলা চলত।"[১৩১]

সুতরাং, এ-সব লুপ্ত, বিস্মৃত, পরিত্যক্ত বাল্য-রচনা পরিণত রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে সংযোগহীন হলেও তাৎপর্যশূন্য নয়।

২

পরিণত রবীন্দ্রকাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গযুক্ত প্রথম রচনা 'সতী' সংলাপ-কবিতা (১৩০৪,২০ কার্তিক)। এ-কবিতা রচনার আগে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (১৩০০) ও 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১) প্রবন্ধ দুটিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন। 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে আকবরের সঙ্গে ইংরাজের শাসন নীতির তুলনা আছে। টেনিসনের 'আকবরের স্বপ্ন' কবিতায় আকবরের প্রেমধর্ম পরবর্তীদের হাতে বিনষ্টপ্রায় হলে 'সূর্যাস্তের দিক থেকে এক দল বিদেশী' এসে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল—আকবর এই স্বপ্ন দেখেছেন। উক্ত কবিতা আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ইংরেজ আকবরের মত ভারতবর্ষকে এক শাসনাধীন করেছে বটে তবে মোগল সম্রাটের মত প্রেম ধর্মের কোন নীতি তাঁদের নেই। তাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিবারণে ইংরেজ নিশ্চেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

"আজকাল হিন্দু মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলা কহা করি?

১৩০. 'ঐ', পৃ ৫২—৫৩ উদ্ধৃত
১৩১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনকথা', বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ ২১

www.pathagar.com

আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরাজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। ইহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছা পূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে—কিন্তু আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা। করিয়াছিলেন ইংরাজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।"[১৩২]

'সুবিচারের অধিকার' প্রবন্ধে এই বক্তব্যই অধিক স্পষ্ট হয়েছে :

"অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানগণ ক্রমশ: ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এই জন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম বিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।[১৩৩]

ইংরাজ অবশ্য এই 'অপবাদ' 'অমূলক' মনে করেন এবং কবিও ইংরেজকে 'অবিশ্বাস' করেন না। কবির মতে, হিন্দু মুসলমানে 'অনৈক্য থাকে সে ভাল, কিন্তু তাহা গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। 'হিন্দু মুসলমানের গলাগলির জন্য সরকার ব্যাকুল' নয়, কিন্তু 'লাঠা লাঠি' তাদের 'সুশাসনের হানিজনক'।

"কিন্তু হিন্দু মুসলমান বিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।"[১৩৪]

"আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরাজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁসিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।"[১৩৫]

১৩২. 'রাজা, প্রজা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খণ্ড, ১৩৬৫ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ ৩৯২
১৩৩. 'ঐ', পৃ ৪১৮—১৯
১৩৪. ঐ, পৃ ৪১৯
১৩৫. ঐ, পৃ ৪২০

www.pathagar.com

এর গূঢ় কারণ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, হিন্দু কংগ্রেসে যোগ দিয়ে, সরকারের সমালোচনা করে, নানা রাজবিধি সংশোধন করে ইংরাজের বিরাগভাজন হয়েছে। "অপর পক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তি ভরে অবনত প্রায় হইয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পথে বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"[১৩৬] ফলে ইংরাজ বিকারগ্রস্ত। তাছাড়া 'গো-রক্ষণী সভা' ইংরাজকে অধিক বিচলিত করেছে। 'আত্মরক্ষার' জন্য হিন্দু একত্রিত হতেও পারে। "অতএব সেই সূত্রে যখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতিই ইংরাজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল।"[১৩৭]

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রকাশ ছাড়াও, 'সতী' রচনার আগেই রবীন্দ্রনাথ ৫টি গল্পে মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।[১৩৮] 'দালিয়া' (১২৯৮, ১৮৯১) ইতিহাসের আবরণে রোমান্সরসের গল্প। 'রীতিমত নভেলে' (১২৯৯, ১৮৯২) কাহিনীর নায়ক 'কাশ্মীর সেনাপতি', 'ভারত ইতিহাসের ধ্রুবনক্ষত্র' ললিত সিংহের পরাক্রমের পরিচয় দেবার জন্য মুসলিম প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এ-গল্প দুটিতে লেখকের কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টির পরিচয়ই মুখ্য। 'কাবুলিওয়ালা'য় (১২৯৯, ১৮৯২) প্রবল অপত্য-স্নেহে রহমত কাবুলিওয়ালা মিনির পিতার সমাসন দাবী করেছে। 'সমস্যা পূরণে' (১৩০০, ১৮৯৩) কাশীবাসী কৃষ্ণগোপাল জমিদারী ঝিকিড়কোটায় ছুটে এসেছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীন জমিদার বিপিন বিহারীকে বুঝিয়ে, যবনী গর্ভজাত তাঁর অন্যপুত্র অছিমদ্দির স্বার্থ রক্ষার জন্য। এ-গল্পে, অছিমদ্দির বিশ্বাস বিপিনের ভ্রাতা বলেই যেন তার 'বাগ' মানে নি এবং সর্বস্ব হারিয়েও সে জমিদারের সঙ্গে মামলায় প্রবৃত্ত হয়েছিল; আর পিতার স্বীকারোক্তিতে বিপিন 'শিক্ষা ও চরিত্রে' নিজেকে অনেক উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র (১৩০২, ১৮৯৫) পরিবেশ অতিপ্রাকৃত।

এখানে আর একটি তথ্য মূল্যবান : বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম' গানে সুরারোপ করেন রবীন্দ্রনাথ[১৩৯] এবং ১৩০৩ সালের পৌষ মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিনে উদ্বোধনী সংগীত রূপে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানটি

---

১৩৬. ঐ, পৃ ৪২১

১৩৭. ঐ

১৩৮. দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "গল্পগুচ্ছের মুসলিম চরিত্র", 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৫, দ্বি—স ১৯৬৯

১৩৯. "শোনা যায় বঙ্কিমের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম'-এর প্রথমাংশ নিজে সুর বসাইয়া বঙ্কিমকে শুনাইয়াছিলেন।"—মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনী' : ১, পৃ ৩৩৬

www.pathagar.com

পরিবেশন করেন।[১৪০] প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, এই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন রহমতুল্লা।[১৪১] পরবর্তী কালে অবশ্য সমগ্র 'বন্দেমাতরম' গানটি কংগ্রেসের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে সর্বজাতির গ্রহণীয় নয় বলে মত প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ উগ্রপন্থীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও 'বন্দেমাতরমের' প্রথম স্তবক কংগ্রেসে জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয় (১৯৩৭)।[১৪২]

সুতরাং 'সতী' সংলাপ-কবিতাটি রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুটি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনা করেছেন, পাঁচটি গল্পে মুসলিম চরিত্র ও প্রসঙ্গ চিত্রিত করেছেন—যার একটিতে ('সমস্যা পূরণ') হিন্দু জমিদারের ঔরসে যবনী গর্ভজাত সন্তানের কথা আছে এবং সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার প্রশ্নে সর্বাধিক বিতর্কমূলক বঙ্কিম-রচনা আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম' গানে সুর সংযোজন ও কংগ্রেস অধিবেশনে স্বয়ং পরিবেশন করেন।

৩

'সতী' কবিতাটি মারাঠি গাথা ভিত্তিক।[১৪৩] বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাইকে বিবাহের রাতে 'বিজাপুর যবনের রাজসভাসদ' হরণ করে নিয়ে যায়। বাগদত্ত বর জীবাজি ও বিনায়ক 'দস্যুরক্তপাতে···প্রতিশোধ' নেবার প্রতিজ্ঞা করে। দীর্ঘকাল পরে রণক্ষেত্রে পিতা-কন্যার দেখা হয়। যবন-স্বামী পিতার হস্তে নিহত হয়েছে তবু কন্যা পিতাকে সম্বোধন করলে পিতা তাঁকে 'কুলকলঙ্কিনী' বলে তিরস্কার করে। অমাবাই স্বীয় পুত্রের কাছে ফিরে যেতে চাইলে পিতা বাধা দেন; 'শোণিত তর্পণে' প্রায়শ্চিত্ত হবে তাই 'যবনের গৃহে' আর ফিরে যাওয়া চলবে না। অমাবাই তবু পুত্রের কথা বললে বিনায়ক তাকে সব ভুলে 'সদ্য শিশুসম' পিতার কোলে আসতে বলেন। কিন্তু অমাবাই 'পতির রক্তসিক্ত স্নেহডোরে' বাঁধা পড়তে অনিচ্ছুক। বিনায়ক তখন পূর্ব ঘটনা স্মরণ করে কন্যার যবন স্বামীকে 'দস্যু' বলে নিন্দা করায় অমাবাই পিতাকে ধিক্কার দিলো। পিতৃধর্মের কাছে পতিত হলেও নিজের 'সতী ধর্মের' কাছে অমাবাই 'সমুজ্জ্বল'।

---

১৪০. 'ঐ', পৃ ৩৩৫

১৪১. 'ঐ'

১৪২ মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনকথা.' পৃ ২৬০—৬১ দ্রষ্টব্য

১৪৩. "মিস ম্যনিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওআর্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত—' কাহিনী' (১৩০৬), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫১, পৃ ৪৫

www.pathagar.com

তাছাড়া তার যুক্তি :

যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।...

যবন স্বামীর কাছে কখনো কখনো 'নিগূঢ় ঘৃণার বেগ' 'শিরার বিদুৎ কম্প' হেনেছে বটে, তবু শেষ পর্যন্ত 'সতীত্ব হয়েছে জয়ী'।

পূর্ণ ভক্তি ভরে
করেছি পতির পূজা ; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে ; নহি পতিতা রমণী

কিন্তু এমন সময় 'উল্কাসম' 'মুক্তকেশী' জননী রমাবাই ছুটে এলো এবং 'যবনীপাতকিনী' কন্যাকে নিষেধ করলেন তাঁকে স্পর্শ করতে। অমাবাই নিজেকে জননীর সমান সতী বলে ঘোষণা করলো :

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে
পূজিয়াছি পতি বলে; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে।...

কিন্তু রমাবাই কন্যাকে মৃত জীবাজির চিতায় তুলে ভস্ম করতে চান। পত্নীর এই কঠিন সংকল্পে বিনায়ক রাও কন্যাকে যবন গৃহেই পতির কাছে ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু রমাবাই 'গর্ভের লজ্জা' দূর করতে বদ্ধ পরিকর। চিতাভস্মের উপর 'সতীমঠ' তুলে কন্যার সকল কলঙ্ক মোচনের মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর। অমাবাই বললেন। এ-মহাশ্মশানে সমাজ নেই, সুতরাং 'লোকের মুখের বাক্যে' পুণ্য-পাপের মূল্য নির্ধারণ অনুচিত :

সত্যেরে প্রত্যক্ষ কর মৃত্যুর আলোকে
সতী আমি...

মাতা অবিচল ; সৈন্যরা চিতা জ্বালার নির্দেশ পেল। কন্যার আহ্বানে পিতা শেষ পর্যন্ত বিচলিত হলো, 'সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন'। কিন্তু পিতৃস্নেহ, 'পাপীয়সী পিশাচিনী' মায়ের বিকৃত ধর্মান্ধতার হাত থেকে, কন্যাকে রক্ষা করতে সক্ষম হলনা। 'শ্মশানের অধীশ্বর' 'ধর্মরাজ'ও 'নিত্যধর্মকে' ক্ষুদ্র ধর্মের হাত থেকে রক্ষা করতে এলেন না।

www.pathagar.com

কাজী আবদুল ওদুদ 'সতী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির নৃশংসতার চিত্র বলে গ্রহণ করেছেন এবং চিত্রণে কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রশংসা করেছেন।[১৪৫] 'ক্ষুদ্রধর্ম' অপেক্ষা 'নিত্যধর্ম' সত্য, অন্তর্যামীর কাছে 'যবন ব্রাহ্মণের' ভেদ নেই, প্রভৃতি উদার সংলাপ যবনী অমাবাই-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এবং যবনচারিণী অমা পতিধর্ম ও সতীধর্ম সম্পর্কেও উচ্চকণ্ঠ। "তবু যে খণ্ডিত রাজ ধর্ম, বা সমাজ ধর্ম, লোকাচার বা ব্যবহারিক ধর্মের সংকীর্ণতার প্রতি আমাদের মন বিরূপ হয়, সেই খণ্ডিত ধর্মের যুক্তি ও ভাষণ যাহাদের মুখ হইতে বাহির হইতেছে তাহারা কেহই ক্ষীণ মানস অথবা দুর্বল কণ্ঠ নহেন,...তাহারা...সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।"[১৪৬] তাই কেবল অমার কণ্ঠেই কবিকণ্ঠ ধ্বনিত বলে মনে করা কঠিন। উপরন্তু সতীর নৃশংস পরিণতিতে সম্মিলিত সৈন্যদের 'ধন্য ধন্য' রব কবির সহানুভূতির কেন্দ্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সংশয় উদ্রেক করে। একে অপরিহার্য নাটকীয়তা বলা দুরূহ, কেননা সমগ্র কবিতাটিই অতিনাটকীয়। তাছাড়া, মারাঠা গাথা নির্ভর রচনা হলেও, সমগ্র বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের আদর্শজাত।

অল্প পরবর্তীকালে রচিত 'দুরাশা' (১৩০৫, ১৮৯৮) গল্পে বদ্রাওন-নবাব দুহিতার অনন্য প্রেমিকাচিত্তের কাহিনী বর্ণনায় কবি তীব্র সহানভূতিতে আন্দোলিত হয়েছেন। কেশরলাল একদা যবনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রত্যাখ্যাতা নবাব দুহিতা ব্রাহ্মণী হবার সাধনা শুরু করে; কিন্তু দীর্ঘকাল পরে অনন্যচিত্ত প্রেমিকা 'মুসলমান ব্রাহ্মণী' যখন কেশরলালের সন্ধান পায় তখন সেই গর্বিত ব্রাহ্মণ এক ভুটিয়া রমণীর স্বামী, পৌত্র পৌত্রী পরিবেষ্টিত। ব্রাহ্মণ্য যে ধর্ম নয়, 'সংস্কার' মাত্র, এ-কথা অনুভব করে বদ্রাওন-নবাব দুহিতা বলে: "হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছে। আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন-যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।"

৪

"দুরাশা"র পর মুসলিম চরিত্র বা প্রসঙ্গযুক্ত কোন ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ আর লেখেন নি। তবে এই একই বছরে মুসলমানদের সম্পর্কে তার চিন্তার পরিচয় একাধিক রচনায় মেলে।

---

১৪৫. কাজী আবদুল ওদুদ 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ,' ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড, পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৮৮৪ শকাব্দ, পৃ ৪৫৭—৬৮ দ্রষ্টব্য

১৪৬. নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা,' নিউএজ, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৯, পৃ ২৯৬

www.pathagar.com

১৩০৫ সালে ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' ও আব্দুল করিমের 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের সমালোচনা করেন। এ-বছরই সিডিশান বিল পাস হবার পূর্বদিনে তিনি কলকাতা টাউন হলে "কণ্ঠরোধ" প্রবন্ধটি পড়েন। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, 'রুদ্ধবাক পত্রের... রহস্যান্ধকার' প্রবল ইংরেজের অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয় ও 'দুর্বল' হিন্দু ভারতবাসীর মৃত্যু স্বরূপ হবে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি 'ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত' দিয়েছেন :

> কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্র খণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরাজের প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল।...অপরাধ করিল, দণ্ড পাইল কিন্তু ব্যাপারটা কি, আজ পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না ;—একটা ছোট বড় কাণ্ড হইয়া গেল অথচ এই মূক নির্বাক প্রজা সম্প্রদায়ের মনের কথা কিছু বোঝা গেল না। ব্যাপারটা রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখা পল্লবায়িত করিয়া চলিল।...আতঙ্কচকিত ইংরাজী কাগজ কেহ বলিল ইহা কংগ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা, কেহ বলিল মুলমানদের বস্তিগুলো একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক...।[১৪৭]

৫

এর পর বৎসরই (১৩০৬) মুসলিম প্রসঙ্গ যুক্ত অধিকাংশ কবিতা রবীন্দ্রনাথ প্রায় এক সঙ্গে লেখেন।[১৪৮] 'কথা' গ্রন্থে সংকলিত এই কবিতাগুলো মুখ্যত: রাজপুত ও শিখ বীরত্ব বিষয়ক।[১৪৯] 'বিজ্ঞাপনে' কবি বলেন, "রাজপুত-কাহিনীগুলি

---

১৪৭. "রাজাপ্রজা", 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ ৪২৮—২৯

১৪৮. ১৩০৬ সালের ৩০ শে আশ্বিন "বন্দীবীর', ১লা কার্তিক "মানী", ২রা কার্তিক "প্রার্থনাতীত দান", ৬ই কার্তিক "শেষশিক্ষা", ৯ই কার্তিক "হোরিখেলা" ও ৪ঠা অগ্রহায়ণ "বিচারক" লিখিত হয়।

১৪৯. প্রমথনাথ বিশী প্রশ্ন তুলেছেন : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস বাদ পড়িল কেন? বাঙ্গালি বুব কাছে বলিয়াই কি দূরত্বের মোহাঞ্জন সৃষ্টিতে বাধা পড়িয়াছে? প্রাত্যহিক মানুষকে

www.pathagar.com

টডের রাজাস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরেজী শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।...মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে —আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য বিধান মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না" অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, এই গ্রন্থ সমালোচনা কালে[১৫০], কবির উক্তি তাঁর (অক্ষয় বাবুর) উদ্দেশ্যে কথিত বলে মনে করেন এবং বলেন যে, 'কবিকুলকে ঐতিহাসিক' করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; তবে ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা 'কবিকুলের' দায়িত্ব;

> "ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার সময়ে বহু মৃত মহাত্মার চিতাভস্মের উপর দিয়া পদক্ষেপ করিতে হয় তাহার প্রত্যেক ভস্মকণা পবিত্র ও সম্মানার্হ—সেখানে যাঁহারা সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে কাতর বা অক্ষম তাঁহাদের সৌন্দর্যবোধ শক্তির মূলেই বিলক্ষণ দোষ প্রবেশ করিয়াছে।"

সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে, অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে,

> "ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতির কিছু মাত্র পরিবর্তন করেন নাই; সুতরাং অবান্তর বিষয়ে যাহা কিছু ইতরবিশেষ করিয়াছেন, তজ্জন্য কেহ তাহাকে দণ্ডার্হ মনে করিতে পারিবেন না।"

'বন্দী বীর' কবিতায় মোগল-শিখের যুদ্ধে নির্ভীক শিখের বীরত্ব ও বিজয়ী মোগলের নৃশংসতা চিত্রিত হয়েছে। পাঞ্জাবে গুরুমন্ত্রে নব জাগ্রত শিখ বাহিনীর সঙ্গে মোগল বাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হল। 'মরণ আলিঙ্গনে' মোগল-শিখ পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল:

দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ
    যুঝে-ভুজঙ্গ সনে।...
"জয় গুরুজির" হাঁকে শিখ বীর
    সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
    "দীন্ দীন্" গরজনে।

এই যুদ্ধে গুরুদাসপুর গড়ে শিখবীর বন্দা বন্দী হলেন। সাত শত শিখ বন্দী শৃংখলাবদ্ধ করে ও অসংখ্য ছিন্ন শিখ মুণ্ড বর্শাফলকে তুলে যুদ্ধ জয়ী মোগল দিল্লীতে ফিরে গেল। শিখ বীরদের মধ্যে—

'আদর্শ' মানুষ পবিণত করা কঠিন বলিয়াই কি?' রবীন্দ্র-সরণী'. মিত্র ও ঘোষ. কলিকাতা ১৩৬৯, পৃ ১১৩ পা, টী

১৫০ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, "কথা", 'প্রদীপ', ভাদ্র ১৩০৮ ৪র্থ ভাগ নবম সংখ্যা

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

সাত দিনে সাত শত বন্দী ঘাতকের হাতে প্রাণ হারালেন। সাত শত বীরের এই হেলায় প্রাণদান যেন 'কাজি'কে ক্রুদ্ধ করে তুলল। শেষ বন্দী বন্দার জন্য সে নৃশংসতম শাস্তির বিধান দিল: স্বহস্তে পুত্রবধের আদেশ দিয়ে। 'গুরুজীর জয়' বলে বন্দা অবিচল চিত্তে পুত্রের বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন; 'গুরুজীর জয়' বলে বালক নিঃশঙ্কায় মৃত্যু বরণ করল। তারপর—

বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি
একটি কাতর শব্দ
দর্শকজন মুদিল নয়ন
সভা হল নিস্তব্ধ।

'সতী' কবিতায় ধর্মান্ধ হিন্দুদের নৃশংসতা ও 'বন্দী বীর' কবিতায় জয়োদৃপ্ত মোগলের নৃশংসতা কবি সত্যের খাতিরেই চিত্রিত করেছেন বলে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব মনে করেন; তাঁর মতে, 'সত্যসন্ধ' কবির পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক।[১৫১] হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের নৃশংসতা চিত্রিত করে কবি একটা নিরপেক্ষ মধ্যবিন্দুতে পৌঁছেছেন বলেও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই 'সত্যসন্ধ'-বিচার কিঞ্চিৎ সরলীকৃত মনে হয়। যবন স্পৃষ্ট সতীকে পরপুরুষের সঙ্গে সহমরণে দেহলীন করতে হয়েছে; সতীর প্রতি কবির যথেষ্ট সহানুভূতি সত্ত্বেও তাঁর মৃত স্বামী যবন বীর নারী লুণ্ঠক 'দস্যু'। অন্যদিকে বন্দীবীর বন্দা ও সাত শত শিখ অভূতপূর্ব নির্ভীক 'দেশপ্রেমিক,' কিন্তু মোগল পক্ষ পাষণ্ড, নৃশংস, বর্বর। "সতী" কবিতার যে নিত্যধর্মের মহৎ বাণী আছে "বন্দীবীরে" তা অনুপস্থিত; সে দিক দিয়ে এ-দুটিকে পরিপুরক কবিতা বলাও দুষ্কর। "বন্দী বীরে"র মূলবাণী শিখবীরদের নির্ভিকতা ও দেশপ্রেম এবং সেখানে মোগল প্রতিপক্ষ। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের "বন্দীবীর মুসলমানদের আত্মসম্মানে আঘাত" দিয়েছে জেনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[১৫২] এ-বিস্ময় 'আনন্দমঠ' পাঠে মুসলিম পাঠক ক্ষুব্ধ হলে হিন্দু সমালোচকের বিস্ময়ের তুল্যমূল্য।

---

১৫১. ওদুদ, 'পূর্বোক্ত' পৃ ৪৬৮
১৫২. 'রবীন্দ্র জীবনী': ১, পৃ ৩৬১

www.pathagar.com

"মানী" কবিতায় 'আরঙ্গজেব' বন্দী রাজপুতবীর সিরোহীপতির আত্মসম্মানজ্ঞানে খুশী হয়ে তাঁকে 'অচল হয়ে অচলগড়ে' রাজত্ব করার অনুমতি দেন। সিরোহীপতিকে রাজসভায় আনার আগে মাড়োয়ারাজ যশোবন্ত বন্দীর সম্মান রক্ষার জন্য বাদশার প্রতিশ্রুতি চাইলে আওরঙ্গজেব হেসে বললেন :

'তোমার মুখে এমন বাণী
শুনিয়া মনে শরম মানি
মানীর মান করিব হানি
মানীরে শোভে হেন কাজ।'

নির্ভীকতার মাধ্যমে রাজপুতবীর কি ভাবে শত্রু চিত্তজয়ে সমর্থ হলেন সে কথা বর্ণনাই এ-কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও, কবিতাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য আওরঙ্গজেবকে শঠ-প্রবঞ্চকরূপে চিত্রিত না করা; বাংলা সাহিত্যে এইটিই সম্ভবত: এ-বিষয়ে প্রথম রচনা।

"প্রার্থনাতীত দান" কবিতায় শিখবীর তরু সিংহের নির্ভীকতা ও ধর্মপ্রাণতা চিত্রিত হয়েছে। 'সুহিদগঞ্জের মাটি' শিখ রক্তে প্লাবিত হল। 'পাঠান' 'নবাব' বন্দী শিখবীর তরুসিংহকে ক্ষমা করতে চাইলেন, বিনিময়ে 'বেণীটি' কেটে দিতে হবে। কিন্তু শিখের পক্ষে বেণীচ্ছেদ ধর্ম পরিত্যাগের ন্যায় 'দূষণীয়'। তাই—

"তরুসিংহ কহে, "করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছে তার কিছু বেশী দিব
বেণীর সঙ্গে মাথা।"

"শেষ শিক্ষা" কবিতায় শিখগুরু গোবিন্দের চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। একদা যৌবনে যে সংকল্পে গুরু উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন কালক্রমে তা 'আজ' 'শতধা' 'সংকীর্ণ শীর্ণ শংসয়সংকুল...সংকটমগ্ন।' 'দারুণ দ্বিধায় শ্রান্তদেহে ক্ষুব্ধচিত্তে আঁধার সন্ধ্যায় গোবিন্দ' এ-সব কথা ভাবছিলেন। এমন সময় এক পাঠান এসে ঘোড়ার পাওনা দাম চাইল। সামান্য কথা কাটাকাটির পর অকস্মাৎ গোবিন্দ পাঠানকে হত্যা করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে অনুতপ্ত হয়ে বললেন :

পাপ তরবার
লংঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকাল তরে।

www.pathagar.com

পাপমোচনের উদ্দেশ্যে গুরু পাঠানের বালক পুত্রকে পালনের ভার নিলেন। শস্ত্র শাস্ত্রবিদ্যাদি শিখিয়ে গুরু সর্বদা বালকের সঙ্গেই খেলেন। শিষ্যরা শঙ্কিত হয় :

ব্যাঘ্র শাবকেরে
যত যত্ন করে তার স্বভাব না ফেরে।

কিন্তু গুরু অবিচল :

গুরু কহে "তাই চাই, বাঘের বাচ্চারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে।"

ক্রমে বালক যুবক হল। গোবিন্দের পুত্রাদি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিল। প্রৌঢ় বয়সে পাঠান যুবকই তাঁর পুত্রদের শূন্যস্থান দখল করল। অবশেষে পাঠান স্বাধীন উপার্জনে যাবার জন্য অনুমতি চাইল। গুরু সশস্ত্র শিষ্যকে নিয়ে অরণ্যে গেলেন। রক্তরেখাযুক্ত প্রস্তরখণ্ড দেখিয়ে পূর্ব কাহিনী বলে গুরু শিষ্যকে আহ্বান করলেন :

রে পাঠান, পিতার সুপুত্র হও যদি
খোল তরবার, পিতৃঘাতকেরে বধি
উষ্ণরক্ত উপহারে করিবে তর্পণ
তৃষ্ণাতুর প্রেতাত্মার।

শিষ্য তৎক্ষণাৎ গুরুকে আক্রমণ করল কিন্তু পরমুহূর্তেই অস্ত্র ফেলে পাঠান গুরু চরণ স্পর্শ করে,

কহিল, হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরনা এমনতর খেলা। ধর্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত, একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু বলে জেনেছি তোমারে
এতদিন। ছেয়ে থাক্ মনে সেই স্নেহ।
ঢাকা পড়ে হিংসা যাক মরে।...

কিছু দিন পরে শিষ্য মামুদ 'শতরঞ্জ খেলায়' বসল গুরুর সঙ্গে। বার বার হেরে গিয়ে মামুদ খুব মেতে উঠেছে ও একমনে খেলার কথা ভাবছে। এমন সময় গোবিন্দ চতুরঙ্গ বলে ছুড়ে 'মামুদের শিরে' আঘাত ক'রে—

কহে অট্টহাসি,
"পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ জয় হবে তার।"

বিদ্রূপে উত্তেজিত পাঠান মুহূর্তে গোবিন্দের বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরি বসিয়ে দিল। গুরু হাসিমুখে বললেন :

১৫—

www.pathagar.com

...“এতদিনে হল তোর বোধ
কি করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু—আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে, হে পুত্র আমার।”

নিজের জীবনদান করে শিখগুরু পাঠানকে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার শিক্ষা দিয়ে গেলেন। এ-শিক্ষা শিখগুরুর যোগ্য নিঃসন্দেহে। তবে এই প্রতিহিংসার মন্ত্র রবীন্দ্র-দর্শনের বিশেষ ব্যতিক্রম স্বরূপ। বস্তুতঃ পাঠান মামুদ দ্বন্দ্বক্ষত হয়ে যে বলেছিল, ‘ছেয়ে থাক মনে...স্নেহ, ঢাকা পড়ে হিংসা যাক মরে’—সেই উক্তিতেই রবীন্দ্র-দর্শনের মূল বক্তব্য বিধৃত। কবিতাটি সম্পর্কে আর একটি তথ্য মূল্যবান। শিখ গুরু গোবিন্দের মৃত্যু বিষয়ক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নয় বলে, পরে কবিতাটি সম্পর্কে শিখেরা প্রবল আপত্তি করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, “দুঃখের বিষয় ১৯শ শতকের মধ্যভাগে রচিত কানিংহাম সাহেবের শিখ ইতিহাসে ঐ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে, এতদিন তাহা কাহারো আত্মসম্মানে লাগে নাই, কবিতা প্রকাশিত হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে এই বিষয় লইয়া সাময়িক পত্রিকায় সমুদ্র মন্থন হয়।”[১৫৩]

যুদ্ধে হেরেও, ছলনার আশ্রয় নিয়ে, ভুনাগরাজার রাণী বিজয়ী পাঠান কেশর খাঁকে কিভাবে বধ করলেন “হোরিখেলা” কবিতায় তা চিত্রিত হয়েছে। কেশর খাঁকে রাণী পত্র পাঠালেন:

“লড়াই করি আশ মিটেছে, মিঞা
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া—
এস তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া
হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী”

পত্র পড়ে কেশর খাঁ মাথায় ‘রঙ্গীন পাগড়ী’ চড়িয়ে, চোখে ‘সুর্মা’ এঁকে, গন্ধ ভরা রুমাল হাতে নিয়ে ‘সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।’ দলে দলে পাঠান সেনা কেতুনপুরে হোরি খেলতে এল, ডান হাতে ‘ফাগের থারি; বাম হাতে’ গুলাব...ঝারি ও ‘নীবিবন্ধে...পিচকারী’ নিয়ে দক্ষিণ বাতাসে ‘ঘাঘরা দুলিয়ে সারি সারি রাজপুতানী এল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কেশর খাঁ ভাবছেন:

“চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা
...রাজপুতানীর দেহে
কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা।

---

১৫৩. ‘রবীন্দ্র জীবনী’: ১, পৃ ৩৬১

www.pathagar.com

বাহু যুগল নয় মৃণালের মতো
কণ্ঠ কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
মঞ্জরিহীন মরুভূমির লতা।"

এমন সময় 'রাণী বনে এলেন'। এবং পরিহাসবাক্য শেষ না হতেই—

পাঠান পতির ললাটে সহসা
মারেন রাণী কাসার থালাখানা
রক্ত ধারা গড়িয়ে পড়ে বেগে
পাঠান পতির চক্ষু হল কানা।

আর তৎক্ষণাৎ 'বিনামেঘে বজ্ররবের মতো উঠল বেজে কাড়ানাকড়া'। পলকের মধ্যে 'নারীসজ্জা ছেড়ে' একশ বীর ঘিরে ধরল পাঠানকে।

কেতুন পুরের বকুল-বাগানে
কেশর খাঁয়ের খেলা হল সারা
যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরলনাক' তারা।

কবিতাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর চমৎকার ছন্দ ও ভাষা। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে, অর্থাৎ রাজপুতানীর চাতুর্য ও ছলনার চিত্ররচনা প্রসঙ্গে, রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র কথা মনে আসে। বন্দী-পতি উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে নারীর ছদ্মবেশ পরিয়ে পদ্মিনী সম্রাট আলাউদ্দিনের সমীপে গিয়েছিলেন।[১৫৪] বলা বাহুল্য, টডের রাজস্থান থেকেই হোরি খেলার কাহিনী সংগৃহীত। তবে লক্ষণীয় যে, 'শেষ শিক্ষা' কবিতায় যেমন প্রতিহিংসার সমর্থন মেলে 'হোরি খেলা'তেও তেমনি রাজপুতানীর ছলনা অনিন্দ্য। এ-প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> "প্রবল শত্রুর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে নারী সেই শত্রুর ধ্বংসের জন্য মোহময় ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, আর সেই জন্যই তা ক্ষমার্হ, এই হয়ত কবির বক্তব্য।" [১৫৫]

"বিচারক" কবিতায় পেশোয়া-নৃপতি বংশের' রঘুনাথ রাও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন :

"হরণ করিব ভার পৃথিবীর
মৈসুরপতি হৈদরালির
দর্প করিব ধ্বংস।"

---

১৫৪. প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য
১৫৫. ওদুদ, 'পূর্বোক্ত', পৃ ৪৪৬

www.pathagar.com

কিন্তু 'আশি সহস্র সৈন্য' নিয়ে যুদ্ধ যাত্রাকালে নগর দুয়ারে 'ন্যায়াধীশ রাম শাস্ত্রী' তাঁর পথ আটকালেন। 'চলেছি করিতে যবন নিপাত যোগাতে যমের খাদ্য'—এ-অবস্থায় এই পথরোধের অর্থ কি, রঘু নাথ জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, ন্যায়বিধান মতে ভ্রাতুষ্পুত্র বধের শাস্তি না নিয়ে রঘুনাথের নগর ত্যাগ অনুচিত। রঘুনাথ বিপ্রবাক্য তাচ্ছিল্য করলে শাস্ত্রী তাকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে নিজেও গ্রামে ফিরে গেলেন। এ-কাহিনীর উৎস সম্পর্কে কবিতার শুরুতে কবি বলেছেন : "পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত; অ্যাক্ ও আর্থ সাহেব প্রণীত *Ballads of the Marathas*—নামক গ্রন্থে রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।"

বিচারকের কাছে মান পদ নয়, ন্যায় শাস্ত্রই বড়, এই হচ্ছে কবির বক্তব্য। প্রসঙ্গতঃ হায়দার আলীর সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধের ইঙ্গিত এ-কবিতায় আছে।

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় 'কথা' গ্রন্থটি আলোচনা প্রসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন :

> "আপাদমস্তক এরূপ রুধির রঞ্জিত ঐতিহাসিক চিত্র বঙ্গ সাহিত্যের বর্তমান পাঠক-পাঠিকার চিত্তরঞ্জন করিতে কতদূর সক্ষম হইবে তাহাতে কিছু সন্দেহ বোধ হইয়াছে।"[১৫৬]

কিন্তু ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, 'ভারতীয় ঐতিহ্যের' 'যে দিকে মানব মহত্ত্ব বিচিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ' করেছে সেই দিকের বাণীরূপই 'কথা' ও 'কাহিনী' গ্রন্থ দুটি।[১৫৭] এই ঐতিহ্য বোধ ও ঐতিহ্য সন্ধানই বাঙালী হিন্দুর স্বদেশী আন্দোলনের 'ভাব ভূমিকা'।[১৫৮] রবীন্দ্রনাথ এইকালে 'ইতিহাস গ্রন্থ সংগ্রহ এবং অত্যন্ত যত্নে ভারত ইতিহাস পাঠ' করেন। ডক্টর রায়ের ভাষায়, 'এই সময়ই তাহার দেশ তাহার নিকট সর্বপ্রথম সত্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হইল। তিনি যে ভাবে দেখিলেন তাহাই যে দেশের যথার্থ বস্তুরূপ একথা মনে করা কঠিন, অথবা তাহা একমত রূপও হয়ত নয়।...তবু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, রবীন্দ্রচিত্তে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস যে দৃষ্টিতে যে রূপে ধরা দিয়াছিল সেই দৃষ্টি ও রূপই বহুদিন পর্যন্ত...পরবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, সেই দৃষ্টি ও রূপই...স্বদেশী আন্দোলনের মানসভূমি। ...তবে...এই দৃষ্টিরূপ ইতিহাসের সমগ্র জ্ঞান হইতে উদ্ভূত নয়, বস্তুমূলীয়

১৫৬. অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, 'পূর্বোক্ত'।
১৫৭. রায়, পৃ ৮০
১৫৮. 'ঐ'

www.pathagar.com

হওয়া সত্ত্বেও বস্তুকে সমগ্ররূপে দেখা হয় নাই, পৌর্বপর্বের ঐতিহাসিক যুক্তি এই দৃষ্টিরূপের অন্তর্গত নয়।"[১৫৯]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-দৃষ্টি সামগ্রিক না হলেও 'স্বদেশী আন্দোলনের' পটভূমি রচনায় তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'কথা'র ভূমিকা কবিতাতেও এই 'ঐতিহ্য' চেতনা স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইতিহাস 'পিতামহদের কাহিনী'। কেবল লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গৃহীত 'পিতামহদের কাহিনী' বাঙালীর কাহিনী নয়, মারাঠা ও শিখের কাহিনী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান প্রতিপক্ষ।

৬

বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবিতা 'শিবাজী উৎসব' (১৯০৪)। শিবাজী উৎসবের প্রবর্তক মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৯৫)। তিলকের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল উগ্র হিন্দু-জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা। শিবাজী উৎসব ও গণপতি পূজা প্রবর্তন ছাড়াও ইতিপূর্বে (১৮৯৩) পুনায় "গোরক্ষিণী সভা স্থাপিত হয়, সেটাই হল হিন্দু ধার্মিকতার প্রতীক। অচিরকালের মধ্যে মুসলমানের পক্ষে ধর্মের জন্য গোবধ অতি আবশ্যক, ও হিন্দুর পক্ষে গোবধ নিবারণ ধর্ম রক্ষার জন্যই অনিবার্য হয়ে উঠল। রক্তারক্তি শুরু হল। গরু মারতে ও গরু বাঁচাতে গিয়ে বিস্তর মানুষ মরতে লাগল।"[১৬০]

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা তিলকের আন্দোলনের উৎস হলেও বাঙালী হিন্দুর কাছে তা সাদরে গৃহীত হল। 'গো-মাতা' রক্ষার্থে যে সর্ব ভারতের হিন্দু বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে একমত হতে পেরেছে[১৬১] এটা মুসলমানের উষ্মার চেয়ে হয়ত অনেক মূল্যবান। ফলে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ইংরেজ মিটিয়ে দিলেই দেশোদ্ধার নিশ্চিত; কিন্তু ইংরেজ যেন তা বুঝতে পেরেই নির্বিকার; "ইংরেজের আতঙ্ক" (১৩০০) ও "সুবিচারের অধিকার" (১৩০১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি এই বক্তব্যই প্রচার করেন। তিলক বন্দী হলে (১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ তাঁর মোকদ্দমার জন্য অর্থ সংগ্রহ অভিযানে যোগ দেন।[১৬২] এবং "টিলকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তেমন ঘনিষ্ঠতার সুযোগ কোন দিনই হয় নাই; তৎসত্ত্বেও একজন অপরকে বিশেষভাবেই শ্রদ্ধা করিতেন।"[১৬৩]

১৫৯. 'ঐ', পৃ ৮২
১৬০. মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবন কথা', পৃ ৬৭
১৬১. 'রবীন্দ্রজীবনী' ঃ ১, পৃ ৩১২ দ্রষ্টব্য।
১৬২. ঐ, পৃ ৩৪৬
১৬৩. 'ঐ'

www.pathagar.com

১৮৯৭ সালেই (৬ই কার্তিক, ১৩০৪) শিবাজী ও গুরু রামদাসের এক ঘটনা অবলম্বনে তিনি লেখেন "প্রতিনিধি" কবিতাটি।[১৬৪] শিবাজীর আদর্শ এ-কবিতায় গুরু রামদাসের সংলাপে উচ্চারিত :

"তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন
পালিবে যে রাজ ধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

সাত বছর পরে (১৩১১; ১৯০৪) রবীন্দ্রনাথ "শিবাজী উৎসব"[১৬৫] লেখেন। এ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তিলকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল :

'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'

কবির বক্তব্য : শিবাজীর উদ্ভব কালে তাঁর এই 'মহামন্ত্র' সম্বন্ধে 'বাঙ্গালী' সচেতন হয়নি। মোগলের সঙ্গে শিবাজীর যুদ্ধের 'বজ্রনির্ঘোষে'র অর্থও 'বাঙ্গালী' বোঝেনি,। তারপর একদা 'দিল্লীরাজ শালার' 'দীপালোকমালা' নিভল, 'মোগল মহিমা—শ্মশান শয্যা' রচনা করল। তখন 'বঙ্গপ্রান্তে' ইংরেজ বণিক এল; এবং

বঙ্গভারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপেচুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজ দণ্ডরূপে॥

কিন্তু তারপর—

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিস্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে॥

---

১৬৪. "আক্‌ওয়ার্থ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজীর গেরুয়া পতাকা ভাগোয়া ঝাণ্ডা নামে খ্যাত।"—'প্রতিনিধি' কবিতার সূচনায় কবি-মন্তব্য, 'কথা', পৃ ১৬

১৬৫. 'সঞ্চয়িতা' বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ সংস্করণ, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ১৩৬৫, পৃ ৪৭৫-৪৮১

www.pathagar.com

এই 'মিথ্যাময়ী' ইতিবৃত্তের 'মুখর ভাষণ' উপেক্ষা করে আজ সত্য প্রকাশিত হয়েছে। 'মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে'। তাই এতদিন 'বাঙালী' শিবাজীকে না চিনলেও, আজ

মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল হে স্বামী,
বাঙালীর প্রাণ।
একথা ভাবেনি কেহ এ তিন শতাব্দ কাল ধরি—
জানেনি স্বপনে
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে,

শিবাজীর এই নবমূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কবি বর্গীর হাঙ্গামাকেও নবরূপে ব্যাখ্যা করলেন—

মারাঠার প্রান্ত হতে একদিন তুমি ধর্মরাজ
ডেকেছিলে যবে
রাজা বলে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে
তোমার কৃপান দীপ্তি একদিন যবে চমকিল
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগ দিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা
লুকানু তরাসে॥

কবি বললেন সেদিন না চিনলেও আজ 'আটকোটি বঙ্গের নন্দন' শিবাজীর রাজকর নিয়ে দণ্ডায়মান। সকলেই শিবাজীর আদেশ শিরোধার্য করেছে। সকলের সংকল্প,

'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

কবিতার শেষে কবি আহ্বান জানালেন :

মারাঠার সাথে আজি হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজি'।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে

www.pathagar.com

একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

তিলকের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কতখানি আন্দোলিত করেছিল এ-কবিতা তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ-কবিতায় 'বাঙ্গালী' বলতে রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বাঙালী হিন্দুকেই বুঝিয়েছেন, তা বলাবাহুল্য। লক্ষণীয় যে 'গোরক্ষিণী সভাকে' কেন্দ্র করে প্রচুর রক্তপাতের পরও উগ্রহিন্দু জাতীয়তার উৎস শিবাজী উৎসব কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং 'ভারতে' 'একধর্ম রাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনিও দেখেছেন।

৭

এর পর বৎসরই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করেন। কার্জনের নানা আচরণ রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি অপছন্দ করছিলেন। বিশেষতঃ কার্জনের দিল্লীর দরবারকে তিনি পাশ্চাত্য অত্যুক্তি,...মেকি অত্যুক্তি' বলে উল্লেখ করেন।[১৬৬] মোগল দরবারের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন :

"দিলদরাজ মোগল সম্রাটদের আমলে দিল্লীতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লী নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে।"[১৬৭]

কার্জনের আচরণ সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলেন :

"এরূপ আধিপত্য লোলুপতা বোধ করি ভারতবর্ষের আর কোনো শাসনকর্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাট সাহেবটি ভারতবর্ষের পূর্বতন বাদশাহের ন্যায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন—এবং স্পর্দ্ধাপূর্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।"[১৬৮]

সুতরাং লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালী হিন্দুর তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনে, রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ, নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ স্বাভাবিক। বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হবার অল্প কিছুদিন আগে "দেশী সমাজ" (১৯০৪, জুলাই ২, ১৩১১) ও "স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট" (১৩১১) আলোচনা দু'টিতে রবীন্দ্রনাথ দেশহিতৈষীদের দৃষ্টি 'ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ' সমস্যার দিকে আকৃষ্ট করেন। প্রবন্ধ দুটিতে তিনি বলেন :

১। "হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে..একটি সংযোগস্থল সৃষ্টি হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী

১৬৬. "অত্যুক্তি", 'ভারতবর্ষ', 'রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, সংস্করণ ১৯৫৭, পৃ ৪৪৬
১৬৭. 'ঐ' পৃ ৪৪৪
১৬৮. "রাজভক্তি" (১৩১২) 'রাজাপ্রজা', রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ৪৩৭

www.pathagar.com

কবিরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব সমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে সকল ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য সাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।"[১৬৯]

২। "বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।...হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।[১৭০]

"স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্টে" রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা"।[১৭১]

"সফলতার সদুপায়" (১৩১১) প্রবন্ধে তিনি দেশের বিদ্যা-শিক্ষার ভার 'দেশবাসী কর্তৃক গ্রহণের মাধ্যমে' একটি বৃহৎ 'স্বদেশী কর্মক্ষেত্র' তৈরীর প্রস্তাব করেন;[১৭২] ইংরেজের 'ভাষা বিচ্ছেদ' প্রস্তাবের প্রতিবাদে।[১৭৩] বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ভাষা বিচ্ছেদের প্রস্তাব চাপা পড়ে যায়।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের ফলে, বাঙালী হিন্দুর দৃষ্টি বিশেষভাবে বাংলাদেশের উপরই পড়ল। রবীন্দ্রনাথও যে ইতিপূর্বে সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু ভারতের সমস্যার সমাধান খুঁজছিলেন তা "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে ও মারাঠা-শিখ বীরগাথা রচনায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ভারতের অনগ্রসর মুসলমান সমাজ 'কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের বাধা স্বরূপ' ইত্যাদি কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদে বাংলাদেশে বয়কট আন্দোলন (৭ই আগষ্ট, ১৯০৫) শুরু হলে বয়কট ঘোষণার পর দিন তিনি কলকাতার টাউন হলে "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামে যে প্রবন্ধটি পড়েন তাতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা ধ্বনিত হয়। এ-প্রবন্ধে

---

১৬৯. "স্বদেশী সমাজ", 'আত্মশক্তি', রবীন্দ্র রচনাবলী', তৃতীয়-খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ১৩৭১, পৃ ৫৪৭

১৭০. 'ঐ', পৃ ৫৫০

১৭১. 'ঐ' পৃ ৫৫৬

১৭২. 'ঐ', পৃ ৫৭৩

১৭৩. 'ঐ', পৃ ৬৪৫

www.pathagar.com

তিনি কেবল ইংরেজের জিনিস নয়, ইংরেজের শাসন বর্জন করে 'গ্রামের স্বকীয় শাসন কার্য' নিজেদের হাতে তুলে নেবার প্রস্তাব করেন এবং বলেন:

> "দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব—তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।"[১৭৪]

এবং ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ (১৩১২, আশ্বিন ৩০) বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবি লেখেন:

> বাঙালি জননীর কোলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে কেহ একটি একটি করিয়া বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপন—এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই...।' "...বঙ্গব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্য স্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক আঘাত করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যে চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই।...."[১৭৫]

এই প্রবন্ধের শেষেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গানটি লেখেন:

"বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান।"[১৭৬]

তাছাড়া কবি "প্রস্তাব করলেন—সেদিন অরন্ধন হবে, লোকে গঙ্গাস্নানে যাবে, পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে মিছিলের সঙ্গে ঘুরলেন, পাড়ার ভদ্র-অভদ্র স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার না করে সকলের হাতেই রাখী বাঁধলেন, পথের পাশে মুসলমান গাড়োয়ানের হাতে রাঙা রাখী পরাতে তারা বিস্মিত হল।"[১৭৭]

---

১৭৪. 'ঐ', পৃ ৬১২

১৭৫. 'বিজয়া সম্মিলন' 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৪৬৯, ৪৭০

১৭৬. 'ঐ', পৃ ৪৭৪

১৭৭. 'রবীন্দ্র জীবনকথা', পৃ ৯৮

www.pathagar.com

কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই অতি উৎসাহী নেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ উপস্থিত হল।[১৭৮] তবে বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে কবি 'তাঁর' মতামত জানাতে বিরত রইলেন না। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী কুমিল্লার ব্যারিষ্টার এ. রসুলের সভাপতিত্বে বরিশালে যে প্রাদেশিক সম্মেলন (১৯০৬, এপ্রিল) হবার আয়োজন হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দিতে গেলেন। সরকারী হস্তক্ষেপে অধিবেশন হল না। এরপর নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ যখন ব্যক্তিগত কলহের রূপ নিল তখন রবীন্দ্রনাথ 'দেশ নায়ক' প্রবন্ধ লিখে এ-অবস্থার নিন্দা করলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বললেন 'পার্টিশন উপলক্ষে' 'বাঙ্গালীর' যে, দেশপ্রীতি জেগেছে তার কাছে পার্টিশন তুচ্ছ হয়ে গেছে, [১৭৯] লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তিনি একনায়কত্বের প্রস্তাব করলেন। [১৮০] স্মর্তব্য যে, উচ্ছ্বাসবশে তিনি এক বছর আগে হিন্দু ও মুসলমানের দ্বৈত-নায়কত্বের কথা বলেছিলেন; সম্ভবতঃ কার্যক্ষেত্রে তাঁর নিজের কাছেই সে প্রস্তাব আর গ্রহণীয় থাকে নি।

স্বদেশী আন্দোলনের 'মত্ততার মধ্যে' যে কিছুই লাভ সম্ভব নয়, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিক বক্তৃতায় বললেন।[১৮১] এ-সময় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট মন্তব্য করেন "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে। স্বদেশী আন্দোলনের ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে মুসলমান হিন্দুকে পূর্ণ সহযোগিতা না করায় হিন্দু নেতারা ক্রুদ্ধ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বীজ হিন্দু সমাজেই নিহিত বলে নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, ইংরেজ যদি হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে থাকে তবে তার সুযোগ নিশ্চয়ই এ-দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের মধ্যে ছিল। সুতরাং সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> "হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোন মতেই নিস্তার নাই।" "আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।...

---

১৭৮ 'ঐ', পৃ ৯৯ দ্রষ্টব্য।

১৭৯ 'সমূহ', রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ ৪৯২—৯৩

১৮০. ঐ, পৃ ৪৯৪

১৮১. 'রবীন্দ্র জীবনকথা', পৃ ১০৩ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

> "আমরা জানি বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে ফরাসে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।"
>
> "তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি কি করা যায় শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোন বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোন দিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদের জাতি রক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।"[১৮২]

এর অল্পকাল পরেই সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশন (১৯০৭, ডিসেম্বর) 'উগ্র দলাদলির ফলে' ভেঙ্গে যায়। এর দুমাস পরে (১৯০৮), নানা মতবিরোধের মুখে, রবীন্দ্রনাথ পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণ দেন। রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণে বাঙালীকে আত্মবিশ্লেষণের পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে: ইংরেজ যদি সত্যিই হিন্দু-মুসলিম বিরোধের উস্কানিদাতা হয় তবে তাতে ভীত হবার কিছু নেই, 'নিজের ভিতরে ভেদ বুদ্ধির পাপ'কে নিরস্ত করতে হবে। একদা হিন্দু অসঙ্গত প্রশ্রয় পেয়েছে, মুসলমান যদি একথা বিশ্বাস করে তবে মুসলমানের রাজপ্রসাদ লাভ আরো বিস্তৃত হোক। হিন্দুরা প্রথমাবধি ইংরেজী বিদ্যা আয়ত্ত করেছে বলে রাজপ্রসাদ ও রাজসম্মান তারা বেশী পেয়েছে এবং হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য ঘটেছে; সুতরাং আজ মুসলমান প্রচুর পদমান লাভ করলে তারা হিন্দুর 'সমকক্ষ' হবে। তখন হিন্দুর মত মুসলমানও রাজপ্রসাদের গ্লানি অন্তরে অনুভব করবে।

> "এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্ম হানি হইলে

---

১৮২. 'রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ৬২৮—২৯

www.pathagar.com

> কখনই স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাড়াইব।[১৮৩]

এই পাবনা সম্মেলনের আড়াই মাস পরে সন্ত্রাসবাদী দল আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন (১৯০৮, ৩০শে এপ্রিল)[১৮৪] ও তাঁর ফাঁসী হয়। সন্ত্রাসবাদের ঘটনাসূত্রে তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়। 'চৈতন্য লাইব্রেরী'র হলে এ-উপলক্ষে আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথ "পথ ও পাথেয়" (১৯০৮, মে ২৫) প্রবন্ধটি পড়েন।

> "শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধে নহে,— ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের উপনিষদ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানাদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।...[১৮৫]

কিন্তু, কবির উদ্বেগ : আজ পরাধীনতার যথার্থ কারণ অনুসন্ধানের ধৈর্য কারো নেই। ভারতের 'বহুজাতি' সত্ত্বেও 'এক মহাজাতি'র স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে'র যে তত্ত্ব ক্রিয়াশীল থাকা অত্যাবশ্যক সে সম্পর্কে নেতাদের কেউই সচেতন নন। আপাত দৃষ্টিতে 'ভারতের' যে ঐক্য তা 'পরজাতির এক শাসনজাত' তাই 'ইংরাজকে কোন মতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে-পাঞ্জাবীতে-মারাঠীতে-মাদ্রাজিতে-হিন্দুতে-মুসলমানে মিলিয়া একমনে-একপ্রাণে এক স্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিবে'—[১৮৬] রবিন্দ্রনাথের মতে, এ-কথা আদপেই সত্য নয়। ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ সর্বসাধারণের ঐক্যবন্ধনের সূত্র—এ-কথাও গ্রাহ্য নয় কেননা ইংরেজ দেশত্যাগ করলে 'রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধি...পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত' করবে। সুতরাং বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রভেদের মধ্যে, ঐক্যই একমাত্র কাম্য।

পরবর্তী প্রবন্ধ "সমস্যা"য় তিনি হিন্দু ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। এ-প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন :

---

১৮৩. 'ঐ', পৃ ৫০২

১৮৪. রবীন্দ্র জীবনকথা, পৃ ১০৯

১৮৫. "পথ ও পাথেয়", 'রাজা প্রজা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ ৪৫৩

১৮৬. ঐ, পৃ ৪৬৪

www.pathagar.com

> "এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।"[১৮৭]..."আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতে যাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনই বিস্মৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবেনা যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।"[১৮৮]

প্রবন্ধের সার বক্তব্য হচ্ছে : হিন্দু-মুসলমান বা হিন্দু উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে অবিলম্বে মিলন ঘটানই একমাত্র মুক্তি-পথ নয়, আত্মার উন্নতির মাধ্যমে ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে।

একই বছরে লেখা "সদুপায়" প্রবন্ধে তিনি কয়েকটি আন্দোলনে মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতার অভাবের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে ইংরেজের প্রতি 'রাগ'করে দেশের লোকের কাছে যাওয়ার মধ্যে আন্তরিকতা ছিলনা ; মুসলমান চাষী বা জনসাধারণের হিতৈষীরূপে কোন প্রমাণ না দিয়েই, তাদের কেবল 'ভাই' বলে আহ্বান করলেই তারা আত্মীয়তা বোধ করেনা। এ-প্রসঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে, তিনি বলেন :

> "বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশী সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ব-বশতঃ হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান এই দুই অংশে, একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু- মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।"
>
> "ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গিয়াছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই ;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।"
>
> "কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে

---

১৮৭. 'সমস্যা', 'রাজা প্রজা', রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খণ্ড, পৃ ৪৭৯

১৮৮. ঐ, পৃ ৪৮১

www.pathagar.com

কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"[১৮৯]

বঙ্গভঙ্গ একদিকে যেমন বাঙালী হিন্দুর দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে অন্যদিকে তেমনি বাঙালী সাহিত্যিকের দৃষ্টি রাজপুত-মারাঠা-শিখ বীরের পাশে বাঙালী 'জাতীয়' বীর চিত্রণের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য বাঙালী-মুসলমানের প্রীতি বিশেষরূপে কাম্য ছিল বলে প্রতাপাদিত্য-উদয়াদিত্যের পাশে সিরাজদ্দৌলা-মীরকাসেম বীর নায়করূপে এইকালে বাংলার রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করলেন। বলাবাহুল্য, এ-কালে এ-সব ঐতিহাসিক নাটকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করা হত। রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটকের প্রতাপাদিত্য অত্যাচারী রূপে চিত্রিত থাকায় নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জনে বিফল হয়। অথচ এ-নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী—অহিংসা সত্যাগ্রহের প্রতীক এবং 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এ রাজার রাজত্বে'—এই বাণীতে রবীন্দ্রনাথের পরিণত রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা বিধৃত।

এই বৎসর 'রাখিবন্ধনের দিনে' কবি রাখীর নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এক পত্রে। বঙ্গভঙ্গের সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ না রেখে একে "এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাত-রূপে পরিণত করতে হবে। তাহলেই এই দিনটি ভারতের বড় দিন হবে। তা হলেই এই বড় দিনে বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-মহম্মদের মিলন হবে।"[১৯০]

৮

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'ঐকান্তিক হিন্দু' মনোভাবের পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যগোচর হল শান্তি নিকেতনে খ্রীষ্ট চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের দিন পালন শুরু হওয়ায়।[১৯১] ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি রচনা করেন; এ-বছর ডিসেম্বর মাসে গানটি কলিকাতা কংগ্রেসে 'অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতরূপে' গাওয়া হয়।[১৯২] এখানে তিনি 'ভারতকে' পুনশ্চঃ সর্বজাতি ও সর্বধর্মের মিলন কেন্দ্ররূপে ঘোষণা করেন :

---

১৮৯. "সদুপায়, 'সমূহ' রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ ৫২৩

১৯০. রবীন্দ্র জীবনকথা,' পৃ ১১৫—১৬ উদ্ধৃত।

১৯১. ঐ, পৃ ১১৯

১৯২. ঐ পৃ ১২৩। স্বাধীনতা উত্তরকালে গানটি 'ভারতে'র জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হয়েছে।

www.pathagar.com

"অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।[১১৩]

৯

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ হল ; রবীন্দ্রনাথ তখন বিলেতে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কবি দেশে ফিরলেন। নভেম্বর মাসে তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভের খবর এল। এর অল্পকাল পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র' প্রকাশ করলেন। এবার ইউরোপ-আমেরিকা প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের চঞ্চল জীবন-যাত্রার প্রত্যক্ষ পরিচয়কে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এই নব চঞ্চলতা কবি চিত্তের চিরতারুণ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে, 'সবুজ পত্র'-কে কেন্দ্র করে, নবীন বাণীরূপ লাভ করল। গদ্যে 'কালান্তর'-এর[১১৪] ("বিবেচনা ও অবিবেচনা"১৯১৪) ও কাব্যে 'বলাকার'[১১৫] ("সবুজের অভিযান" ১৯১৪) সূচনা হল। 'বলাকার' তত্ত্বগত বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে নিস্প্রয়োজন। তবে এ টুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই পর্বে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে কাব্যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব। তাই 'শা-জাহান' (বলাকা ৭, ১৪ই কার্তিক, ১৩২১) ও 'তাজমহল' (বলাকা ৯, ৫ই পৌষ, ১৩২১)[১১৬] কবির পরম সৌন্দর্যানুভূতি ও উৎকৃষ্ট কাব্যভাবনার আধার। বলা বাহুল্য, বিষয়বস্তু এ-কাব্যে আর 'কথা' বা 'কাহিনীর' মত কেবল বস্তুমূল্যে গ্রাহ্য নেই ; চঞ্চল-জীবন-সত্য প্রকাশের তা মাধ্যম মাত্র। বলাকা—৭ কবিতায় তাই 'ভারত ঈশ্বর শা-জাহান' প্রথমাবধি জানতেন 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন-মান' এবং চঞ্চল অপূর্ণ জীবন পূর্ণতার অভিসারী। তাই—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ

১১৩. সঞ্চয়িতা,' পৃ ৭২৭

১১৪. গ্রন্থাকারে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (১৩৪৪ বৈশাখ)। 'রবীন্দ্র রচনাবলী,' চতুর্বিংশ খণ্ডে মুদ্রিত।

১১৫. গ্রন্থাকারে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

১১৬. কবিতা দু'টির বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, ২, পৃ ৭৫—৭৮

www.pathagar.com

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে

আর শা-জাহানের সার্থক সৃষ্টি তাজমহল 'হীরা মুক্তা মাণিক্যের' ঘটামাত্র নয়, তা হচ্ছে এক বিন্দু নয়নের জল, 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'। শা-জাহানের 'রাজ্য ভাঙ্গাগড়া' এ-কীর্তির কাছে তুচ্ছ। এবং সর্বোপরি সম্রাটের চঞ্চল জীবন-সত্য কেবলমাত্র তাঁর এই সার্থক সৃষ্টিতেই বাঁধা নয়: 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'।

অন্যদিকে তাজমহল (বলাকা ৯) কবিতায় শা-জাহান ও মমতাজ তাঁদের 'সৃষ্টির অন্তরালে' ঢাকা পড়েছেন, "ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বিশ্বগত হইয়া সকলের ধন হইয়া উঠিয়াছে"[১৯৭]; 'বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি'।

১০

বলাকার পর রবীন্দ্রকাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গযুক্ত কোন রচনা মেলেনা। তবে গদ্য রচনায় হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে তার মত প্রকাশে তিনি অবিরত থাকেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "লোকহিত" (ভাদ্র, ১৩২১) প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ রূপে 'ভদ্র' হিন্দুর অনুদার্যের প্রতি কবি পুনরায় ইঙ্গিত করেন:

> "হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছু মাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।... বঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।...
> ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, হিন্দু ভদ্র সমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।"...[১৯৮]

---

১৯৭. বিশী, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭—৭৮
১৯৮. 'কালান্তর', 'রবীন্দ্র রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৫, পৃ ২৬২—৬৩

www.pathagar.com

"ছোট ও বড়" প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ ১৩২৪, ১৯১৭) কবি বলেন যে, দেশের কর্তৃত্বভার পেলে ধর্মের আচার-প্রাধান্যকে অতিক্রম করে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের 'বিরুদ্ধতা' 'তুচ্ছ' করতে পারবে।[১৯৯]

একই বছরে প্রকাশিত "স্বাধীকার প্রমত্তঃ" প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আকবরের 'ধর্ম সাম্রাজ্য চিন্তার' ফলে কিভাবে 'হিন্দু সাধু ও মুসলমান সূফি'র আবির্ভাব ঘটেছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলন ক্ষেত্রে 'এক মহেশ্বরের পূজা'র সন্ধান মিলেছিল—তার কথা আছে।[২০০]

"বাতায়নিকের পত্রে" (আষাঢ় ১৩২৬, ১৯১৯) হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মুল যে মূঢ় আচার-নিষ্ঠায় তা তিনি পুনশ্চ রূঢ় ভাষায়-স্মরণ করিয়ে দেন।[২০১]

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রা করলেন। দেশে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন শুরু হল। ১৯২১-এর জুলাই-এ রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। ১৫ই আগষ্ট "শিক্ষার মিলন" (ভাদ্র, ১৩২৮) প্রবন্ধটি কলকাতা 'য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে' পড়লেন। এ-প্রবন্ধে তিনি বলেন, বিদ্যার জোরেই ইউরোপ বড়, সুতরাং বিদ্যায়তন বর্জনে সমূহ ক্ষতি। বিদ্যায়তনকে বরং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনভূমি করতে হবে। এ-প্রসঙ্গে শিক্ষা ভ্রষ্টের দৃষ্টান্তরূপে তিনি হিন্দুর বিচার-বুদ্ধিহীন মুসলমান-ঘৃণার কথা বলে যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে স্বজাতির অহমিকা মুক্তির পরামর্শ দেন।[২০২] দু'মাস পরেই (ভাদ্র ১৩২৮) "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধে গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেও, গান্ধীর অসহযোগনীতি যে সত্যের আহ্বান নয়, রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্ট ভাষায় বলেন।[২০৩]

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় (১৯২০-২১) হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতির মনোভাব প্রকাশিত হলেও অবিলম্বে বিরোধ দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে "সমস্যা" প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমানের 'মিলন' অপেক্ষা 'সমকক্ষতা' প্রয়োজন[২০৪] এবং সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি[২০৫] বলে মত প্রকাশ করেন। অন্য একটি পত্রে তিনি বলেন যে, বিচার-বুদ্ধিহীন ধর্মাচার এই

---

১৯৯. 'ঐ', পৃ ২৭৩—৭৪ দ্রষ্টব্য।
২০০. 'ঐ', পৃ ৩৯৪ দ্রষ্টব্য।
২০১. 'ঐ', পৃ ৩১৫—১৬ দ্রষ্টব্য।
২০২. 'কালান্তর,' বিশ্বভারতী ১৩৫৫ সংস্করণ, পৃ ১৬৯
২০৩. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ৩৩১—৩৩৪ দ্রষ্টব্য।
২০৪. ঐ, পৃ ৩৫৩-৫৮ দ্রষ্টব্য।
২০৫. 'সমাধান' (১৩৩০, ১৯২৩) 'ঐ', পৃ ৩৬২ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বিরোধের মূল।[২০৬] কিছু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যে মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেছে। 'হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজ প্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না।"[২০৭]

এরপর রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ"[২০৮] ১৯৩১ সালে "হিন্দু মুসলমান"[২০৯] ও ১৯৩৯ সালে "কংগ্রেস" [২১০] প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন। এ-সমস্ত প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকতার অভাব, শিক্ষা-ভ্রষ্টতা, অন্ধআচার-নিষ্ঠা, বিবেক ও বিচার বুদ্ধিহীনতা সকল বিরোধের মূল বলে নির্দেশ করেন। কবি বলেন, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য যে মনুষ্যত্বের মিলটাকে চাপা দিয়েছে এইটে বড় কথা। বিভিন্ন ধর্ম-কর্ম ও মতবিশ্বাসের ভেদ থাকবেই কিন্তু মনুষ্যত্বের খাতিরে পরস্পরের মিল হওয়া আবশ্যক।[২১১]

১১

রবীন্দ্র-কাব্যে মুসলিম প্রসঙ্গ বিষয়ে এই আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রবীন্দ্র-মানস হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হয়েছে। মারাঠা-শিখ-রাজপুত বীরগাথা রচনায় মুসলমানকে প্রতিপক্ষরূপে তিনিও চিত্রিত করেছেন, 'এক ধর্মরাজ্য পাশে' খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত 'ভারত' বেঁধে দেবার স্বপ্ন তিনিও দেখেছেন এবং বঙ্গভঙ্গের উত্তেজনায় মুসলমান গড়োয়ানের হাতে

---

২০৬. "হিন্দু-মুসলমান", কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, (১৩২৯), 'ঐ, পৃ ৩৭৪। এই পত্রে তিনি এ-কথাও বলেন যে, 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে'—ঐ, পৃ ৩৭৭

২০৭. "স্বরাজ সাধন" (১৩৩০, ১৯২৩) 'ঐ' পৃ ৩৬২ দ্রষ্টব্য।

২০৮. মাঘ ১৩৩৩, ঐ, পৃ ৪৩১

২০৯. শ্রাবণ ১৩৩৮, ঐ, পৃ ৪৪৪

২১০. অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, আষাঢ় ১৩৪৬, ২০. ৩৯, 'কালান্তর', ১৩১৫ সংস্করণ পৃ ৩৬১। এই পত্রে চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণের সরকারী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে হিন্দুদের দরখাস্তে রবীন্দ্রনাথ কেন 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও' সই করেন তা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, "স্বজাতির দুই শ্রেণীর মধ্যে পক্ষপাতের অন্যায় বিচার দেখলে শাসনকর্তার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে"। (পৃ ৩৭৪)। এ-পত্রে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে 'ভারত ভাগ্যের শরিক' বলেও উল্লেখ করেন।

২১১. "হিন্দু-মুসলমান", 'রবীন্দ্র রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃ ৪৫০—৫২ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

রাখী বেঁধে তিনি মিলনের উচ্ছ্বসিত ভাষণ লিখেছেন। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করেছেন হিন্দু-মুসলমান কেবল 'স্বতন্ত্র' নয় 'বিরুদ্ধ'; তাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কেবল ইংরেজকে দায়ী না করে সমাজদেহে তার কারণ খুঁজতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান যেহেতু 'ভারত ভাগ্যের শরিক' সুতরাং তাদের 'ঐক্য' অপেক্ষা 'সমকক্ষতা' অধিক প্রয়োজনীয়, এ-কথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন। স্বরাজ সাধনের তথাকথিত সরল পন্থায় তাঁর আস্থা ছিল না। শিক্ষার মাধ্যমে আত্মার উন্নতি ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই বঙ্গভঙ্গের অল্পকাল পর থেকেই 'নেতা'দের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ শুরু হয়। ফলে যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-প্রার্থিত সমাধান, উত্তেজনার মুখে, কারো পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। তবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, হিন্দু-মুসলমান যে 'বিরুদ্ধ' ও 'স্বতন্ত্র' রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তের সত্যতা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলমান কবিদের কাহিনীকাব্যে হিন্দু প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

'হাফেজ', 'দেবলা', 'আলোকসভা' ও 'লালচাঁদ'—এই চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা শেখ ওসমান আলী সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট বিচলিত ছিলেন। তাঁর মতামত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। লক্ষণীয় যে, তাঁর মত ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে তিনি কংগ্রেস-সমর্থক ছিলেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অল্পকালের মধ্যে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানান। "কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি"[১] শীর্ষক উক্ত প্রবন্ধের বক্তব্য: কংগ্রেস ইংরেজ-বিরোধী নয় এবং কেবল হিন্দু স্বার্থসন্ধানীও নয়। 'প্রকৃত কথা এই যে অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেস কি জানেন না। আলস্যই তাহার প্রধান কারণ। আমরা চিরদিন আলস্যেই কাটাইলাম। আমরা যদি অলস না হইতাম, আমরা যদি নিজের ভাল-মন্দ বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে আজ আমাদের এরূপ দুরবস্থা হইত না।" সুতরাং তাঁর মতে, আলস্য পরিত্যাগ করে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া উচিত। এ-প্রবন্ধে লেখক ইংরেজী শিক্ষাই মুসলমানদের উন্নতির উপায় বলে উল্লেখ করেন এবং সে বিষয়ে 'স্বর্গীয় মহাত্মা নবাব আব্দুল লতিফের' প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।[২] স্মর্তব্য যে, ওসমান আলী নিজে ইংরেজী শিক্ষিত (বি, এল) এবং পরে সরকারী কর্মচারী ছিলেন।[৩]

বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই (১৯০৪) কিন্তু ওসমান আলী হিন্দুদের আচরণে 'স্বার্থপরতা', 'খলতা' ও 'কপটতা' সন্দেহ করেন। একদিকে মুসলমানকে ঘৃণা করা ও অন্যদিকে প্রয়োজন বশে কাছে টানা—মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের এই মনোভাব, তাঁর মতে, 'দুমুখো' সাপের সঙ্গে তুলনীয়।[৪] প্রসঙ্গতঃ প্রখ্যাত হিন্দু সাহিত্যিকদের 'যবন বিদ্বেষ' প্রচারও তিনি নিন্দা করেন। অবশ্য ওসমান আলী হিন্দু ও মুসলমানদের

---

১. 'হাফেজ' প্রথ-মখণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭। আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, 'সাহিত্য পত্রিকা' ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৭০ পৃ ২১৭—১৮ দ্রষ্টব্য।

২. কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী ১৯৬১, পৃ ২৩৪ দ্রষ্টব্য।

৩. ওসমান আলী ১৩৩৩ সালে 'সবজজের কাজ করিতেছেন'—"সাহিত্যক ও সাংবাদিক পরিচয়', 'বার্ষিক সওগাত', ১ম বর্ষ, ১৩৩৩: আবদুল কাদির, "কবি শেখ ওসমান আলী', 'মাহে নহে', সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, পৃ ৪২ দ্রষ্টব্য।

৪. 'দুমুখো', 'নবনুর' ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১১.

www.pathagar.com

শুভবুদ্ধির প্রতি আস্থা হারান নি। তাঁর মন্তব্য: "বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বর্তমান সময়ে একই বন্ধনে আবদ্ধ একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত।...একই মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্বই বাঞ্ছনীয়।"[৫] তবু এই প্রবন্ধেই তিনি হিন্দুদের মুসলমান ঘৃণার প্রতিবাদে ঘোষণা করেন, "মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা...সর্বাংশে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ।"[৬]

বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মন্তব্য করেন যে, একদিকে বঙ্গভঙ্গ ও অন্যদিকে শিবাজী উৎসব হিন্দু ও মুসলমানের শত্রুতা বর্ধনকারী।[৭] অতঃপর এক দীর্ঘ প্রবন্ধে শেখ ওসমান আলী হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ সন্ধানী হন। কোহিনূর পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত এই বিস্তৃত আলোচনার শিরোনাম "হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ও তন্নিবারণের উপায়"[৮] প্রবন্ধে তিনি বিরোধের পাঁচটি কারণ নির্দেশ করেন, তার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে: ইংরেজের ভেদনীতি ও 'হিন্দুর জাতীয়তার পুনরুত্থান'।

ভেদ নীতিবশে ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানের মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ জাগিয়েছে; লেখকের পরামর্শ: 'ইংরাজ জাতিরকথা স্বার্থযুক্ত কথা বিবেচনা করিয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না হওয়া' কর্তব্য। ইংরেজী শিক্ষা যে মঙ্গলকারী এ-কথা অবশ্য তিনি ভোলেন নি এবং মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার থেকে জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের বিরত হবার জন্য তিনি আবেদন করেন।

প্রবন্ধাবলী থেকে শেখ ওসমান আলীর এই যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী মনোভাবের পরিচয় মেলে তা তাঁর কাব্য ভাবনাতেও বিদ্যমান। তাঁর প্রথম কাব্য 'হাফেজের' বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। দ্বিতীয়-গ্রন্থ 'দেবলা' ঐতিহাসিক কাব্য'।[৯] আট-সর্গে, সম্পূর্ণ এই কাব্যটি (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১) রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে প্রদত্ত আলাউদ্দিন বাদশার রাজত্বকালের বর্ণনা' অবলম্বনে লিখিত।[১০]

খিলিজি বংশাতংস সম্রাট আলাউদ্দিনের সহিত গুজরাট-রাণী কমলা দেবীর শুভ পরিণয় সংঘটিত হইবার পর মহারাজ্ঞী তদীয় দুহিতা দেবলা দেবীকে যুবরাজ

৫. "সত্যই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র"? ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯০৫; আনিসুজ্জামান, 'পূর্বোক্ত', পৃ ২৪৬ উদ্ধৃত।

৬. কাদির পৃ ৪১ উদ্ধৃত।

৭. "শিবাজী উৎসব ও মুসলমান জাতি". 'কোহিনূর ভাদ্র ১৩১৩

৮. 'কোহিনূর' অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ১৩১৩ ও বৈশাখ ১৩১৪

৯. মৌলবী ওসমান আলী, বি এল 'দেবলা' ঐতিহাসিক কাব্য কলিকাতা ১৯০১

১০ 'মুখবন্ধ', দেবলা, মান্নান পৃ. ৩৩৬ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

খেজেরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।' এই খেজের ও দেবলার প্রণয়ও নানা বিঘ্ন অতিক্রমের পর পরিণামে পরিণয় দেবলা কাব্যের প্রধান ঘটনা। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী কবি খেজের ও দেবলার প্রেমকে উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করেছেন। বিশেষতঃ দেবলা চরিত্র সম্পর্কে সমকালীন সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"গ্রন্থকার দেবলার যে-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে ত্রিদিব-সম্ভূত দেবী বলিয়াই বোধ হয়। রমণীসুলভ হৃদয়ের দুর্বলতা তাহাতে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। দেবলার ন্যায় স্বার্থত্যাগিনী রমণী পৃথিবীতে কয়টি মানবীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইতিহাসও বোধ হয় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে অক্ষম হইবে। যে দেবলার সহিত যুবরাজ খেজেরের বিবাহ প্রদানের জন্য স্বয়ং সম্রাট প্রধান উদ্যোগী, যে দেবলা লাভ করিতে পারিলে যুবরাজ স্বর্গসুখকেও তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, এমন ক্ষেত্রে যখন খেজের জননী বিরোধিনী হইলেন এবং যুবরাজের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, তখন সেই ললনা-ললামভূতা সর্বগুণযুক্তা দেবলাই তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন :

..কেন বৃথা কর রোষ সমাজের প্রতি।
লংঘিলে সমাজ-বিধি হয় অধোগতি।।
চাহিনা মহিষী হতে কিংবা রাজ্য ধন।
দাসী ভাবে সদা তব সেবিব চরণ।।[১১]

দেবলাদেবী ও খেজের খাঁর এই কাহিনীর আদি কবি হজরত আমির খসরু।[১২] সম্ভবত: ক্রমশ: এ-কাহিনী ইতিহাসের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেছে[১৩] এবং ওসমান আলীর রচনার উৎস রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। কেননা পরবর্তীকালে কালিকারঞ্জন কানুনগো, কে এম. মুন্সী, জগনলাল গুপ্ত প্রমুখ গবেষক দেবলা রাণীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত : "Devala Devi. a creation of pure literary imagination innocent of history.[১৪] 'Deval Rani is altogether a fictitious character.[১৫]

---

১১. সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর,' ২৯শে কার্তিক, ১৩০৮ (১৯০১); কাদির পূর্বোক্ত পৃ ৪০—৪১ উদ্ধৃত।

১২. রচনা শেষ হয় '৭১৫ হিজরীর জিলকদ মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৩১৬)' আবদুল মওদুদ খিজির খাঁ ও দেবল রাণী" মাহে নও কার্তিক ১৩৬৫ অক্টোবর ১৯৫৮, পৃ ১৩

13. *Cambridge History of India*, Vol. III, p. 100, 112-13

১৪. Kalika Ranjan Qanungo, *Studies in Rajpur History*, S. Chand & Co. Delhi 1960, p. 11

১৫. idid f.n. 2.

www.pathagar.com

যাই হোক, ঐতিহাসিক ঘটনা-নির্ভর বিবেচনায় রচিত[১৬] দেবলা কাব্য যে কবি ওসমান আলীর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী চিত্তের এবং সুন্দর কবিত্ব শক্তির পরিচয়বহ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ওসমান আলীর তৃতীয় কাব্য 'আলোকসভা[১৭] সাত অঙ্কে বিরচিত' কাল্পনিক 'ক্ষুদ্র কাব্য।' 'নিদাঘে রৌদ্র দগ্ধ পৃথিবীর অধিবাসীদের যে সকল ক্লেশ ঘটে তাহাই এ-কাব্যের বিষয়বস্তু'।[১৮]

চতুর্থ-কাব্য 'লালচাঁদ'[১৯] দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস-নির্ভর রচনা।[২০] সম্রাট গিয়াসুদ্দীনের ক্রীতদাস লালচাঁদ স্বাধীন হতে চায়। এবং সম্ভবতঃ ক্রীতদাস বলেই, স্বাধীন জীবনে তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা উচচ রাজপদ। উচচ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকবার যে কৌশলটি তার জানা তা ভেদনীতি। কাব্য শেষে লালচাঁদের আশা পর্যুদস্ত। মুসলমান সম্রাট দাসত্বনিগড় মোচনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর হিন্দু নায়ককে কিছুটা উত্তেজিত করলেও শেষ পর্যন্ত কবি তাকে অদৃষ্টবাদী ও হতাশায় পরিপূর্ণ করেছেন।

---

১৬. "মুখবন্ধ", দেবলা, মান্নান পৃ ৩৩৭ দ্রষ্টব্য।

১৭. 'আলোকসভা', মেদিনীপুর, ১৯০৪

১৮. কাদির, 'পূর্বোক্ত পৃ ৪১

১৯. 'লালচাঁদ' কলিকাতা ১৩১৯ (১৯১২)

২০. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ ৩৯১-৯২

www.pathagar.com

দুই

আধুনিক বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে কায়কোবাদের (১৮৫৭—১৯৫১)[২১] আসন বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত। খণ্ড কবিতা সংকলন অশ্রুমালা (১৮৯৫-৯৬)[২২] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কায়কোবাদ, মুসলমান হয়েও 'শুদ্ধ বাংলায় সুন্দর কবিতা' লেখার জন্য যদিও হিন্দু-সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তবু 'মহাশ্মশান'[২৩] রচনাই কবির খ্যাতি প্রতিষ্ঠার প্রধান উৎস। 'মহাশ্মশান রচনার জন্য কবি সচেতনভাবে গৌরবান্বিত বোধ করেছেন এবং বারংবার নানাভাবে এ-প্রসঙ্গে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশে অকুণ্ঠ থেকেছেন। বস্তুতঃ কাব্যমূল্য পূর্ণ-সন্তোষ-সৃষ্টি না হলেও, আধুনিক বাংলা কাহিনী-কাব্যের ধারায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে এই কাব্যটি অত্যন্ত মূল্যবান। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সাহিত্যরস উপভোগের বিঘ্নস্বরূপ—এ-কথা অনুভব করেও[২৪] বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' রচনায় নিষ্কম্প্রচিত্ত ছিলেন।[২৫] আধুনিক বাংলা কাহিনী-কাব্যের ধারায় রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবি হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য মুসলমানকে প্রতিপক্ষরূপে ও হীনবর্ণে চিত্রিত করেন। এই পরিবেশে মুসলমান কবি কায়কোবাদই প্রথম কাহিনী কাব্যকার যিনি সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে প্রশ্রয় না দেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এই প্রতিশ্রুতিদান প্রসঙ্গে কবি তাঁর কাব্যের

---

২১. দ্রষ্টব্য : মাহে নও তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ ১১৫, কায়কোবাদের ছবির নীচে মুদ্রিত তারিখ। কবির মৃত্যু হয় ১৯৫১ সালের ২১শে জুলাই। ৩রা জুলাই তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নীত হন। মতান্তরে কায়কোবাদের জীবৎকাল (ক) ১৮৫৪—১৯৫১—সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, তৃ-স, পৃ ৪৬৪

(খ) আনুমানিক ১৮৫৮—১৯৫২—হাই ও আহসান, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬, পৃ ২৪৫

(গ) ১৮৫৮—১৯৫১—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মহাকবি কায়কোবাদ, 'মাহে নও,' তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৫১, পৃ ৪৬

২২. 'অশ্রুমালা,' ষষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা ১৩৫৯

২৩. প্রথম প্রকাশ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৪০

২৪. 'রাজসিংহ গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার 'বিনীত নিবেদন' করেছেন: 'কোন পাঠক মনে না করেন যে হিন্দু মুসলমানের কোনরূপ তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য'।

২৫. 'রাজসিংহ' উপস্থিত সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য : মুনীর চৌধুরী, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়' পৃ ২১—৩১

www.pathagar.com

আরও কয়েকটি তাৎপর্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেন। কবির গদ্য 'ভূমিকা' থেকে কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক চিত্রণ ও মহাশ্মশান কাব্যের বিশেষ মূল্য সম্বন্ধে কবির মনোভাবের পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত ভাবে সংকলন করা যেতে পারে।

১। "আমরা বহু পরিশ্রমের এই কাব্যখানি আমাদের জাতীয় গৌরবের মহাশ্মশান।"[২৬]

২। "এক পক্ষে পানিপথ যেমন হিন্দু গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, অপর পক্ষে সেইরূপ মুসলমান গৌরবেরও মহাশ্মশান।"[২৭]

৩। "আমার এই কাব্যে কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই, হিন্দু লেখকগণ যেমন মুসলমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন-চাপরাশী কুলি-মুজুর রূপে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া বাহবা লইয়াছেন। ভূরু চাচা, নেড়ে মামা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই, তবে যুদ্ধ প্রার্থী হিন্দু-মুসলমান পরস্পর গালাগালি করিয়া 'কাফের, কুক্কুর নরাধম পাষাণ্ড বর্বর' ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া শেষে হৃদয়ের উষ্ণ শোনিতে প্রাণের জ্বালা মিটাইয়াছেন, যে স্থানে যেটুকু হওয়া দরকার এবং যাহা না হইলে কাব্যের অঙ্গহানি হইত, আমি কেবল তাহাই চিত্রিত করিয়া উহার প্রকৃতি বর্ণ ফুটাইয়া দিয়াছি। আমি এই চিত্র নিরপেক্ষ ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছি। হিন্দুদিগেকে হীনবর্ণে চিত্রিত করি নাই বলিয়া আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ আমাকে মন্দ বলিতে পারেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার অধিকার ত আমার নাই। তবে আমি মুসলমান, মুসলমানদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি ও হৃদয়ের টান আছে কিনা, তাহা যিনি কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া কবি হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, অন্যের পক্ষে দুরাশা। বিশেষতঃ হিন্দুদিগকে কাপুরুষ সাজাইয়া, ভীরুতার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মুসলমানদিগের কি লাভ। কাপুরুষ বধে মুসলমানদিগের কি বীরত্ব। শৃগাল বধ করিতে রমণীও পারে, সিংহ বধ করিতে বীরেরই দরকার, তাই হিন্দুদিগের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে আমি কৃপণতা করিনাই।... ইহা উভয় জাতির পক্ষে গৌরবের কথা, তবে হিন্দুগণ বিজিত ও বিধ্বস্ত, মুসলমানগণ জয়দৃপ্ত ও বিজয় গৌরবে সম্মানিত। এক জাতি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোনিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ

২৬. উৎসর্গ পত্র, /

২৭. ভূমিকা, ।৶

বলিদান করিয়াছেন; অন্য জাতিও দেশের জন্য, ধর্মের জন্য—স্বজাতীর কল্যাণের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোনিতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; কম কে? উভয় জাতির বীরত্বই প্রশংসার্হ।"

৪। "মৌলিক মহাকাব্য..."[২৯]

৫। "ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্য বীর্যসংবলিত.. যুদ্ধকাব্য"[৩০]

৬। "পূর্ব পুরুষদের অসাধারণ শৌর্য বীর্যের শেষ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ!"[৩১]

তৃতীয় উদ্ধৃতিটি দীর্ঘতর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত উদ্ধৃতি থেকে কবির কয়েকটি বক্তব্য চিহ্নিত করা যায় :

১। হিন্দু কবি-সাহিত্যিকেরা মুসলমান চরিত্র হীনবর্ণে চিত্রিত করেছেন।

২। মুসলমান কবি হিসেবে এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু চরিত্র কলঙ্কিত করা আমার (কবির) পক্ষে স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু সত্যের অপলাপ আমি করি নি; হিন্দু মুসলমান উভয়কেই বীররূপে চিত্রিত করেছি।

৩। হিন্দুকে আমি বীর বলেছি, তাতে স্বজাতীয়গণ চটলেও তাঁদের অনুভব করা উচিত বীরকে পরাজিত করাতেই বীরের বীরত্ব—অর্থাৎ প্রকারান্তরে মুসলমানের বীরত্বই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি।

৪। আমার কাব্য সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট নয়, কিন্তু স্বজাতির প্রতি আমি মমতাহীন নই।

কবির তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তব্য মহাশ্মশান সম্পর্কে সৈয়দ এমদাদ আলীর অভিযোগের[৩২] উত্তর; প্রথম বক্তব্য আধুনিক কাহিনী-কাব্যের বর্ণিত পরিচয়ে ইতিপূর্বে সমর্থিত[৩৩] এবং দ্বিতীয় বক্তব্য কবির মানসিকতার যথার্থ রূপটি প্রতিফলিত। অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই বীররূপে চিত্রিত করতে কবি অভিলাষী। তাঁর কাব্যে এ-অভিলাষের প্রতিফলন বিচারযোগ্য।

---

২৮. ভূমিকা, ।।৶—৸৶.

২৯. দ্বিতীয় সংস্করণ ভূমিকা, ১.

৩০. ঐ, ১৴.

৩১. ঐ, ১৶.

৩২. "মহাশ্মশান কাব্যে অনৈস্লামিক ও অশ্লীল ভাব", সৈয়দ এমদাদ আলী, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', বৈশাখ ১৩৩৬ দ্রষ্টব্য। আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'সওগাতে' (১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬) এর প্রতিবাদ করেন। উত্তরে সৈয়দ এমদাদ আলী সওগাতের কার্তিক ১৩২৬ সংখ্যায় লেখেন 'আমার উত্তর'।

৩৩. বর্তমানে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

১

মহাশ্মশান বিপুলায়তন কাব্য। তিন-খণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ এ-কাব্যের প্রথম-খণ্ডে ২৯ সর্গ, দ্বিতীয়-খণ্ডে ২৪ সর্গ ও তৃতীয়-খণ্ডে ৭ সর্গ; এবং 'এব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগমের বাল্য জীবনের এক অধ্যায়' শীর্ষক কাব্যারম্ভের একটি সর্গ ছাড়াও এ-কাব্যে আছে 'কবির বীণা ও কল্পনা' ও 'আল্লাহু আকবর' নামক বন্দনা অংশ।

এই বিপুলায়তন কাব্যে কয়েকটি প্রধান প্রেমকাহিনী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রধান কাহিনীত্রয় হচ্ছে : এব্রাহিম কার্দি জোহরা বেগম, আতাখাঁ—হিরণ দিলীপ এবং লবঙ্গ-রত্নজী। অন্য দুটি কাহিনী বিশ্বনাথ-কৌমুদী এবং সুজাদ্দৌলা-সেলিমা এবং এঁদের কাহিনী অংশে যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ। আহমদ শাহ আব্দালী এবং সদাশিবের বীরত্ব কোন ব্যক্তিগত প্রেমদ্বন্দ্বে বিচলিত নয়।

নিম্নের তালিকায় এ-সব কাহিনী কোন কোন সর্গে বিন্যস্ত তা দেখানো হয়েছে। এ-তালিকা থেকে কাহিনী বিন্যাস পরিসর ও সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

১। এব্রাহিম কার্দি—জোহরা বেগম :
কাব্যারম্ভের পূর্ব ঘটনা জ্ঞাপক সর্গ,
প্রথম-খণ্ড ১৪ ও ১৭; দ্বিতীয়-খণ্ড ৩, ১৩, ১৫, ২০ ও ২৩ এবং
তৃতীয়-খণ্ড ৪ সর্গ।

২। আতাখাঁ—হিরণ—দিলীপ
প্রথম ২, ৪, ৬, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৭, ও ২৩;
দ্বিতীয়-খণ্ড ১২, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ও ২৪ এবং
তৃতীয়-খণ্ড ৬ সর্গ।

৩। লবঙ্গ—রত্নজী
প্রথম-খণ্ড ১, ৩, ১০, ১৬, ২১, ২৬, ২৭, ২৮, ও ২৯;
দ্বিতীয়-খণ্ড ৮, ও ১৮, এবং তৃতীয়-খণ্ড ৩ ও ৭ সর্গ।

৪। বিশ্বনাথ—কৌমুদী
প্রথম-খণ্ড ৫ ও ২৫, দ্বিতীয়-খণ্ড ১।
তৃতীয়-খণ্ড ৩ ও ৬।

৫। সুজা—সেলিনা
দ্বিতীয়-খণ্ড ৫, ৬, ২০; তৃতীয়-খণ্ড ১।

www.pathagar.com

৬। নজীবদ্দৌল্লা
দ্বিতীয়-খণ্ড ২, ২০।

৭। আহমদ শা আব্দালী
দ্বিতীয়-খণ্ড ২, ২০ ; তৃতীয়-খণ্ড ২, ৩।

৮। সদাশিব
দ্বিতীয়-খণ্ড ৭, ১০।

॥ ১ ॥

লক্ষণীয় যে, প্রথম তিনটি কাহিনীই কাব্যের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে। এর মধ্যে প্রথম কাহিনীতে কবির দ্বন্দ্ব-কল্পনা অভিনব। বিধর্মীর অন্ন-লালিত এব্রাহিম কার্দি হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ কালেও হিন্দুপক্ষ ত্যাগ করেনি কেননা ইসলাম ধর্মের বিধানে নিমক হারামী মহাপাপ। 'মোস্লেম' হয়ে 'বিধর্মী মারাঠা দস্যুর' দাসত্ব গ্রহণ করলে ইসলামের 'মহানিষ্ট' হবে, জোহরার এই কাতর আবেদনের উত্তরে ইব্রাহিমের উক্তি :

নিমক হারাম
নহি আমি, যার অন্নে এ দেহ আমার
হয়েছে বর্দ্ধিত, তার বিপক্ষে কেমনে
যাইব আমি (১ : ১৪)

ধর্মপ্রাণ নারী জোহরা যেমন বিধর্মীর সহায়ক স্বামীর কর্মানুগামিনী নয়, তেমনি 'মোস্লেম সন্তান' এব্রাহিম 'প্রভুর বিপক্ষে, 'ধর্ম্মদ্রোহী' 'কৃতঘ্ন অধমের মত' 'নিমক হারামিতে' অসমর্থ---

নহি আমি কাপুরুষ কামুক বর্বর
ভুলিব রমনী প্রেমে কর্তব্য আপন
(২ : ৩পৃ ৩৫৬)

ফলে, জোহরা বেগম মন্নুবেগের ছদ্মবেশে মুসলিম পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সেই ছদ্মবেশেই স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বামীকে মুসলিম পক্ষে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছে। জোহরার দ্বন্দ্ব ও ট্রাজেডী তার নিম্নোদ্ধৃত সংলাপে চমৎকার ফুটেছে—

স্বামী তুমি—এ প্রাণের অধীশ্বর তুমি
তোমার চরণ সেবা কর্তব্য আমার

www.pathagar.com

এ নশ্বর জীবনের সার ব্রত তাহা
মানি আমি কিন্তু নাথ কাফেরের অন্ন
হারাম আমার কাছে—জীবিকা তোমার।
কেমনে যাইব আমি তোমারি সকাশে।'

(২:১৫; পৃ ৫৬৬)

কিন্তু এব্রাহিম 'প্রাক্তনের লিপি নিষ্ঠুর নিয়তি অদৃষ্টের গতি' রূপে এই অবস্থা মেনে নিতে ইচ্ছুক। এব্রাহিম-জোহরার আদর্শগত দ্বন্দ্ব তৃতীয়-খণ্ড পঞ্চম-সর্গে মৃত্যুর আলোকে নবরূপ লাভ করেছে। যুদ্ধ জয়ের পুরস্কারস্বরূপ জোহরা স্বামীর বন্দীত্ব মোচনে সমর্থ হলেও মরজগতে তাদের পুনর্মিলন হলনা। এব্রাহিমের মৃত্যুশোকে জোহরারও জীবনাবসান হল। প্রকৃতপক্ষে এব্রাহিমের দ্বন্দ্ব দুটি: এক দিকে ধর্ম রক্ষার্থেই স্বীয় ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ, অন্যদিকে কর্তব্যানুরোধে পতিপ্রাণা বীরাঙ্গনা জোহরার প্রেমের প্রতিদান দেবার অসামর্থ্য। প্রথমটি সম্পর্কে মৃত্যুকালে তার সান্ত্বনা—

পবিত্র ইসলাম ধর্মে অটল বিশ্বাস
ছিল মম, কিন্তু সেই ধর্মের বিধান
হারাম খাইতে নাই, কাফেরের অন্নে
এ দেহ বর্ধিত মম, শোধেছি সে ঋণ
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিমক হারাম
নহি আমি, ধর্ম সাক্ষী,...

(৩:৫, পৃ ৮৪০)

কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তার মর্মভেদী আক্ষেপ—

ক্ষমা কর অভাগারে, তুমি না ক্ষমিলে
নরকেও স্থান মোর হবে না নিশ্চয়।

(ঐ, পৃ ৮৪১)

এ-কাহিনীতে আদর্শগত দ্বন্দ্ব মুসলমানের ধর্মভয় ও কর্তব্যকেন্দ্রিক। নিমক-হালাল এব্রাহিম কার্দি আধুনিক বাংলা কাহিনী-কাব্যে স্বতন্ত্র ও অভিনব। জোহরার বীর-মূর্তি অনেকটা মধুসূদনের প্রমীলার[৩৪] সগোত্র। অবশ্য তার স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্যযোগ।

৩৪. 'মেঘনাদবধ কাব্য' দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

স্বামীর পাপস্খলনের জন্য মারাঠা চক্রান্তের বিরুদ্ধে জোহরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে:

ভারতীয় মোস্লেমেরে করি উত্তেজিত
ধর্ম যুদ্ধে জ্বালাইব যে ঘোর অনল
ভস্মীভূত হবে তাহে পাষণ্ড সকল
(১ : ১৭)

আতা খাঁ ও নজীবদ্দৌলাকে এই যুদ্ধে জোহরাই দীক্ষিত করেছে।[৩৫] মারাঠা 'অন্যায় সমরে' মুসলিম শিবির আক্রমণ করলে মনুবেগ-বেশী জোহরা বেগম মারাঠা সেনাপতি দত্তজীর শিরশ্ছেদ করে আব্দালীর সমীপে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই অসম সাহসের বিনিময়ে কোন পুরস্কার বা উচচ বেতন গ্রহণে সে অসম্মত, কেননা—

ইসলাম সেবক আমি, নহি ব্যবসায়ী
ব্রত মম ধর্ম যুদ্ধ,···
(১ : ২০, পৃ ১৫৯)

জোহরার সমরনীতি 'উচচ' আদর্শদ্যোতক—এ-নীতিতে 'রমণী বালক পরাজিত জনে'র প্রতি অস্ত্রাঘাত নিষিদ্ধ[৩৬] 'শারণাগত শত্রুর' প্রতি মিত্রবৎ আচরণ কর্তব্য।[৩৭] কাব্যের অন্যত্র আহমদ শা আব্দালীও অনুরূপ আদেশ প্রচার করেছেন।[৩৮] বলা বাহুল্য, এ কবির ধারণারই প্রতিফলন।

॥ ২ ॥

দ্বিতীয় কাহিনীতে কবি মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকার প্রেম কল্পনা করেছেন। নায়িকা হিরণ ও আতাখাঁ যখন পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে তখন আতাখাঁর মুসলিম পরিচয় গোপন ছিল। অমর ছদ্মনামে সে তখন মারাঠা আশ্রমে শিক্ষার্থী এবং কবিও তার যথার্থ পরিচয় ঘোষণা করতে দীর্ঘ কালহরণ করেছেন। এ-কাহিনী সর্বমোট ১৮টি সর্গে বিস্তৃত, তার মধ্যে ১১টি সর্গে অর্থাৎ সমগ্র প্রথম খণ্ডে আতাখাঁ অমর নামে পরিচিত। দ্বিতীয়-খণ্ড দ্বাদশ-সর্গে তার পরিচয়

৩৫. প্রথম-খণ্ড অষ্টাদশ ও উনবিংশ সর্গ দ্রষ্টব্য। জোহরা নজীবদ্দৌলার 'পিসাত ভগিনী'—দ্রষ্টব্য দ্বিতীয়-খণ্ড, ত্রয়োদশ-সর্গ।
৩৬. প্রথম খণ্ড, উনবিংশ সর্গ, পৃ ১৫২
৩৭. ঐ, এবং দ্বিতীয়-খণ্ড, নবম-সর্গ
৩৮. তৃতীয়-খণ্ড, দ্বিতীয় সর্গ পৃ ৮০০ ১ দ্রষ্টব্য।

১৭—

www.pathagar.com

উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশে ধর্মতর্ক তাদের প্রেমে ছায়া ফেলেছে। কিন্তু প্রথমাবধি উভয়ের প্রেমের বিঘ্নরূপে প্রেমাভিলাষী তৃতীয় পক্ষ বর্তমান। যোগাশ্রমেই হিরণের প্রতি দিলীপ ও অমরের প্রতি জ্যোৎস্না আসক্ত এবং দিলীপ জ্যোৎস্না আপনাপন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহযোগী। প্রথম-খণ্ড দ্বাদশ-সর্গ পর্যন্ত অমর হিরণের প্রেমে দিলীপের বিঘ্ন সত্ত্বেও ধীর গতিতে অগ্রসরমান। ত্রয়োদশ-সর্গে দিলীপ হিরণ লাভের জন্য দুঃসাহসিক ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছে। মহাদেবের ছদ্মবেশে, জ্যোৎস্নার সহযোগিতায়, সে হিরণের মন পেতে সচেষ্ট এবং ব্যর্থ হয়ে বলপ্রয়োগে উদ্যত। এ-অবস্থা থেকে অমর হিরণকে উদ্ধার করেছে এবং সর্গ শেষে গুরুদেব তাদের বিবাহ দিয়ে সুরাটে বিপ্রদাসের কুটিরে হিরণকে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কেননা দিলীপের ভয় ছাড়াও আশ্রমবাস বিবাহিত নর-নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এ-সর্গে প্রেমযুগল আসন্ন যুদ্ধ প্রসঙ্গে যে কথা গুরুর নিকটে শুনেছে তা হল :

বিশেষত মহারাষ্ট্র মেতেছে সংগ্রামে
মোস্লেমের সনে, যুদ্ধ অনিবার্য এবে।
যতদিন মুসলমান না হবে নিশ্চিহ্ন
ভারতের বক্ষ হতে, হিন্দুর কল্যাণ
নাহি হবে, বুঝেছি তা অনেক চিন্তিয়া।
(১ : ১৩, পৃঃ ১০৩)

লক্ষণীয় যে, অমরের স্বপরিচয়-উদ্ঘাটনের সাম্ভাবনা সম্পর্কে কবি অতিসচেতন; তাই অমর হিন্দু-রমনী-প্রেমিক, কিন্তু হিন্দু-প্রেমিক নয়। 'ধর্মপ্রাণ মহারাষ্ট্র' 'অত্যাচারী মুসলমানে'র হাত থেকে সমগ্র ভারত জয় করবে—বিপ্রদাসের এ-উক্তি সে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছে।[৩১]

সপ্তদশ-সর্গে জনৈক মুসলমান যুবক আহত মুমূর্ষু অবস্থায় দিল্লীর প্রান্তদেশে জোহরা বেগমের আশ্রয় পেয়েছে। অষ্টাদশ-সর্গে কবি তার পরিচয় দিয়েছেন আতা খাঁ হিসেবে। এ-সর্গে জোহরা বেগের কাছে আতা খাঁ মুসলিম পক্ষে যুদ্ধ করার সংকল্পে দীক্ষিত হয়েছে। আতা খাঁ-ই যে অমর এ-সংবাদ না জানালেও অমর সম্পর্কে মহারাষ্ট্র পক্ষে প্রতিক্রিয়া কবি সপ্তদশ-সর্গে বলেছেন। নিহত এক দস্যুর বস্ত্রাঞ্চলে প্রাপ্ত, আদিনা বেগমকে লেখা, মারাঠা সদাশিবের পত্রের দুটি বক্তব্য : প্রথমতঃ দিল্লীর সিংহাসন লাভের বিনিময়ে আদিনা বেগকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংসে লিপ্ত হতে হবে; দ্বিতীয়তঃ

৩১. প্রথম-খণ্ড, পঞ্চদশ-সর্গ পৃ ১১৫

www.pathagar.com

'বিশ্বাসঘাতক' অমরকে হত্যা করতে হবে—সে সম্ভবতঃ মুসলমানের ছদ্মবেশে আছে, দিলীপ তাকে চিনিয়ে দেবে। কবি ইতিপূর্বে দিলীপকে ভণ্ডরূপে এঁকেছিলেন; দ্বিতীয়-খণ্ড দ্বাদশ-সর্গে তাকে লম্পটে পরিণত করেছেন। এখানে সে সহকারী জ্যোৎস্নাকে নিয়েই আপাতত তুষ্ট হতে চেয়েছে। এ-সর্গে জোৎস্না অমরের যথার্থ পরিচয় জানিয়েছে : 'হিন্দু নহে, জাতিতে সে রোহিলা পাঠান...এখন সে মোস্লেম সেনানী, আতা খাঁ তাহার নাম'।[৪০] বিস্মিত দিলীপের প্রশ্ন : হিরণবালার মোস্লেম যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষার কারণ কি! জ্যোৎস্নার উত্তর : 'কি আছে প্রভেদ হিন্দু মুসলমানে বল প্রেমের নিকটে!' বস্তুতঃ কবি দিলীপকে পাষণ্ড লম্পট করে আঁকলেও জ্যোৎস্নাকে প্রেমিকারূপেই এঁকেছেন। অমর মুসলমান জেনেও সে প্রেমে অবিচল—হিরণকে সরিয়ে দেবার জন্যই কেবল দিলীপকে তার প্রয়োজন।

দিলীপ ও আদিনা দুই পাষণ্ড লম্পট চরিত্র অত্যন্ত স্থূল। দিলীপ আদিনার সহায়তায় হিরণকে পেতে চায়; আদিনা বেগ লবঙ্গের রূপে উন্মাদ, ভারত সিংহাসনও তার কাম্য। লবঙ্গ অপেক্ষা হিরণ সুন্দরী—এ-কথা বলে দিলীপ আদিনাকে উত্তেজিত করতে চায় এবং মনে মনে ভাবে: উভয়কে নিয়ে, আদিনাকে ফাঁকি দিয়ে, সে কাশ্মীর পালিয়ে যাবে।[৪১] আদিনাকে মারাঠা পক্ষ আপাতত প্রলুব্ধ করলেও তাকে তারা বিশ্বাস করেনা[৪২] অন্যদিকে মুসলমান পক্ষে সকলেই তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে জানে। কবির ভাষায় সে 'মিথ্যাবাদী ঘোর প্রবঞ্চক' 'কামুক বর্ব্বর পাপী'।[৪৩] শুধু তাই নয়, সে জোহরা বেগমের পিতৃহন্তা, বিধবা মাহরু বেগমের প্রতি লুব্ধ[৪৪]; উভয় রমনীই প্রতিশোধ নিতে কৃতসংকল্প। মাহরুকে হস্তগত করতে না পেরে আদিনা তাকে হত্যা করে।[৪৫] অন্যদিকে হিরনকে তার লোকেরা হরণ করে আনে। অবশেষে আদিনার নিহত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী আঞ্জোমান এবং হিরণ আদিনাকে বধ করে।

মুসলমান পাষণ্ডের চরিত্র সমাপ্ত হলেও হিন্দু পাষণ্ডের চরিত্র আর একটু প্রলম্বিত। দিলীপের সহকারী দস্যু শঙ্কর আঞ্জোমানকে হত্যা করে হিরণকে

৪০. পৃ, ৫১৪
৪১. প্রথম-খণ্ড, চতুর্বিংশ সর্গ।
৪২. ঐ, দ্বাবিংশ-সর্গ।
৪৩. দ্বিতীয়-খণ্ড, অষ্টম-সর্গ।
৪৪. দ্বিতীয়-খণ্ড, ত্রয়োদশ-সর্গ।
৪৫. ঐ, চতুর্দ্দশ-সর্গ।

www.pathagar.com

দিলীপের কাছে পৌঁছে দেয়।[৪৬] দিলীপ হিরণের সর্বনাশে উদ্যত; চকিতে আতা খাঁ এসে হিরণকে রক্ষা করে।[৪৭] অবশ্য আতা খাঁ দিলীপ ও শঙ্করকে পরাজিত করে নিজে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরে আগ্রার নিকটস্থ বনভূমির এক পুরাতন বাড়ীতে হিরণকে রেখে আতা খাঁ যুদ্ধে গেলে দিলীপ ও দস্যুদল পুণরায় হিরণ—হরণ করে।[৪৮]

অমর মুসলমান জেনেও হিরণের প্রেমে কোন দ্বন্দ্ব জাগেনি;

কেননা জাতিকে আমি ভাল ত বাসিনি।

(২ : ১৭, ৬০১)

'আতা খাঁ' 'অমরে' বল কি আছে প্রভেদ।

(ঐ, পৃ ৬০২)

দ্বিতীয়-খণ্ড একবিংশ-সর্গে আতাখাঁর অনন্যচিত্ত প্রেমিকা হিরণের সংলাপে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে কবির চিন্তার বিশেষ রূপটি প্রতিফলিত। ম্লেচ্ছ মুসলমানকে ভালবাসার জন্য স্বজাতিয় সদাশিব কর্তৃক তিরস্কৃত হিরণের 'উপযুক্ত প্রত্যুত্তর' লক্ষণীয় :

মুসলমান ম্লেচ্ছ নহে, নহে নীচ জাতি,
অনর্থক গালি কেন দেও তাহাদেরে।
একই পিতার পুত্র হিন্দু-মুসলমান –
পরস্পর ভাই ভাই, নহে তারা পর...
জাতি ভেদ ভুলে যাও, হিন্দু-মুসলমান
ভারতের প্রিয় পুত্র—সবি এক জাতি।
ত্যাজিয়া কলহ স্বার্থ ঝগড়া বিবাদ
হিংসা দ্বেষ পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে
হও বদ্ধ অচিরেই ফলিবে অমৃত,···

হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতৃত্ব ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেই হিরণ ক্ষান্ত নয় স্বজাতীয়দের প্রতি তার নির্দেশ :

পুতুলের পূজা ছাড়ি, পূজ ভক্তি ভরে
নিরাকার নির্বিকার সর্ব শক্তিমান
সর্বদর্শী সর্ব্বব্যাপী পতিত পাবনে।

৪৬. ঐ, ষোড়শ-সর্গ।
৪৭. ঐ, সপ্তদশ-সর্গ।
৪৮. ঐ, ঊনবিংশ-সর্গ।

www.pathagar.com

পুতুলের পূজা করি কেন অনর্থক
বাড়াও পাপের বোঝা নির্বোধের প্রায়!

তাছাড়া 'ভারত গৌরব' 'বহু হিন্দু মহারাজা' মুসলমানের সঙ্গে কন্যা ভগ্নী বিবাহ দিয়ে নিজেদের 'সম্মানিত' ভেবে গেছেন, 'পদ্মাবতী স্বর্ণময়ী যোধ যোধাবাঈ' প্রভৃতি 'হিন্দুদের পূজনীয়া রাজ-বালা'—যাঁরা 'মোসলেমের জীবন সঙ্গিনী' হয়েছিলেন, তাঁরা কেউই 'ঘৃণার পাত্রী' নন; সুতরাং মুসলমান 'ম্লেচ্ছ নীচ জাতি' নয়। বরঞ্চ—

প্রতিমা পূজক
মহারাষ্ট্রী, মুসলমান একেশ্বরবাদী,
ইসলাম তাদের ধর্ম পবিত্র নির্মল
পাপের আবিল্য তাহে নাহি কণামাত্র
তোমাদের মত তাঁরা নহে স্বেচ্ছাচারী।··· (পৃ: ৬৭২)

সতী নারীর ধর্মানুযায়ী

আতাখাঁ আমার স্বামী, আমি দাসী তার
ধর্ম মতে সে আমার আরাধ্য দেবতা... (পৃ: ৬৭২)

সন্যাসীর যুক্তি: হিন্দু বিবেচনায় তিনি অমরেন্দ্রের সঙ্গে হিরণের বিবাহ দিয়েছিলেন; আতা খাঁ একই ব্যক্তি হলেও বিবাহ অসিদ্ধ। হিরণের উত্তর:

হিন্দু হ'ক বৌদ্ধ হ'ক মোস্লেম খ্রীষ্টান
যেই জাতি হ'ক, বল বিবাহ হইলে
ধর্ম মতে, সে বিবাহ ফিরায় কেমনে··· (পৃ ৬৭৪-৭৫)

তোমাদের ধর্মনীতি—ছলনা কেবল,.....

হিরণের পরবর্তী উক্তি তার ক্রোধের বিস্ফোরণ—

...যেই খানে স্বার্থ
সেখানে তোমরা অন্ধ, অর্থের লাগিয়া
কোন্ পাপ আছে ভবে না পার করিতে
তোমাদের শাস্ত্রগুলি বিষম জটিল,
হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ অশান্তি আকর,
নহে তাহা গ্রহণীয়, নহে তা অভ্রান্ত
ভিন্ন ভিন্ন মুনিদের ভিন্ন ভিন্ন মত
এমন জটিল শাস্ত্র কে বিশ্বাস করে।.....(১ পৃ: ৬৭৫)

www.pathagar.com

সদাশিব ও সন্ন্যাসীর তিরস্কারে উত্তেজিত হিরণ তাঁদের 'ধর্ম ভ্রষ্ট' 'রাজদ্রোহী' বলে ভৎর্সনা করলেন: 'যে জাতি হউক রাজা, পিতার সমান অবশ্য মানিবে তারে' (পৃ: ৬৭৯) 'রাজদ্রোহের' 'পাপে'ই মহারাষ্ট্র পতন হবে। ক্রুদ্ধ সদাশিব 'শ্মশান কলির ঘাটে যমুনা পুলিনে' হিরণকে জীবন্ত দগ্ধ করবার জন্য 'সপ্তদশ সৈন্য'কে আদেশ করল। হিরণ অভিশাপ দিল যে, নারীর হাতেই সদাশিবের মৃত্যু হবে। চিতার গ্রাস থেকে হিরণকে উদ্ধার করার পর আতা খাঁ সংবাদ পেল পানিপথ প্রান্তরে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষ সৈন্য সমাবেশ করছে[৪৯] যুদ্ধের প্রাক্কালে হিরণের নিকট থেকে আতা খাঁর শেষ বিদায় গ্রহণের দৃশ্যে ব্যক্তিপ্রেম দেশপ্রেমে ঢাকা পড়েছে।[৫০] হিন্দু মতে তাদের বিবাহ হলেও মুসলমান মতে হয় নি; মুসলমান মতে বিবাহের কোন বাধা অবশ্য নেই, কিন্তু সময়াভাব: ধর্ম ও স্বজাতি কল্যাণের অগ্রাধিকার। জোহরার কাছে আতা খাঁ বিবাহের পূর্বে যুদ্ধ জয়ের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।[৫১]

হিরণের কাছে ধর্ম প্রেমের অন্তরায় নয়; তার বক্তব্য:

কি পার্থক্য প্রেমের নিকটে
হিন্দু মুসলমানে নাথ! নিজে প্রেমময়
জগদীশ, প্রেম শ্রেষ্ঠ সব ধর্ম হতে।
হিন্দু-মুসলমান ক'রে সৃজেছে কি বিধি
জীবশ্রেষ্ঠ মানবেরে,—তোমারে আমারে।
আমরা মানব মূর্খ পড়ি ভ্রান্তি ঘোরে
সৃজিয়াছি জাতিভেদ ধ্বংসের কারণ....(পৃ ৭২২)

কিন্তু আতা খাঁ রমণী প্রেমপাশ ছিন্ন করে যুদ্ধ যাত্রা করে। এ-কাহিনীর শেষে: আতা খাঁ ও দিলীপের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ এবং আতা খাঁ, সেলিনা, এব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগমের গোরস্থানে, বিষাদ সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে, হিরণের জীবনাবসান।

॥ ৩ ॥

হিরণের প্রতি বিপদমুহূর্তে আতা খাঁর উপস্থিতি দৈব-প্রভাবিত। এই দৈব প্রভাব লবঙ্গ-রত্নজীর কাহিনীতে আর একটু বেশী। লবঙ্গ-রত্নজীর কাহিনীতে এব্রাহীম-

৪৯. দ্বিতীয়-খণ্ড, দ্বাবিংশ-সর্গ।
৫০. ঐ, চতুর্বিংশ-সগ।
৫১. "করিব না বিবাহ জীবনে। যদি না ধ্বংসিতে পারি সমস্ত কাফেরে"—প্রথম-খণ্ড, অষ্টাদশ-সর্গ, পৃ: ১৪০

www.pathagar.com

জোহরার মত আদর্শ-গত অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, নেই হিরণ-আতা খাঁর মত ধর্মকেন্দ্রিক কূটতর্ক বা প্রেমাভিলাষী তৃতীয় পক্ষ। তাদের করুণ পরিণতির কারণ : দুর্ভাগ্যক্রমে তারা দুর্দৈবের শিকার। বিমাতা লবঙ্গের বিবাহ অন্যত্র স্থির করায়[৫২] লবঙ্গ নদীতে ঝাপ দিল।[৫৩] একদা লবঙ্গের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে তৎপর হওয়ায় যাদব রাও বাল্যবন্ধু রত্নজীর বিশ্বাস হারিয়েছিল।[৫৪] সেই দোষ স্খলনের জন্য যাদব এবার নদী থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত লবঙ্গের[৫৫] সঙ্গে রত্নজীর বিবাহের আয়োজন করে; কিন্তু একটু ছলনার আশ্রয়ে[৫৬] : 'দিব না জানিতে কে এ বালা !...বুঝিবে তখন না জেনে সন্দেহ করা অধর্ম কেমন।[৫৭] কিন্তু লবঙ্গই যে পাত্রী, এ-কথা জানা না থাকায় রত্নজী বিবাহের দিন গৃহত্যাগী হয়ে[৫৮] বিন্ধ্যাচলে মুনিদের আশ্রমে আশ্রয় নেয়[৫৯] এবং মায়ের কাছে লেখা রত্নজীর পত্রে তার বিন্ধ্যাচল-বাসের সংবাদ পেয়ে লবঙ্গ তার সন্ধানে গৃহত্যাগী হয়।[৬০] পথে এব্রাহীম কাদি একবার তাকে দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু অবলা নারীর পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করে দেশ-দেশান্তরে প্রেমিকের সন্ধানে ঘোরা দুরূহ; সুতরাং 'ঝম্প দিলা অভাগিনী নর্মদা সলিলে।[৬১]

প্রথম-খণ্ডে এই দীর্ঘ কাহিনী নিতান্তই দৈব তাড়িত। কবি লবঙ্গ রত্নজীকে এ-অংশে কোমল দুর্বল আবেগ-সর্বস্ব প্রেমিক-প্রেমিকারূপে চিত্রিত করেছেন। কাহিনীর গতি পরিবর্তনের আভাস প্রথম-খণ্ডের অষ্টবিংশ-সর্গে সূচিত হয়েছে। উক্ত সর্গে লবঙ্গের মাতুল শান্তজী, রত্নজীর মুখে লবঙ্গ জীবিত নেই শুনে, অত্যন্ত মর্মাহত। কিন্তু শোকে 'আত্মহত্যা' করার বদলে রত্নজীকে তিনি 'বিধর্মী মোস্লেমের' বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে দেশ সেবায় মনোনিবেশের উপদেশ দিলেন। রামদাস স্বামীর শিষ্য মহারাষ্ট্র গুরুর সংকল্পও তিনি রত্নজীকে বুঝালেন। শান্তজী নিজে সংসার ত্যাগী, তার স্ত্রী তীর্থ যাত্রী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালানাথের একমাত্র পুত্র শম্ভুজীও

---

৫২. প্রথম খণ্ড,-প্রথম সর্গ।
৫৩. ঐ, তৃতীয়-সর্গ।
৫৪. ঐ, প্রথম-সর্গ।
৫৫. ঐ, দশম-সর্গ।
৫৬. ঐ, ষোড়শ-সর্গ।
৫৭. ঐ, পৃ ১২৩
৫৮. ঐ, একবিংশ-সর্গ।
৫৯. ঐ, ষড়বিংশ-সর্গ।
৬০. ঐ; সপ্তবিংশ-সর্গ।
৬১. ঐ, উনবিংশ-সর্গ।

www.pathagar.com

নিরুদ্দিষ্ট, এই বালানাথ হিরণের পিতা। পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যে বালানাথের চিন্তা ও মুসলমানদের সম্পর্কে মনোভাব উল্লেখযোগ্য :

কেমনে ধরিব অসি এ মহা সমরে।...
শান্তি যে কি মহারত্ন মানব জীবনে
কেমনে বুঝিবে তাহা মোস্লেম বর্ব্বর।
তাহারাই এ ভারতে অনর্থের মূল ....
(১: ৭, পৃ৫৪)

দ্বিতীয়-খণ্ড অষ্টম-সর্গে, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর, ভৈরবীর কল্যাণে, বিরহ কাতর, সন্ন্যাস ব্রতধারী রত্নজীর সঙ্গে অবশেষে পুনরায় নদী থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত লবঙ্গের মিলন হল। কিন্তু এই মিলন ক্ষণস্থায়ী। কবি হিরণকে একদিকে যেমন অনন্যচিত্ত মুসলিম-প্রেমিকা রূপে এঁকেছেন অন্যদিকে তেমন হিরণ ভগ্নী লবঙ্গ ও তার প্রেমিক রত্নজীকে হিন্দু স্বার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ রূপে বিচিত্র করেছেন। এই আত্মোৎসর্গের দৃশ্য কিঞ্চিৎ বিভৎস ও কুসংস্কার প্রবুদ্ধ। পানিপথের নিকটস্থ বনভূমির এক কালিকা মন্দিরে রত্নজী সন্ন্যাসীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনাল, ভৈরবী-বেশী দেবীর স্বপ্নাদেশ : লবঙ্গের প্রেমমুগ্ধতায় রত্নজী যোগধর্ম ভ্রষ্ট ; এর প্রায়শ্চিত্ত—

"স্বরস্বতী তীরে সেই চামুণ্ডা চরণে
দেগা বলি, উভয়ের দুই খানি কর
হৃষ্ট চিত্তে, স্বদেশের মঙ্গলের তরে
অন্যথা জননীসম জন্মভূমি তোর
ডুবিবে জন্মের মত ধ্বংসের সাগরে।"
(৮২:১৮, পৃ ৬২০)

দু'টি মানব করে নির্ম্মিত ত্রিশূলধ্বজা যুদ্ধান্তে বিসর্জন দিলে 'হিন্দু রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হবে—দেবীর এ-স্বপ্নাদেশ সন্ন্যাসীও পেয়েছেন। অম্লানবদনে লবঙ্গ-রত্নজী তাদের একটি করে হাত বিসর্জন দিল। পিপাসাকাতর যুগল নদীতে গেলে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হল; রত্নজী নদীতে ডুবে গেলে লবঙ্গও নদীতে ঝাঁপ দিল। লবঙ্গের অবশ্য এখানেই মৃত্যু হয়নি। কাব্যেরশেষাংশে তৃতীয়-খণ্ডের তৃতীয় ও সপ্তম সর্গে "হস্ত কাটা সোনার প্রতিমা' লবঙ্গ ঘোর উন্মাদিনী। বস্তুতঃ কাব্যের সমাপ্তিই লবঙ্গের হতাশ সঙ্গীতের রেশে—

নিবে যাক রবি শশী নিবুক তারার হাসি
আঁধার আঁধার শুধু ভবে। (৩: ৭, পৃ ৮৭০)

www.pathagar.com

ইতিহাসে এ-কাহিনীর উৎস সন্ধান নিষ্প্রয়োজন এবং স্পষ্টতঃই লবঙ্গরঞ্জীর এই সরল কাহিনী কবির দুর্বল-কল্পনা চিহ্নিত। কবির এই বিশুদ্ধ হিন্দু নায়ক-নায়িকা আবেগসর্বস্ব। ফলে কাহিনীর অধিকাংশই দৈব চালিত এবং পরিণতি আকস্মিক। কাব্যের অন্যান্য কাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধের একটা মোটামুটি স্বাভাবিক ভূমিকা আছে। এ-কাহিনীতে সে যুদ্ধ অতিশয় পরোক্ষ। তবু যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্যই কবি উভয়ের হস্ত-বিসর্জন করিয়েছেন—দেশসেবার ছলে। বলা বাহুল্য, এই ছল নিতান্তই কুসংস্কারের স্বীকৃতি।

।। ৪ ।।

অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসর কাহিনীতে বিশ্বনাথ ও কৌমুদী, বিশেষত: কৌমুদী প্রথমাবধি দেশ সেবায় আগ্রহী। প্রথম-খণ্ড, পঞ্চম-সর্গে কৌমুদী বিশ্বনাথকে উত্তেজিত করতে সচেষ্ট :

> তুচ্ছ সে মোস্লেম-রাজ কি ভয় তাহারে।
> বিধর্মীর পদ ধূলা লইতে মস্তকে
> ঘৃণা কি হয়না মনে। ছুইলে যাহারে
> স্নান বিধি, হায় নাথ পূজিতে তাহারে
> কেন এত অগ্রসর! (পৃ ৩৫-৩৬)

'মোহনিদ্রা' বিসর্জন দিয়ে 'স্বাধীনতা মহামন্ত্রে' ভারতকে জাগাতে হবে

> মুসলমান হীনবীর্য, কি সাধ্য তাদের
> যুঝিতে মারাঠা সনে সম্মুখ সংগ্রামে।৬২ (পৃ ৩৭)

কৌমুদী বাঈ অসাধারণ শক্তিশালিনীও বটে। নারী বাক্যে উত্তেজিত বিশ্বনাথ 'ভারতের পূত বক্ষে চির ঘৃণাস্পদ মোস্লেমের পদচিহ্ন কালিমা গভীর' মুছে দেবার সংকল্প নিয়ে, মুক্ত কৃপাণ হস্তে বেরিয়ে যেতেই একদল গুপ্ত দস্যু তাকে আক্রমণ করে ; দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মুমূর্ষু বিশ্বনাথকে উদ্ধার করল কৌমুদী বাঈ। এর পরের দৃশ্যেই মহারাষ্ট্র গুরু বিশ্বনাথের চিন্তায় মগ্ন কৌমুদীকে আসন্ন যুদ্ধে মুসলিম নিধনে উদ্যোগী হতে বলেন এবং আশ্বাস দেন : যুদ্ধান্তে কৌমুদী বিশ্বনাথের বিবাহ দেবেন তিনি।৬৩ দ্বিতীয়-খণ্ড প্রথম-সর্গে বিশ্বনাথ ও কৌমুদী যুদ্ধযাত্রার পূর্বমুহূর্তে আলাপরত। 'সমগ্র মোস্লেম' 'ধ্বংস' করার অভিলাষ

৬২. কাব্যে প্রথমে জনৈক যুবক বলে উল্লেখিত, কবি পরে তার নাম বলেছেন।
৬৩. প্রথম-খণ্ড পঞ্চবিংশ-সর্গ।

www.pathagar.com

বিশ্বনাথের ; কৌমুদীও তার সঙ্গে 'সমর প্রাঙ্গণে' মোস্লেম নিধনে যেতে ইচ্ছুক। তৃতীয়-খণ্ড প্রথম-সর্গে 'কালিমা মন্দিরে' দেবী-পূজার পর বিশ্বনাথ কৌমুদীর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ :

মারাঠা বীর শ্রেষ্ঠ শিবাজীর অস্ত্রে
যে পবিত্র হিন্দুরাজ্য হয়েছে স্থাপিত
দুর্দ্দান্ত মোস্লেমগণ ধ্বংসিতে সে রাজ্য
সমুদ্যত.....
বধি সে পাষণ্ড দলে নিবাও আমার
প্রতিহিংসা বহ্নি..... (পৃ ৭৫১—২)

যুদ্ধে বিশ্বনাথ নিহত হয়। তৃতীয়-খণ্ড তৃতীয়-সর্গে, সেতারায় ফিরে যাবার জন্য মহারাষ্ট্র গুরুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, বিশ্বনাথের শ্মশানে নির্মিত মঠেই যোগিনী জীবন যাপন করতে চায় কৌমুদী। 'ভারত লক্ষীকে' জাগানই ছিল কৌমুদীর জীবনব্রত। কিন্তু যুদ্ধে সকল আশা নির্বাপিত, তাই 'লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের শোণিতে' অর্জিত 'পাপ' স্খলনের জন্য তার এ-প্রচেষ্টা। কৌমুদীর পরিণতি এখানেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এর প্রলম্বনের প্রয়োজন ছিলনা। তবু কাব্যের শেষ-সর্গ তার যোগিনী জীবনের চিত্র। শেষ-সর্গের ঘটনা পানিপথের যুদ্ধের পাঁচ বছর পরের।[৬৪] কৌমুদীর তাবিজ কবচ ও পানিপড়া বিতরণ ক'রে দীনদরিদ্রের সেবারতা। কৌমুদীর এ-মূর্তি কবি সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন :

বিশ্বের সমগ্র জীব পুত্রকন্যা মম
মা হয়ে কেন না আমি তাদের সেবায়
সপে দিব আমার এ তুচ্ছ ক্ষীণ প্রাণ! (পৃ ৮৬২)

কাব্যশেষে কৌমুদীর এই সমাহিত জীবনে বিষাদের ছায়া ফেলেছে ঘোর উন্মাদিনী লবঙ্গ।

॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ-কৌমুদীর কাহিনী যেমন প্রধানতঃ কৌমুদীরই কাহিনী তেমনি সুজা-সেলিনার কাহিনী প্রধানতঃ সুজার কথা। কবি অযোধ্যাধিপতি সুজাদ্দৌলাকে যথার্থ বীররূপে চিত্রিত করেছেন। জোহরা কর্তৃক দীক্ষিত নজীবদ্দৌলা মুসলিম পক্ষে যোগদানের আবেদন নিয়ে সুজার কাছে এসেছে। কিন্তু সুজা 'নিরপেক্ষ

৬৪. তৃতীয়-খণ্ড, প্রথম-সর্গ পৃ ৮৬৩ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ভাবে থাকতে ইচ্ছুক। বিশেষতঃ বিদেশীর সাহায্য গ্রহণে তার প্রবল অনীহা:

কেমনে আব্দালী সনে হইব মিলিত।
বিশেষতঃ সে আমার নহে স্বদেশীয়
দূরদেশী অজানিত কুটিল প্রকৃতি
দোরানী সাহার সঙ্গে মিলিয়া কি শেষে
প্রতি পদে পদে আমি হইব লাঞ্ছিত। (২: ৪, পৃ ৩৬৫)

তাছাড়া, যুদ্ধে পরাজয় হলে দোরানী স্বদেশে চলে যাবে, এ-দেশীয়দের বিপদের অংশভাগী হবে না; সুতরাং শত্রুবুদ্ধি অনুচিত। এ-যুক্তি একদিকে যেমন সুজার চরিত্রের উপযুক্ত; অন্যদিকে তেমন কবির মনোভাবের দর্পন। নজীবদ্দৌলা অবশ্য যুদ্ধের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে ভিন্নভাবে; প্রকৃত শত্রু দস্যু সদাশিবের সাধ ভারতীয় সমগ্র মোসলেম শক্তি ধ্বংস করে মহারাষ্ট্র বিজয় কেতন ওড়ান; তাই আজ নিরপেক্ষ থাকলেও পরিণামে সুজার পক্ষে অক্ষত থাকা দুঃসম্ভব। সুজা জননী বৃদ্ধা অযোধ্যার বেগম বীর মাতা; 'বিধর্মী কাফেরের' অত্যাচার কাহিনী ও আসন্ন যুদ্ধের নিহিতার্থ শুনে তিনি উত্তেজিত:

অবশ্য যাইবে সুজা সে যদি না যায়
অবশ্য যাইব আমি সসৈন্যে সমরে
ইস্লাম ধর্মের তরে যুঝি প্রাণ পণে
ধ্বংসিব কাফেরবৃন্দে অন্যথা নিশ্চয়....
হাসিয়া করিব আমি আত্মবলিদান
অযোধ্যার রাণী আমি পত্নী সফদরের
কি ভয় আমার সেই কাফের কুক্কুরে

শেষ দুই চরণ 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলার তুলনীয় উক্তির[৬৫] প্রতিধ্বনি। বীর মাতার প্রবর্তনায় সুজা মুসলিম পক্ষে যোগ দিলেন। যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে, সেলিনার সঙ্গে আলাপে, সুজা আসন্ন যুদ্ধকে 'ধর্ম যুদ্ধ' বিবেচনা করেছে[৬৬]: অর্থভাবে শক্তিহীন দিল্লীর সম্রাট মারাঠা দস্যুর মোকাবেলায় অসমর্থ; তাই শিয়া

৬৫. "দানব নন্দিনী আমি; রক্ষ কূল বধূ
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে"—
'মেঘনাদবধ কাব্য,' তৃতীয়-সর্গ, ৭৭—৮০ চরণ ,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ ৮০

৬৬. দ্বিতীয়-খণ্ড পঞ্চম-সর্গ।

www.pathagar.com

সুন্নী শেখ সৈয়দ মোগল পাঠান একত্রে ধর্ম যুদ্ধে 'মত্ত'। তাই সেলিনাও বীরাঙ্গনা। সুজার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার তাঁর প্রবল ইচ্ছা। সুজা যুদ্ধে গেলে তাঁর ব্যাকুলতা[৬৭] এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সুজাকে রক্ষা করতে যেয়ে তাঁর মৃত্যুবরণ গভীর স্বামী-প্রেমের নিদর্শন। কাব্যের শেষাংশে সেলিনা বিহনে সুজা বিলাপরত।[৬৮]

বিশ্বনাথের শবদেহ সংকারের জন্য হিন্দুদের হস্তে প্রত্যার্পন ও সে সম্পর্কে মুসলমান সৈন্যদের উত্তেজনার মুখে সুজার অচঞ্চল দৃঢ়তা লক্ষণীয়।[৬৯] বস্তুত: কর্তব্যানুরোধে সুজা মুসলিম পক্ষে যোগ দিলেও হিন্দুদের প্রতি তিনি সহানুভূতিহীন নন। হিন্দু দূতের সঙ্গে আলাপে;[৭০] সন্ধি প্রস্তাব কালে, তাঁর সে মনোভাবের পরিচয় মেলে।

॥ ৬ ॥

বিবদমান হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষকেই কবি বীররূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। মুসলমান পক্ষীয় বীরত্বের অধিকাংশই বিভিন্ন বীরের জ্বালাময়ী ভাষণ থেকে উদ্ধার করতে হয়। প্রথম-খণ্ড বিংশ-সর্গে আহমদ শা আব্দালী উত্তেজনাপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতায় মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারে অসংখ্য ভারতীয় মুসলমান নরনারীর দুর্দশা, এর-প্রতিবিধানের জন্য মুসলমানদের সংকল্প গ্রহণের আবশ্যকতা এবং সে-সংকল্প গ্রহণের অনুপ্রেরণালাভের জন্য বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অতীত কীর্তিগাথা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়-খণ্ড দ্বিতীয়-সর্গ আহমদ শা আব্দালী দুদি খাঁ, আহমদ খাঁ বঙ্গেস, হাফেজ রহমত, নজীবদ্দৌলা ও নাসির খাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার সংকলন। মারাঠা বর্বরতার নমুনা ও অপরাধের বর্ণনাই এ-সব বক্তৃতার বিষয়। আব্দালী 'তস্কর অধম' 'মহারাষ্ট্রী কাফের' ধ্বংসে বদ্ধপরিকর। দুদি খাঁর বর্ণনায় 'মহারাষ্ট্র দস্যুদল' দিল্লীর 'সৌন্দর্য শৌর্য বীর্য্য বিনষ্টকারী; আরঙ্গমহল, দেওয়ান খাস, মতিমহল সাহাবোর্জ্জ, নেজামদ্দি সমাধিমন্দির ধ্বংসকারী। বঙ্গেসের মারাঠারা 'দিল্লীর সদর পথে' সবার সম্মুখে, 'মোস্লেম পুরুষ আর রমণী সকল'কে 'সবলে' এনে 'বেত্রাঘাত' করেছিল; সুতরাং সদাশিবের সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য। রহমত সন্ধিপত্রকে 'চাতুরি' মনে করে; 'সমগ্র ভারতবর্ষ বিকম্পিত আজি মহারাষ্ট্র নামে'; ছলনার আশ্রয়ে 'পেশবা তস্কর' অচিরে দিল্লী সিংহাসনে বসবে।

৬৭. ঐ, ষষ্ঠ-সর্গ।

৬৮. তৃতীয়-খণ্ড, তৃতীয়-সর্গ।

৬৯. ঐ

৭০. দ্বিতীয়-খণ্ড, বিংশ-সর্গ।

www.pathagar.com

নজীবদ্দৌলার ধারণা, মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনেই মহারাষ্ট্র উৎসুক। কিন্তু :

কার এ ভারতবর্ষ ? ভারতের রাজা
কোন জাতি ? কার স্বার্থ সংজড়িত এবে
ভারতের অঙ্কে অঙ্কে ? জানে না কি তারা
ভারত মোস্লেম-রাজ্য, ভারতের রাজা
মুসলমান ;— মহারাষ্ট্রী চির পদানত। (পৃ ৩৪১)

....কোন জন্যে ভারতের রাজা
ছিল তারা ? স্মরিলেও ঘৃণা হয় মনে
আম্বরের সেনাপতি যদুর অধীন
সামান্য বেতন ভোগী মালজী ভোসলা,
তারি পুত্র কাপুরুষ সাহজী তস্কর,
সেই শিবাজীর পিতা, তাঁরি বংশধর
মহারাষ্ট্র অধিপতি, তারই দাসাধম
ঘৃণিত পেশবা,.....

নজীবদ্দৌলার মতে; মহারাষ্ট্র দস্যুদের অত্যাচারে 'স্বর্ণপ্রসূ ভারত' রসাতলমুখী; আসন্ন যুদ্ধ তাই পর-সাম্রাজ্য হরণ বা নিজ-রাজ্য সীমাবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে নয়—'এযুদ্ধ ধর্মের যুদ্ধ' (পৃ ৩৪৩), 'রাজদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে ইস্লাম'-রক্ষার যুদ্ধ। নাসিরের বক্তব্য : একদা শিবাজী 'নিশাকালে গুপ্তভাবে তস্করের মত নবাব সায়েস্তা খাঁর আবাস ভবনে' প্রবেশ করে 'বিনাযুদ্ধে' নবাব পুত্রকে বধ করেছিল ; সেই শিবাজীর বংশধরেরা এখন মোস্লেম রাজ্য ধ্বংসে উদ্যত। পুনরায় নজীবদ্দৌলার সগর্জন উক্তি :

ধর্মের সমরে
মত্ত আমি, কোরানের শুভ আশীর্ব্বাদ
লইয়া মস্তক পরে, খুলেছি কৃপাণ
— রাখিবনা কোষে আর নিশিদিন সদা
এ বাহু প্রস্তুত মম ধ্বংসিতে কাফেরে।
ধর্মের বিধান ইহা—সব শাস্ত্রে আছে
যে জাতি হউক রাজা, পিতৃ তুল্য তারে
মানিবে, আদেশ তার করিবে পালন
সতত, পূজিবে তারে ভক্তির কুসুমে,
হ'কনা সে ভিন্ন জাতি, কি ক্ষতি তাহাতে। (পৃ ৩৪৫)

www.pathagar.com

এরপর দোরানী শাহ মাহারাষ্ট্রের 'নীচ' চরিত্র বিশ্লেষণ :

মহারাষ্ট্রি ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস ঘাতক,
ছলনা চাতুরী নিত্য নৈমিত্তিক কার্য
ইহাদের, নরহত্যা দস্যুতা ভীষণ
ধর্ম কার্য বলি গণে এমন বর্ব্বর।
ইসলাম-বিদ্বেষী, ঘোর নিষ্ঠুর হৃদয়,
ধর্ম কার্যে ক্ষণতরে নাহি অনুরক্তি
সদা পাপ পথে মতি, ঘোর পৌত্তলিক
ভ্রমেও ঈশ্বর কথা করে না স্মরণ.... (পৃ ৩৪৬)

সুতরাং 'মোগল পাঠান সেখ সৈয়দ আফগান শিয়া সুন্নী দীন ধনী সব, মুসলমান'কে আব্দালী এ-'ধর্ম সমরে' আহ্বান জানালেন: এ 'ব্যক্তিগত' যুদ্ধ নয়, সমগ্র মোসলেম স্বার্থ এতে জড়িত; 'ভারতীয় মোসলেমের উত্থান পতন এর উপরে নির্ভর করছে। এই সর্গে নজীবদ্দৌলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জোহরা কর্তৃক দীক্ষিত নজীব অতঃপর সুজাকে মুসলিম পক্ষে এনেছে। এবং যদিও আহমদ শা আব্দালীই যুদ্ধে প্রধান পরিচালক তবু সুজার উক্তি অনুসারে নজীবই যুদ্ধের 'নায়ক'।[৭১] নজীবের স্ত্রী জরিনা বেগমও যে দুর্বল রমণী নন তার প্রমাণ আছে জোহরা বেগমকে লেখা জরিনার পত্রে।[৭২]

দ্বিতীয়-খণ্ড বিংশ-সর্গে—জোহরার নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার উদ্দীপন গীতিতে এবং নজীব, জেহান খাঁ, আহমদ খাঁ বঙ্গেস ও দোরানী শাহর বক্তৃতায়—মারাঠা ধ্বংসের সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। আব্দালী, নজীব ও মন্নুবেগ (জোহরা)-এর মতে মারাঠার সঙ্গে সন্ধি অসম্ভব। ফলে, এরপর সুজা এসে সদাশিবের সন্ধির প্রস্তাব তুললে আব্দালী এই 'নির্বোধ বালক (সুজা) কে বললেন:

মহারাষ্ট্রী দস্যুর অধম
নহে তারা বীর জাতি, দস্যুর নিকটে
কোন লাভ বীরধর্মে! কর্তব্য মোদের
ধ্বংসিতে সে দস্যুবৃন্দে, যেন ভবিষ্যতে
হেন স্পর্দ্ধা কভু আর না করে কখন। (২:২০ পৃ ৬৬৪)

তৃতীয়-খণ্ড দ্বিতীয়-সর্গে, যুদ্ধের দৃশ্যে, আব্দালীর বীরত্ব চিত্রিত হয়েছে।

---

৭১. দ্বিতীয়-খণ্ড, বিংশ-সর্গ দ্রষ্টব্য।
৭২. প্রথম-খণ্ড, উনবিংশ-সর্গ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তবে আব্দালীর রণনীতির প্রশংসাধিক্যে তার 'সহস্র সৈন্য কাটিয়া' চলার দৃশ্য[৭৩] বটতলার পুথির প্রভাবজ। অবশ্য পরাজিতের প্রতি আচরণ সম্পর্কে তাঁর আদেশ বীরোচিত :

বীর যে, সে কভু নাহি করে অস্ত্রাঘাত
রমণী বালক বৃদ্ধ পরাজিত জনে। (পৃ ৮০১)

পরবর্তী সর্গেও মুসলমান সৈন্যদের প্রতি আব্দালীর এ-উপদেশ পুনরায় উচ্চারিত হয়েছে।[৭৪]

॥ ৭ ॥

সদাশিবকে কবি হিন্দু-বীরত্বের প্রতিভূরূপে কল্পনা করেছেন। 'জাগ্রত স্বপ্নে' সদাশিব যেন শিবাজীর ভর্ৎসনা শুনেছেন :

অভাগিনী ভারত জননী
কাঁদিতেছে মোস্লেমের ঘোর অত্যাচারে।···
উঠ মূর্খ, উঠ্ উঠ্—খোল তরবার।·· (১ : ১২, পৃ ২০৫)

তৎক্ষণাৎ সদাশিব সমবেত বীরবৃন্দকে, মোস্লেমের 'অস্পৃশ্য শোনিতে' রণস্থল প্লাবিত করে, শিবাজীর আদেশ পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। এই সভার 'বিচক্ষণ পেশবার' 'আশার বাণী' :

যে দিন পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজ সমরে
বঙ্গ স্বাধীনতা সূর্য জনমের মত
ডুবিয়াছে, মোস্লেমের একটি চরণ
ভাঙ্গিয়াছে সেই দিন, গিয়াছে ডুবিয়া
মোস্লেমের ভাগ্য লক্ষ্মী অতীত সাগরে। (ঐ, পৃ ২০৮)

'অতিবৃদ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসীর' 'যোগবলে' লব্ধ-ধারণা—'এবার যুদ্ধে নিশ্চয় পতন মোস্লেমের' ; এক নতুন জাতি, মহারাষ্ট্র জাতি, ভারতে নতুন রাজ্য স্থাপন করবে।

হিন্দুর ভারতে পুণঃ হইবে স্থাপিত
হিন্দু রাজ্য,···(ঐ, পৃ ২১১)

'সাহজীর নির্যাতন' 'দিল্লীর দরবারে শিবাজীর অপমান' প্রভৃতি কথা বলে যোগী যোদ্ধাদের উত্তেজিত করতে চেয়েছে। আসন্ন যুদ্ধ যে হিন্দু পক্ষেও ধর্মযুদ্ধ

৭৩. পৃ ৭৯৮ দ্রষ্টব্য।
৭৪. পৃ ৮০৯ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তা এই যোগীর উক্তিতে স্পষ্ট : 'শতাধিক বর্ষ' আগে এই যোগীর প্রতি রামদাস স্বামীর আদেশ—

আজি কিম্বা কালি, কিম্বা যুগ যুগান্তরে
মহারাষ্ট্র বীরবৃন্দে করি উত্তেজিত
ধর্মযুদ্ধে উচ্ছেদিয়া অস্পৃশ্য মোস্লেমে
রণক্ষেত্রে—ভারতের সে মহাশ্মশানে
মহারাষ্ট্র ধর্ম তুমি করিও স্থাপন।

এ-সর্গে পেশবা কর্তৃক মহারাষ্ট্রের রণনীতি বিশ্লেষণ লক্ষণীয় : সম্মুখ সমরে মহারাষ্ট্রের বিজয় সম্ভাবনা কম, বরঞ্চ যে গুপ্ত যুদ্ধে তারা দক্ষ, তারই সাহায্যে গুপ্তভাবে ওমরাহদের বধ করে দিল্লী সিংহাসন দখল করাই উচিত। যদিও এ-কাজ ধর্মানুমোদিত নয়, তবু 'কি ক্ষতি'।

মহারাষ্ট্রী মোরা, শুধু ধর্মের কথায়
ভুলিব না, ছলে বলে গোপনে কৌশলে
যখনি যে ভাবে পারি ধ্বংসিয়া বিপক্ষে
আপনার স্বার্থ মোরা করিব সাধন।··· ···
বীর ধর্ম কেন মোরা মোস্লেমের সঙ্গে
পালিব? বধিব শত্রু ছলে কি কৌশলে।

দ্বিতীয়-খণ্ড সপ্তম-সর্গে সদাশিবকে কবি বীররূপে অঙ্কন করতে সচেষ্ট :

আমি নহি কাপুরুষ
বীরবংশে জন্ম মম জন্মিলে মরণ
বিধির অখণ্ড লিপি; সম্মুখ সমরে
যুঝিব বীরের মত, মরি যদি তাহে
নাহি দুঃখ। স্বদেশের উদ্ধারের তরে
মৃত্যু তো বীরের পক্ষে স্বর্গের সোপান। (পৃ ৪১১)

এ-খণ্ডের দশম-সর্গে মারাঠাদের কুঞ্জপুর দুর্গ অধিকার প্রসঙ্গে সদাশিবের বীরত্ব চিত্রিত হয়েছে। দুর্গরক্ষক কুতুবের উক্তি :

সাবাসি তোরে হিন্দু কুলগ্লানি
দস্যুপতি, বীরভাবে যুঝিলি রে তুই
বীর সনে দস্যু হয়ে সম্মুখ সমরে।
সাবাসি সাহস তোর, তুই ক্ষুদ্র প্রাণী,

www.pathagar.com

জন্ম তোর হিন্দু কুলে, কে শিখাল তোরে
বীরপণা ? কে আছে রে বীর হিন্দু কুলে ?

জবাবে সদাশিবের উক্তি :

"...হিন্দুর বীরত্ব আজি দেখাইব তোরে
দস্যু নহে সদাশিব বীর সেনাপতি।"

পানিপথ প্রান্তরে আবদালী সদাশিবকে সম্বোধন করেছে 'পার্বত্য মুষিক' বিদ্রোহী নেতা শিবাজীর বংশধর 'তস্কর অধম হিন্দু কুলগ্লাণী দস্যু' বলে। উত্তরে সদাশিবের ঘোষণা :

সদাশিব থাকিতে জীবিত
কি সাধ্য আফগান দস্যু তিষ্টিবে ভারতে। (৩: ২, পৃ ৩৯৪)

সুজাকে লেখা সদাশিবের সন্ধিপত্রের মর্মও এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : যুদ্ধে মহারাষ্ট্রের পরাজয় হলেও ভারতীর মুসলমানদের ভাগ্যে আছে বিদেশী আহমদ শাঁ আবদালীর অধীনতা, সুতরাং ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান 'ভাই ভাই মত' হয়ে, একযোগে ভারত শাসনে সম্মত হওয়াই কর্তব্য।[৭৫]

'মোস্লেমের গতিবিধি হেরিতে গোপনে' মহারাষ্ট্র গুরুর ছদ্মবেশে ভ্রমণ[৭৬] তার সমর কৌশলের পরিচায়ক। গুপ্তচররূপে ধৃত সমরেন্দ্রের কৈফিয়ৎ উল্লেখযোগ্য : 'মোস্লেম কবল থেকে' প্রাণাধিক মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্যই সে গুপ্তচর।

কবি অবশ্য মারাঠাদের বীরত্ব এবং সমর কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা বর্বরতার দৃশ্যও এঁকেছেন এবং সে-সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়া : নিহত নারী ও শিশু রক্তে মহারাষ্ট্র-শক্তির 'স্বাধীনতা আশা' লুপ্ত হল।[৭৭]

॥ ৮ ॥

এ-যাবৎ আলোনায় চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বিন্যাসে কবির মানসিকতা বিশ্লেষণ করা হল। কিন্তু কাহিনী-মূল ছাড়াও কবি এ-কাব্যে নানাভাবে উত্তম পুরুষেই স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করেছেন। মুসলমানদের প্রাচীন গৌরব বর্ণনা এর এক প্রধান অংশ। দ্বিতীয়-খণ্ড সপ্তম, নবম, একাদশ ও ষোড়শ সর্গে তিনি এই বর্ণনা করেছেন। সপ্তম-সর্গের অধিকাংশ অংশই দিল্লীর প্রাচীন গৌরব বর্ণনায়

---

৭৫. তৃতীয়-খণ্ড, প্রথম সর্গ।
৭৬. দ্বিতীয়-খণ্ড, নবম-সর্গ দ্রষ্টব্য।
৭৭. ঐ, ত্রয়োবিংশ-সর্গ দ্রষ্টব্য।

১৮—

www.pathagar.com

ব্যায়িত। বিনয়ী কবির কাছে, নিজের অক্ষমতার সঙ্গে বঙ্গভাষার দীনতাও এই গৌরব গাথা বর্ণনার অনুপযুক্ত :

কি সাধ্য বর্ণনা তার করিবে এ কবি
ক্ষুদ্র প্রাণ, দীনা হীনা বঙ্গভাষা অতি

দিল্লীর যাবতীয় মুসলিম কীর্তি এবং বাদশা ও বেগমদের অক্লান্ত বর্ণনার শেষে কবির আক্ষেপ :

নীরব মৌলানা মুন্সী কারী ও এমাম
—ইসলামের গূঢ়তত্ত্ব—সূক্ষ্ম কথাগুলো
—কেহই করেনা ব্যাখ্যা মোস্লেম সমাজে
আজি আর, সবি যেন ঘোর অচেতন। (পৃ ৪০৭)

একাদশ-সর্গে পুনরায় দিল্লীতে প্রাচীন গৌরবগাথা, পাদটীকাসহ, কবি বর্ণনা করেছেন। কবির বক্তব্য : দিল্লীতে যত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। পাঁচটি মুসলিম সাম্রাজ্য ভস্ম হৃদয়ে ও হিন্দু গৌরব ভস্ম ললাটে মেখে দিল্লীর বর্তমান শোকময়ী উদাসীনা মূর্তি। নবম-সর্গে আগ্রার অতুল সৌন্দর্য ও মোগল সম্রাটদের প্রাচীন গৌরব বর্ণিত হয়েছে। 'হিংসা দ্বেষ লেশহীন' আকবর কবির বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছেন। কেননা আকবর হিন্দু মুসলমানকে 'মিলন স্নেহের' নিগড়ে বেঁধেছিলেন।[১৮] ষোড়শ-সর্গেও কবি আগ্রা প্রসঙ্গে অতীত গৌরবের স্মৃতিচর্চা করেছেন। কিন্তু কবি কেবলমাত্র মুসলমানদের অতীত আলোচনাই করেন নি। দ্বিতীয়-খণ্ড চতুর্থ-সর্গে পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী 'মহামতি রামের অযোধ্যা' ও রামায়ণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, কবি গভীর আবেগের সঙ্গে রামায়ণের 'মর্মভেদী দৃশ্য সকরুণ' স্মরণ করে বলেছেন :

স্মরিলে সে কথা
গভীর বিষাদে ডুবে বাঙ্গালীর মন। (পৃ ৩৬০)

কবির ধারণা : ভারতের হিন্দু-মুসলমান রাজত্বের উত্থান পতন 'বিধাতার' দুর্জ্ঞেয় 'রহস্য' :

তাঁহারি ইচ্ছায় আজি হিন্দুর সাম্রাজ্যে
মোসলেমের আধিপত্য, মোসলেম দিল্লীতে
রাজ বেশে প্রতিষ্ঠিত, পেশবা-নন্দন। (২ : ৭, পৃ ৪০০)

---

১৮. পৃ ৪৪৪

www.pathagar.com

এই মহাতত্ত্বের তাৎপর্য ক্ষুদ্র নরবুদ্ধির গোচরাতীত।[৭৯]

হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষেই তাপস যোগী প্রভৃতি ভবিষৎ-বক্তা চরিত্র উপস্থাপনা অলৌকিকের প্রতি কবির গভীর আস্থাজ্ঞাপক। জনৈক তাপসের ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে: যুদ্ধে মোসলেম পক্ষের জয় হলেও 'মোসলেম রাজ্য রহিবেনা আর বেশী দিন'। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জগতের 'দ্বন্দ্বেই' পতন আসন্ন।[৮০] জোহরার নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতা তপস্বীর স্বপ্ন: 'ইসলাম শক্তি' এক 'দেবী মূর্তি' যেন বলছেন—'রছুলের ফরজ সুন্নত' ত্যাগ করে মুসলমানরা দুর্দশাগ্রস্ত, ধর্মে অটল বিশ্বাসই মুসলমানদের মুক্তির একমাত্র পথ।[৮১]

ইসলাম শক্তিকে 'দেবী' রূপে কল্পনা হিন্দু-প্রভাবের ফল। তপস্বীর গানে অঙ্কিত এই মুসলমান শক্তিদায়িনীর মূর্তি:

পাপ তাপ হারিণী কাফের মর্দিনী
শত্রু সংহারিণী
ভীমা!
কোরান ধারিণী অধর্ম নাশিণী
অতুল গৌরবময়ী
বামা! (২:২৩, পৃ ৭০৩)

তপস্বীর কণ্ঠে কবি এই শক্তিময়ীকে জাগরণের আবহ্বান জানিছেন:

"দীন দীন" রবে ভীষণ হুঙ্কারে
এস গো জননী সমর প্রান্তরে
কোটি কোটি বিদ্যুৎ
ঝরুক তোমার
তীক্ষ্ন তরবারে।
ছুটুক তরঙ্গ প্লাবি গিরি শৃঙ্গ
মারাঠার
তপ্ত রুধিরে।.... (ঐ, পৃ৭০৫)

ইসলাম শক্তির দেবী মূর্তি কল্পনা এবং তাকে জননী সম্বোধন ছাড়াও কবি তাঁর কাব্যে দেশকে মাতারূপেও বর্ণনা করেছেন—মুসলমানদের জাগরণের উদ্দেশ্যে গীত 'করুণ সঙ্গীতে' আছে—

---

৭৯ দ্বিতীয়-খণ্ড একাদশ-সর্গ দ্রষ্টব্য।

৮০. ঐ, পৃ ৫০৯—১০ এবং পৃ ৫০৯ পা; টী দ্রষ্টব্য।

৮১. ঐ, ত্রয়োবিংশ-সর্গ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সদাশিব ঐ মায়ের বুকে
বসিয়ে দিল ভীষণ ছোরা
এই কি তোমার মাতৃভক্তি—
—ব'সে ব'সে দেখিস তোরা। (২ : ২৪)

ভৈরবী কণ্ঠে সংযোজিত 'গঙ্গাস্তবে'র বৈশিষ্ট্য যদিও এতে বিধৃত যুদ্ধবার্তা[৮২] তবু মুসলমান কবির পক্ষে এই 'স্তব' রচনা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক।

॥ ৯ ॥

সবশেষে যে হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধের পটভূমিতে কবি তার বিপুলায়তন কাব্যের পরিকল্পনা করেছেন সেই যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে কবির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যযোগ্য। প্রবল যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিপুল সৈন্যক্ষয়ের শেষে মুসলমানের বিজয় হয়েছে। কিন্তু মুসলমানের জয়োল্লাসে কবি খুশী নন; কেননা—

সে জয় রবে সেই বিকট হুঙ্কারে
স্বাধীনতা লক্ষ্মীদেবী আতঙ্কিত প্রাণে
এ জন্মের মত হায় মুদিল নয়ন।
আর কি!—ফুরাল সব এ জন্মের মত
পাণিপথে, মহারাষ্ট্র ডুবিল সাগরে।
ভারতীয় মোস্লেমের শেষ বীর্য-বহ্নি
জ্বলিয়া ভীষণবেগে, ভস্মিয়া বিপক্ষে
স্তম্ভিত করিয়া বিশ্ব ঘোর হুহুঙ্কারে
নিভিল জন্মের মত এ মহা প্রান্তরে।
ডুবিল জন্মের মত ভারতের ভাগ্য
অনন্ত জলধি গর্ভে অনন্ত আঁধারে।

এ-বক্তব্য স্পষ্টতর করবার উদ্দেশ্যে কবি পাদটীকায় বলেছেন যে, যুদ্ধান্তে 'মহারাষ্ট্র শক্তি একেবারে বিধ্বস্ত' হয়ে গিয়েছিল; অন্যদিকে যুদ্ধজয়ী মুসলমান শক্তি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, আবদালী কাবুলে চলে যাবার পর ভারত রক্ষার সামর্থ্য তাদের ছিল না, বস্তুতঃ এই যুদ্ধের ফলেই 'ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম' হয়।

স্মর্তব্য যে, কবি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই 'ভারতবাসী'রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাব্যে উভয় জাতিই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এবং ধর্ম সমরে প্রমত্ত। যুদ্ধকালে

৮২. প্রথম-খণ্ড, ঊনত্রিংশ-সর্গ, পৃ ৩১১ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

'পাপাত্মা কাফের' ও 'পাপিষ্ঠ যবনের' নীচভাবে পরস্পরকে সম্বোধন, 'দীন দীন' ও 'হর হর' রব এবং বারংবার 'ধর্মের সমরে' জীবন পণের ঘোষণা তার প্রমাণ।

॥ ১০ ॥

মহাশ্মশান কাব্যের প্রধান প্রধান পুরুষ চরিত্র প্রায় সবই ঐতিহাসিক।

প্রথম কাহিনীর ইব্রাহিম কার্দি চরিত্র কল্পনা মোটামুটি ইতিহাস সম্মত।

> "Ibrahim Gardi held an importand commant in the Maratha army and...led down his life rather than betray the confidence of his masters..."[৮৩]

তবে ইব্রাহিমের পরিণতি এবং জোহরা বেগম প্রসঙ্গ কবি-কল্পিত। ইব্রাহিমের পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকের মত—

> "Ibrahim had taken refuge with Shuja-ud-Daulah. But the Durrani soldiers would not spare this Muslim who had fought for the infidels. He was executed."[৮৪]

কাব্যে মন্নুবেগ-ছদ্মবেশী জোহরা বেগম দত্তজীর ছিন্নমুণ্ড আব্দালীকে উপহার দিয়েছে। ঘটনাটি ঐতিহাসিক তবে দত্তজীর শিরশ্ছেদকারীর নাম মিয়া কুতুব শাহ।[৮৫]

হিরণ-আতা খাঁর কাহিনীর প্রায় সবটাই কবিকল্পিত। অবশ্য আতা খাঁ, আদিন বেগ ও সদাশিব ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আতা খাঁর বীরত্বের প্রমাণ:

> On 17 December (1760) a body of horse under Ata Khan, riding fifty miles a day, surprised Govind Pant and his riders and cut them to pieces.[৮৬]

---

৮৩. S. Mainul Huq. "Shah Abdali and the Third Battle of Panipath," Chapter IX, of Mahmud Husain and others (ed), *History of the Freedom Movement*, Vol. I, Karachi 1957, p. 302 f.n.

৮৪. *ibid* P 295

৮৫. *ibid* P 282, কবি কুতুবকে কুঞ্জপুর দুর্গাধিপতি ব'লে উল্লেখ করেছেন।

৮৬. H. G. Rawlinson, The Rise of the Maratha Empire (1707-1761)' Chapter XIV of Sir Richard Burn (ed), *The Cambridge History of India* (*C. H. I*) Vol. IV, S. Chand Co. Delhi, August 1957, P 421

www.pathagar.com

আদিনা বেগ সম্পর্কে ঐতিহাসিকের মন্তব্য :

> restless Adina Beg Khan...had served many masters and be trayed all.[৮৭]

এই আদিনা বেগ আহমদ শা আবদালীর পাঞ্জাবস্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য মারাঠাদের প্রলুব্ধ করেন[৮৮] এবং মারাঠাদের অধীনে পাঞ্জাবের শাসনভার প্রাপ্ত হন।[৮৯] তার ব্যক্তি চরিত্রের নিম্নমান সম্ভবত কবি নির্ধারিত; তবে খুব অস্বাভবিক নয়।

লবঙ্গ-রম্ভজীর কাহিনী সম্পূর্ণ কবি-কল্পিত। বিশ্বনাথ-কৌমুদী কাহিনীর গৌণ চরিত্র বিশ্বনাথ ও ইতিহাসের বিশ্বাস রাও একই ব্যক্তি। বিশ্বাস মারাঠা পেশওয়া বালাজী বাজীরাও-এর পুত্র—a gallant and handsome lad of nineteen years[৯০] মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে দত্তজী, জাঙ্কুজী ও মালহার-এর পরাজয়ের পর বালাজী সদাশিবকে সেনাপত্যে বরণ করেন এবং রীতি অনুসারে স্বীয় উত্তরাধিকারী বিশ্বাসকে নাম-মাত্র সেনাধ্যক্ষ ও পেশওয়ার প্রতিনিধি হিসাবে সদাশিবের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন।[৯১]

সুজাদ্দৌলা চরিত্র ইতিহাস-অনুগত। মারাঠা ও দুররাণী উভয় পক্ষেরই অযোধ্যাপতির সহযোগিতা কামনা, নজীব কর্তৃক আসন্ন যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দান এবং শেষ পর্যন্ত সুজার মুসলিম পক্ষে যোগদান—ইতিহাস সম্মত।[৯২] সুজা কর্তৃক বিশ্বাসের মৃতদেহ সৎকারার্থে প্রেরণ ঐতিহাসিক ঘটনা।[৯৩]

নজীবদ্দৌলা ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কবি অবশ্য নানাভাবে তাকে যুদ্ধের নায়কের ভূমিকা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু কাব্যে তার চরিত্র খুব বেশী বিস্তারলাভ করেনি বরং জোহরা বেগমের নিকট কাল্পনিক দীক্ষার দৃশ্য তাকে খর্ব

---

৮৭. *ibid*, p 445

৮৮. *History of Freedom Movement*, Karachi, Vol. 1. p 278 ও f. n.

৮৯. Grant, Duff *History of the Marathas*, 1912, II. 132

৯০. *C. H. I.*, VOl. IV, p p 417. 'a lad of seventeen'—Sir j. N Sarkar, *Fall of Mughal Empire*, Vol. II, Calcutta 1934, p 238

৯১. *See ibid*; and also *History of Freedom Movement*, Karachl, Vol. I, p. 288

৯২. *History of Freedom Movement*. p. 287

৯৩. *ibid* p 295

www.pathagar.com

করেছে। নজীবদ্দৌলার আবদালীর সঙ্গে যোগদান স্যার যদুনাথ সরকারের মতে 'বিশ্বাসঘাতকতা' ও 'দেশপ্রেমহীনতার' দ্যোতক।[৯৪] কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে, নজীব ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ এবং জাটনেতা সুরযমলের মতই তিনি মারাঠা শক্তিকে দেশের সর্বাপেক্ষা অমঙ্গলকারী মনে করতেন। তাই মারাঠা অত্যাচার থেকে দেশের ধনপ্রাণ রক্ষার্থেই তিনি আবদালীর সঙ্গে যোগ দেন।[৯৫] সুজাকে স্বপক্ষে আনয়ন নজীবের অন্যতম প্রধান কীর্তি।[৯৬]

আফগানিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ শা আবদালীর বীরত্ব ও বিচক্ষণতা সকল ঐতিহাসিক কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।[৯৭] এবং কবি-কল্পিত চরিত্র মোটামুটি ইতিহাস সম্মত।

ঐতিহাসিকেরা সদাশিবের বীরত্বের প্রশংসা করলেও তার সম্মুখযুদ্ধের সিদ্ধান্ত এবং গর্বিত স্বভাব মারাঠাদের পতনের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৮] স্যার যদুনাথ সদাশিবকে arrogant মনে করেন না।[৯৯] কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নানাফরনভিসের মতে—

> "His Highness had laterly become proud and arrogant and had lost his usual wisdom"[১০০]

যাহোক, সদাশিব যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যু বরণ করেন। এবং—

> "It is easy to be wise after the event and innumerable criticism have been passed upon the Bhao for his arrogance and refusal to take advice from his captains. But Sadashiv Rao, with all his faults, atoned by death for many erros of which he may be adjudged guilty, Defeat is sometimes as honourable as victory and at Panipath the Marathas went down fighting."[১০১]

---

৯৪. Sarkar, *op cit. p* 92
৯৫. *History of. Freedom Movement*, Karachi, Vol. I, p 270
৯৬. 'This was Najib's most splendid achiavement'—*ibid*, P 287
৯৭. See *C, H. I*, Vol. IV, Ch. XIV, XV; Sarkar, *op. cit. History of Freedom Movement*, ch IX.
৯৮. C. H. I, Vol. IV, P 417-18, 448
৯৯. Sarkar, *op cit.*, p 258
১০০. Quoted in *C.H.I.* VI, p 418
১০১. *ibid.* p 425

www.pathagar.com

কবি সদাশিবকে এই যথার্থ বীরমূর্তিতে চিত্রিত করেছেন। তবে সদাশিব সুজাকে সন্ধি প্রস্তাব পাঠান অবরুদ্ধ অবস্থায়, চরম সংকট কালে,[১০২] কবি চিত্রিত দেশপ্রেমের সরলতায় নয়। সুজা আবদালীর সঙ্গে যোগ দিলে সদাশিব আবদালীর বিশ্বাসভঙ্গের উদ্দেশ্যে সুজার নামে নানা প্রচারণা আরম্ভ করেন।[১০৩] কাব্যে এ-প্রসঙ্গে কোন ইঙ্গিত নেই। কবি মারাঠাদের অত্যাচারের দৃশ্য চিত্রিত করলেও দিল্লী অধিকারের পর সদাশিবের অত্যাচার[১০৪] বর্ণনা করেননি।

এর একটা প্রধান কারণ কাব্য রচনাকালে ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য কবি নির্ভর করেছিলেন কাশিরাজ প্রদত্ত বর্ণনার[১০৫] উপরে। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে পাদটীকায় *Asiatic Researches,* Vol. III বলে কবি-এর উল্লেখও করেছেন।

২

কায়কোবাদ রচিত অন্যান্য কাহিনীকাব্য আলোচ্য কাল-পরিধির পরে প্রকাশিত এবং কাব্যমূল্যে দুর্বলতর রচনা। তবে এ-সব গ্রন্থে উপস্থিত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে কবির মনোভাব প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা যেতে পারে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শিব মন্দির'[১০৬] কাব্যে 'পাপ-পুণ্যের সংকট' এবং 'পাপীর পতন' চিত্রিত করা কবির উদ্দেশ্য।[১০৭] দেওয়ান সুধীরচন্দ্র শঠতা ও নৃশংসতার প্রতিমূর্তি। তার চক্রান্তে জমিদার নুরুদ্দিন হায়দার সর্বশান্ত ও দেশত্যাগী এবং কৃতকর্মের ফলে সুধীরও সবংশে ধ্বংস হ'ল—এই হচ্ছে কাব্যের বিষয়। সুধীরের কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে নুরুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিনের প্রণয় কবি চিত্রিত করেছেন এবং এ-সম্পর্কে ভূমিকায় লিখেছেন—"প্রেম স্বর্গীয় জিনিস, সে কখনো ভেদনীতি মানেনা জাতি বিচার করে না।"[১০৮] সুধীরের চক্রান্তে এই প্রেম সফল হতে পারেনি। সুধীর আলাউদ্দিনকে হত্যা করলে শোকগ্রস্ত লীলাবতী

---

১০২. *ibid,* p 422 ; See also *History of Freedom Movement,* I, 291-92

১০৩. *History of Freedom Movement* I. 285 & f. n.

১০৩. *Siyar-ul-Mutaakhkhirin, III 385*

১০৫. Kasiraj Pandit, *An Account of the last Battle of Panipath,* trans. J. Browne, *Asiatic Researches,* VOl. III, Reprint, edited H. G. Rawlinson, Oxford 1926. Trans. J. N. Sarkar. *Indian Historical Quarterly,* 1934.

১০৬. কায়কোবাদ, "শিবমন্দির" বা জীবন্ত সমাধি কাব্য, হি-স, আগলা, ঢাকা ১৩৪৪

১০৮. ঐ, ভূমিকা।

১০৮. ঐ

www.pathagar.com

নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। কবি এ-কাব্যটি 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত' বলে দাবী করেছেন।[১০৯]

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য'[১১০] কবির ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক। মহরম বিষয়ে যাবতীয় বাংলা রচনার অনৈতিহাসিকতার নিন্দা করে[১১১] কবি এই 'প্রামাণ্য' ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছেন। স্বভাবতঃই কাব্য বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্য রচনার অক্ষমতার নিন্দা অপ্রাসঙ্গিক।[১১২] অবশ্য নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে তাঁর উক্তি লক্ষণীয় : "সত্যের অপলাপ করিবার শক্তিত আর কবির নাই।[১১৩]

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শ্মশান ভস্ম',[১১৪] প্রকাশিকার ভাষায়, 'কাব্যাকারে উপন্যাস'।[১১৫] রচনার পাত্রপাত্রী সকলেই হিন্দু। কাব্যটি কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের নিদর্শন। কাব্যের বিষয় প্রেম। রচনা অত্যন্ত দুর্বল।

---

১০৯. ঐ

১১০. কায়কোবাদ, 'মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য', তাহের উন্নিসা খাতুন, ঢাকা ১৩৪০

১১১. ঐ, কৈফিয়ৎ, পৃ ১-১৮, ২১-২৬

১১২. ঐ, পৃ ১৮-২০

১১৩. ঐ, পৃ ২৩

১১৪. কায়কোবাদ, 'শ্মশান ভস্ম কাব্য', তাহের উন্নিসা খাতুন, ঢাকা ১৩৪৫

১১৫. ঐ, ভূমিকা, পৃ /.

www.pathagar.com

তিন

'হোসেনী ছন্দে'র উদ্ভাবক রূপে পরিচিত ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেনের প্রথম দিককার রচনা হিন্দু-প্রভাবিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'যমজ ভগিনী কাব্যে' বা 'সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস' [১১৬] নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ অনুসরণে রচিত। সিরাজ এ-কাব্যে লম্পট ও দুশ্চরিত্র রূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ যে ইংরেজের স্বার্থের অনুকূল এবং সিরাজ চরিত্রের কলঙ্ক যে ইংরেজের রটনা কাব্যে তারও ইঙ্গিত আছে। ইংল্যাণ্ডের প্রতি সিরাজের উপদেশ:

'হিন্দু-মুসলমান, এই সম্প্রদায় দ্বয়ে, রাখিও বিভিন্ন সদা,
কুত্রাপি একত্র যেন না পারে হইতে।—ইহারা একত্র
মাগো হইবে যেদিন, সেদিন তোমারো শিরে উড়িবে গো
চিল কাক, কহিনু নিশ্চয়। আমার দুর্নাম আর রটাইয়া সদা
দেশে রাখিও কহিনু' (পৃ ৩০৪)

'নবনূরের' (কার্তিক ১৩১৩) সমালোচনায় এ-কাব্যের কুরুচির নিন্দা করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে এ-কাব্যে স্বরস্বতী বন্দনা আছে।

'জীবন্ত পুতুল কাব্য'[১১৭] উড়িষ্যার সুবাদার সৈয়দ আহমদের পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত ঘটনা। এ-কাব্যে, অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করে, দুষ্পাতি-কিরণ ও শামসের-জবা'র প্রেম জয়লাভ করেছে।

পরবর্তী কালে রচিত 'স্বাধীন খাতুন' [১১৮] নারী স্বাধীনতার ব্যঙ্গ।

সৈয়দ আবুল হোসেন 'প্রথম পর্যায়ে হিন্দু কবির অনুসরণ' করলেও তাঁর পরবর্তী কালের (১৮২০ সালের পরবর্তী) সাহিত্য কর্মের প্রধান অংশ হিন্দু বিদ্বেষে, বিশেষভাবে বঙ্কিম-নিন্দায় ব্যয়িত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ রচনা মুসলমান-সাহিত্যিকদের মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল আবুল হোসেনের 'জ্ঞান ভাণ্ডার' (১৯২৪)[১১৯] তারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের

---

১১৬. 'যমজ ভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস', কলিকাতা ১৩১২

১১৭. 'জীবন্ত পুতুল কাব্য' কলিকাতা ১৯০৭

১১৮ 'স্বাধীন খাতুন', কলিকাতা ১৯২৫

১১৯. স্বতন্ত্র ভাবে ন'খণ্ডে প্রকাশিত চৌদ্দটি কাহিনীর সংকলন, বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর বিকৃত ব্যাখ্যা।

www.pathagar.com

হিন্দুর পরামর্শ গ্রহণ না করার উপদেশ দেন: "হিন্দুর পরামর্শ যখনই গ্রহণ করা হইয়াছে, তখনি মুসলমানের ক্ষতি হইয়াছে, তথাপিও এ-জাতির আক্কেল খোলে না।"[১২০] স্বজাতির কল্যাণ কামনায় তিনি ১৯২১-২২ সালে 'দেবর্ষি দরবার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং দরবার প্রেস স্থাপন করে স্বীয় 'জ্ঞানোদায়ী' গ্রন্থ সমূহ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করতে থাকেন।[১২১]

হিন্দু-বিদ্বেষ সত্ত্বেও সৈয়দ আবুল হোসেন বিচারপতি স্যার গুরুদাস সহ সমকালীন হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হন; এঁদের প্রশংসাপত্র তাঁর গ্রন্থে যুক্ত থাকত।

---

১২০. 'মোসলেম পতাকা', 'তারিখুল ইসলাম', কলিকাতা ১৯২৪, 'ভারতে মোসলেম পতাকা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২১. আবদুল কাদির, 'হোসেনী ছন্দ ও দেবর্ষি দরবার', 'মাহেনও,' মার্চ ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

চার

গোলাম হোসেনের (১৮৭৩-১৯৬৪)[১২২] 'বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য'[১২৩] মাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' অনুসরণে রচিত একটি ব্যঙ্গ 'সামাজিক চিত্র'। কবি নিজে উচ্চ শিক্ষিত এবং তাঁর পেশা শিক্ষকতা হলেও[১২৪] ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্যটির উদ্দেশ্য শিক্ষিত বাঙালী মহিলাদের, বিশেষত ব্রাহ্ম সমাজের মহিলাদের, 'ব্যঙ্গ-পরিহাস করা'। এ-সম্পর্কে কাব্যের ভূমিকায় লেখকের বক্তব্য লক্ষণীয়:

> "গ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলে হিন্দু ললনাগনের উল্লেখ আছে। তাহা দেখিয়া হয়ত অনেক হিন্দু পাঠক মুখ বিকৃত করিতে পারেন। ফলে, মনঃক্ষুণ্ণ হইবারও বিশেষ কারণ আছে। গ্রন্থ প্রণেতার সানুনয় প্রার্থনা, তাহারা সেরূপ না হন। সমাজের উচ্চস্তরের উচ্চতর 'দশ সহস্রই' গ্রন্থের গণ্ডীসীমা। বিশেষতঃ নব্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হৃদয় কোন সম্প্রদায় বিশেষের মহিলাগণকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। যদি তাঁহাদিগকে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থানুসারে 'হিন্দু' বলিবার প্রথা না থাকে, তবে লেখক তাহার অবিমৃষকারিতার জন্য পাঠকের নিকট সর্বতোভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"

---

১২২. যশোরের বেলিয়াডাঙ্গা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম হোসেন জন্ম গ্রহণ করেন। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৪ সালে, ৯১ বৎসর বয়সে কবি মাগুরার (যশোর) স্বগ্রামে এন্তেকাল করেছেন। দ্রষ্টব্য: News Item. "Poet Gholam Hossain Passes Away" *The Pakistan Observer*, Dacca, Wednesday, April 15, 1964, page 3 Colum 4. প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে অপর একজন গোলাম হোসেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭১ সনে) 'হাড়জ্বালানী' নামে একটি ১৬ পৃষ্ঠার নক্শা জাতীয় গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশ করেন।

১২৩. গোলাম হোসেন, 'বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য', ভুবনানন্দ প্রেস, মাগুরা. ১৯০৬ ; বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য: আবুল ফজল, 'বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য', 'মাহেনও', জুন ১৯৫৫, পৃ ১৭-২০

১২৪. 'He passed his Entrance Examination from the Narail Collegiate High School and graduated from the Presidency College, Calcutta in 1894. Throughout his life he dedicated himself to the 'profession of teaching'—*The Pakistan Observer*, op. cit.

www.pathagar.com

কাব্যে দ্বিতীয়-সর্গ 'কলিকাতা'। ডিগ্রীধারী 'জ্ঞানের সিন্ধুক যত বিদুষী বঙ্গের টাউন হলে সভা ডেকেছে; তাদের বক্তব্য:

'ওল্ড' 'ফুল' মনুমুনি হনুমান প্রায়
তার বিধি স্বামী পূজা। রাজাজ্ঞা কি তাই।
আসুক স্বয়ং ব্রহ্মা জগতের পতি
শুনান এ বিধি, তবে যদি মানা মানি।

তৃতীয়-সর্গ 'সভায় অধিবেশন' বসেছে। 'সভা-পত্নী'র বক্তব্য:

পতি সেবা কেবা কয় নয় 'অপসনাল'।
সে জন বর্বর অতি। কনজারভেটিভ
নেটিভের কথা শুনি মূঢ় জ্ঞানহীনা
যে চলে চলুক; চির পরাধীনা নারী।
কোন্ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠতর আত্মরক্ষা হতে।

লক্ষ্যযোগ্য যে, কবি মহিলাদের সহমরণ বিরোধিতাকেও ব্যঙ্গ করেছেন—

স্বামীসহ প্রাণ ত্যাগ—বিভৎস ব্যাপার।
'ক্রুয়েলেস্ট' 'সেনসেশানাল', শুনে কাঁপে প্রাণ।

কবি গোলাম হোসেন শিক্ষিত ব্রাহ্মরমণীদের প্রতি ব্যঙ্গমুখর হলেও সমকালীন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন নন। তাঁর গদ্য গ্রন্থ 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান' (১৯১৬) এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা। গোলাম হোসেন হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী। তাঁর মতে "দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর পরস্পরের নিকট স্বরূপে পরিচিত না থাকতেই এই সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ও দ্বেষ হিংসার সূচনা"। লেখক হিন্দু-মুসলমানের অতীত কীর্তি ও গৌরব-গাথা এবং আচার ব্যবহারের বিস্তৃত আলোচনা করে পরস্পরের শ্রদ্ধা জাগাতে চেয়েছেন। উপরন্তু গরু-কোরবানী থেকে বিরত থাকতে বা 'গোপনে' কোরবানী করতে মুসলমানদের উপদেশ দিয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য, এ-সমস্তই গোলাম হোসেনের উদারচিত্তের পরিচায়ক। সমকালীন সমালোচক, স্বাভাবিক ভাবেই, এই গরু-কোরবানী বিরোধিতা সমর্থন করেন নি। বরং গৌরব-গাথা বর্ণনায় লেখক হিন্দু-পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ তুলেছেন।[১২৫] তবু উক্ত সমালোচক এ-গ্রন্থকে তৎকালীন 'হিন্দু-মুসলমান বিবাদ সম্পর্কীয় ব্যাপারের বিশদ আলোচনা' বলে অভিহিত করেছেন।

---

১২৫. 'কোহিনুর', ১৯১৩

www.pathagar.com

পাঁচ

আবু যোকারিয়া ইব্রাহিম আলীর 'শ্রীহট্ট বিজয় কাব্যে'র[১২৬] বিষয় : মুসলমান প্রজার গরু কোরবানীর ফলে হিন্দু রাজা 'গোবিন্দের' নৃশংস অত্যাচার এবং পরিণামে হজরত শাহ জালালের অবির্ভাব ও শ্রীহট্ট বিজয়। কবির মতে, মুসলমানদের 'ধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ' ও বিদ্বেষ প্রচার না করে 'হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের' উচিত 'মিলিয়া মিশিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র বসতি করিয়া স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী কর্তব্য পালন'।

১২৬. 'শ্রীহট্ট বিজয় কাব্য', ১৩১৯ (১৯১২); মান্নান, পৃ ৩৩৭ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ছয়

লক্ষণীয় যে ওসমান আলী, কায়কোবাদ, আবুল হোসেন, গোলাম হোসেন ইব্রাহিম আলী, প্রমুখ যে সমস্ত মুসলমান কাহিনীকাব্যকার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক কাব্যে চিত্রিত করেছেন তাঁরা প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এই আশা আকাঙক্ষা পূর্ণ না হওয়াতেই যেন ক্রমশঃ তাঁদের মত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অন্যান্য মুসলমান কবিদের মধ্যে ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ ফজলুল করিম, আবুল মা' আলী মহাম্মদ হামিদ আলী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের জাগরণ ও হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুদারতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করলেও তাঁদের কাহিনীকাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক চিত্রিত হয়নি; ইসলামের ঐতিহ্য ও ইতিহাস ছিল তাঁদের বিষয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুসলমান কবিদের খণ্ড কবিতায় হিন্দু প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮—১৯১০) প্রধানতঃ গদ্য লেখক। তাঁর প্রথম দুটি রচনা 'রত্নবতী'[১] 'উপন্যাস' ও 'বসন্ত কুমারী নাটকের'[২] পাত্র পাত্রী হিন্দু। তৃতীয়-গ্রন্থ 'গোরাই ব্রিজ' অথবা গৌরী সেতু,[৩] তাঁর প্রথম পদ্য রচনা, 'বঙ্গদর্শনের' উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে—

> "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূণ্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে।...মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।"[৪]

একই সালে প্রকাশিত 'জমিদার দর্পন'[৫] নাটকের প্রচার 'বঙ্গদর্শন' সমর্থন না করলেও এ-নাটকটি তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন। এ-নাটকে মুসলমান লেখক এঁকেছেন মুসলমান জমিদারের পশু মূর্তি, সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরেছেন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বকধার্মিক চরিত্র (হরিদাস বৈরাগী ও তিতু মোল্লা)।

'সঙ্গীত লহরী'তে[৬] কবি ভারত-সভা জাতি-সভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের সম্ভাবনার কথা ভেবে আনন্দিত হয়েছেন:

> ভারত সভা জাতি সভা হচ্ছে দলে দলে রে।।
> নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুসলমান।
> ক্রমে ক্রমে হইতেছে এক দেহ এক প্রাণ রে।।[৭]

---

১. প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯

২. 'বসন্তকুমারী নাটক', বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৩ দ্বি-স ১২৯৪

৩. 'গোরাই ব্রিজ,' অথবা গৌরী সেতু, কলিকাতা ১২৭৯

৪. 'বঙ্গদর্শন' পৌষ ১২৮০

৫. 'জমিদার দর্পন', ১২৭৯

৬. 'সঙ্গীত লহরী' ১৮৮৭

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'সাহিত্য সাধক চরিত মালা'—২৯, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৬১, পৃ ৪৯

www.pathagar.com

সর্বোপরি মীর সাহেবের 'গোজীবন'[৮] প্রবন্ধ তাঁর হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি কামনার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বজাতিকে তিনি গোরুর গোশ্‌ত আহারে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত:

> "এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান, পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক— সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না।...কালে আমরা রাজাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজাও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দু মোসলমানে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।..."

কিন্তু এই প্রবন্ধ রচনার জন্য মীর সাহেবকে প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত, আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী সম্পাদিত, 'আহমদী' পত্রিকায় গোজীবনের প্রথম প্রস্তাব 'গোকুল নির্ম্মুল আশংকা' ছাপা হলে স্থানীয় অন্য একটি পত্রিকা 'আখবারে এসলামিয়ার' সমালোচনায় বলা হয় মীরসাহেব মুসলমান নন। "এ উক্তির সমর্থনে আরও রচনা পত্রস্থ হয় এবং টাঙ্গাইলের সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী শফিউদ্দিনের বাস গৃহে ধর্মসভা অনুষ্ঠান করে লেখককে 'কাফের' স্থির করা এবং তার স্ত্রী তালাক হবার ফতোয়াও দেওয়া হয়। ক্ষুব্ধ মশাররফ হোসেন এদেরকে আদালতে অভিযুক্ত করেন।"[৯] স্বজাতি-কর্তৃক এ-ভাবে লাঞ্ছিত হয়েও মীর সাহেবের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা অবিচলিত থাকে। পরবর্তী আত্মকথা মূলক রচনা 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়'[১০] তিনি বলেন:

> "হিন্দু মুসলমানে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একথাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই।" (পৃ ১২)

১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "সৎপ্রসঙ্গ" প্রবন্ধে[১১] মীর সাহেব হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর 'বিবাদে' ক্ষুব্ধ। তার মতে:

> "...হিন্দু মুসলমান উভয়ে ব্রিটিশ সিংহের পদপ্রসাদ ভিখারী। উভয়েই নতশিরে, ভক্তি সহকারে চির আজ্ঞকারী।..."

---

৮. 'গোজীবন,' টাঙ্গাইল ১২৯৫

৯. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', পৃ ২৩০

১০. 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', কুষ্টিয়া ১২৯৭

১১. "সৎ প্রসঙ্গ', 'কোহিনুর', ভাদ্র ১৩০৫

www.pathagar.com

কবির অভিমতঃ এ-অবস্থায়, হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ নিতান্তই মূঢ়তা। অবশ্য সামাজিক[১২] ও অর্থনৈতিক[১৩] বিরোধ মীর সাহেব অনুভব করলেও তাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন নি। বরং যেহেতু রাজনীতিক্ষেত্রে বিরোধের সম্ভাবনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন নি, সেহেতু অন্যবিরোধ বিস্মৃত হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত ভেবেছেন।

অবশ্য মীর সাহেবের এই অতি প্রশংসনীয় অসাম্প্রদায়িক মনোভাব শেষ পর্যন্ত অবিচলিত থাকে নি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বর্তমান মুসলমান সমাজের একখানি চিত্র" কবিতায় মুসলমানদের অধঃপতনের প্রধান কারণ হিন্দুর চাতুরী :

প্রথমেতে "ছুঁচ" হয়ে পশে হিন্দু রয়ে রয়ে
মুসলমান জমিদার ঘরে।
ক্রমে চেপে বসে ঘাড়ে সাধ্য নাই মাথা নাড়ে
"ফাল" হয়ে ফাড়ে চেরে পরে ।।...[১৪]

উক্ত কবিতার শেষাংশে কবির আক্ষেপ :

বঙ্গের বুনেদী দল গেছে সব রসাতল
কেহ মরা কেহ আধমরা।
গেছে সব হিন্দু ঘরে কেহ না তা দৃষ্টি করে
আরও মুখে বলে ভাল তারা ।।
একবার মাথা তুলে দেখ ভাই চক্ষুমেলে
মুসলমান কিসে হল সারা
জমিদারী কোথায় গেল সোনা রূপ কি হইল
এত ঘর কিসে গেল মারা ।।
চিরকাল হিন্দুগণ করিতেছে নির্য্যাতন
তবু জ্ঞান হল নারে হায়।

---

১২. "তুমি কলাপাতার যেদিক পরিশুদ্ধ জ্ঞান কর, আমি সেদিক ঘৃণা করি। আমি তোমার তক্ত পোষের নিকট যেই গিয়াছি অমনি তোমার হুকোর জল কি যেন হইয়াছে....'—ঐ

১৩. "আমাদিগের মধ্যে আজকাল একদল লোক মাথা তোলা দিয়াছেন। ইহারা রাজপ্রসাদ ভোগী নূতন চাকরিয়া। ইহাদের আক্ষেপ এই যে কাচারীময় সকলেই হিন্দু। উপার্জন উন্নতি আমাদের একেবারেই নাই। সকলেই আপন আপন জাতীয় টান টানিয়া থাকেন। কথা মিথ্যা নহে..."—ঐ

১৪. 'হাফেজ', জানুয়ারী ১৮৯৭। মান্নান, পৃ ২৩৯ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

নিতেছে সকল টেনে, তবু তারে নাহি চিনে
চক্ষে ধাঁ ধাঁ এমনি লাগায়॥...[১৫]

'গাজী মিঞার বস্তানীতে'ও[১৬] হিন্দু সুবিধাবাদী, হিন্দু আমলা মুসলমান জমিদারের সর্বনাশকারী, বন্ধুবেশী-হিন্দু মুসলমান-বন্ধুর সরলতার সুযোগ গ্রহণকারী। 'বস্তানীতে বর্ণিত জীবন মোশারফ হোসেনের কাছে শঠতায় ও প্রবঞ্চনায় ভরা, বিভীষিকাময়।[১৭] গাজী মিঞার হিন্দু বন্ধুদের আচরণে ভেড়াকান্ত মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। এই ভেড়াকান্ত মশাররফ হোসেন নিজেই। বস্তুত: ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ মশাররফ হোসেন অতঃপর সমগ্র হিন্দু সমাজের উপরই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছেন এবং স্বীয় অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বিসর্জন দিয়েছেন। এমন কি বঙ্গভঙ্গের পর প্রকাশিত 'মদিনার গৌরব'[১৮] কাব্যে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তিনি হিন্দু সমাজকে শয়তানের বংশধর বলে চিত্রিত করেছেন। উক্ত কাব্যে 'মক্কায় কাফেরদের সভায় বৃদ্ধবেশী শয়তানে'র বক্তৃতার অংশ :

এক দেশ আছে ভাই নাম হিন্দুস্থান,
দেবদেবী ভক্ত তারা হিন্দুর সন্তান।
আমারই সজ্ঞাতি তারা আমারই বংশধর,
উজ্জ্বল করেছে তারা গৌরব দেশের।...[১৯]

১৫. ঐ, পৃ ২৪২—৪৩ উদ্ধৃত।
১৬. 'গাজী মিঞার বস্তানী', ১৮৯৮—৯৯
১৭. মুহম্মদ আব্দুল হাই, হাই ও আহসান, পৃ ৮৫
১৮. 'মদিনার গৌরব', ১৯০৬. দ্বি-স কলিকাতা ১৩২০
১৯. আনিসুজ্জামান, পৃ ২৪৭-৪৮ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

দুই

বাল্য রচনা 'কুসুম কাননে' কায়কোবাদ হিন্দু বিধবার প্রতি সমবেদনা বশতঃ 'চিরপরাধীন হিন্দু জাতির' নিন্দা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান দুই পরাধীন জাতির আত্মাভিমান, তাঁর মতে, মূঢ়তা।

কবির উৎকৃষ্ট খণ্ড-কবিতা সংকলন 'অশ্রুমালা'[২১] প্রকাশিত হয় অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে (১৮৯৪)। মীর মশাররফ হোসেনের 'গৌরী সেতু' বঙ্গদর্শনে যে ধরণের প্রশংসা অর্জন করে সেই একই ধরণের প্রশংসা 'অশ্রুমালা' সম্পর্কে করেন নবীন সেন:

> "অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যে দিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সে দিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রী ভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয়; 'অশ্রু মালা' তাহার 'প্রভাত শিশির মালা' স্বরূপ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।"[২২]

অশ্রুমালার প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলি একটি বিশেষ তাপর্যপূর্ণ সংবাদবহ। এ-পর্যায়ে কবি-মানসী জনৈকা হিন্দু বালিকা—গিরিবালা দেবী। 'ভুল' কবিতার প্রথম ছ'টি চরণের আদ্যাক্ষরে এ-নামের স্বীকৃতি আছে।[২৩] এবং 'একটি বালিকার প্রতি' ও 'উষা স্বপ্ন' কবিতায়ও উক্ত নামের উল্লেখ আছে। 'উষাস্বপ্ন' কবিতার শেষ দুটি চরণ:

> "তুমি ছিলে ব্রাহ্মণ কন্যা—আমি ছিনু মুসলমান
> কে জানিত দোহের মাঝে এতখানি ব্যবধান?"[২৪]

ধর্মগত প্রভেদ এবং 'দেশাচার' কবির প্রেমের ব্যর্থতার কারণ—এ-কথা 'প্রেমের স্মৃতি' 'ও' শৈশব স্মৃতি' কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। কবি কায়কোবাদ প্রধানতঃ

---

২০. 'কুসুম কানন' ১৮৭৩, প্রথম-ভাগ দ্বি—স ১২৮৮
২১. 'অশ্রুমালা' ১৩০২, পঞ্চম-সংস্করণ, ঢাকা ১৩৫৬
২২. 'ঐ' ভূমিকা পৃ।—।/. উদ্ধৃত।
২৩. 'ঐ' পৃ ২১৪
২৪. 'ঐ' পৃ ১৭৬

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী কবি। তরুণ বয়সে হিন্দু বালিকা গিরিবালার প্রতি এই মুগ্ধতা সম্ভবতঃ এই সম্প্রীতি কামনার অন্যতম প্রধান কারণ।

'অশ্রুমালা' কাব্যের কবি ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে 'বিরহিনী রাধা'র জন্যও কাতর'। এ-কাব্যের বিবিধ বিষয়ক কবিতার মধ্যে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মোসলেম শ্মশান, দিল্লী প্রভৃতি কবিতা মুসলমানদের অতীত গৌরব স্মৃতি-চর্চা। 'সিরাজ সমাধি' দেখে 'পলাশীর ভীষণ প্রান্তর', 'কুট চক্রী জাফরের ঘোর কৃতঘ্নতা' ও বাঙালী জাতীর চির কলঙ্কের কথার সঙ্গে 'বীর শ্রেষ্ঠ ক্লাইভের প্রাণান্তক রণ' কবির মনে পড়েছে।

পরবর্তী কালের খণ্ড-কবিতায় কায়কোবাদ হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা স্পষ্টতর ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

এস ভাই হিন্দু এস মুসলমান
আমরা দু ভাই ভারত সন্তান
এস আজি সবে হয়ে এক প্রাণ
সেবি গো মায়ের চরণ দুটি।...[২৫]

২৫. 'অমিয়ধারা কাব্য' ঢাকা ১৩২৯ (১৯২৩)

www.pathagar.com

তিন

নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন তাঁর 'বঙ্গীয় মুসলমান'[২৬] গ্রন্থে। তাঁর মতে, পাঠ্যপুস্তকের 'যবন' 'নেড়ে' প্রভৃতি শব্দের প্রাচুর্য অপেক্ষা ইংরেজ কর্তৃক মুসলিম শাসনকাল সম্পর্কে বিকৃত প্রচার ক্ষতিকর। মুসলমানদের জীবন ইসলামী আদর্শে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং হিন্দুদের অনুকরণ নিন্দনীয়—এই সুস্পষ্ট অভিমত সত্ত্বেও সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন চেয়েছেন; তাঁর ভাষায়: 'হিন্দু-মুসলমানে অসম্মিলন কাহারো বাঞ্ছনীয় হইতে পারেনা'। 'শৈশব কুসুম'[২৭] কাব্যে কবির এই মনোভাবই লক্ষ্যগোচর হয়:

হিন্দু আর মুসলমান
যেন সবে এক প্রাণ...
মিশিয়াছে ভ্রাতৃভাবে হয়ে বিমোহিত।[২৮]

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা দাদ আলীর (১৮৫৬—১৯২৭)[২৯] কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাঙ্গা প্রাণ[৩০] কাব্যের বিদায় কবিতায় এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

---

২৬. 'বঙ্গীয় মুসলমান', কলিকাতা ১২৯৭ (১৮৯০)
২৭. 'শৈশব কুসুম.' টাঙ্গাইল ১৩০২ (১৮৯৫)
২৮. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত উদ্ধৃত।
২৯. মতান্তরে ১৮৫২—১৯৩৬–গোলাম সাকলায়েন, 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা,' দ্বিতীয়-বর্ষ, প্রথম-সংখ্যা, ১৩৬৫
৩০. প্রথম-খণ্ড, কলিকাতা ১৩১২

www.pathagar.com

চার

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নে মোজাম্মেল হক (১৮৬০—১৯৩৩) বিদ্বেষহীন। তিনি প্রধানত: অতীত গৌরবের পটভূমিতে বর্তমানে পতিত মুসলমানদের জেগে ওঠার গান করেছেন। বস্তুত: 'তাঁহার জাতীয় ফোয়ারা' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং তাঁহার সম্পাদিত 'লহরী' নামক কবিতা পত্রিকা একদা মুসলমানকে নবপ্রেরণায় ও জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।"[৩১] 'জাতীয় ফোয়ারা'র "জাতীয় কবিতা"গুলো ১২৯৯ থেকে ১৩১৫ (১৮৯২—১৯০৮) সালের মধ্যে রচিত এবং 'সভা সমিতিতে পঠিত ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত' হয়েছিল।[৩২] ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এ-কাব্য প্রথম প্রকাশিত হলে দেশপ্রেমমূলক কবিতার জন্য বাজেয়াপ্ত হয়। আপত্তিকর কবিতা বাদ দিয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩১৯ সালে। কবিতাগুলো সম্পর্কে ভূমিকায় কবির বক্তব্য: 'ইহাতে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কিছুই লিখিত হয় নাই'। প্রকৃত পক্ষে কবিতা গুলোর মূল বক্তব্য মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিতে বিধৃত:

স্বধর্ম পালিয়া স্বকাজে থাকিয়া
জাতীয় উন্নতি সাধো'[৩৩]

একই পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ থেকেও মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুগণ বহুগুণে উন্নত এ-কথা মনে রেখে মুসলমানদের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে:

হিন্দু ভ্রাতৃগণ আনন্দে কেমন
সহ ধনমান সংসার জীবন
স্বদেশে বিদেশ করিছে ক্ষেপন
হেরে বিমোহিত মন।
এ দেখেও কি হে সুপথে আসিতে
যায় না—মজে না চিত···

---

৩১. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য,' ঢাকা ১৯৫৭. পৃ ৩১৩

৩২. যে সব সভা সমিতিতে এ-কবিতাগুলো পঠিত হয় তার তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য: আব্দুল কাদির 'মোজাম্মেল হকের কাব্যে স্বজাতি প্রেম,' 'পূবালী,' ঢাকা ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭১ পৃ ৭৮০

৩৩. "উত্থান সঙ্গীত", 'জাতীয় ফোয়ারা'।

www.pathagar.com

পরবর্তী কাব্য ইসলাম সঙ্গীতেও কবি বলেছেন—

এক দেশে বাস হিন্দু-মুসলমান
শিরে বহে এক রাজার বিধান
হিন্দুরা উন্নত, তোরা অবনত
কেন হ'লি তাহা ভাব কি কখন।[৩৪]

লক্ষ্যণীয় যে, মোজাম্মেল হক মীর মশাররফ হোসেনের মত হিন্দুদেরকেই মুসলমানদের অবনতির প্রধান কারণ ভাবেন নি। তাঁর মতে, ইসলামের আদর্শচ্যুতি মুসলমানদের অধঃপতনের মূলে। হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলমান-চরিত্রের বিকৃতিতে মোজাম্মেল হক পীড়িত বোধ করেছেন; তাঁর 'দরাফ খাঁ গাজী' (১৯১৯) উপন্যাস ও 'টিপু সুলতানের' (১৯৩১) ভূমিকায় তার প্রমাণ আছে। তবু হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তিনি কামনা করেন নি। বরং মোজাম্মেল হকের 'হজরত মোহাম্মদ কাব্যে'র (১৯০৩) 'মঙ্গলাচরণ এবং গুণকীর্তন অধ্যায় দুটিতে হিন্দু প্রভাবের পরিচয় আছে'[৩৫] এবং তাঁর সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা 'লহরীতে' (১৩০৭) হিন্দু কবিদের রচনাধিক্যে 'ইসলাম প্রচারক' মর্মাহত হয়েছে।[৩৬]

---

৩৪. কাদির, পূর্বোক্ত, উদ্ধৃত।
৩৫. হাই ও আহসান পৃ ২৭০
৩৬. 'ইসলাম প্রচারক,' নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯

www.pathagar.com

পাঁচ

হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী পাক্ষিক 'আহমদী'[৩৭] পত্রিকার সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৭ বঙ্গাব্দ) 'উদাসী'কাব্য প্রকাশ করেন[৩৮]। এই দীর্ঘয়াতন গ্রন্থ[৩৯] 'উদাসী,' 'কিরণ প্রভা' ও 'অরুণ ভাতি' নামক তিনটি কাব্যের সংকলন। এর মধ্যে প্রথমটি খণ্ড-কবিতার সমষ্টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্যের নেপথ্যে দুটি কাহিনী বিদ্যমান। কিরণ প্রভার 'আভাস' ও অরুণ ভাতির 'পরিচয়' শিরোনামায় কবি গদ্যে কাহিনী বলে নিয়েছেন, কাব্যাংশ আর কাহিনী বর্ণনা করেন নি। 'কিরণপ্রভায়' 'প্রিয়হারা' দেশত্যাগী সন্ন্যাসী' অর্থাৎ কুমার এবং 'ভৈরবিনী' অর্থাৎ রাজকন্যার দীর্ঘ দীর্ঘ প্রলাপোক্তি-পূর্ণ সংলাপে জগৎ সংসার, প্রেম সাধনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কবির চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে। 'অরুণ ভাতিতে'ও প্রেমিক চিত্তের বৈকল্য প্রদর্শনেই কবির সমধিক আগ্রহ। আধুনিক কাহিনী কাব্যের অনুরূপ সর্গবন্ধে কাব্য রচনা না করে, মধ্যযুগীয় কাহিনী-কাব্যের ভঙ্গিতে কবি শিরোনামা দিয়ে পরিচ্ছেদের বিষয় নির্দেশ করেছেন। 'কিরণপ্রভার' পাত্রপাত্রী হিন্দু, অরুণভাতির পাত্রপাত্রী মুসলমান হলেও হিন্দু 'ছদ্মনামে' ভূষিত।

প্রথম-কাব্যে 'উদাসীর' কবিতাগুলোতে দুটি ভাবের পাশাপাশি প্রকাশ ঘটেছে। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত প্রেমের বিফলতা থেকে কবি মানবীয় প্রেমে আস্থা হারিয়ে সংসারত্যাগী উদাসী 'হামিদ বাউরের' সজ্জা নিয়েছেন এবং বিশ্ব স্রষ্টার কাছে শরণ প্রার্থনা করেছেন। দ্বিতীয়, স্বজাতি ও স্বদেশহিত কামনায়ও তিনি আন্দোলিত এবং এ-ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই কবির প্রার্থিত; যদিও সঙ্গে সঙ্গেই কবি 'স্বরাজ দৃষ্টি' ও 'রাজতুষ্টি' বিধান কামনা করেছেন এবং বলেছেন 'ধন্য রুল

---

৩৭. করিমন্নেসা খানম চৌধুরানীর অর্থানুকুল্যে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত। প্রথম-প্রকাশ শ্রাবণ ১২৯৩ (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে)। '১২৯৬ সালে ইহার নাম আহমদী ও নবরত্ন'— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাময়িক পত্র', দ্বিতীয়-খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা পৃ ৪৪৯ দ্রষ্টব্য।

৩৮. ভূমিকার শেষে মুদ্রিত তারিখ '২২শে শ্রাবণ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ' গ্রন্থ শেষে ১৩০৭ বঙ্গাব্দ ১৫ই আষাঢ়—১৩১৭ হিজরী ১লা...আউয়াল ১৯০০ খৃঃ অ—২৯শে জুন, শুক্রবার...খণ্ড 'উদাসী'র মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত হইল।

৩৯. আমার দেখা আখ্যাপত্রহীন গ্রন্থটির সংখ্যা ৫০৪ + ১২ + ১ ॥ + ৪

www.pathagar.com

ব্রিটানিয়া'।[৪০] কাব্যের বিষয় নির্বাচনে এবং ভাব প্রকাশের পদ্ধতিতে নবীন সেনের 'কবিতাবলীর' প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

'উদ্বোধন' কবিতায় কবি লক্ষ্য করেছেন যে, দেশের দুরবস্থা সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নয় : হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থা একই রকম :

ভূত প্রেত টানি খায় পথে গড়াগড়ি যায়
এক সঙ্গে সৈয়দ বামণ।[৪১]

এবং যাঁরা দেশের আশা-ভরসাস্থল তাঁরাও উদাসীন :

"হেমের" হৈমন্তি বাস "নবীনের" ডিপ্‌টী ফাস
"রবীন" চুটকী গায় ঘরে।
"দত্ত" পদে মত্ত হল, "আমীর" ওমরই নিল
"সুরেন" সুধুই বকি মরে।...
"সৈয়দ" কাঁদিয়া গেল মরে।[৪২]

অবশ্য এঁদের কারো, যেমন রবীন্দ্রনাথ ও রমেশ দত্ত, সম্পর্কে কবির মত পরিবর্তিত হয়েছে।[৪৩]

কবি বলেছেন, দেশের 'হনুদ যবনের' 'বৃথা পোড়া অহঙ্কার ছাই'। রাজস্থান, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, মালাবার, মারাহাট্টা, কচ্ছ, আজমীর, 'তুচ্ছ উদরের তরে' 'মজুরীর শৃংখল গলায়' নিয়েছে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ মুরশিদাবাদের একই দৃশ্য। বিলাস ব্যসনে 'ইসলামের করিল পতন'। 'মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম ভাই'রাও বিভ্রান্ত—

আদি সমাজের ট্রাষ্টি নিস্তেজ ঠাকুর গুষ্টি
মহর্ষির বাঁচা হল ভার
কোরাণ পুরাণ নাই যাহা ইচ্ছা করে তাই
সুনব্য সাহেবী অবতার।

---

৪০. "উদ্বোধন", 'উদাসী,' পৃ ১
৪১. 'ঐ,' পৃ ২
৪২. 'ঐ,' পৃ ৩, ৬
৪৩. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য, পৃ ১।-১।৶

'দেশের অতি পুণ্য ফলে অতিশয় তরুণ বয়সে দেবতার ঘরে দেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।...রবীন্দ্রনাথের লিখনী ধন্য হউক ; রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহার কবিত্বের মধুরতা উৎসর্গীকৃত হইয়া দেশের অশেষ উপকার বিধান করুক।"

"ভাগ্যবান রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়....দেশের কল্যাণে আষ্টে পৃষ্ঠে লাগিয়াছেন। সুতরাং 'দত্ত পদে মত্ত হৈল' পুরাতন কথাটা আর এখন খাটিতে চায় না।

www.pathagar.com

তাছাড়া দেশের সর্বাধিক সর্বনাশ করেছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা :

জাতি গত হিংসাদ্বেষ, দ্বেষেতে মজিল দেশ
মুর্গী পাঁঠা লয়ে টানা টানি।
গো মাংসের নামে হায়! পালে পালে কুঁদে ধায়
যথা তথা ঘোর কাটা কাটি।[৪৪]

অন্য একটা কবিতায় 'সর্গ ভ্রষ্ট দেব নরের' লজ্জাজনক আচরণে কবি ব্যথিত :

হায় কি জঘন্য এত মানবের কাজ!
আপন জাতিরে বধে নাহি ধরে লাজ[৪৫]

বিশেষতঃ 'শেষ শয্যায়' জাতি গোত্র ভেদাভেদ থাকবেনা—

নাইত বিভিন্ন ভেদ, কাফের মমিন...
এই খানে কৃষ্ণ জিষ্ণু, এই খানে রাম
এই খানে ছোলেমান এই খানে দারা
এই খানে ইসা মুসা শুয়েছেন তাঁরা !!![৪৬]

অতঃপর কবি—'উদ্‌ভ্রান্ত পাষণ্ড প্রেমিক' কবিতায় প্রশ্ন তুলেছেন :

কোন ধর্ম্ম কব ঠিক! কোন ধর্ম্ম সার!
সবেই ত করে স্ব স্ব, ধর্ম্মে গরীমা,[৪৭]

'নভোস্থল' কবিতায় হিন্দু মুসলমান নিজের নির্বুদ্ধিতায় দাসত্ব শৃংখল গলায় পরেছে—এ-কথা আছে—

দেখাইবে পলাশীর রণসজ্জা চাতুরীর—
দেখাবে সে মোসলেমের রবি অস্ত হায়!!...
হনুদ মোসলেমে মিলে নিজ বেড়ি নিজে নিলে
নিজে দিলে কি শৃংখল তুলিয়া গলায় !!

একত্রে সংকলিত কাব্য তিনটির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'উদাসী'ই তুলনামূলক ভাবে সুন্দর। সমাজ সচেতনতা ও আন্তরিক কাব্যানুপ্রেরণার কথা কবি এ-কাব্যে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য 'উদাসী'তে যে দেশহিত কামনার কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ

৪৪. পৃ ৪
৪৫. পৃ ৬৪
৪৬. পৃ ৭৬
৪৭. 'উদ্‌ভ্রান্ত পাষণ্ড প্রেমিক', পৃ ৮৯

www.pathagar.com

প্রকাশ লক্ষ্যগোচর হয় অন্য কাব্য দুটিতে, বিষয়ানুরোধে, তা আর প্রতিফলিত হয় নি। বস্তুতঃ 'উদাসী' কাব্যে প্রকাশিত একটি ভাবেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অন্য কাব্য দুটিতে। কবির মূল মনোভাব গীতিধর্মী। তাই কাহিনী-কাব্য রচনা কালেও তিনি অনুরূপ ভাবাবলম্বী এবং খণ্ড খণ্ড গীতি-কবিতায় একই ভাবের পৌনঃপুনিকতায় নিমজ্জিত। কবিগানের প্রতি তার আগ্রহ[৪৮] এবং কাব্যাঙ্গিকে মধ্যযুগীয় পন্থা অনুসরণ তাঁকে স্পষ্টতঃই যে কবিগোষ্ঠির সগোত্রতা দান করে সমাজ সচেতনতা দেশহিত কামনা ও স্বরাজ দৃষ্টি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ত তা থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন। সমকালীন জাতি ধর্মদ্বেষ দূরীভুত করে সকলের 'প্রেম সম্মিলনের' বাসনা হয়ত তাঁর ছিল এবং সেজন্যই হয়ত তিনি তাঁর কাব্যের মুসলমান নায়ক-নায়িকার হিন্দু নামের কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সীমিত সামর্থ্য তাঁর সব কামনাকে পূর্ণতার মনোহারিত্ব দান করে নি।[৪৯]

---

৪৮. উদাসী পা টী, পৃ ৪৫৭-৫৮, ৪৬০ দ্রষ্টব্য।

৪৯. উদাসী কাব্যের বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য,' (১৯৬৫) বাংলা একাডেমী, দি-স ১৯৬৯

www.pathagar.com

ছয়

ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৭০-১৯৩১) একাধারে স্বাধীনতার অক্লান্ত সৈনিক ও মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি। "তাঁহার সেবাধর্ম, ইসলাম ও মুসলিম-প্রীতি এবং স্বাজাত্যবোধ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি স্বাধীনতার জন্য আজীবন ভারতীয় কংগ্রেসের একজন খ্যাতনামা সদস্য ও জন-নায়করূপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলেও, বিগত বলকান যুদ্ধে তুর্কীর রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া পড়ায় সদলবলে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী কালীন সভাপতি ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারীসহ তুরস্কে গমন করেন (১৯১২)।"[৫০] বস্তুতঃ শিরাজী ইসলামের 'গৌরবময় উত্থান ও শোচনীয় পতনে' মুগ্ধ ও আহত[৫১] বোধ করেছিলেন। এবং তাঁর 'অনল প্রবাহ' কাব্য[৫২] পতিত মুসলমানের জাগরণের আহ্বান বাণী। একদা যে ইসলাম 'অসভ্য খ্রীষ্টানগণে সুসভ্য' করেছিল[৫৩], এমন কি 'ঘোর পৌত্তলিক বঙ্গে' 'আল্লাহুর ধ্বনি' জাগিয়ে ছিল[৫৪], যে ইসলাম 'য়ুরোপার শিক্ষাগুরু, ধরণীর সমুজ্জল মণি'[৫৫] সেই ইসলামের আজ দুর্দিন। আজ 'কুলাঙ্গার বঙ্গমুসলমান,' নিদ্রাতুর, 'স্বাধীনতারত্ন' 'খ্রীষ্টীয় দস্যু' কবলিত। এই নিদ্রার মোহজাল ছিন্ন করে ইসলামের পূর্ব গৌরবের স্মৃতির উজ্জ্বল আলোকে বাঙালী মুসলমানদের জেগে উঠতে হবে। পূর্ব গৌরব বর্ণনা প্রসঙ্গে হিন্দুদের শিক্ষাদাতার ভূমিকায় মুসলমানদের কৃতিত্ব কথা কবি সগর্বে স্মরণ করেছেন:

ভারতে অনার্য আর্য হিন্দুগণে
দিয়া শিক্ষা দীক্ষা পরম যতনে
সভ্য ভব্য করি অনুগত জেনে
শাসিল যাহারা হরষিত মনে।
হেরিয়া যাদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি
হেরিয়া যাদের বীর্য শৌর্য ঋদ্ধি,

---

৫০. মুহম্মদ এনামুল হক, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য,' পৃ ৩১৯

৫১. মুজিবুর রহমান খাঁ, 'দিবাচা' অনল প্রবাহ, তৃ-স সিরাজগঞ্জ ১৩৬০ বৈশাখ।

৫২. প্রথম প্রকাশ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ (১৩০৭ পৌষ)।

৫৩. 'মিসরের অভ্যুত্থানে,' অনল প্রবাহ পৃ ৬০

৫৪. 'বীর পূজা', 'অনল প্রবাহ,' পৃ ৪৮

৫৫. তূর্য ধ্বনি, 'অনল প্রবাহ,' পৃ ৩৪

www.pathagar.com

দেবতা ভাবিয়া সভক্তি অন্তরে
গ্রহি পদধুলি মানব নিকরে
কৃতার্থ ভাবিত স্বকীয় জীবন
তুমি কিরে সেই মোস্লেম নন্দন ?[৫৬]

অবশ্য কংগ্রেস-কর্মী শিরাজী সমকালীন হিন্দুদের অভ্যুত্থান প্রয়াসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল :

সহস্র বর্ষের পতিত দলিত
শতধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত
অই হিন্দু জাতি হয়ে একমত
সাধিতেছে কিবা মহা অভ্যুত্থান।[৫৭]

অন্যত্র :

সহস্র বর্ষের অই
নিপতিত ভীরু হিন্দুগণ
তারাও ধরিবে মূর্তি
ভীম চণ্ড সিংহ সংহনন।...
হের অই হিন্দু জাতি
করিতেছে মহা অভ্যুত্থান
ঘরে ঘরে নরনারী
করিতেছে শক্তি সমাধান।[৫৮]

এ-থেকে অনুপ্রাণিত হবার জন্য তিনি মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন, কেননা 'হিন্দু মুসলমান' উভয়েই 'ভারত সন্তান'।[৫৯] ইংরেজের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশের ফলে 'অনল প্রবাহ' বাজেয়াপ্ত হয় (১৩১৭) এবং কবি কারারুদ্ধ হন।

কবি মিথ্যা মুসলিম কলঙ্ক প্রচারকারী অমুসলিম রচিত উপন্যাসাদি পাঠে ক্ষুব্ধ :

চেয়ে দেখ অই কত হীন দাস
কল্পনার বলে রচি উপন্যাস

৫৬. "মূর্চ্ছনা", 'অনল প্রবাহ' পৃ ৪৩
৫৭. 'অনল প্রবাহ', পৃ ৪
৫৮. 'উন্মোষণা", 'অনল প্রবাহ' পৃ ৬৯, ৭০
৫৯. "আমীর অভ্যর্থনা", 'অনল প্রবাহ' পৃ ১০৯

www.pathagar.com

মিথ্যা কলঙ্কের করিয়া বিন্যাস
করিছে তোদের কত উপহাস
শ্রবণে সে সব নাহি কি বাজে।[৬০]

বস্তুতঃ শিরাজীর ভাষায়: 'নীচমতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রঙ্গলাল' থেকে আরম্ভ করে 'প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক' অবিরত 'বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুণ্ডপাত' করায় 'উপন্যাসের ঘোর বিরোধী 'শিরাজ শেষ পর্যন্ত কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায়' হিন্দু লেখকদের 'চৈতন্য উৎপাদনের জন্য' 'ঐসলামিক তেজঃদীপ্ত অপরাজেয় বজ্রমুখ লেখনী ধারণ' করে 'মুসলমানদের বীর্যপুষ্ট গৌরব মণ্ডিত আদর্শ চরিত্র' সম্বলিত উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন।[৬১]

৬০. 'অনল প্রবাহ', পৃ ৯
৬১. 'রায়নন্দিনী', "উপক্রমণিকা", দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সাত

'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) তাঁর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করেন যে 'ভারতের শুভাশুভ' হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের উপরেই' নির্ভরশীল এবং সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।'[৬২] এই উদ্দেশ্যে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষমূলক রচনার প্রতিবাদ—প্রবন্ধ ও সমালোচনারূপে পত্রস্থ হতে থাকে। হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষাগত পার্থক্য বিরোধের প্রধান কারণ বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে হিন্দুদের মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তারের ফলে তাঁরা মুসলমানদের ঘৃণার চোখে দেখেন। শিক্ষিত মুসলমানরা ঔদাসিন্য ত্যাগ করে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করলে এর প্রতিকার হতে পারে।[৬৩]

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এমদাদ আলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে :

> 'মুসলমান সমাজ বুঝিতে পরিয়াছে, United India-র সুখস্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই রহিয়া যাইবে।..যাহাদের নিকট আমরা অবজ্ঞাত, তাহাদের কাছে কোন কিছু ভাল আশা করা আর আকাশ কুসুম রচনা করা আমাদের পক্ষে একই কথা।...মুসলমান সমাজ সাধে কি কংগ্রেসে যোগ দেয়না।'[৬৪]

এবং তিনি হিন্দুদের নিকট মুসলমানদের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দাবী করেন।[৬৫] পরে তিনি ইংরেজের 'ভেদনীতি'কেই সর্বনাশের কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন[৬৬] হিন্দু-মুসলমানের মহাশক্তি ইংরেজ বৈষম্য দিয়ে প্রতিরোধ করছে বলে তিনি অনুভব করেন।

মূলতঃ সৈয়দ এমদাদ আলী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি-কামী ছিলেন। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ, ইংরেজের ভেদনীতি এবং মুসলমানের সাহিত্য শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা এই সম্প্রীতির অন্তরায়, এবং তিনি এ-সব বিঘ্ন অপসারণ করতে ইচ্ছুক। কখনো কখনো ধৈর্যচ্যুত হলেও তিনি সম্প্রীতি কামনা

---

৬২. 'নবনূর', সূচনা, বৈশাখ ১৩১০

৬৩. 'মুসলমান সমাজে ইতিহাস চর্চা' নবনূর, আষাঢ় ১৩১০

৬৪. 'নবনূর', অগ্রহায়ণ ১৩১০, 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩১০) পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'রাজ সেবায় হিন্দু ও মুসলমান' প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

৬৫. "মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান", 'নবনূর' পৌষ ১৩১০

৬৬. "স্বদেশী আন্দোলন", 'নবনূর' কার্তিক ১৩১২

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নি। বরং তাঁর পত্রিকায় হিন্দু লেখকেরাও মুসলমানদের মর্মবেদনার কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।[৬৭] ফলতঃ সৈয়দ এমদাদ আলীর কবিতায় হিন্দু বিদ্বেষ প্রচারিত হয় নি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ডালি'তে[৬৮] আকবরের সমাধিক্ষেত্র কেন্দ্রিক কবিতা 'সেকান্দ্রা'য় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

পরবর্তীকালেও তিনি সাহিত্য সৃষ্টির সাহায্যে মিলনের কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন; বলেছেন, 'বঙ্গসাহিত্যের দুইধারা হিন্দুর ধারা ও মুসলমানের ধারা গঙ্গা যমুনার মত মিলিত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষা তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করুক'।[৬৯]

৬৭. যেমন নির্মলচন্দ্র ঘোষ, "গোটা দুই কথা", 'নবনূর' মাঘ ১৩১০

৬৮. 'ডালি', ঢাকা ১৩১৯ (১৯১২)

৬৯. "বঙ্গভাষা ও মুসলমান", 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', শ্রাবন ১৩২৫

www.pathagar.com

আট

কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম ১৮৯৯) বাংলা সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে।[৭০]

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতীয় উপমহাদেশে একদিকে সাম্যবাদী চিন্তা তরুণ সমাজের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে[৭১] অন্যদিকে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মঞ্চে হিন্দু-মুসলমানের সাময়িক সম্প্রীতি দানা বেঁধে ওঠে। বাঙালীপল্টন প্রত্যাগত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাজগতে এই উভয় শক্তি, অর্থাৎ সাম্যবাদ ও খিলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন কেন্দ্রীক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই উভয় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, কবি সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে, তাঁর লেখনী চালনা করেন। বস্তুত: বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাম্যবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেন। মুজফফর আহমদ লিখেছেন যে, ১৯২১ সালে তিনি ও নজরুল ইসলাম কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সে সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন।[৭২] সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিবেশে এই সাম্যবাদী চিন্তা একটা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের (হিউম্যানিজম) কল্পনায় কবিকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্রণ তাঁর পূর্ববর্তী সকল কবিদের রচনাপ্রণালী থেকে ভিন্নমুখী।

নজরুলের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা 'খেয়াপারের তরণী'[৭৩] অবশ্য সম্পূর্ণ ইসলামী বিশ্বাস-জাত। কবিতাটি তার সাম্যবাদী চিন্তা গ্রহণের আগের রচনা। সমগ্র কবিতাটির, বিশেষত: 'লা শরিক আল্লাহ'—এই একটি সম্পূর্ণ আরবী

---

৭০. নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'সওগাত', ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) গ্রন্থে সংকলিত।

৭১. মুজফফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ পৃ ২৮৩ ২৯৪, ২৯৯—৩০০ দ্রষ্টব্য।

৭২. 'ঐ', পৃ ২৯৯—৩০০

৭৩. 'মোসলেম ভারত', শ্রাবণ ১৩২৭ (১৯১৯) পৃ ২১৭—২৮ 'অগ্নি-বীণা' 'নজরুল রচনাবলী', প্রথম-খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ ৪৩—৪৪

www.pathagar.com

বাক্যের অবলীলাক্রম ব্যবহারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সমকালীন কবি মোহিত লাল মজুমদার।[৭৪]

তবে নজরুল-সম্পাদিত সান্ধ্য দৈনিক 'যুগবাণীর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীতে (১৯২০ সালে লিখিত) নজরুল মানসের যথার্থ পরিচয় মেলে।[৭৫]

নবযুগ প্রবন্ধে তিনি বলেন—

> এস ভাই হিন্দু। এস মুসলমান। এস বৌদ্ধ। এস ক্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সব গণ্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না।[৭৬]

অন্যত্র, সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি লক্ষ্য করে তিনি বলেন—

> এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ ক্লেশ, অনেক ব্যাথা বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই।[৭৭]

অন্যত্র, কবির মতে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্যতন অন্তরায় হিন্দুর ছুৎমার্গ, এই 'ছুৎমার্গে'র বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন:

> "হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগন তলের সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া—মানব!—তোমার কণ্ঠের সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি, 'আমার মানুষ ধর্ম'। দেখিবে, দশদিকে সার্ব্বভৌমিক সাড়া আকুল স্পন্দন কাঁদিয়া উঠিতেছে। মানবতার এই মহাযুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শুদ্র নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ—তুমি সত্য।"[৭৮]

---

৭৪ "একখানি পত্র,' 'মোসলেম ভারত', ভাদ্র ১৩২৭, দ্রষ্টব্য, গ্রন্থপরিচয়, 'রচনাবলী': ১, পৃ ৭২৬-২৭

৭৫. কিছু সম্পাদকীয় 'যুগবাণী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৯২২ সালে। গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

৭৬. 'নজরুল রচনাবলী.' ১ম খণ্ড, পৃ ৬১৩—১৪

৭৭. 'ডায়ারের স্মৃতি স্তম্ভ," 'যুগবাণী,' নজরুল রচনাবলী' ১ম খণ্ড পৃ ৬২১

৭৮. "ছুৎমার্গ," 'ঐ' পৃ ৬৩২—৩৩

www.pathagar.com

এই মানবতার শক্তির জাগরণের অসামান্য কাব্যরূপ তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা ;[৭৯] সেখানে রণক্লান্ত বিদ্রোহী কেবল তখনই শান্ত হবে—

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—[৮০]

"বিদ্রোহী" কবিতায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্য থেকে আহরিত শব্দ, উপমা, রূপক ও বাকভঙ্গি তাই এত অনায়াসে মিশে গেছে। একই নিঃশ্বাসে কবি তাই উচ্চারণ করেন—

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার
আমি পিণাক পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশংখ, আমি প্রণদনাদ প্রচণ্ড।

খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টি তুরস্কের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। এ-সময় কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে নব্যতুরস্কের জাগরণ ঘটে। কামালের বৈপ্লবিক ইসলামের আদর্শ কাজী নজরুল ইসলামকে অভিভূত করে। তিনি ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' "কামাল পাশা" কবিতা[৮১] এবং ১৩২৯ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় "কামাল" প্রবন্ধ লেখেন। এই বৈপ্লবিক ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবিতা রচনার সমকালেই নজরুল বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শের উদ্বোধক কবিতা "রক্তাম্বরধারিণী মা" "আগমনী" প্রভৃতি রচনা করেন।

১৯২২ সালের অক্টোবরে নজরুলের প্রথম-কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থে সংকলিত ১২টি কবিতার মধ্যে শেষ সাতটি "কামাল পাশা," "আনোয়ার," "রণভেরী," "শাত-ইল-আরব," "খেয়াপারের তরণী," "কোরবানী," "মোহররম" মুসলিম আদর্শজাত। প্রথম পাঁচটির মধ্যে তিনটি কবিতা "প্রলয়োল্লাস," "রক্তাম্বর

---

৭৯. প্রথম প্রকাশ 'বিজলী' ২২শে পৌষ ১৩২৮। 'মোসলেম ভারত', ২য় বর্ষ, ১ম-খণ্ড, ৩য় সংখ্যায় ও 'প্রবাসী' ২১ ভাগ, ২য়-খণ্ড, ৫র্থ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। রচনাকাল ১৯২১-এর ডিসেম্বর, দ্রষ্টব্য : মুজফফর আহমদ, 'পূর্বোক্ত,' পৃ. ২৯৯

৮০. 'অগ্নিবীণা,' নজরুল রচনাবলী,' প্রথম-খণ্ড, পৃ. ১২

৮১. 'ঐ' পৃ ২২—৩৩

www.pathagar.com

ধারিণী মা," "আগমনী" বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শজাত এবং "বিদ্রোহী" ও "ধূমকেতু" হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্যের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগযুক্ত, সাম্যবাদী আদর্শজাত। কিন্তু লক্ষণীয় যে সবগুলো কবিতাই প্রকৃতপক্ষে নজরুলের নিজস্ব ভঙ্গির, মানবতার জাগরণের, কবিতা। বিষয়বস্তু হিন্দু বা মুসলিম যাই হোক না কেন, মানবতার উদ্বোধনই কবির বিশেষ লক্ষ্য।

"প্রলয়োল্লাস"[৮২] কবিতায় শিবের প্রলয় নৃত্যের ছবিটি খুবই স্পষ্ট:

দ্বাদশ রবির বহ্নি—জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়।
বিন্দু তাহার নয়ন জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল তলে
বিশ্বমায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর"।[৮৩]

কিন্তু শিবের প্রলয় নৃত্যের ছবিটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীক রূপে। এবং তাই কবিতার শেষাংশে কবি তার মূল বক্তব্যটি বলেন—

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।[৮৪]

"রক্তাম্বরধারিণী মা" কবিতারও একই বক্তব্য। চণ্ডীর প্রলয়ঙ্করী মূর্তি এঁকে কবি শেষ পর্যন্ত বলেন—

শ্বেত-শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বরধারিণী মা
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।[৮৫]

"আগমনী"[৮৬] কবিতাতেও শিব-দুর্গার ছবির নেপথ্যে কবির মূল বক্তব্য হচ্ছে—

---

৮২. "প্রলয়োল্লাস" প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯। 'রচনাবলী': ১, পৃ ৫—৭
৮৩. 'ঐ' পৃ ৬
৮৪. 'ঐ' পৃ ৭
৮৫. 'ঐ' ঐ, পৃ ১৪
৮৬. ঐ, পৃ ১৪—১৮, প্রথম প্রকাশ 'উপাসনা' আশ্বিন ১৩২৮, "গ্রন্থ পরিচয়" দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ
দশদিকে তার দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ
পদতলে লুটে মহিষাসুর
মহামাতা ঐ সিংহবাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে
শাশ্বত নহে দানব শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর।[৮৭]

লক্ষণীয় যে, এই বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ-কবিতায় কবি 'বন্দেমাতরম'-মন্ত্র পর্যন্ত উচ্চারণ করেছেন।

অল্প পরবর্তীকালে রচিত 'ধূমকেতুর'[৮৮] সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলীতে[৮৯] সন্ত্রাসবাদী চিন্তার পুনরাবর্তন ঘটে। বিশেষত 'মেয় ভূয়া হুঁ' প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদীদের ছিন্নমস্তা চণ্ডীর কল্পনা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। 'ধূমকেতুর' মামলায় নজরুল কারারুদ্ধ হন। তাঁর বিখ্যাত "রাজবন্দীর জবানবন্দী" এই মামলার সময় আদালতে পেশ করা হয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন কেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অল্পকালের মধ্যেই এ-সম্প্রীতিতে ভাঙ্গন ধরে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সর্বাধিক ব্যথিত করে। "১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল মুতাবিক ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ২৯শে চৈত্র শুক্রবার কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সেই উপলক্ষে নজরুল ইসলাম ২৬শে আগষ্ট তারিখের সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে 'মন্দির ও মসজিদ' এবং ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের 'গণবাণী'তে 'হিন্দু-মুসলমান' লেখেন।"[৯০] 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

"মারো শালা যবনদের!" "মারো শালা কাফেরদের!"
—আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম—তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান

৮৭. 'ঐ' পৃ ১৭
৮৮. ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।
৮৯. 'দুদিনের যাত্রী' নামে কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়। সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন। 'রচনাবলী' : ১ দ্রষ্টব্য।
৯০. রচনাবলী : ১ (গ্রন্থপরিচয়) পৃ ৭৪১

www.pathagar.com

পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে,—"বাবা গো, মাগো!"—মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।

দেখিলাম, হত আহতদের ক্রন্দনে মসজিদে টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।

মন্দির-মসজিদের ললাটে লেখা এই রক্তকলকরেখা কে মুছিয়া ফেলিবে, বীর।[৯১]

'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি বলেন—

> হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব, দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়ত পণ্ডিত্ব! তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি! আজ যে মারামারিটা বেঁধেছে সেটাও এই পণ্ডিত—মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়।..
>
> অবতার পয়গম্বর কেউ বলেনি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানদের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমি মানুষের জন্য এসেছি—আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বললে খ্রীষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ—মুহম্মদ—খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি! আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরুছাগল নিয়ে করে।[৯২]...

তিনি দেশের তরুণ সমাজকে উদার মানবতার উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের উর্ধে ওঠার আহ্বান জানান।[৯৩]

এই দাঙ্গার পরিবেশেই, ১৯২৬ সালের কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী গান রূপে তিনি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' রচনা করেন। এ-গানে তিনি

---

৯১. 'রুদ্র মঙ্গল,' 'রচনাবলী,' ১, পৃ ৭০১

৯২. 'ঐ' পৃ ৭০৭

৯৩ 'ঐ' পৃ ৭০৫ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

পুনরায় বলেন—

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
"হিন্দু না ওরা মুসলিম!" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন!
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।[১৪]

বস্তুতঃ মানবতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য ভাবনার এক প্রধান অংশ জুড়ে আছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা। মনে রাখা দরকার, সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন। উভয় ঐতিহ্য থেকে অবলীলাক্রমে তিনি বিষয়, উপমা, রূপক, বাকভঙ্গি প্রভৃতি আহরণ করেছেন। তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কালী-কীর্তন[১৫] রচয়িতা, তেমনি অন্যদিকে তিনি বাংলা ইসলামী গানের[১৬] প্রবর্তক ও কাব্যে আমপারা,[১৭] মরুভাস্কর[১৮] প্রভৃতি প্রণেতা। কোন কোন ক্ষেত্রে কালী-কীর্তন ও না'ত রচনায় তিনি প্রায় তুলনীয় চিত্রকল্প রচনা করেছেন। যেমন—তাঁর একটি বিখ্যাত কালী-কীর্তন আছে—

আমার কালো মেয়ের পায়ের নীচে
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন ॥
আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটু খানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন ॥[১৯]

---

১৪. 'সর্বহারা,' 'সঞ্চিতা,' ৯ম সংস্করণ, ডি, এম, লাইব্রেরী পৃ ৬৫
১৫. 'রাঙাজবা,' কলিকাতা ১৯৬৬
১৬. জুলফিকার, দ্বি-স, নলেজ হোম, কলিকাতা ১৩৫৯
১৭. 'কাব্যে আমপারা,' প্র-স, কলিকাতা ১৩৩৩, তৃ-প কলিকাতা ১৯৫৬
১৮. 'মরু ভাস্কর,' ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৪
১৯. বনগীতি, দ্বি-স, নলেজ হোম ১৩৬৯, পৃ ৬৮

www.pathagar.com

এবং তাঁর একটি অতি পরিচিত না'তে আছে—

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।।
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে।[১০০]

বস্তুতঃ নজরুল মানস বিশ্লেষণে এর কোনটিই কম মূল্যবান নয়। নজরুল-মানসে হিন্দু ও মুসলমান বৈপরীত্যের দ্যোতক না হয়ে পরিপূরক হতে পেরেছে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার ফলে। হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী গান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' যে-গ্রন্থে মুদ্রিত হয় সেই 'সর্বহারাতেই' সাম্যবাদ বিষয়ক তাঁর অনেক কবিতা সংকলিত হয়। এ-গ্রন্থের 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি বলেন—

গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।[১০১]

কবির মতে, মানুষের 'হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই'[১০২] এবং ঈশ্বরকে পেতে হলে 'শাস্ত্র না ঘেটে ডুব দাও সখা, সত্যসিন্ধু জলে'[১০৩] কেননা

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।[১০৪]

শুধু ধর্মীয় ব্যবধান নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল বৈষম্য বিলোপের সম্ভাবনাপূর্ণ দিনের কল্পনা করেন কবি—

আজ নিখিলের বেদনা আর্ত পীড়িতের মাখি খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।

... ...

---

১০০. জুলফিকার, পৃ ৩৫
১০১. সাম্যবাদী, 'সর্ব্বহারা,' 'সঞ্চিতা' পৃ ৭৫
১০২. 'ঐ', পৃ ৭৬
১০৩. ঈশ্বর, 'ঐ' পৃ ৭৭
১০৪. মানুষ, 'ঐ', পৃ ৭৭

www.pathagar.com

সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোন এক মিলনের বাঁশী।[১০৫]

পরবর্তী গ্রন্থ ফণি-মনসায়, ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় রচিত,[১০৬] তাঁর 'পথের দিশা' কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এ-কবিতায় তিনি বলেন—

মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার
রে অগ্রদূত, ভাঙ্গতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়।[১০৭]

একই গ্রন্থে মুদ্রিত 'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় তিনি কিছু আশার ইংগীত দেখতে পান—

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দিরচূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয় কেতন উড়া।
ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন, স্বর্ণ লঙ্কা পুড়া।[১০৮]

এবং 'ফণি মনসাতে'ই সংকলিত নজরুলের বিখ্যাত গান 'অন্তর—ন্যাশন্যাল সঙ্গীতে' তিনি বলেন—

আদি শৃংখল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙ্গিব এবার।
ভেদি দৈত্য কারা
আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবেনা আর পর-পদ-আনত।।[১০৯]

---

১০৫. কুলি মজুর, 'ঐ', পৃ ৮৯
১০৬. শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অগ্রদূত' পত্রিকার জন্য লিখিত।—মুজফফর আহমদ, 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে : স্মৃতিকথা', বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী ১৩৬৬, পৃ ১০৮
১০৭. 'ফণি মনসা' 'সঞ্চিতা' পৃ ১২০
১০৮. 'ঐ" পৃ ১২৩
১০৯. 'ঐ', পৃ ১১৮
১১০. 'ঐ'

www.pathagar.com

কবির বিশ্বাস—

নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে।[১১০]

তাই তিনি বলেন—

শোন অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ।[১১১]

বস্তুতঃ সাম্যবাদের অনুপ্রেরণা ও মানবতাবোধজাত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি কামনা নজরুল-মানসের এক বিশিষ্ট প্রধান অংশ।

১১১. সাম্যবাদী, 'সর্বহারা', 'সঞ্চিতা' পৃ ৮৯

www.pathagar.com

উপসংহার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সিপাহী বিদ্রোহোত্তর কবি ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলাল থেকে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কবি কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকার করে আছে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে এই ভূমিকার তাৎপর্য বিশ্লেষণেরই চেষ্টা করা হল। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রতিফলিত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সমকালীন বাংলাদেশে ঐ-সম্পর্কের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের বার্তাবহ। তাই একালের প্রধান অপ্রধান প্রায় সকল কবির রচনাতেই এ-সম্পর্কের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আর একালের কোন কোন রচনা সাহিত্যিক উৎকর্ষমণ্ডিত না হলেও সকল রচনাই যে তাৎপর্যপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন :

> সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অন্য সম্প্রদায় বা ধর্ম বিশেষের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালান, কোনও জাতির ঐতিহাসিক চরিত্রকে বা কোনও ধর্মাবলম্বীর সম্মানিত পুরুষদের হীন বা বিকৃত করা। দেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মূলে এই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। দুঃখের সঙ্গে আমি বলতে বাধ্য যে, বাংলার হিন্দু লেখকেরা এর সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকরা গালির বদলে গালি শুরু করেন। এর জন্য অবশ্য ব্রিটিশের ভেদনীতি ছিল অনেকটা দায়ী।[১]

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের আলোকে আলোচ্যকালের বাংলা কাব্য প্রধানতঃ দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এক, ১৮৫৭ থেকে ১৯০৪, এবং দুই, ১৯০৫ থেকে ১৯২০।

প্রথম পর্যায়ে, ইংরেজী শিক্ষা লাভের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুরা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। জমিদারী এ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তের হিন্দুরা স্বার্থসংরক্ষণের যে রকম সুযোগ পেয়েছিলেন, শিক্ষা ও সামর্থ্যে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের সামনে সেরকম সুযোগ ছিল না।

এ-কালের শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত রচিত বাংলা কাব্য থেকেই আধুনিক বাংলা কাব্যের সূত্রপাত। বস্তুত: খণ্ড-কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত ও কাহিনী-কাব্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা।

---

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, 'আমাদের সমস্যা', রেনেসাঁ পাবলিকেশনস, ১৯৪৯, পৃ ২৩—২৪

www.pathagar.com

যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরগুপ্ত প্রাচীন ও নবীন উভয় যুগকেই একসঙ্গে ধরতে চেয়েছেন। একদিকে তিনি রক্ষণশীল কবি, তিনি হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচারনিষ্ঠ এবং বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও ইয়ং বেঙ্গল-বিরোধী, প্রাচীন কবি জীবনী রচয়িতা ও সংগ্রাহক। অন্যদিকে তিনি নবীন কবি গোষ্ঠীর উৎসাহদাতা সম্পাদক। তাঁর স্বদেশানুরাগ অবিচল রাজভক্তির সূত্রে বাঁধা। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সিপাহীবিদ্রোহ-কেন্দ্রিক রচনাবলী ও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় সিপাহী বিদ্রোহ মুসলমানের অপকীর্তি বলে চিত্রিত। এবং ঈশ্বরগুপ্ত বাঙালী হিন্দুর রাজভক্তি প্রমাণেও সদাব্যগ্র।

গুপ্ত কবির শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কাহিনী-কাব্যের প্রথম কবি। যদিও ভাবধর্মে ও কবিকর্মে আধুনিক যুগলক্ষণকে অনুধাবন করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তবু বাংলা কাহিনী-কাব্যের মধ্যযুগীয় স্বভাবের প্রথম প্রধান পরিবর্তন হয় তাঁরই হাতে। দৈবশাসিত পৌরাণিক অথবা কাল্পনিক প্রণয় কাহিনীর বদলে তিনি টডের 'রাজস্থান' কাহিনী থেকে 'ইতিহাসে'র গল্প আহরণ করে, স্বাধীনতার কামনা ও দেশ-প্রীতির প্রলেপ দিয়ে, তা বর্ণনা করেন। কাব্যমূল্যে অসাধারণ কিছু না হলেও, রাজস্থান কাহিনীতে হিন্দু জাগরণের প্রেরণা সন্ধান এবং কাহিনী-কাব্যে স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের সংযোজন—এই দুই কারণে, তা মূল্যবান বলে আদৃত হয়। কিন্তু রঙ্গলাল যে গ্রন্থ অবলম্বন করেছিলেন সেই রাজস্থান প্রণেতা কর্ণেল টডের রাজপুত-প্রীতি ও মুসলিম-বিদ্বেষ বর্তমানে সুবিদিত। তাই মূলকাহিনীর ভুল শিক্ষা এবং স্বীয় জ্ঞান ও বিচারশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য রঙ্গলাল রাজপুতবীরের গৌরব বৃদ্ধির আশায় প্রতিপক্ষ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলিম চরিত্রকে অত্যন্ত হীনবর্ণে চিত্রিত করেন। স্মর্তব্য যে, টডের প্রত্যক্ষ অনুসরণের অংশ ছাড়াও রঙ্গলালের নিজস্ব মুসলিম-বিদ্বেষের পরিচয়ও পদ্মিনী উপাখ্যানে বর্তমান। ফলে, খণ্ড-কবিতা ও কাহিনী-কাব্য উভয় ক্ষেত্রেই মুসলিম-বিদ্বেষের চিত্র সংবলিত রচনা দিয়েই আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা হয়।

রঙ্গলালের সমকালে, আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান উদগাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেন বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের নবজাগণের মহাকাব্য: 'মেঘনাদবধ'। স্মর্তব্য যে, মধুসূদনের কাব্যে মুসলিম-বিদ্বেষ বা অনুরূপ ক্ষুদ্রবুদ্ধির ছাপ অনুপস্থিত। অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্তের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাবার জন্য, মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারের কল্পনা মধুসূদনের আদৌ মনে আসেনি।

মধুসূদনের পরবর্তী কবিদের সামনে তাই দুটো আদর্শ ছিল। একদিকে ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালের মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারের আদর্শ, অন্যদিকে, মধুসূদনের উদার

www.pathagar.com

মানবতার আদর্শ। লক্ষণীয় যে, পরবর্তী কবি হেমচন্দ্র, নবীন সেন, দুর্গাদাস সান্যাল বা প্রসন্নকুমার নাগ রঙ্গলালকে অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন।

উপরন্তু এ-সময় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলা, গো-হত্যা নিবারণী সভা, শিবাজী উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে একদিকে হিন্দু জাতীয়তা, অন্যদিকে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারিত হয়েছে। এ-কালের হিন্দুর চোখে জাতীয়তা ও হিন্দু-জাতীয়তা সমার্থক ছিল।

অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহ থেকে ওয়াহাবী আন্দোলন পর্যন্ত, মুসলমান সমাজের এক প্রধান অংশ ইংরেজ-বিরোধী কার্যাবলীতে লিপ্ত ছিল। ১৮৭০-এ ওয়াহাবী আন্দোলন দমনের পর, মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশে নওয়াব আবদুল লতিফ ও উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকেন। সরকারী নীতির পরিবর্তনের ফলে ১৮৭৭ সালের আলিগড় এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী, আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী, ওসমান আলী প্রমুখ এ-কালে মুসলমান লেখকেরা সকলেই হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী। এ-কালে ইসমাইল হোসেন শিরাজী মুসলমানদের জাগরণের কাব্য 'অনল প্রবাহ' রচনাকালে হিন্দু ঔপন্যাসিকদের মুসলিম-বিদ্বেষের নিন্দা করেন। স্মর্তব্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিম-বিদ্বেষপূর্ণ উপন্যাস 'আনন্দমঠ' প্রথমে 'বঙ্গদর্শনে' (১৮৮০) ও পরে গ্রন্থাকারে (১৮৮২) প্রকাশিত হবার কিছু পরে টাঙ্গাইল থেকে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী পত্রিকা 'আহমদী' প্রকাশ করেন (১৮৮৬), ১৮৮৭ সালে মাগুরা, যশোর থেকে মুনশী গোলাম কাদের সম্পাদিত 'হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিনী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এবং পর বৎসর (১৮৮৮) মীর মশাররফ হোসেন লেখেন 'গোজীবন'। তিলক যে বছর শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন, সে বছরই (১৮৯৫) কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের হিন্দু ঐতিহ্য-কথা-পূর্ণ 'কথা ও কাহিনী' (১৮৯৯) এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) 'হাসির গান' (১৯০০) ও 'মন্দ্রের' (১৯০২) সমকালে প্রকাশিত হয় ওসমান আলীর 'দেবলা' (১৯০১) কাব্য। রবীন্দ্রনাথের শিবাজী উৎসব কবিতা প্রকাশের বছরেই প্রকাশিত হয় ওসমান আলীর 'আলোক সভা' ও কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' (১৯০৪)।

এ-কালের রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কংগ্রেস ইংরেজের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৫ পর্যন্ত এর নেতৃত্বভার

www.pathagar.com

নরমপন্থী উচ্চবিত্ত হিন্দুদের হাতেই থাকে, তবে ১৮৯০ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে এই নরমপন্থী নেতৃত্বের ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা করে। এ-সময় কংগ্রেসের নেতৃত্বভার ক্রমশঃ তিলক, বিপিন পাল, লালা লাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ উগ্রপন্থী নেতাদের হাতে চলে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার জন্য হিন্দু সমাজের দৃষ্টি মুসলমান সমাজের উপর পড়ে এবং হিন্দু সাহিত্যিকেরা মুসলমানদের সমর্থনের আশায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রচারক রচনাবলী লিখতে শুরু করেন। যে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সালে "শিবাজী উৎসব" কবিতা লিখে 'একধর্মরাজ্যে'র স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনিই মুসলমান গাড়োয়ানের হাতে রাখী বাঁধতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু সমস্ত প্রয়াসের কৃত্রিমতা অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেন। বস্তুত: তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান কেবল 'স্বতন্ত্র' নয় 'বিরুদ্ধ'ও এবং হিন্দু-মুসলমানে 'ঐক্য' অপেক্ষা 'সমকক্ষতা' জরুরী। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজে এই চিন্তা তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি। বরং স্বদেশী আন্দোলনের সমকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাঙালী হিন্দু-যুবসমাজে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সত্ত্বেও স্মর্তব্য যে, সন্ত্রাসবাদীদের হিন্দুত্বের অন্ধ গোঁড়ামি ও মুসলিম-বিদ্বেষের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অধিকতর অবনতি ঘটে। উপরন্তু, কংগ্রেসে বরাবরই মুসলিম-স্বার্থ উপেক্ষিত হতে থাকে।

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী শিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম ও তাঁদের প্রভাবও ছিল নগণ্য; এ-সময় ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বরে ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। বঙ্গভঙ্গের কালে প্রকাশিত মুসলমান কবিদের কোন কোন রচনায় মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারক হিন্দু সাহিত্যিকদের ও হিন্দু সমাজের সমালোচনা করা হয়। সৈয়দ আবুল হোসেন ও গোলাম হোসেনের কাব্য এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এমন কি, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকামী মীর মশাররফ হোসেনের মনোভঙ্গিও পবিবর্তিত হয়। পাশাপাশি নবনূর সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী ও অন্যান্যের হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী প্রচেষ্টার কথাও মনে রাখা দরকার। অবশ্য কখনো কখনো হিন্দু সমাজের আচরণে সৈয়দ এমদাদ আলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। তবে, তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ইংরেজের ভেদনীতির ফল। এবং কাব্যে তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচারক।

১৯১১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত এবং ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। দু'বছর পর, ১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ।

www.pathagar.com

১৯১৬ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' বাংলা কাব্যের নতুন যুগের সূচনা করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে ৪৯ নং বাঙালী পল্টন প্রত্যাগত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম বয়ে আনেন নতুন যুগের বাণী। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ ও খেলাফৎ আন্দোলন-কেন্দ্রিক সাময়িক রাজনৈতিক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিবেশে নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন। সাম্যবাদ ও হিউম্যানিজমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ নজরুলের কাব্যে তাই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথাই ধ্বনিত হয়। আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ঐতিহ্য থেকে সম-দক্ষতায় কাব্যের উপাদান আহরণ করেন। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস ও লীগে বিরোধ দেখা দেয়। কংগ্রেসের পৌনঃপুনিক অসহযোগিতমূলক মনোভাব ছাড়াও এই আন্দোলনের হিন্দু চরিত্র সমর্থনে গান্ধীজীর অবিরাম চেষ্টায় মুসলমানেরা কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারাতে থাকে। এ-সময় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হতে থাকে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেসী নেতাদের হিন্দু মনোভাব আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের সামনে তখন স্বতন্ত্র-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ, পাকিস্তান আন্দোলন, এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের সর্বপ্রধান বিষয়ে পরিণত হয়।

এ-কালের বাংলা কাব্যে নজরুল ইসলামের প্রভাব দ্বিবিধ। একদিকে তাঁর আদর্শে, একদল কবি মানবতাবাদী ও সাম্যবাদী চিন্তাকে গ্রহণ করেন, অন্যদিকে কামাল আতাতুর্ক-এর বৈপ্লবিক ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তাঁর কবিতাবলী ও ইসলামী গান 'পাকিস্তান আন্দোলনে'র কবি সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—১

কালক্রম

১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ। সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্তের গদ্য পদ্য রচনার মধ্য দিয়ে সমাজসচেতন আধুনিক বাংলা কবিতার সূত্রপাত। কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

১৮৫৮ পদ্মিনী উপাখ্যান (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) ; কোম্পানীর হাত থেকে ইংলণ্ডেশ্বরীর ক্ষমতা গ্রহণ।

১৮৫৯ বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আত্মপ্রকাশ : শর্মিষ্ঠা নাটক।

১৮৬০ মধুসূদনের প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

১৮৬১ মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক (মধুসূদন), ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট।

১৮৬২ কর্ম্মদেবী (রঙ্গলাল), বীরাঙ্গনা কাব্য (মধুসূদন)

১৮৬৩ ক্যালকাটা মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা (নওয়াব আবদুল লতিফ)।

১৮৬৪ বীরবাহু কাব্য (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১৮৬৫ দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

১৮৬৬ স্যার সৈয়দ আহমদের ট্রানস্লেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী (মধুসূদন)।

১৮৬৭ হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা (জাতীয়তা = হিন্দুজাতীয়তা)।

১৮৬৮ শূরসুন্দরী (রঙ্গলাল)।

১৮৬৯—৭২ লর্ড মেয়োর রিফর্ম।

১৮৬৯ রত্নবতী উপন্যাস (মীর মশাররফ হোসেন)।

১৮৭১ 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্স' (হাণ্টার), সুরধুনী কাব্য (দীনবন্ধু), অবকাশ রঞ্জিনী ১ম খণ্ড (নবীন সেন)।

১৮৭৩ মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী রেজ্যুলেশন, আবদুল লতিফের চেষ্টায় হিন্দু কলেজের প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর। বসন্তকুমারী নাটক, গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু, জমিদার দর্পণ নাটক (মীর মশাররফ হোসেন)।

www.pathagar.com

১৮৭৫ পলাশীর যুদ্ধ (নবীন সেন), মহামোগল কাব্য প্রথম-খণ্ড: ঔরঙ্গজেব (দুর্গাচন্দ্র), কবিতাবলী (হেমচন্দ্র)।

১৮৭৬ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। মহামোগল দ্বিতীয় খণ্ড: শিবাজী (দুর্গাচন্দ্র), কবি কাহিনী (দীনেশচরণ বসু)।

১৮৭৭ মহামোগল তৃতীয়-খণ্ড : জয়সিংহ (দুর্গাচন্দ্র)।

১৮৭৮ অবকাশ রঞ্জিনী দ্বিতীয়-খণ্ড: (নবীন সেন), কবিতা পুস্তক (বঙ্কিমচন্দ্র)।

১৮৭৯ যামিনী প্রভাত (ধীরেন্দ্রনাথ পাল)।

১৮৮০ রঙ্গমতী (নবীন সেন)। বঙ্গদর্শনে 'আনন্দমঠ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু।

১৮৮২ দয়ানন্দ স্বরস্বতীর গোহত্যা নিবারণী সভা। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ নবীনসেনের ত্রয়ী কাব্য পরিকল্পনা, আর্যগাথা (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

১৮৮৩ রাজপুতাঙ্গনা কাব্য (প্রসন্ন কুমার নাগ)।

১১৮৪ বঙ্গের বীরপুত্র (যোগেন্দ্রনাথ)।

১৮৮৫ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৬ রৈবতক (নবীন সেন), আহমদী (আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী সম্পাদিত হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী পত্রিকা, টাঙ্গাইল)।

১৮৮৭ বঙ্গদর্শনে 'আনন্দ মঠ' প্রকাশ আরম্ভ। সঙ্গীতলহরী (মীর মশাররফ হোসেন), হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী মাসিক পত্রিকা (মুন্সী গোলাম কাদের সম্পাদিত, মাগুরা, যশোর)।

১৮৮৮ গো-জীবন (মীর মশাররফ হোসেন)।

১৮৯২ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট।

১৮৯৩ কুরুক্ষেত্র (নবীন সেন), আর্যগাথা ২য় ভাগ (দ্বিজেন্দ্রলাল)।

১৮৯৫ তিলকের শিবাজী উৎসব প্রবর্তন। অশ্রুমালা (কায়কোবাদ), শৈশব কুসুম (নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী)

১৮৯৬ প্রভাস (নবীন সেন)।

১৮৯৯-১৯০৫ লর্ড কার্জন।

১৮৯৯ আষাঢ়ে (দ্বিজেন্দ্রলাল), কথা, কাহিনী (রবীন্দ্রনাথ)।

১৯০০ হাসির গান (দ্বিজেন্দ্রলাল) অনল প্রবাহ (ইসমাইল হোসেন শিরাজী), উদাসী (আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী)।

১৯০১ দেবলা (ওসমান আলী)।

১৯০২ মন্দ্র (দ্বিজেন্দ্রলাল)

১৯০৩ দিল্লীর দরবার।

www.pathagar.com

১৯০৪ শিবাজী উৎসব কবিতা (রবীন্দ্রনাথ), আলোকসভা (ওসমান আলী), মহাশ্মশান (কায়কোবাদ)।

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন। যমজ ভগিনী কাব্য (সৈয়দ আবুল হোসেন), ভাঙ্গাপ্রাণ (দাদ আলী)।

১৯০৬ বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য (গোলাম হোসেন)। মদিনার গৌরব (মীর মশারফ হোসেন), ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা।

১৯০৭ আলেখ্য (দ্বিজেন্দ্র লাল)।

১৯০৯ মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম।

১৯১১ দিল্লীর দরবার। রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর।

১৯১২ বঙ্গভঙ্গ রদ। বল্কান যুদ্ধ। ত্রিবেনী (দ্বিজেন্দ্র লাল), জাতীয় ফোয়ারা (মোজাম্মেল হক), ডালি (সৈয়দ এমদাদ আলী)।

১৯১৪ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীর প্রত্যাবর্তন।

১৯১৪-১৮ প্রথম মহাযুদ্ধ।

১৯১৫ পৃথ্বীরাজ (যোগীন্দ্রনাথ)।

১৯১৬ লীগ-কংগ্রেস লাক্ষ্মৌ চুক্তি। মুসলিম শিক্ষা বিষয়ে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের রেজুল্যুশন (৩রা আগস্ট)। বলাকা (রবীন্দ্রনাথ)।

১৯১৬-২১ লর্ড চেমসফোর্ড।

১৯১৭ স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা।

১৯১৮ শাসন সংস্কারের মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট, লীগ-কংগ্রেস কর্তৃক এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান। শিবাজী (যোগীন্দ্রনাথ)।

১৯১৯ গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

১৯২০-২২ খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন: সাময়িক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি (রাজনীতির ক্ষেত্রে)।

১৯২১ নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ (১৩২৮)।

১৯২২ অগ্নিবীণা (নজরুল ইসলাম)।

১৯২৮ মতিলাল নেহরু রিপোর্ট। মুসলিম লীগে মতবিরোধ।

১৯২৯ দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সে মুসলিম-স্বার্থ সংরক্ষণের দাবী। কংগ্রেস কতৃক পূর্ণ স্বরাজের জন্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।

১৯৩২ তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক।

১৯৩৫ গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট।

১৯৩৭ নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়। লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনে কংগ্রেসের অনিচ্ছা।

১৯৪০ লাহোর প্রস্তাব।

১৯৪৭ বৃটিশ শাসন থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—১

গ্রন্থপঞ্জী

লেখক নামের বর্ণানুক্রমিক

ক. মূলগ্রন্থ

আলাওল, 'পদ্মাবতী', শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ সম্পাদিত, প্রথম-খণ্ড, ঢাকা ১৯৫০।
আলী, আবু যোকারিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিম, 'শ্রীহট্ট বিজয় কাব্য' ১৩১৯ (১৯১২)।
আলী, আবুল মা আলী মোহাম্মদ হামিদ, 'কাসেমবধ কাব্য' কলিকাতা ১৩১২।
আলী, ওসমান, 'দেবলা' ঐতিহাসিক কাব্য, কলিকাতা ১৯০১।
'আলোক সভা', মেদিনীপুর, ১৯০৪।
লালচাঁদ, কলিকাতা ১৯১২।
আলী, দাদ, 'ভাঙ্গাপ্রাণ' প্রথম-খণ্ড, কলিকাতা ১৩১২।
আলী, সৈয়দ এমদাদ, 'ডালি', ঢাকা ১৩১৯ (১৯১২)।
ইউসুফজয়ী, আবদুল হামিদ খান, 'উদাসী', টাঙ্গাইল, ১৯০০।
ইউসুফজয়ী, নওশের আলী খান, 'বঙ্গীয় মুসলমান', কলিকাতা ১২৯৭ (১৮৯০)।
'শৈশব কুসুম', টাঙ্গাইল ১৩০২ (১৮৯৫)।
ইসলাম, কাজী নজরুল, 'নজরুল রচনাবলী', প্রথম-খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৬।
'সঞ্চিতা', নবম সংস্করণ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩৬২।
'কাব্যে আমপারা,' তৃ-স, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৫৬।
'মরু ভাস্কর', স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৪।
'বনগীতি', দ্বি-স, নলেজ হোম, কলিকাতা ১৩৬৯।
'জুলফিকার', দ্বি-স, নলেজ হোম, কলিকাতা ১৩৫৯।
'রাঙ্গা জবা', কলিকাতা ১৯৬৬।
কায়কোবাদ, অশ্রুমালা (১৩০২), পঞ্চম-সংস্করণ, আগলা, ঢাকা। ১৩৫৬, ষষ্ঠ সংস্করণ, আগলা, ঢাকা ১৩৫৯।
'মহাশ্মশান', (১৯০৪); পরিবর্ধিত চতুর্থ-সংস্করণ, আগলা, ঢাকা ১৩৪৪।

www.pathagar.com

'শিবমন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য', দ্বি-স, আগলা, ঢাকা ১৩৪৪।
'অমিয়ধারা', আগলা, ঢাকা ১৩২৯ (১৯২৩)।
'মহরম শরীফ' বা আত্মবিসর্জন কাব্য, ঢাকা ১৩৪০।
'শ্মশান ভস্ম', ঢাকা ১৩৪৫।

গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, তারিখ বিহীন (তা. বি.)।

ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ, 'বঙ্গের বীরপুত্র' ১৮৮৪।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র,' গদ্য-পদ্য বা কবিতা পুস্তক,' বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বি-স, ১৩৫৩।
'বঙ্কিম রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা দুই খণ্ড ১৩৬১।

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, 'মেঘনাদবধ কাব্য', বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৪৮।
'মধুসূদন গ্রন্থাবলী', বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৪৮।
'মাইকেল রচনা সম্ভার', বিশী, প্রমথনাথ সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১৩৬৬।

নাগ, প্রসন্নকুমার, 'রাজপুতাঙ্গনা কাব্য', কলিকাতা তা, বি,

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি,' নূতন সংস্করণ, বিশ্বভারতী ১৩৫৪।
রাজাপ্রজা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম-খণ্ড, দ্বি-স, বিশ্বভারতী ১৩৫৭।
গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৯৫৮ (একত্র প্রচার)।
'কাহিনী' (১৩০৬), বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ ১৩৫১।
'কথা' (১৩০৬)।
'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ সংস্করণ, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৫।
'সমূহ' রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম-খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৫৭।
'রবীন্দ্র রচনাবলী', ৪র্থ-খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৯৫৭, ষষ্ঠ-খণ্ড, ১৯৫৭।
'ঐ', অচলিত, প্রথম-খণ্ড।
'বলাকা' (১৯১৬), বিশ্বভারতী, ১৩৫৫।
'কালান্তর', বিশ্বভারতী ১৯৩৭।

www.pathagar.com

ঐ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৫।

বসু, দীনেশচরণ, 'কবি কাহিনী', ময়মনসিংহ, ১৮৭৬।

বসু, যোগীন্দ্রনাথ, 'পৃথ্বীরাজ', ঐতিহাসিক মহাকাব্য (১৩২২), তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৭।

'শিবাজী' ঐতিহাসিক মহাকাব্য (১৩২৫), তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৮।

বসু, রামরাম, 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র', শ্রীরামপুর ১৮০১, লন্দন ১৮১১,

ঐ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা : ৩, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৩৪৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, 'পদ্মিনী উপাখ্যান', প্রথম-সংস্করণ, কলিকাতা ১২৬৫ (১৮৫৮)।

ঐ, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৮।

'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২), 'শুরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চিকাবেরী', রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তা, বি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, 'বীরবাহু কাব্য' ১৮৬৪, 'ছায়াময়ী' ১৮৮০।

'কবিতাবলী', 'হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতি সাহিত্য মন্দির, তা, বি।

মজুমদার, বরদাকান্ত, কর্মদেবী উপন্যাস, আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা, বঙ্গীয় ১৩২৬।

মাধবাচার্য, 'চণ্ডীমঙ্গল'।

মিত্র, দীনবন্ধু, 'সুরধুনী কাব্য', 'দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী', ২য়-খণ্ড, ৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৯।

'ঐ', 'লীলাবতী', 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয়-ভাগ, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, তা বি।

মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন, 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (প্রথম সংস্করণ, শ্রীরামপুর ১৮০৫), দ্বি, স, লন্দন ১৮১১।

'ঐ', দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা, ২ কলিকাতা, ১৩৪৩।

রহমান; শেখ হাবিবুর, 'আলমগীর' (অসমাপ্ত উপন্যাস), 'আল এসলাম' বৈশাখ শ্রাবণ, ১৩২৫।

www.pathagar.com

রায়, দ্বিজেন্দ্র লাল, 'আর্যগাথা' প্রথম-ভাগ (১৮৮২) ও দ্বিতীয়-ভাগ (১৮৯৩), 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯) 'হাসির গান' (১৯০০) মন্দ্র। 'আলেখ্য' (১৯০৭), 'ত্রিবেণী' (১৯১২), 'দ্বিজেন্দ্রলাল—'গ্রন্থাবলী' (কবিতা ও গান), বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৩, সাজাহান (১৯০৯)।

রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, তৃ-স ১৩৬৯।

শিরাজী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন, অনলপ্রবাহ (১৯০০), তৃতীয় সংস্করণ, সিরাজগঞ্জ ১৩৬০।
রায়নন্দিনী, শিরাজী-রচনাবলী, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ১৯৬৭।

শিরোমণি, কালিকান্ত, 'সিন্ধুনন্দিনী কাব্য', তা, বি।

সান্ন্যাল, দুর্গাচন্দ্র, 'মহামোগল কাব্য', প্রথম-খণ্ড : ঔরঙ্গজীব পর্ব ১৮৭৫ দ্বিতীয় খণ্ড : শিবাজী পর্ব ১৮৭৬, তৃতীয়-খণ্ড, জয়সিংহ পর্ব ১৮৭৭।

সেন, নবীনচন্দ্র 'অবকাশ রঞ্জিনী' (প্রথম-খণ্ড ১৮৭১, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৮), কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, (চার ভাগে মুদ্রিত), তা, বি।
'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), ষষ্ঠদশ সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৩৪।
'রঙ্গমতী', গ্রন্থাবলী, বসুমতী, তা বি।
'আমার জীবন', 'নবীনচন্দ্র-রচনাবলী', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৬৬।
'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬), 'অমিতাভ'।

হক, মোজাম্মেল, 'জাতীয় ফোয়ারা,' দ্বি-স, পৌষ ১৩১৯।

হোসেন, গোলাম, 'বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য', মাগুরা ১৯০৬।

হোসেন, মীর মশাররফ, 'রঙ্গমতী', ১৮৬৯।
'বসন্ত কুমারী নাটক' বা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা (১৮৭৩) দ্বি-স ১২৯৪
'গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু, কলিকাতা ১৮৭৯।

www.pathagar.com

'সঙ্গীত লহরী', ১৮৮৭।
'গোজীবন', টাঙ্গাইল, ১২৯৫।
'উদাসীন পথিকের মনের কথা', কুষ্টিয়া ১২৯৭।
'গাজী মিঞার বস্তানী' ১৮৯৮—৯৯।
'মদিনার গৌরব' (১৯০৬) দ্বি-স, কলিকাতা ১৩২০।
হোসেন, সৈয়দ আবুল, 'যমজ ভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস', কলিকাতা ১৩১২।
'জীবন্ত পুতুল কাব্য', কলিকাতা ১৯০৭।
'স্বাধীন খাতুন', 'কলিকাতা ১৯২৫।

খ. সহায়ক গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৬৪।
আহমদ, মুজফ্‌ফর, 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা', প্রথম সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা ১৯৬৫।
কাজী নজরুল প্রসঙ্গে: স্মৃতিকথা, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী ১৩৬৬।
আহসান, সৈয়দ আলী, 'কবি মধুসূদন', করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪। পদ্মাবতী, স্টুডেণ্ট ওয়েজ ঢাকা ১৯৬৮।
ইউসুফজয়ী, নওশের আলী খাঁ, 'বঙ্গীয় মুসলমান' ১৮৯০।
ওদুদ, 'কাজী আবদুল, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ', ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৮৮৪ শকাব্দ।
'বাংলার জাগরণ', বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৬৩।
'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ', ১৯৩৬।
কবিরাজ, নরহরি, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা', ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী কলিকাতা ১৯৫৭।
গঙ্গোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্র, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', বসুধারা প্রকাশনী, কলিকাতা ১৩৭৭।
ঘোষ, বিনয়, (সম্পাদিত ও সংকলিত): 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র', প্রথম খণ্ড: সংবাদ প্রভাকর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৬২।

www.pathagar.com

ঘোষ, মন্মথনাথ, 'রঙ্গলাল', কলিকাতা ১৩৩৬। -
'হেমচন্দ্র', কলিকাতা, প্রথম খণ্ড ১৩২৬, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২৭, তৃতীয় খণ্ড ১৩৩০।

চৌধুরী, প্রমথ, 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান', বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৬০।

চৌধুরী, মুনীর, 'ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়', বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩।

চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার, 'রবি-পরিক্রমা', ঢাকা ১৯৬৩।

দত্ত, চারুচন্দ্র, 'রামদাস ও শিবাজী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৪১।

দত্ত, ভবতোষ, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী', ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা ১৯৫৮।

দেবী, প্রভাময়ী, 'বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য' (১৮৫০-১৯০০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮।

ন্যায়রত্ন, রামগতি, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব', বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, চুচুড়া ১৩৪২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, 'বাংলা সাময়িক পত্র', দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।
'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়', সাহিত্য-সাধক চরিতমালা – ৩৭, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৫১।
'নবীনচন্দ্র সেন', চরিতমালা—৪১, দ্বি. স. ১৩৫১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও পাল, প্রফুল্লচন্দ্র (সম্পাদিত), 'সমালোচনা সাহিত্য', এ. মুখার্জি এণ্ড কোঃ লিঃ, কলিকাতা, দ্বি.স. ১৩৬২। 'সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৬০।

বসু, যোগীন্দ্রনাথ, 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', চ.স., কলিকাতা তুকারাম চরিত, দ্বি. স. কলিকাতা ১৩২৪।

বিশী, প্রমথনাথ, 'রবীন্দ্র-সরণী', মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১৩৬৯। 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ', দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থি, কলিকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৬৫।

ভট্টাচার্য, জগদীশ, 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ'; বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৩৬৪।

ভট্টাচার্য বিধুভূষণ, 'হুগলী-হাওড়ার ইতিহাস', চ.স, তা. বি।

www.pathagar.com

মজুমদার, মোহিতলাল, 'কবি শ্রীমধুসূদন', বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া তৃ.স. ১৩৬৫।
মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, 'আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র', বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।
'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৫।
মান্নান, কাজী আবদুল, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা', বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।
মুখোপাধ্যায়, তারাপদ, আধুনিক বাংলা কাব্য', মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। দ্বি. স. ১৯৫৯।
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্র জীবনী' প্রথম খণ্ড, দ্বি. স. বিশ্বভারতী, ১৩৫৩।
'রবীন্দ্র জীবনকথা', বিশ্বভারতী, ১৯৬১।
'ভারতে জাতীয় আন্দোলন', তৃ. স. গ্রন্থম, কলিকাতা ১৯৬৫।
রহমান, মুজিবর, অন্ধকূপ হত্যা-রহস্য, মালদহ ১৯৩৮।
রায়, নীহাররঞ্জন, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', পঞ্চম সংস্করণ, নিউ এজ, কলিকাতা ১৩৬৯।
রায়, রথীন্দ্রনাথ, 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার', সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৯৬০।
শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ, 'ভাষা ও সাহিত্য', ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৩১, দ্বি. স. ঢাকা ১৯৫০।
'আমাদের সমস্যা', রেনেসাঁস পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৪৯।
সরকার, যদুনাথ, 'শিবাজী,' এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা তা. বি।
সেন, ত্রিপুরাশঙ্কর, 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য', কলিকাতা ১৯৫৩।
সেন, ক্ষিতিমোহন, 'হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা', বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৫৬।
সেন, দীনেশচন্দ্র, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', অষ্টম সংস্করণ, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা ১৩৫৬।
সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, তৃ. স. ১৩৬২।
সোবহান, আব্দুস, 'হিন্দু-মুসলমান', ১৮৮৮।
হক, মুহম্মদ এনামুল, 'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য', ঢাকা ১৯৫৭।
হাই, মুহম্মদ আবদুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৫৬, দ্বি. স. স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪।
হোসেন, গোলাম, 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান', ১৯১০।

www.pathagar.com

শুক্ল, রামচন্দ্র, 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস', ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ, সংবত ১৯১০। (সম্পাদিত), 'জায়সীর কাব্য গ্রন্থাবলী', প্রথমসংস্করণ, ভা. বি., হি. স. (১৯৩৫), চ. স. ১৯৬১।

Abul-Fazl, '*Allami, The Ain-i-Akbari*', trans. & ed. Blockman, H. & Jarret, H. S., Calcutta 1873-94.
'*Akbar Nama*', trans. Beverage, H., Calcutta, Vol. I. 1907. Vol. ii. 1912 & Vol. iii.

Ahmed, Jamaluddin (ed.), '*Speaches and writings of Jinnah*', Vol. i. 1946.

Andrews, C. F. & Mukherjee, Girija, '*The Rise and Growth of the Congress in India*. Gorge' Allem & Uniom, London 1938.

Anonymus, '*Mutiny of the Bengal Army*' (Red Pamphlet), London 1857.

Azad, Maulana Abul Kalam, '*India Wins Freedom*', Orient Longmans, Calcutta, Reprint 1959.

Badaoni, '*Muntakhabat Twarikh*', ed. Ranking G. S. A., Lowe, W. H. & Cowell, E. B., 2 vols. Calcutta 1884-98.

Banerjee, S. N., '*A Nation in the Making*', Second Edn., Oxford University Press, London 1925.

Banerjee, W. C., '*Indian Politics*', 1893.

Bernier, F., '*Travels in Mogul Empire*', ed. Constable, A., Smith V. A. Oxford 1914.

'*Cambridge History of India*', *Vol. IV* ed. Burns, Sir Richard, University Press Cambridge, 2nd edn. 1937 and S. Chand & Co. Delhi 1957.
Vol. VI, ed. Dodwell, H. H., University Press Cambridge, 1932.

Das, Kunudnath, '*A History of Bengali Literature*', Das Bros. Naogaon, Rajshahi 1926.

Datta, Kalikinkar, '*Alivardi and His Time*'. University of Calcutta, Calcutta 1939.

Desai, A. R., '*Social Background of Indian Nationalism*', Oxford University Press, London 1948.

Duff, James Cuninghame Grant, '*A History of the Mahrattas*', revised and annotated edn. with an introduction by Edward, S. M. 2 vols. Oxford University Press, London 1921.

www.pathagar.com

Dutt, Romesh chandra, '*The Literature of Bengal*', Revised edn. Thacker Spink & Co. Calcutta 1895.
The Economic History of India', Vol. ii. in the Victorian Age, Second Edn., 1960.

Farquhar, J. N. '*Modern Religions Movements in India*'. Macmillan & Co. London, 1924.

Firishta, Mahomed Karim, '*The History of the Mahomedan Power in India*' till year A.D. 1912, trans. Briggs, J., calcutta 1908.

Ghose, J.M. '*Sannyasi and Fakirs Raiders in Bengal*', Calcutta 1930.

Gopal, Ram, '*British Rule in India*', Asia Publishing House, London 1963.

Graham, G. F., '*The Life and work of Sir Syed Ahmed Khan*', 2nd edn., London 1909.

Gupta, Brijen K., '*Sirajuddaullah and The East India Company*' 1756-1757, E. J. Brill, Leiden 1966.

Hill, S. C. '*Bengal in 1956-57*', Vol. iii. (Indian Records Series), 1911.

Hilton, Richard, '*The Indian Mutiny*', Hollis & Carter, London, 1957.

Hunter, W. W., '*The Indian Musalmans*', The Comrade Publishers, Calcutta 1945.

Husain, Mahmud & others (ed.) '*History of Freedom movement*', Vol. I, Karachi 1957.

Jahangir (Emperor) '*Memoris*', trans. Price, Major D., London 1982
'*Tuzuk-i Jahangiri' or Memoris*' of Jahangir, trans. Rogers, A., Beveridge, H. 2 vols. London 1909-14.

Karam Ali, '*Muzaffar Namah*', trans. Sarkar, J. N. '*Bengal Nawabs*', Asiatic Society, Calcutta, 1952.

Khafi-Khan, Muhammad Hasim, '*Muntakhabu-l-Lubab*' Elliot, Sir H. M. and Dowson, John, The History of India as told by its own historian, Vol. VII, Trubner & Co. London 1877.

Khan, Nawab Yusuf Ali, '*The Tarikh-i-Bangla Mahabat Jangi*', trans. Hughes, A., Bengal: Past and Present, Vol. LXXVII Part I, Jan-June 1958.

Khan, Syyid Ahmed, An Essay on the Causes of Indian Revolt (Original in Urdu, 1858) trans. Capt. W. N. Less, Calcutta, 1860.

www.pathagar.com

Kincid, C. A. & Parasnis, Rao Bahadur D. B., '*A History of the Maratha People*', Vol. I, Bombay 1918.

Minhaju-s-Siraj, '*Tabakat-i-Nasiri*', Elliot and Dowson, The History of India, Vol. II, Trubner & Co. London 1869.

Majumder, R C. '*History of Freedom Movement in India*', Vol. I, Firma K. L. Mukhopadhya, Calcutta 1963.

Masani, Rustom P., '*Britain in India*', Oxford University Press, London 1960.

Nehru, J. '*An Autobiography*', 1942.

Pal, Bipinchandra, '*Freedom Movement in Bengal*'.

Pandit, Kashiraj, '*An Account of the Last Battle of Panipath*', trans. Browne, J. '*Asiatic Researches*' Vol. III, Reprint ed. Rowlinson, Oxford 1926. trans. Sarkar, J. N., *Indian Historical Quarterly*, 1934.

Qunungo, Kalikaranjan, *Shershah*, Car Majumder & Co, Calcutta '*Studies in Rajput History*, S. Chand & Co. Delhi, 1960.

Roberts, Field Marshal Lord, '*Forty one year in India*', London 1897.

Sarkar, Jadunath, '*History of Aurangzeb*', 5 Vols. Calcutta 1912-24. Vols. I & II, 2nd edn. 1925, Vol. III 3rd edn 1928, Vol. IV, Vol. V 1924 '*Shivaji and His Times*', Calcutta 1919. '*Fall of Mughul Empire*', Vol. ii, 2nd Edn. Calcutta, 1934. ed. '*History of Bengal*', Vol. II, University of Dacca, Dacca 1948.

Sen, DineshChandra, '*History of Bengali Language and Literature*', University of Calcutta, 2nd Edn. 1954

Smith, V. A., *Oxford History of India*. Oxford & London, 2nd edn. impression of 1928.

Akbar the Great Mogul, 2nd ed. rev. Delhi, S. Chand, 1962

Tabatabi, Seid-Gholam-Hussein-Khan, *Seir Mutacherin*, or view of modern times, being a History of India, 1118-1194 Hedjrah (i. e. A. D. 1706-1783), trans. 'Notamanus' (M. Raymond, 2nd edn. 1902 in 4 vols.), reprint, Calcutta, n. d.

Tarachand, *Influence of Islam on Indian Culture*, Allahabad, 1946.

Tod, Lieut. Col. James, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, or the Central and Western Rajput States of India, ed. Crooke, William, 3 Vols. Oxford University Press, Edinburgh, 1902.

Trotter, L. J. *History of India*, London, n.d.

www.pathagar.com

গ. নির্বাচিত দলিলসমূহ

Select Documents on the History of India and Pakistan, Vol. IV, *Evolution of India and Pakistan, 1858 to 1947.* edited by C. H. Philips and others, London, 1962.

ঘ. অপ্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ

Ali, Rahmat, *Contribution a l' etude du conflit hindou-musulman* Thesis, Paris 1930 (Librarie Orientaliste)

ঙ. সহায়ক প্রবন্ধ

আনিসুজ্জামান, "মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র", 'সাহিত্য পত্রিকা', বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৭০

কাদির, আবদুল, "কবি শেখ ওসমান আলী", 'মাহে নও', ঢাকা সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

"হোসেনী ছন্দ ও দেবর্ষি দরবার", 'মাহে নও', মার্চ ১৯৬৪

"মোজাম্মেল হকের কাব্যে স্বদেশ প্রেম", 'পূবালী', ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ঢাকা বৈশাখ ১৩৭১

ঘোষ, বিনয়, "বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও সিপাহী বিদ্রোহ", 'নতুন সাহিত্য', অষ্টমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৪

ফজল, আবুল, "বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য", 'মাহে নও', জুন ১৯৫৫

মওদুদ, আবদুল, "খিজির খাঁ ও দেবল রাণী", 'মাহে নও', অক্টোবর ১৯৫৮

শহীদুল্লাহ্‌, মুহম্মদ, "মহাকবি কায়কোবাদ", 'মাহে নও', সেপ্টেম্বর ১৯৫১

সাকলায়েন, গোলাম, "কবি দাদ আলী", বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫

হক, মুহম্মদ এনামুল, "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য", হাই, মুহম্মদ আবদুল ও অন্যান্য সম্পাদিত 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৩৭০', বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪

Chowdhury, Munier, "Mahabat Khan in Historical Plays", *Muhammad Shahidullah Felicitation Volume,* ed. Muhammad Enamul Huq, Asiatic Society of Pakistan, Dacca 1966

Ghose, Benoy, "The Bengali Intelligentsia and the Revolt", *Rebellion 1857,* New Delhi 1957

www.pathagar.com

চ. সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও বিবিধ

'আল এসলাম', ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫
'ইসলাম প্রচারক', ১৮৯৯
'কোহিনূর' ১৩১৩, ১৩১৪
'নবনূর' ১৩১০, ১৩১১. ১৩১২,
'প্রবাসী' ১৩৩৭, ১৩৩৮, ১৩৩৯
'বঙ্গদর্শন' ১২৮০
'মাহে নও', ১৯৫১, ১৯৫৫, ১৯৫৮, ১৯৬৪
'সাহিত্য' ১৩০০, ১৩১৮
'সাহিত্য পত্রিকা' ১৩৬৮, ১৩৭০
'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৪৩
Bengal : Past & Present, Vol. LXXVII, Part i, Jan-June 1958
Indian Quarterly Registrar, Vol. 2, 1920
Indian Statutory Commission Report, Vol. 2, 1930
The Calcutta Review, 1921
The Moder Review, 1907
The Pakistan Observer (Dacca Daily) April 15, 1964
Proceedings of the Pakistan Historical Conference (Third Session : Dacca), Pakistan Historical Society. Karachi. 1955
Time (US Weekly), Asia Edition, July 17, 1964

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অক্‌সফোর্ড হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া ৬৬, ১৪৩, ৩৪১
অগ্নিকুক্কট ৩৫
অগ্নিবীণা ৩১১-১২, ৩৩১
অগ্রদূত ৩১৭
অধিকারী, দ্বারকানাথ ১৭২
অনল প্রবাহ ৩০৪-০৬, ৩২৩, ৩৩০
অন্ধকূপ হত্যা ১০৪,
অন্ধকূপ হত্যা রহস্য ১০৪, ৩৩৮
অন্নদামঙ্গল ৫৬, ৩৩৫
অবকাশ রঞ্জিনী ৩৪, ১৯৪-৯৫, ৩২৯, ৩৩৫
অমিতাভ ১১৪, ৩৩৫
অমিয় ধারা কাব্য ২৯৬, ৩৩৩
অমৃতসর ৪০
অযোধ্যা ১৩-১৪
অরুণ ভাতি ৩০০-০১
অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স ৪৫-৪৬, ৩৩১
অশ্রুমতি ৭৪
অশ্রুমালা ৩৭, ২৫১, ২৯৫-৯৬, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩২
অসহযোগ আন্দোলন ৪, ৪৩, ৪৪, ২৩৮, ২৪২-৪৩, ৩০৯, ৩২৫, ৩৩১
অ্যাক ও আর্য ২২৮

আইন-ই-আকবরী ৬৫, ৭৮, ১২৭, ৩৩৯
আইবক, কুতবুদ্দীন ১৩৮
আওরঙ্গজেব, সম্রাট ৩৩, ৩৭, ৭৯-৮০, ১৫৫, ১৮৯
আকবর দি গ্রেট মুগল ৩৪১
আকবরনামা ৩৩৯
আকবর, সম্রাট ২৩, ৩৪, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ১২৬-২৭, ১২৯-৩০, ২০১-০২
আখবরে এসলামিয়া ২৯২
আজমীর, হিস্টোরিকাল এণ্ড ডেসক্রিপটিভ ১৩৮
আজাদ, আবুল কালাম ৩৮, ৪১, ৪৪-৪৫, ৩৩৯
আতাতুর্ক, কামাল ৩২৫
আত্মশক্তি ২৩৩
আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ৪-৫, ৩৩৮
আধুনিক বাংলা কাব্য ৫৮, ১৭৫, ৩৩৮
আধুনিক বাংলা সাহিত্য ২১৭, ৩৩১, ৩৩৮
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ৩৩৮
আনন্দমঠ ১১১, ২০১, ২১৭-১৮, ৩২৩, ৩৩০
আনসারী, মখতার আহমদ ৩০৪
আনিসুজ্জামান ৩৫, ৪২, ২৪৭-৪৮, ২৫০, ২৯২, ২৯৭, ৩৩৬, ৩৪২
আবদালী, আহমদ শাহ ২৭৭-৮০
আবুল ফজল, আল্লামা ১২৩, ১২৭, ১৩৭, ৩৩৯
আমাদের সমস্যা ৩২১, ৩৩৮
আমার জীবন ৯৫, ১১০, ১১২-১৩, ১৯৬, ২১৪, ৩৩৫
আর্যগাথা ২০৪, ৩৩০, ৩৩৫
আল-এসলাম ১৫৫-৫৬, ৩৪৩
আলমগীর ১৫৫, ৩৩৪
আলাউদ্দীন, সম্রাট ৫১-৫৬, ৬০-৬২, ৬৪-৬৬
আলাওল ৬৫
আলি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ১৩৬, ১৫০
আলি আবু যোকারিয়া ইব্রাহিম ২৮৬-৮৭
আলী, আবুল মা'আলী মোহাম্মদ হামিদ ২৮৭, ৩৩২
আলী, করম ১০৮-০৯, ৩৪০
আলী, দাদ ২৯৭, ৩৩১-৩২
আলী, মোহাম্মদ ৪৩
আলী, রহমত ৫, ৩৪২

আলী, শেখ ওসমান ৬, ৩৭, ২৪৭-৫০, ২৮৭, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩২
আলী, শেখ হেদায়েত ১৪
আলী, সৈয়দ এমদাদ ২৫৩, ৩০৭-০৮, ৩২৪-২৫, ৩৩১-৩২
আলীবর্দী এণ্ড হিজ টাইমস ৯৯, ৩৩৯
আলেখ্য ২০৭, ২১০-১১, ৩৩১, ৩৩৫
আলোকসভা ৩৭, ২৪৭, ২৫০, ৩২৩, ৩৩১
আষাঢ়ে ৩৭, ২০৪-০৫, ৩২৩, ৩৩১
আহমদ, জামালুদ্দীন ৪৭, ৩৩৯
আহমদ, মুজাফফর ৩০৯, ৩১১, ৩৩৬
আহমদী ৩৫, ২৯১, ৩০০, ৩২৩, ৩৩০
আহসান, সৈয়দ আলী ১৯, ৬৫-৬৬, ৮১, ২৫১ ২৯৪, ২৯৯, ৩৩৬, ৩৩৮

ইউসুফজয়ী, আবদুল হামিদ খান ৩৫, ২৯২, ৩০০-০৩, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩২
ইউসুফজয়ী, নওশের আলী খান ৫, ২৯৭, ৩২৩, ৩৩০-৩১, ৩৩৬
ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, দি ১৩, ৩৪০
ইকবাল ৪৬
ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম ৪১, ৩৩৯
ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার ১৪৯
ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ৩০, ৩৩০
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট ২১, ৩২৯-৩০
ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারলী ৪৫, ৩৪৩
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স ৩০
ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ৩০-৩২, ৩৫-৪০, ৪২-৪৭, ২১৭-১৮, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৭, ৩২৩, ৩২৫, ৩৩০-৩১
ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স ৩০, ৩৩৯
ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, দি ১৯৭, ৩৪৩
ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, দি ২৩, ৩৩৩, ৩৪০
ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ১৬৬
ইণ্ডিয়ান রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স ৪৬
ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটুটরী কমিশন রিপোর্ট ৪৫, ৩৪৩
ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টারলী ২৮০
ইন্দু প্রকাশ ৩৬
ইনফ্লুয়েন্স অব ইসলাম অন ইণ্ডিয়ান কালচার ১০
ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার ১৩৮-৩৯
ইলবার্ট বিল ৩০
ইসলাম, কাজী নজরুল ৪, ৬, ৪৪, ৩০৯-১৮, ৩২৫, ৩৩১-৩২
ইসলাম প্রচারক ২৪৮, ২৯৯
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৩, ১১, ১৩, ১৭
ইয়ং ইণ্ডিয়া ৪৩
ইয়ং বেঙ্গল ১৫-১৬, ৫১, ১৮৫
ইংলণ্ড ১৩

ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী ১৬, ১৭১-৮৬, ৩৩৩
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী ৫১, ১৭১-৭২, ৩৩৭

উদাসী ৩০০, ৩০১, ৩৩০, ৩৩২
উদাসীন পথিকের মনের কথা ২৯২, ৩৩৬

ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ৯৫, ৩৩৮

এ নেশান ইন দি মেকিং ৩৩৯
একেই কি বলে সভ্যতা ? ৩২৯
এডওয়ার্ডস, এস. এম. ১৫৭
এডম, উইলিয়ম ১৫
এডমণ্ড ১৪
এডুকেশন গেজেট ১৩৫, ১৪৮, ১৬৭, ১৮৮
এণ্ড্রুজ, সি. এফ. ২০, ৩৭, ৩৩৯
এনালস এণ্ড এন্টিকুইটিস অব রাজস্থান ৫২-৫৩, ৫৫, ৫৮-৬১, ৬৩-৬৪, ৬৬, ৭০-৭৫, ৭৮, ১৪৪, ২২৭, ৩২২, ৩৪১
এলফিনস্টোন ১৩৯, ১৪২
এলাহাবাদ ৪৬
এলিয়ট, এইচ. এম. ১৩৯, ১৫৭, ৩৪০
এশিয়াটিক রিসার্চেস্ ২৮০, ৩৪১
এসলামাবাদী ১৫৫
এ্যান অটোবায়োগ্রাফী ৪৫, ৩৪১

ওদুদ, কাজী আবদুল ৫, ১৫, ২২, ২২০, ২২৩, ২২৭, ৩৩৬
ওহাবী আন্দোলন ২৩, ৩২৩

কনট্রিবিউসঁ দ ল'ট্যুড দু কঁক্নি হিন্দু-মুসলমাঁ ৫, ৩৪২
কথা ২১৪, ২২২, ২২৮-২৯, ২৪০, ৩৩০, ৩৩১
কথা ও কাহিনী ৩২৩
কনস্টাবল, এ. ৩৩৯
কবিওয়ালা ১৭১
কবি কাহিনী ৩৪, ৩৩৩
'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' ২২০, ৩৩৬
কবিতা পুস্তক ৩৪, ১৯৯, ৩৩০, ৩৩১
কবিতাবলী ৩৪, ৮৯, ১৮৭-৯০, ৩৩০, ৩৩৪
কবি মধুসূদন ১৯, ৩৩৬
কবিরাজ, নরহরি ১২-১৩, ৩৩৬
কবি শ্রীমধুসূদন ১৯, ৩৩৮
কর্মদেবী (কাব্য) ৬৮-৬৯, ৩৩০, ৩৩৪
কর্মদেবী (উপন্যাস) ৬৮, ৩৩৪
করিম, আবদুল ২২১
করিম, শেখ ফজলল ২৮৭
কলকাতা ১৯, ৪২, ৩২৪, ৩৩১
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭, ৩২৯
কাউয়েল, ই. বি. ১২৭, ১২৯, ১৪২
কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা ৩০৯, ৩৩৬
কাজী নজরুল প্রসঙ্গে : স্মৃতিকথা ৩১৭, ৩৩৬
কার্জন, লর্ড ৩৮, ১৫৪, ২৩২-৩৩, ৩৩০
কাঞ্চিকাবেরী ৭৯-৮০, ৩৩৪
কাদির আবদুল ২৪৭-৫০, ২৮৩, ২৯৮-৯৯, ৩৪২
কাদের, মুনশী গোলাম ৩৫, ৩২৩, ৩৩০
কার্দী, ইব্রাহিম ২৭৭
কানপুর ৯২
কানুনগো, কালিকারঞ্জন ৬৪, ৬৬, ২৪৯, ৩৪১
কাব্য-বিশারদ, কালীপ্রসন্ন ৬৭
কাব্যে আমপারা ৩১৫, ৩৩২
কায়কোবাদ ৬, ৩২-৩৩, ৩৭, ১৪৯, ২৫১, ২৮৭, ২৯৫-৯৬, ৩২৩, ৩৩০
কায়স্থ পত্রিকা ১৬৫
কালান্তর ১০, ২৪০-৪৩, ৩৩৩
কাহিনী ২১৪, ২১৮, ২৪০, ৩৩০, ৩৩৩
কিনসিড, সি. এ. ১৫৭, ৩৪১
কিরণপ্রভা ৩০০-০১
কুরুক্ষেত্র ১১৩, ৩৩০, ৩৩৫
কুলকলঙ্কিনী ১৭৪
কুসুম কানন ৩৩, ২৯৫
কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া ৭৩-৭৪, ৭৭-৭৮, ১২২, ১৫৩, ১৫৬, ২৪৯, ২৭৭-৭৯, ৩৩৯
কেশরী ১৫৩
কোহিনূর ৩৫, ২৪৮, ২৮৫, ২৯২, ৩৪৩
ক্যালকাটা রিভিউ ১২, ৬৪, ৭৭, ৩৪৩
কৃষ্ণকুমারী ৩২৯
ক্রুক, উইলিয়ম ৫২, ৬৩, ৭৩, ৩৪১
ক্লাইভ, লর্ড ৩৩

খাতুন, সৌদামিনী ১৫৬
খান, আগা ৩৮, ৪৫
খান, নওয়াব ইউসুফ আলী ১০৪, ৩৪০
খান, সৈয়দ আহমদ ১৪, ১৬-১৭, ২২-২৫, ৩২৩, ৩২৯, ৩৪০
খাঁ, আফজল ১৫৩, ১৫৭
খাঁ, মুজীবুর রহমান ৩০৪
খাঁ, মোহাম্মদ আকরম ৩৮
খাঁ, খাফি (মোহাম্মদ হাশিম) ১৫২, ১৫৭, ৩৪০
খিলাফত আন্দোলন ৪-৫, ৪৪, ৪৬, ২৪২, ৩০৯, ৩১২, ৩২৫, ৩৩১
খ্রীষ্টান মিশনারী ১৪

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ৪০, ৩৩৬
গণপতি উৎসব ৩৬, ২২৯
গণবাণী ৩১৩
গল্পগুচ্ছ ৩৩৩
গান ২১২
গান্ধী মিঞার বঁস্তানী ২৯৪, ৩৩৬

www.pathagar.com

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ ৪২-৪৪, ৩৩১
গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র ৩, ৬, ১৬, ৫১, ৬৭, ৯২, ১৭১-৮৬, ১৮৯, ১৯৭, ৩২২, ৩২৯, ৩৩৩
গুপ্ত, জগনলাল ২৪৯
গুপ্ত, দ্বিজেন কে. ১০৪, ৩৪০
গোখেল ৪০
গোজীবন ৩৫, ২৯২, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩৬
গোপাল রায় ২০-২১, ৩৪০
গোরক্ষিণী সভা ২২৯, ২৩২
গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু ৩২, ২৯১, ২৯৫, ৩২৯, ৩৩৫
গোলটেবিল বৈঠক ৩৩১
গোহত্যা নিবারণী সভা ৩৫, ৩২৩, ৩৩০
গৃহস্থ ১৪৬
গ্রাহাম, জি. এফ. ২৬, ৩৪০

ঘোরী মহম্মদ শাহাবুদ্দীন ১৩৭, ১৪৪-৪৭ ১৫০, ২১৪
ঘোষ, অরবিন্দ ৩৬, ৩৮, ৩২৪
ঘোষ, কালীপ্রসন্ন ১০৮, ১১০
ঘোষ, জে. এম. ১২, ৩৪০
ঘোষ, নির্মলচন্দ্র ৩০৮
ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ৪১
ঘোষ, বিনয় ১৫-১৬, ৩৩৬, ৩৪২
ঘোষ, মন্মথনাথ ৬২, ৬৭-৬৯, ৭৭, ১৮৭, ৩৩৭
ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ ৩৪, ১৩১, ৩৩০, ৩৩৩
ঘোষ, রামগোপাল ১৬
ঘোষাল, সত্যচরণ ৫২

চক্রবর্তী, অমিয় ২৪৩
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ২৩, ৩৪, ৩৬, ৭৫, ৯১, ৯৫, ১১০-১১, ১১৪, ১৭২, ১৮৫, ১৯৯-২০৪, ২১৭, ২৮২, ৩০৬, ৩২৩,৩২৯-৩১
চট্টোপাধ্যায়, শচীনন্দন ৩১৭
চণ্ডীমঙ্গল ৭৮, ৩৩৪
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ৩২৯
চতুরঙ্গ ৫
চর্যাপদ ৯
চাচানামা ১৩৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১২
চিশতী, খাজা মৈনুদ্দীন ১৩৮
চেমসফোর্ড. লর্ড ৩৩১
চৌধুরাণী, করিমন্নেসা খানম ৩০০
চৌধুরী, আশুতোষ ১৬৫
চৌধুরী, কালীচন্দ্র রায় ৫১
চৌধুরী, প্রথম ৫, ২৪০, ৩৩৭
চৌধুরী, মুনীর ১১৭, ১২২, ২০৯, ২৫১, ৩৩৭, ৩৪২
চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার ৩৩৭
চৌধুরী, মোহাম্মদ রওশন আলী ৩৫

ছত্রপতী শিবাজী ১৫৪
ছায়াময়ী ৮৮-৮৯
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১১

জর্জ, লয়েড ৪৩
জমিদার দর্পণ ৩৩, ২৯১, ৩২৯
জমিদারী এ্যাসোসিয়েশন ২০, ৩২২
জয়সিংহ ৩৩
জাতীয় ফোয়ারা ২৯৮, ৩৩১, ৩৩৫
জাপান ৩৭
জার্মানী ৪২
জাম্পু এল হিকায়াৎ ১৫০
জায়সী, মালিক মুহম্মদ ৬৫
জালিয়ানওয়ালা বাগ ৪২, ৩৩১
জাহাঙ্গীর নামা ৭৮, ১২৭
জাহাঙ্গীর, সম্রাট ৭৩, ১২৬. ৩৪০
জিন্নাহ. মোহাম্মদ আলী ৪২. ৪৪-৪৭
—স্পিচেজ ও রাইটিংস অব জিন্নাহ ৪৭, ৩৩৯
জীবনস্মৃতি ২১৪, ৩৩১
জীবন্তপুতুল কাব্য ২৮২, ৩৩৬
জুলফিকার ৩১৫, ৩৩২

জ্ঞানভাণ্ডার ২৮২

টড, কর্ণেল জেমস ৫২-৫৩, ৫৫, ৫৮-৬৬, ৭০-৭৫, ৭৮, ১২৩, ১২৫, ১২৭-৩০, ১৩৬-৩৭, ১৯৯, ২২৭, ৩২২-২৩, ৩৪১
টাইম ৪, ৩৪৩
টাইমস, দি ৪৩
টাঙ্গাইল ২৯২
টিপু সুলতান ২৯৯
টেনিসন ২১৫
ট্রটার, এল জে. ১৬১, ৩৪১
ট্রানস্লেশন সোসাইটি ২২, ৩২৯
ট্রাভেলস ইন মুঘল এম্পায়ার ৩৩৯

ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ২২
ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ২৩, ৭৪
ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ১৬, ২২
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ৪, ৬, ১০, ৩৭, ৪০, ৪২, ৪৪, ১৫৩-৫৪, ১৫৯, ১৭২, ২১৪-৪৪, ২৮১, ৩০১, ৩২৩-২৫, ৩৩১, ৩৩৩

ডওশন, জন ১৫৭
ডডওয়েল, এইচ. এইচ. ১৫৩
ডাফ, গ্রান্ট ১৫৭, ২৭৮, ৩৩৯
ডালি, ৩০৮, ৩৩১-৩২
ডিকশনারী অব ইসলাম ১৪৪
'ড্রাইডেন ও ডি এল.রায়' ১১৭, ২০৯, ২৫১, ৩৩৭

ঢাকা ১৩
ঢাকা প্রকাশ ১৯১
ঢাকা বার্তা ১৯১

তবকৎ-ই-নাসিরি ১৩৮, ১৪৬, ৩৪১
তাবাতাবাই, সৈয়দ গোলাম হোসেন খান ৩৪১
তারাচাঁদ ১০-১১, ৩৪১
তারিখ-ই-বাঙ্গালা মুহব্বাৎ জঙ্গ-ই ১০৪, ৩৪০
তিলক, বালগঙ্গাধর ৩৬-৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫, ১২১, ১৫২-৫৪, ১৫৯, ২২৯, ২৩২, ২৩৭, ৩২৪, ৩৩০
তুকারাম চরিত ১৫৪, ১৬২
তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী ৩৪০
তুরস্ক ৪২-৪৩

ত্রয়ী ১১৩-১৫, ৩৩০
ত্রিবেণী ২১২, ৩৩১, ৩৩৫

দক্ষিণ আফ্রিকা ৪২, ৪৪
দত্ত, অক্ষয়কুমার ১৬
দত্ত, অশ্বিনীকুমার ৩৬
দত্ত, কালিকিঙ্কর ৯৯, ৩৩৯
দত্ত, চারুচন্দ্র ৩৩৭
দত্ত, ভবতোষ ৫১, ১৭১ ৩৩৭
দত্ত, মাইকেল মধুসূদন ১৭-২০, ১৭২, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩১
দত্ত, রমেশচন্দ্র ১৩, ৯১, ২৪৯, ৩০১, ৩৪০
দত্ত, হরচন্দ্র ৫১
দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ ১৫৩
দরাফ খাঁ গাজী ২৯৯
দাস, কুমুদনাথ ৬৭, ৩৩৯
দাস, সজনীকান্ত ৫৬, ১১০, ১৯৯, ৩৩৩-৩৫
দ্বাদশ কবিতা ৯০
দিনাজপুর ১১
দিল্লী ৪২, ৪৫, ৩২৫
দিল্লীর দরবার ৩৩১
দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী ৯০
দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী ৯০
দুর্গেশনন্দিনী ২৩, ৩২৯
দেউস্কর, সখারাম গণেশ ১৫৪
দেশাই, এ. আর. ৩৬, ৪৫, ৩৩৯
দেবলা ৩৭, ২৪৭-৪৯, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩২
দেবর্ষি দরবার ২৮৩
দেবী, প্রভাময়ী ১১৭, ১১৯-২০, ১৩১, ৩৩৭
দ্বিজেন্দ্রলাল: কবি ও নাট্যকার ২০৫, ৩৩৮
দ্বিজেন্দ্রলাল: গ্রন্থাবলী ২০৪-১৩, ৩৩৫

www.pathagar.com

'ধূমকেতু' ৩১৩

নওরোজী, দাদাভাই ৩১
'নজরুল-রচনাবলী' ৩০৯-১৭, ৩৩২
নজীবদ্দৌলাহ ২৭৮
'নতুন সাহিত্য' ১৫, ৩৪২
'নবনূর, ২৪৭, ২৮২, ৩০৭, ৩২৪, ৩৪৩
'নবীনচন্দ্র-রচনাবলী' ৯৫, ১১০, ৩৩৫
'নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী' ১৯৫-৯৮, ৩৩৫
'নব্যভারত' ১৩৭, ১৬৫, ১৬৭
নাগ, প্রসন্নকুমার ৩৪, ১২৩-৩০, ৩২৩, ৩৩৩
নাগপুর ৪৪
নাদভী, সৈয়দ মুজফফর উদ্দীন ১০৩
নাদভী, সৈয়দ সুলায়মান ৪৩
নানা সাহেব ১৩
'নারায়ণ' ১৩৪
নীলকর ২১
'নীলদর্পণ' ৯২
নীরো, সম্রাট ৮৮
নেভিনসন, এইচ. ৩৯
নেহেরু, জহরলাল ৪৫, ৩৪৬
নেহেরু, মতিলাল ৪৫, ৩৩১
ন্যাশন্যাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন ২৬
ন্যায়রত্ন, রামগতি ৫২, ৬২, ৬৯

পণ্ডিত, কাশিরাজ ২৮০, ৩৪১
'পত্রাষ্টক' ১২৩
পদাবলী ৯
'পদুমাবত' ৬৫
'পদ্যসংগ্রহ' ৯০
পদ্মাবতী ৬৫-৬৬, ৩৩২, ৩৩৬
'পদ্মিনী উপাখ্যান' ১৭, ৫১-৬৮, ২২৭, ৩২৯, ৩৩৪
'পলাশীর যুদ্ধ' ৮৯, ৯৫-১১১, ১১৩, ১৯৬, ২৮২, ৩৩০, ৩৩৫
পাকিস্তান ৩, ৪, ১৩, ৪৪, ৪৭, ৩৩১
'পাকিস্তান অবজারভার, দি' ২৮৪, ৩৪৩
পাকিস্তান আন্দোলন ৪৪, ৩২৫
'পাকিস্তান হিস্টোরিকাল কনফারেন্স, দি প্রসিডিংস অব দি' ১০৩, ৩৪৩
পাটনা ৪৭
পাঞ্জাব ১৩
পাল, কৃষ্ণদাস ৬৯
পাল, ধীরেন্দ্রনাথ ৩১, ১২২, ৩৩০
পাল, বিপিনচন্দ্র ২৩, ৩৮, ৬৭-৬৮, ৩২৪, ৩৪১
পুণা ২৩
পুথি সাহিত্য ৯
'পূবালী' ২৯৮, ৩৪২
প্যারাসনিস, ডি. বি. ১৫৭, ৩৪১
'পৃথ্বিরাজ' (কাব্য) ৪০, ৫৯, ১৩৩-৫২, ১৬৪-৬৫, ২০০, ৩৩১, ৩৩৪
'পৃথ্বিরাজ পরাজয়' ২১৪
'পৃথ্বিরাজ বিজয়' ১৩৬
'পৃথ্বিরাজ রাসো' ৬৫, ১৩৬-৩৭, ১৫১
প্রতাপাদিত্য ৩৪
'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১১১, ৩৩৪
প্রথম মহাযুদ্ধ ৪
'প্রদীপ' ২২২
'প্রবাসী' ৬৭, ১৬৫, ১৬৭, ৩১১, ৩৪৩
'প্রভাস' ১১৩, ৩৩০, ৩৩৫
প্রাইস. ডি. ৩৪০
'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' ৫, ৩৩৭
'প্রায়শ্চিত্ত' ২৩৯
প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ১৯৬

ফকনার, উইলিয়ম ৪
ফকির বিদ্রোহ ১২
ফজল, আবুল ২৮৪, ৩৪২
'ফর্টি ওয়ান ইয়ার ইন ইণ্ডিয়া' ৩৪১
'ফণিমনসা' ৩১৭
'ফল অব দি মোগল এম্পায়ার' ২৭৮, ৩৪১
ফারকুহার, জে. এন. ৩৬, ৩৪০
ফিরিস্তা, মোহাম্মদ কাসিম ৬৪-৬৫, ১২৩, ১৩৮-৪০, ১৪৩, ১৪৫, ৩৪০

ফিলিপস, সি. এইচ. ১৭, ৪৪
'ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' ৬৮, ৩৪১

'বঙ্কিম-রচনাবলী' ৭৫, ৯১, ৯৫, ১১৪, ১৩৪, ৩৩৩
'বঙ্গদর্শন' ৩৩, ৯৫, ১৯৯, ২৯১, ৩২৩, ৩৩০, ৩৪৩
'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান' ৫, ২৮৫, ৩৩৮
'বঙ্গবাসী' ১৬৫
'বঙ্গ-বীরাঙ্গনা কাব্য' ২৮৪, ৩৩১, ৩৩৫
বঙ্গভঙ্গ ৫, ৩৭, ৩৯-৪০, ৪২, ২১৪, ২৩২-৩৫, ২৩৯, ২৪৭, ৩২৪, ৩৩১
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ২৩৬
'বঙ্গীয় মুসলমান' ৫, ২৯৭, ৩৩২, ৩৩৬
'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ২৫৩, ৩০৮
'বঙ্গের বীরপুত্র' ৩৪, ১৩১-৩২, ৩৩০, ৩৩৩
বতুতা, ইবনে ৬৬
'বনগীতি' ৩১৫, ৩৩২
বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ ২০৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ৪১
বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ ৫২
বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস ১৬৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশনাথ ৩০৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ৫৬, ৬৭, ১১০, ১৩১, ১৯৮, ২১৪. ২৯১, ৩০০, ৩৩৩-৩৫, ৩৩৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল ৬,১৭, ২০. ২৩, ৩৩-৩৪, ৫১-৮০, ১৩৩, ১৭২, ১৯৫,১৯৯, ২০৩, ২২৭, ২৫১, ৩২২, ৩২৯, ৩৩৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ৩৩৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ৩৩, ১৫৪, ৩৩০, ৩৩৯
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ৩৪, ৮১-৮৯, ১৭২, ১৮৭-৯০, ১৯৫, ২০৪, ২৫১, ৩২৩, ৩২৯-৩০, ৩৩৪
বরদাই, চন্দ ৬৫, ১৩৬
'বরাঙ্গনা পত্রোত্তর' ১২৩
বরোদা ৪১
'বলাকা' ৪৩, ২৪৩-৪১, ৩২৫, ৩৩১, ৩৩৩
বল্কান যুদ্ধ ৩৩১
'বসন্তকুমারী নাটক' ৩২, ২৯১, ৩২৯, ৩৩৫
বসু, অমৃতলাল ৬৭
বসু, কৈলাশচন্দ্র ৫১
বসু, দীনেশচরণ ৩৪, ১৯১-৯৪, ৩৩০, ৩৩৪
বসু, রাজনারায়ণ ২০, ২৩
বসু, রামরাম ১৩১
বসু, যোগীন্দ্রনাথ ৬, ১৯, ৪৩, ৫৯, ৭২, ১১৩, ১২১, ১৩৩-৬৭, ২০০, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৭
বাউল ১০
'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ৫২, ৩৩৭
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৮৯, ২৫১
'বাঙ্গালী' ১৯১
বাগল, যোগেশচন্দ্র ২১৪
বাদাওনি ৩৩৯
বাডিক ক্রনিক্লস' ১৩৬
'বার্নস, রিচার্ড ১২২
বার্ণিয়ের ৩৩৯
বারণী, জিয়াউদ্দীন ৬৬
বায়রন, লর্ড ৫৪
'বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য' ১১৭, ৩৩৭
'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' ২৯৭, ৩৪২
বাংলাদেশ ৯-১০, ১৩, ২৩, ২৫, ৩৬
'বাংলা সাময়িক পত্র' ৩৩৭
'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)' ৮১, ২৫১, ৩৩৮
'বাংলার জাগরণ' ১৫, ৩৩৬
বাহাদুর শাহ (সম্রাট) ১৪
'বিজলী' ৩১১
বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র ১৬৫
বিদ্যারত্ন, সম্ভুচন্দ্র ২২৮

www.pathagar.com

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ১৫, ১৮৫
বিবেকানন্দ ৪১
বিশী, প্রমথনাথ ১৮, ২২১, ৩৩৩, ৩৩৭
বীটন সোসাইটি ৫১
'বীরবাহু কাব্য' ৮১-৮৮, ৩২৯, ৩৩৪
'বীরসুন্দরী' ১২৩
'বীরাঙ্গনা' ২০, ১২৩, ৩২৯
'বীরোত্তর' ১২৩
'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' ৩২৯
বেগ, আদিনা ২৭৭
'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭' ৩৪০
'বেঙ্গল নবাবস্' ১০৮-০৯
'বেঙ্গল: পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট' ১০৪, ৩৪০, ৩৪৩
'বেঙ্গল বিহার এণ্ড উড়িষ্যা সিকিম' ১৩৪
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ২০, ৩২২
'বেঙ্গলী, দি' ১৩৪, ১৬৫-৬৬
বৈষ্ণব ১০
বোনাপার্ট, নেপোলিয়ন ১৫২
বোম্বে ১৬, ৩৫, ৩৭
ব্যানার্জি, ডব্লিউ. সি. ৩০, ৩৩৯
'ব্যালাডস্ অব মারাঠাস' ২২৮
'বৃত্রসংহার' ৮৯
ব্রাউন, জে. ২৮০, ৩৪১
ব্রাহ্মসমাজ ১৫-১৬, ২০, ২৩
ব্রিগস. জে. ১৩৯, ৩৪০
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ২০, ৩৩, ৩২২
'ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' ৩৪০
'ব্রিটেন ইন ইণ্ডিয়া' ৩৪১

'ভগবদগীতা' ৪১
ভট্টাচার্য, জগদীশ ১৮, ৩৩৭
ভট্টাচার্য. বিধুভূষণ ১৫০, ৩৩৭
ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ৫
'ভাগবত' ৯
'ভাঙ্গাপ্রাণ' ২৯৭, ৩৩১-৩২
ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট ৩০, ২৩৯
ভারত ১৩
'ভারত উদ্ধার' ২০৪
'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' ৫৬, ৩৩৫
ভারতবর্ষ ৪৭, ১৪৪
'ভারতবর্ষ ১৩৬, ২৩২
'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' ২২১
'ভারতী' ২২১
'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' ৩৩৮
'ভাষা ও সাহিত্য' ৩৩৮
'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ : ১৩৭০' ১১, ৩৪২
ভিক্টোরিয়া, রাণী ১৭, ১৭৬, ১৮৫, ১৮৯, ১৯২

মওদুদ, আবদুল ২৪৯
মঙ্গলকাব্য ৯
মজুমদার, অম্বিকাচরণ ১৬৫
মজুমদার, বরদাকান্ত ৬৮, ৩৩৪
মজুমদার, মোহিতলাল ১৯, ৪৪, ৩১০, ৩৩৮
মজুমদার, যদুনাথ ১৬৫
মজুমদার, রমেশচন্দ্র ১০-১১, ১৪-১৫, ৩৪১
'মডার্ণ রিভিউ' ১৫৮, ১৬৬, ৩৪৩
'মডার্ণ রিলিজিয়াস মুভমেণ্টস্ ইন ইণ্ডিয়া' ৩৬
মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ৪২, ৩৩১
'মদিনার গৌরব' ২৯৪. ৩৩১, ৩৩৬
'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী' ৩৩৩
'মন্ত্র' ৩৭, ২০৭-০৮, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩৫,
মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ ২১৭, ৩০৩, ৩৩৮
'মরু-ভাস্কর' ৩১৫, ৩৩২
মল্লিক, হেমচন্দ্র ১৫৩
মর্লে, লর্ড ৪০
মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম ৪০, ৩৩১
ময়মনসিংহ ১৯১
মহম্মদ (দঃ), হজরত ১৫২
মহররম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য ২৮১, ৩৩৩
'মহাপ্রস্থান কাব্য' ১৯৪
'মহাভারত' ৯
'মহামোগল কাব্য' ৩৩, ১১৬-২১, ৩৩০, ৩৩৫
'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ৯৮, ৩৩৪

www.pathagar.com

মহাশ্মশান কাব্য' ৩৭, ১৪৯, ২৫১-৮০, ৩২৩, ৩৩১-৩২,
'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' ১৯, ১৩৩, ৩৩৭
'মাইকেল রচনাসম্ভার' ১৮, ৩৩৩
মাদ্রাজ ১৬
'মাতৃভূমি' ২১৪
মাধবাচার্য ৭৮, ৩৩৪
'মানস-বিকাশ' ১৯১
মানসিংহ ৭১-৭৩
মান্নান, কাজী আবদুল ২৪৭-৪৮, ২৫০, ২৮৬, ২৯৩, ৩৩৮
মাশহাদী, পণ্ডিত রিয়াজ আলদীন ৩৫
মাসানী, রুস্তম পি. ২২, ৩৪১
'মাহে নও' ২৪৭, ২৪৯, ২৫১, ২৮৩-৮৪, ৩৪২-৪৩
'মিউটিনি অব দি বেঙ্গল আর্মি' ৩৩৯
মিত্র, দীনবন্ধু ৩৩, ৯০-৯৪, ১৪১, ১৭২, ৩২৯, ৩৩৪
মিত্র, রাজেন্দ্রলাল ২০
'মিনহাজুস সিরাজ' ৩৪১
মিন্টো, লর্ড ৩৮, ৪০
মিল ১০৪
'মিহির ও সুধাকর' ২৪৯
মীরকাসেম ১১
মুখার্জী, উমা ৩৬
মুখার্জী, গিরিজা ২০
মুখার্জী, হরিদাস ৩৬
মুখোপাধ্যায়, অধরচন্দ্র ১৫৫
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ১৬৫
মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ৫৮, ১৭৫, ৩৩৮
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার ২৩, ১৫৪, ২১৪-১৫, ২১৭, ২২৩, ২২৬, ২২৯, ৩৩৮
মুখোপাধ্যায়, ভূদেব ১৮৮
মুখোপাধ্যায়, মুকুন্দদেব ১৮৮
মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন ৯৮, ৩৩৪
'মুজফফর নামাহ' ১০৮-০৯, ৩৪০
'মুনতাখাবাৎ তোয়ারিখ' ১২৭, ১৩৮, ৩৩৯
'মুনতাখাবুল লুবাব' ১৫৭, ৩৪০
মুন্সী, কে. এম. ২৪৯
মুর্শিদাবাদ ১৩
'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' ২২১
'মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য' ৩৩৮
'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' ৩৫, ২৫০, ২৯২, ৩৩৬
মুসলিম লীগ ৩৮-৪৭, ৩২৪-২৫, ৩৩১
'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফেলিসিটেশন ভল্যুম' ১২২
'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৮-১৯, ২৫৬, ২৬৭, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩৩
মেয়ো, লর্ড ২৪, ৩২৯,
মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার ২২১-২৩, ২২৮
'মোসলেম পতাকা' ২৮৩
'মোসলেম ভারত' ৩০৯-১১
মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ, আলিগড় ২৫, ৩২৩
মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ২২, ৩২৯

'যমজভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস' ২৮২, ৩৩১, ৩৩৬
যশোর ২৮৪, ৩২৩
'যামিনী প্রভাত' ৩৩, ১২২, ৩৩০
'যুগবাণী' ৩১০-১১

'রওজাতুত্তাহেরীণ' ১৩৭
'রঙ্গমতী' ১১১-১৩, ৩৩০, ৩৩৫
'রঙ্গলাল' ৬২, ৬৭, ৩৩৭
'রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী' ৬৮, ৩৩৪
'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' ৬৭
রজার্স, এ. ৩৪০
রত্নবতী ৩৩, ২৯১, ৩২৯
রবার্টস, ফিল্ডমার্শাল লর্ড ১৫, ৩৪১
'রবি-পরিক্রমা' ৩৩৭
'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' ২১৪

www.pathagar.com

'রবীন্দ্র-জীবন-কথা' ২১৫, ২১৮, ২২৯, ২৩৭, ২৩৯, ৩৩৮
'রবীন্দ্র-জীবনী' ১৫৪, ২১৪, ২১৭, ২২৩, ২২৬, ২২৯, ৩৩৮
'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১০, ২১৪, ২১৬, ২২১, ২৩২-৪৩, ৩৩৩-৩৪
'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' ৩৩৭
'রবীন্দ্র-সরণী, ২২২, ৩৩৭
'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' ২২০, ৩৩৮
রসুল, আবদুল ৩৮, ২৩৫
রসুল, মুনসী হেদায়েত ৩৫
রংপুর ১১
রহমান, মুজিবর ১০৪, ৩৩৮
রহমান, মুজীবর ৩৮
রহমান, শেখ হবিবর ১৫৫, ৩৩৪
'রহস্য-সন্দর্ভ' ৬৯
'রাইজ এ্যাণ্ড গ্রোথ অব দি কংগ্রেস ইন্‌ ইণ্ডিয়া' ৩৩৯
রাও, বালাজী ২৭৮
রাও, বিশ্বনাথ ২৭৮
রাওলিনসন, এইচ. জি. ২৭৭, ২৮০
'রাঙ্গাজবা' ৩১৫, ৩৩২
রাজপুতাঙ্গনা কাব্য ৩৪, ১২৩-৩০, ৩৩০, ৩৩৩
রাজসিংহ ২০৩, ২৫১
রাজাপ্রজা ২২১, ২৩২, ২৩৮, ৩৩৩
'রামদাস ও শিবাজী' ১৫৫, ৩৩৭
'রামায়ণ' ৯
রাশিয়া ৩৭
রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৭, ৪০, ৭৪, ১১৭. ২০৪-১৩, ৩২৩, ৩৩০-৩১, ৩৩৫
রায়, নিখিলনাথ ৬৬, ২২১
রায়, নীহাররঞ্জন ২২০, ২২৮, ৩৩৮
রায়, ভারতচন্দ্র ৫৬, ৩৩৫
রায়, রামমোহন ১৫-১৬
রায়, রথীন্দ্রনাথ ২০৫, ২০৮-০৯, ৩৩৮
রায়, লালা লাজপত ৩৮, ৩২৪
'রাজনন্দিনী' ৩০৬, ৩৩৫
'রিক্তের বেদন' ৩০৯
'রিজিয়া' ১৯
'রুদ্রচণ্ড' ২১৪
'রুদ্রমঙ্গল' ৩১৪
'রেবেলিয়ন: ১৮৫৭' ১৫, ৩৪২
রেমণ্ড, এম. ৩৪১
'রৈবতক' ৩৪, ১১৩, ৩৩০, ৩৩৫
ল, জাঁ ১০৩
লক্ষ্মীবাঈ ১৩
লক্ষ্মৌ ৪৬
লতিফ, নবাব আবদুল ২২-২৩, ২৭, ৩৩, ৯৪, ২৪৭, ৩২৩, ৩২৯-৩০
'লহরী' ২৯৮-৯৯
'লাইফ এ্যাণ্ড ওয়ার্ক অব স্যার সৈয়দ আহমদ খান' ৩৪০
'লালচাঁদ' ২৪৭, ৩৩২
লাহা, নরেন্দ্রনাথ ১৫৫
লাহোর ৪৭, ৩২৫, ৩৩১
'লিটারেচার অব বেঙ্গল, দি' ৯১, ৩৪০
'লীলাবতী' ৯০
লোওই, ডাব্লিউ. এইচ. ১২৭
'লোকমান্য তিলক' ৩৭
শর্মিষ্ঠা ৩২৯
শহীদুল্লাহ্‌, মুহম্মদ ৬৫, ২৫১, ৩২২, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৪২
শান্তিনিকেতন ২৩৯
শামসুদ্দীন, আবুল কালাম ২৫৩
শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রচন্দ্র ১৩৪
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ ১৩৪, ১৩৬
শাহ, মিয়া কুতুব ২৭৭
শাহ, শের ৬৪, ১৪৩
শাহ, সম্রাট বাহাদুর ১৩
শাহরাণপুর ১৪
'শিবমন্দির' ২৮০, ৩৩৩
শিবাজী ৩৩-৩৪, ৩৬

www.pathagar.com

'শিবাজী' (ইতিহাস) ১৫৮-৫৯, ৩৩৮
'শিবাজী' (কাব্য) ৪০, ১১৩, ১২১, ১৫২-৬৪, ১৬৬-৬৭, ৩৩১, ৩৩৪
শিবাজী উৎসব ৩৬-৩৭, ৪০-৪১, ১৫৩-৫৪, ২২৯, ২৪৮, ৩২২-২৩
'শিবাজী এণ্ড হিজ টাইমস' ১৫৫, ১৫৮, ১৬৪, ৩৪১
শিরাজী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন ২৮৭, ৩০৪-০৬, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩৫
শিরোমণি, কালিকান্ত ৩৩৫
শিল্প-বিপ্লব ১৩
'শ্রীঅরবিন্দোস্ পলিটিক্যাল থট্' ৩৬
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ৯
'শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র' ১১৪
'শ্রীহট্ট বিজয় কাব্য' ২৮৬
শুক্ল, রামচন্দ্র ৬৫, ৩৩৯
'শূর সুন্দরী' ২৩, ৭০-৮০, ১৯৯, ২০১, ৩২৯, ৩৩৪
'শের শাহ' ৬৪, ৩৪১
'শৈশব কুসুম' ২৯৭, ৩৩০, ৩৩২
'শ্মশান ভস্ম' ২৮১, ৩৩৩

'সওগাত' ২৫৩, ৩০৯
'সঙ্গীত লহরী' ৩৫, ২৯১, ৩৩০, ৩৩৬
সত্যাগ্রহ ৪৩, ৪৫
সদাশিব ২৭৭-৮০
'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' ১৮, ৩৩৭
'সঞ্চয়িতা' ২৩০, ২৪০, ৩৩৩
'সঞ্চিতা' ৩১৫-১৮, ৩৩২
'সঞ্জীবনী, ১৬৫-৬৬
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ৩৯-৪২, ২৩৭, ৩২৪
'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকীর রেইডার্স ইন বেঙ্গল' ১২
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১২
'সবুজ পত্র' ২৪০
'সর্বহারা' ৩১৫
'সমাধান' ২৪২
'সমালোচনা সাহিত্য' ৩৩৭
'সমালোচনা সাহিত্য পরিচয়' ৩৩৭
'সমূহ' ২৩৫, ২৩৯, ৩৩৩
সরকার, অক্ষয়চন্দ্র ১৮৮
সরকার, যদুনাথ ৯৮, ১০২-০৩, ১০৮, ১৫২, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৮-৬০, ১৬৩-৬৪, ২৭৮-৭৯, ৩৩৮
সলিমুল্লাহ, নবাব ৩২৩, ৩৩১
'সংবাদ প্রভাকর' ৩, ১৬, ১৭১-৭২, ১৭৭-৮০, ১৮২-৮৩, ৩২৯, ৩৩৬
সাকলায়েন, গোলাম ২৯৭, ৩৪২
'সাজাহান' ১১৭, ২০৯, ৩৩৫
সান্যাল, দুর্গাচন্দ্র ৩৩, ১১৬-২১, ৩৩০, ৩৩৫
'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' ১৬, ৩৩৬
'সাহিত্য' ১৫৪, ৩৪৩
'সাহিত্য পত্রিকা' ২৪২, ৩৪২-৪৩
'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ১৫৫, ৩৪৩
'সাহিত্য সংহিতা' ১৩৫, ১৬৫
সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ৬৭, ১১০, ২৯১, ৩৩৭
সিপাহী বিদ্রোহ ৩, ১৩-১৭, ২১, ২৩, ৯২, ১৭৭-৮৪, ১৮৬, ১৯৭, ৩২১-২২, ৩২৯
'সিরাজদ্দৌলা' ২২১
সিরাজদ্দৌলাহ ১১, ৩৩, ৮৮, ৯৩-৯৮, ১০২-০৪, ২০৯-১০
'সিরাজুদ্দৌলাহ এণ্ড দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ১০৪, ৩৪০
'সিলেক্ট ডকুমেন্টস' ১৭, ২৬-২৯, ৩২, ৩৮-৪৭, ৩৪২
'সিয়র-উল-মোতাখেরিন' ১০৩, ২৮০, ৩৪১
সুজাউদ্দৌলাহ ২৮০
সুফীবাদ ১০
'সুরধুনী কাব্য' ৩৩, ৯০-৯৪, ১৪১, ৩২৯
সেন, কেশবচন্দ্র ১৬

www.pathagar.com

সেন, ক্ষিতিমোহন ৫
সেন, ত্রিপুরাশঙ্কর ৯৫, ৩৩৮
সেন, দীনেশচন্দ্র ৩৩৮, ৩৪১
সেন, নবীনচন্দ্র ৩৩-৩৪, ৮৯, ৯৫-১১৫, ১৩৪, ১৭২, ১৯৪-৯৮, ২০৪, ২১৪, ২৮১-৮২, ২৯৫, ৩২৩, ৩২৯-৩০, ৩৩৫
সেন, সুকুমার ৮৯, ৯১, ৯৫, ১২৩, ১৭১-৭২, ১৯১, ১৯৪, ২৫১, ৩৩৮
'সেনসাস্ রিপোর্ট অব বেঙ্গল' ১৪৮
'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' ৩০
সোবহান, শেখ আবদুস ৩৩৮
'সোশাল ব্যাকগ্রাউণ্ড অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম' ৩৬, ৩৩৯
'স্টাডিজ ইন রাজপুত হিস্ট্রি' ২৪৯, ৩৪১
স্বদেশী আন্দোলন ১০, ৩৯-৪১, ২২৯, ২৩৫, ৩২৪, ৩৩১
'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' ৪০, ৩৩৬
'স্বপন-পসারী' ৪৪
সরস্বতী, দয়ানন্দ ৩৩০
'স্বাধীন খাতুন' ২৮২, ৩৩৬
'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা' ১২, ৩৩৬
'স্বামী বিবেকানন্দস্ ওয়ার্কস' ১৫৫, ১৪৮
স্মিথ, ভি. এ. ৬৬, ১২৪, ১৩০, ১৩৬, ১৪৩, ১৫০

হক, এ. কে. ফজলুল ৪৭
হক, এস. মইনুল ২৭৭
হক, মুহম্মদ এনামুল ১০, ১২২, ২৯৮, ৩০৪, ৩৩৮, ৩৪২,
হক, মোজাম্মেল ২৯৮-৯৯, ৩৩৫
'হজরত মোহাম্মদ কাব্য' ২৯৯
হলওয়েল ১০৪
হাই, মুহম্মদ আবদুল ৮১, ২৫১, ২৯৪, ২৯৯, ৩৩৮, ৩৪২
ইয়াহইয়াহ্, এইচ.এম. ৪৩
'হাফেজ' ২৪৭, ২৯৩
হামজবী ১৩৮, ১৪৪
হালিম, আবদুল ১০৪, ১০৯
'হাসির গান' ৩৭, ২০৫, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩৫
হাণ্টার, উইলিয়ম ২৩-২৪, ১৩৭, ১৪৯, ৩২৯, ৩৪০
'হাড়জ্বালানী' ২৮৪
হিউম, স্যার এ্যালান অক্টেভিয়ান ৩০-৩২
'হিতবাদী' ১৫৪, ১৬৫
'হিন্দু-পেট্রিয়ট' ৬৯, ১৬৬
'হিন্দু-মুসলমান' ৫, ৩৩৮
'হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ' ৫, ৩৩৬
'হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' ৫, ৩৩৮
'হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী' ৩৫, ৩২৩, ৩৩০
'হিন্দুমেলা' ২৩, ৩৩, ৩২৩, ৩২৯
হিল, এস. সি. ১০৩, ৩৪০
হিল্টন, রিচার্ড ১৯৭, ৩৪০
'হিস্ট্রি অব আওরঙ্গজেব' ১৫৪, ১৫৮, ১৬৩, ৩৪১
'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' ১৪২, ১৫০, ৩৪১
'হিস্ট্রি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট' ১০৪, ২৭৭-৮০, ৩৪০
'হিস্ট্রি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া' ১০, ৩৪১
'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' ৯৮, ১০৩, ৩৪১
'হিস্ট্রি অব বেঙ্গলী লিটারেচার' ৩৩৯
'হিস্ট্রি অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড লিটারেচার ৩৩৯
হিস্ট্রি অব দি মারাঠাস্, এ ১৫৭, ২৭৮, ৩৩৯
'হিস্ট্রি অব দি মারাঠা পিপল' ১৫৭, ৩৪১
হিস্ট্রি অব মোহামেডান পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, দি ৬৫, ৩৪০
'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' ৬৫, ৩৩৯
'হুগলী-হাওড়ার ইতিহাস' ১৫০, ৩৩৭
হোসেন, মাহবুব ২৭৭, ৩৪০

www.pathagar.com

'হেমচন্দ্র' ১৮৭, ৩৩৭
'হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' ১৮৭, ১৮৯, ৩৩৪
হোসেন, গোলাম ৫, ২৮৪-৮৫, ২৮৭, ৩২৪, ৩৩৫, ৩৩৮
হোসেন, মীর মশাররফ ৬,৩২-৩৩, ৩৫, ২৯১-৯৪, ২৯৯, ৩২৩-২৪, ৩২৯-৩০, ৩৩৫
হোসেন, সৈয়দ আবুল ২৮২-৮৩, ২৮৭, ৩২৪, ৩৩৬
হোসেন, সৈয়দ গোলাম ১০৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com